মন করিতে প্রবৃত্ত করাও ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উদ্দেশ্য নহে। অবোধ ও অল্পবুদ্ধি মনুষ্যদিগকে বহু প্রকার কুহক জালে মুগ্ধ করিয়া তাহাদিগের যথা সর্ব্বস্ব শোষণ পূর্ব্বক এক ব্যক্তির লোভ বৃত্তিকে চরিতার্থ করা, অথবা জ্ঞান হীনা অবলাদিগকে নানা জাতীয় কৌশল বাক্যে বঞ্চনা করিয়া কুপথ গামিনী করাও উক্ত ধর্ম্মের উদ্দেশ্য নহে। বেদান্তাদি শাস্ত্রের ন্যায় অনর্থক বাগ্‌জাল বিস্তার দ্বারা সৃষ্ট জীব ও স্রষ্টা ব্রহ্মের ঐক্য সংস্থাপন করিয়া লোক দিগকে ঘোর মোহে মোহিত করা অথবা কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী প্রভৃতি সমুদায় সৃষ্ট পদার্থের সহিত ঈশ্বরের অভেদ কল্পনা করিয়া মনুষ্যকে বিড়ম্বনা করাও পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য নহে।

পরম করুণাকর পরমেশ্বর যে সমস্ত মঙ্গল উদ্দেশ করিয়া এই পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার সেই সমস্ত শুভ সংকল্প সিদ্ধ করিবার উদ্দেশেই মর্ত্ত্য লোকে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছে। যাহার সহিত পরমেশ্বর প্রণীত প্রাকৃতিক নিয়মের কোন বিরোধ নাই এবং যাহা কোন অংশে সত্যের বিরোধী নহে, সেই সমস্ত সত্যপর শুভ ব্যাপার সাধন করা সত্য সংযুক্ত ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। যিনি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আদ্যোপান্ত সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবেন, তাঁহার অবশ্যই প্রতীতি জন্মিবে যে এপর্য্যন্ত মর্ত্ত্য লোকে যে সমস্ত কাল্পনিক ধর্ম্মের প্রচার হইয়াছে, সেই সমস্ত কাল্পনিক ধর্ম্মের কেবল সংস্কার করা মাত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উদ্দেশ্য নহে, ঐ সমস্ত কাল্পনিক ধর্ম্মের মধ্যে ধর্ম্ম বিষয়ক যে সকল তত্ত্ব নিহিত আছে, যাহাতে মানবগণ সেই সমস্ত তত্ত্ব উদ্ধার করিয়া তন্নিবন্ধন বিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগে অধিকারী হইতে পারে, তাহাও আমাদিগের ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। কি যেশুখ্রীষ্ট প্রণীত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম, কি মহম্মদ প্রচারিত মোসলমান দিগের মত, কি ভারত বর্ষীয় ঋষিদিগের উক্ত প্রাচীন হিন্দু ধর্ম্ম, পক্ষপাত শূন্য হইয়া বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক দেখিলে এ সকল ধর্ম্মের মধ্যেই স্বার্থ সাধন প্রভৃতি নানা প্রকার অভিসন্ধি দৃষ্ট হয়, কিন্তু যিনি নিরপেক্ষ হইয়া নিরবলম্ব যুক্তি সহকারে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আদ্যোপান্ত সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবেন, তাঁহাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের তুল্য এপ্রকার মহৎ উদ্দেশ্য আর কোন ধর্ম্মে বর্ত্তমান নাই। যে সমস্ত মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য অবনি মণ্ডলে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছে, যদিও তাহার সম্যক্‌ নির্ণয় করা অসাধ্য ব্যাপার, তথাপি উক্ত ধর্ম্মের স্বরূপ ও লক্ষণ দ্বারা উহার যে সমস্ত প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাতেই উহাকে সকল মঙ্গল সাধক সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

যিনি ক্রমে ক্রমে এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহার অনুপম করুণা অবলম্বন করিয়া ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী প্রভৃতি প্রাণী সমূহ জীবন ধারণ করিতেছে, যিনি সহায় হীন সদ্যোজাত বালকের রক্ষার নিমিত্ত মাতৃ প্রভৃতির মনে আশ্চর্য্য বাৎসল্য ভাব প্রেরণ করেন এবং যিনি জরা জীর্ণ বৃদ্ধ পিতা মাতার জীবন ধারণের উপায় স্বরূপ সংসার মধ্যে স্বাভাবিক ভক্তি ভাবের বিস্তার করিয়াছেন, যাঁহার স্নেহ প্রবাহ পিতা পুত্র পৌত্র প্রভৃতি পুরুষানুক্রমের প্রতি পতিত হইয়া নিরন্তর প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে এবং যিনি রাজা প্রজা প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার মনুষ্যকে এক নিয়মের অধীন করিয়া সকলকেই সমরূপে প্রতিপালন করিতেছেন, " যাঁহার নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন থাকিয়া যথাউপযুক্ত রূপে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে এবং বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে " মনুষ্য যাহাতে তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও অনুপম প্রীতি প্রকাশ করিয়া তাঁহার উপাসনায় নিযুক্ত থাকিতে পারে ইহাই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। তিনি আমাদিগের মনোভূমিতে যে সমস্ত জ্ঞান ধর্ম্মের বীজ বপন করিয়াছেন সেই সমস্ত বীজকে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত করা এবং তিনি এই বিশ্বরূপ বিশাল গ্রন্থের মধ্যে তাঁহার যে সমস্ত মঙ্গল ময় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, জ্ঞান নেত্র উন্মীলন পূর্ব্বক তাহা পাঠ

করিয়া তদনুসারে কার্য্য করাই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। বিশ্ব পতি এই বিশ্বরাজ্য পালন জন্য যে সমস্ত ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, যাহাতে আমরা সেই সমস্ত নিয়ম অবগত হইয়া আমাদিগের জ্ঞান ধর্ম্ম স্বাস্থ্য সৌভাগ্য বৃদ্ধি করিয়া ঐহিক ও পারত্রিক সুখে সুখী হইতে পারি তাহাই এই পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উদ্দেশ্য।

ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ফল।—ব্রাহ্ম ধর্ম্ম রূপ মহীরুহের মূলে [illegible] করিয়া যে সমস্ত অনুত্তম ফল [illegible] হইতে পারে, তাহা বর্ণন করিয়া [illegible] প্রকার শুভ ব্যাপার [illegible] সম্পন্ন করা যাইতে পারে এবং যে সমস্ত মঙ্গল কামনা মনুষ্যের মনে উদয় হওয়া সম্ভব, সে সমস্তই এক ব্রাহ্ম ধর্ম্ম রূপ মহোদধি মন্থন করিলে উত্থিত হইতে পারে। ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্য জাতির [illegible] এবং উক্ত ধর্ম্ম পৃথিবীর [illegible] মনুষ্যের যে সমস্ত উৎকৃষ্ট [illegible] স্তুতি করিয়াছেন [illegible] মনুষ্যের জন্য যে সমস্ত মঙ্গল ব্যাপার পৃথিবীতে সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন, যে পর্য্যন্ত মানব সর্ব্বতোভাবে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম অবলম্বন না করিবে, সে পর্য্যন্ত কখনই তাহারা ঐ সমস্ত সুখ আস্বাদন করিতে সমর্থ হইবে না। বিনা ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বন মনুষ্য কোন মতেই সম্পূর্ণ মনুষ্য নামের উপযুক্ত হইতে পারে না।

পৃথিবীর পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে দৃষ্ট হয়, যে এক এক ব্যক্তি নানা প্রকার বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইয়াও ভ্রম পূর্ণ দোষাশ্রিত ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া অশেষ প্রকার কুৎসিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়াছে। পূর্ব্ব কালে মিশর দেশে যখন নানা বিদ্যার প্রচার হইয়াছিল এবং যে সময় উক্ত স্থানে বিলক্ষণ সভ্যতার উদয় হইয়াছিল, তৎকালেও টলেমি ফিলে ডেলফস প্রভৃতি তদ্দেশস্থ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ দোষাশ্রিত অপরিশুদ্ধ ধর্ম্মানুরোধে সিংহ ব্যাঘ্র শৃগাল কুকুর ও মেষ মহিষ প্রভৃতি নানা জাতীয় জীব জন্তুর আরাধনা করিত। গ্রীশ দেশীয় যে বিখ্যাত পিথাগোরস আপন বুদ্ধিবলে জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনেক সত্য প্রকাশ করিয়া ছিলেন, ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহারও অতি অবোধের ন্যায় নানা প্রকার অলীক বিশ্বাস ছিল। এপ্রকার প্রবাদ আছে যে অভ্রান্ত ও পরিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রাপ্ত না হইয়া বিশ্বমান্য পণ্ডিতাগ্রগণ্য সক্রেটিসও মৃত্যুর পূর্ব্বে অবোধ পৌত্তলিকের ন্যায় ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। দোষ শূন্য উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের অভাবে পুরাকালে পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে যে মনুষ্য আরাধনার পদ্ধতিও প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন এক ব্যক্তিকে কোন বিষয়ে ক্ষমতাবান্ দেখিলেই পূর্ব্বকালীন লোকে তাহার পূজা করিত। সিসিরো ব্যক্ত করেন যে গ্রীশ দেশে যে সমস্ত প্রধান প্রধান দেবদিগের মন্দির স্থাপিত ছিল, তাহার মধ্যে [illegible] তদ্দেশীয় প্রধান মনুষ্যদিগের প্রতিমূর্ত্তি দ্বারা পরিপূরিত হইয়া ছিল। এবং তদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ সেই সেই দেবমূর্ত্তিদিগকে দেবতা জ্ঞানে আরাধনা করিত। গ্রীশ দেশীয় পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ পরিশুদ্ধ ধর্ম্মের অভাবে সময়ে সময়ে নানাবিধ নিন্দনীয় কর্ম্মের যে প্রকার অনুষ্ঠান করিয়াছেন, রোম দেশীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণও তদ্রূপ নানা প্রকার অসদাচারের আধার হইয়াছিলেন। সিসিরো, সেনেকা, জষ্টিনেনস, কেটো, পিণ্ডার ও প্লীনি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ নানা বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইয়াও অনেক সময় জ্ঞানহীন অবোধের ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। উক্ত পণ্ডিত দিগের অনুষ্ঠিত অকিঞ্চিৎকর কার্য্য সমূহ উল্লেখ করিয়া প্রস্তাব বাহুল্য করিবার কোন প্রয়োজন নাই। অভ্রান্ত ধর্ম্ম তত্ত্ব অবগত না হইয়া উঁহারা যে সকল গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তাহা গিবন্ ও রসল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখকেরা বিস্তার ক্রমে বর্ণন করিয়াছেন এবং সে সমুদায় উহাদিগের প্রত্যেকের জীবন চরিতের মধ্যে সুস্পষ্ট রূপে লিখিত আছে।

ইয়ুরোপের বিশ্বমান্য অসামান্য পণ্ডিতগণ ভ্রম পূর্ণ ধর্ম্মের অনুগত হইয়া যে সমস্ত অজ্ঞা-

মতাব্র কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহা রোমান কেথলিক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ধর্ম্মমতেও প্রকাশিত রহিয়াছে। নানা বিদ্যা বিশারদ সুবিখ্যাত ইতিহাস লেখক রোলিন, সুবিচক্ষণ পণ্ডিত ফেনেলন এবং পণ্ডিতাগ্রগণ্য ডিউপিন ও পাসকেল প্রভৃতি সুধীগণও উক্ত রোমান কেথলিক মতাবলম্বী হইয়া অনায়াসে তদনুরূপ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। উল্লিখিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান শুনিলে অবাক্ হইতে হয়, উক্ত ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রধান বিশ্বাস এই যে কোন ব্যক্তি সহস্র সহস্র প্রকার পাপানুষ্ঠান করিয়া যদি তাহা ধর্ম্মগুরু পোপের নিকট স্বীকার করে এবং গুরু পোপ কোন বহু মূল্য রত্ন বা প্রচুর ধন প্রাপ্ত হইয়া তাহার প্রতি সদয় হয়েন ও তাহার উক্ত পাপ রাশি ক্ষমা করেন, তাহা হইলে আর সে ব্যক্তিকে সে সকল পাপের ফল ভোগ করিতে হয় না। উক্ত মতের এই এক বিশ্বাস যে উহাদিগের কল্পিত স্বর্গের কুঞ্চিকা পোপের হস্তে থাকে মৃত্যু কালে যদি কেহ প্রচুর ধন দান দ্বারা পোপের পরিতোষ করিতে পারে এবং পোপ তাহার অঙ্গে সেই স্বর্গ দ্বারের কুঞ্চিকা স্পর্শ করান, তাহা হইলে সে ব্যক্তি অনায়াসে স্বর্গে গমন করিতে সমর্থ হয়। পূর্ব্বতন গ্রীস এবং রোম দেশীয় লোকদিগের এইরূপ বিশ্বাস ছিল, যে কাম ক্রোধাদি যত প্রকার ইন্দ্রিয় আছে, লজ্জা ভয়, হর্ষ, বিষাদ প্রভৃতি যত প্রকার মনের ভাব আছে এবং মদ্য পান, মিথ্যা কথন, চৌর্য্য বৃত্তি, দস্যু বৃত্তি প্রভৃতি যত প্রকার কুকর্ম্ম আছে, সে সকলেরই এক একটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছে, এই অমূলক বিশ্বাসানুসারে উহারা নানাবিধ কুৎসিত উপচার দ্বারা ঐ সমস্ত দেবতাদিগের অর্চ্চনা করিত। পূর্ব্বোক্ত দেবতাদিগের তুষ্টির নিমিত্ত যে সমস্ত কুৎসিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইত, তাহা ব্যক্ত করিয়া লেখা দূরে থাকুক, সে সমস্ত ব্যাপার মনে করিতেও লজ্জা বোধ হয় এবং হৃদয় কম্পমান হইয়া উঠে। গ্রীশ প্রভৃতি কোন কোন দেশে দেব পূজার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে নানা প্রকার বিগর্হিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা অর্থাগম করিবার বিধি ছিল। পুরাবৃত্ত মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, যে গ্রীশ দেশে কোন দেবতা বিশেষের প্রসন্নতা লাভ করিবার জন্য সেই দেব মূর্ত্তির নিকট তত্রস্থ বিজ্ঞ বিজ্ঞ লোকে বহু সংখ্যক বালকের প্রাণ নষ্ট করিত এবং কুত্রাপি বা এপ্রকার রীতিও প্রচলিত ছিল, যে তত্রস্থ রাজা কোন বিপদে পতিত হইলে তাহার সেই বিপদ উদ্ধারের জন্য প্রজাদিগের সকলেরই এক একটি বালকের প্রাণ নাশ করিয়া কোন দেবতা বিশেষের অনুগ্রহ লাভ করিতে হইত, ঐ সকল দেশে কোন কোন সময় প্রশস্ত ধর্ম্ম সাধন জ্ঞানে করিয়া লোকে বহুসংখ্যক মনুষ্য দগ্ধ করিয়া ভস্মসাৎ করিত। ভ্রম পূর্ণ দোষাশ্রিত ধর্ম্মের অনুগত হইয়া পূর্ব্বতন লোকে এইরূপ যে কত শত গর্হিত ও কুৎসিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিত তাহার সংখ্যা করা সুকঠিন।

যে সমস্ত কর্ম্মদোষে দেশের নামকে একেবারে বিলুপ্ত করে এবং যে সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে মনুষ্যকে পশু অপেক্ষাও অধম হইতে হয়, ধর্ম্ম দোষে এই ভারতবর্ষে তাহার কোন কর্ম্মই আর অনুষ্ঠিত হইতে অপেক্ষা নাই। ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রের মধ্যে যে কয়েকটি প্রসিদ্ধ মত আছে, তাহার এক একটি মতের প্রণয়ন ও আচরণ শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক এতদ্দেশে যে দুটী প্রচলিত মত, উক্ত দুই মতই ভ্রমদোষে পরিপূর্ণ এবং অশেষ অনর্থের হেতু, এই দুই মত যেন পাপ রূপ পুরুষের দুটি বাহু স্বরূপ হইয়া ভারতের উন্নত মস্তককে আক্রমণ পূর্ব্বক রসাতলস্থ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। যত অবোধ ও যত মূঢ়ের কার্য্য মনেতে কল্পনা করা যাইতে পারে, পুরাণ শাস্ত্রকারেরা কোন কার্য্য তার বিধান করিতে ত্রুটি করে নাই এবং যে সমস্ত ভয়ানক ও কুৎসিত ব্যাপার হিংস্র পশ্বাদিতেও আচরণ করিতে সমর্থ হয় না, তন্ত্র শাস্ত্র মধ্যে সে সমস্ত কার্য্য বৈধ ও অনুষ্ঠেয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত মতানুসারে ভারতবর্ষীয় বহু সংখ্যক মনুষ্য এপর্য্যন্ত যে সমস্ত কর্ম্মের অ-

নুষ্ঠান করিয়া আসিতেছে, তাহা লিপি করিতে লজ্জা বোধ হয়। প্রগাঢ় মূর্খের ন্যায় কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদিকে ঈশ্বর বুদ্ধি করিয়া তাহার আরাধনায় নিযুক্ত থাকা, নির্ব্বিকার নিরাময় সর্ব্বেশ্বর পরমেশ্বরকে সামান্য মনুষ্যের ন্যায় শোক মোহাদি যুক্ত মনে করিয়া তাঁহার তদনুরূপ উপাসনা করা এদেশের প্রধান ধর্ম্মানুষ্ঠান। পৌরাণিকদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি উৎকৃষ্ট বুদ্ধিমান্ হইলেও পুরাণ শাস্ত্রানুসারে তাঁহাকে নির্জীব পদার্থকে সজীব মনে করিতে হইবে, অচল বস্তুকে সচল জ্ঞান করিতে হইবে এবং নানা জাতীয় পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদিকে শুভাশুভ দাতা দেবতা জ্ঞান করিয়া তাহাদিগের আরাধনা করিতে হইবেক। অসহ্য শীত সময়ের মধ্য রজনীতে জরাজীর্ণ পিতা মাতাকে মুমূর্ষু অবস্থায় সেই বায়ু সেবিত নদী তটে উপনীত করা, বা শিশির সিক্ত আর্দ্র বালুকায় শয়ান করা, কি শোণিত সংহত কারী তুষারবৎ ভয়ানক হিম জলে মগ্ন করা, কোন ক্রমে বুদ্ধি চৈতন্য বিশিষ্ট মনুষ্যের কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। ইহ সংসার প্রদর্শিনী সর্ব্বধাত্রী জননী নিনি আহার নিদ্রা প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপার পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিশু সন্তানকে লালন পালন করেন, যে জননীর উপকার ঋণ কস্মিন্ কালে এবং কোন রূপেও পরিশোধ হইবার নহে এবং যাঁহার অসহ্য গর্ভযন্ত্রণা, অতুল স্নেহ ও অসদৃশ যত্নের কথা শত বর্ষ বর্ণনা করিলেও শেষ হয় না। সেই জননীকে জীবিতাবস্থায় রজ্জু বদ্ধ করিয়া প্রজ্বলিত চিতানলে দগ্ধ করা কি কোন রূপে সচেতন প্রাণীর কার্য্য বলিয়া বোধ হইতে পারে? কিন্তু এদেশীয় বহু সংখ্যক মনুষ্য দোষাশ্রিত ধর্ম্মের অনুগত হইয়া ঐ সমস্ত ভয়ঙ্কর ও কদর্য্য ব্যাপারকে নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছে। প্রশস্ত ধর্ম্ম সাধন জ্ঞান করিয়া এদেশীয় তান্ত্রিক লোকে যে সমস্ত ভয়ঙ্কর ও কুৎসিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহা তন্ত্রোক্ত বামাচার কৌলাচার ও অঘোরাচার প্রভৃতি মতের মধ্যে বিশেষ রূপে বর্ণিত আছে। ঐ লিখিত ধর্ম্মশাস্ত্রের ঘৃণিত ও কুৎসিত অনুষ্ঠান সকল কোন রূপেই লেখনীর অগ্রে দিয়া নিঃসৃত হইতে পারে না।

অতএব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মনুষ্য বর্গ যাবৎ দোষশূন্য পরিশুদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে না পারে, তাবৎ কোন রূপেই তাহারা ভ্রমকূপ হইতে উত্থান করিয়া যথার্থ মহত্ত্ব লাভের অধিকারী হইতে সক্ষম হয় না, তাবৎ তাহাদিগকে নানা মত মন্দ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া ইহলোকে বিজাতীয় দুঃখ ভোগ করিতে হয় এবং পরলোকের পরম সুখেও বঞ্চিত হইতে হয়। ইহা বিলক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে, যে ধর্ম্ম বিষয়ক ভ্রান্তি মনুষ্যের অশেষ অনর্থের হেতু, মনুষ্যের অবলম্বিত ধর্ম্ম দোষাশ্রিত হইলে তাহাকে পদে পদে বিপদে পতিত হইতে হয় এবং তাহার উন্নতির পথে সর্ব্বদাই বাধা উপস্থিত হইয়া থাকে। ভ্রম পূর্ণ দোষাশ্রিত ধর্ম্ম যেমন মনুষ্যের অশুভ ও অনুন্নতির কারণ, সেইরূপ ভ্রম রহিত পরিশুদ্ধ ধর্ম্মও তাহার বিশেষ মঙ্গলের হেতু। মনুষ্য অভ্রান্ত উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আশ্রয় করিলে অবলীলাক্রমে গৌরবের পথে গমন করিতে পারে এবং অক্লেশে সর্ব্বপ্রকার সুখ সৌভাগ্য ও স্বাস্থ্য শান্তি উপভোগ করিতে সমর্থ হয়। যে ধর্ম্ম আশ্রয় করিলে মনুষ্যকে কোন দোষে পতিত হইতে হয় না এবং যে ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক মনুষ্য নির্ব্বিঘ্নে ঐহিক ও পারত্রিক সুখ আস্বাদনে অধিকারী হইতে পারে, আমাদিগের পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্মই সেই নির্দ্দোষ ধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম আশ্রয় করিলে মনুষ্যকে ধর্ম্মানুরোধে আর কোন প্রকার দুঃখ ভোগ করিতে হয় না এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান জন্য কোন বিগর্হিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া মনুষ্য নামকে কলঙ্কিত করাও আবশ্যক করে না। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কোন প্রকার মাঙ্গলিক ব্যাপারের বিরোধী নহে। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম দ্বারা সংসারের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধন ভিন্ন কোন রূপ অনুন্নতি ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে পৌত্তলিকের ন্যায় কোন পরিমিত পদার্থের আরাধনা করিয়া এবং সৃষ্ট বস্তুকে স্রষ্টা বিশ্বাস করিয়া

আপনার মূঢ়তা প্রকাশ করিতে হয় না এবং উক্ত ধর্ম্ম আশ্রয় করিলে কোন ব্যক্তি-বিশেষকে ঈশ্বরের অবতার মনে করিয়া ও তাহার অনর্থক ও অসম্ভব বাক্যে প্রত্যয় করিতে হয় না। উক্ত ধর্ম্মানুসারে কোন গ্রন্থ বিশেষকে ঈশ্বর-প্রণীত এক মাত্র ধর্ম্ম শাস্ত্র বিশ্বাস করিয়া তদন্তর্গত অসংখ্য অসত্য ও অসঙ্গত বচনাদিকে অভ্রান্ত আপ্তবাক্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয় না এবং জনকেশ্বর, জনয়েশ্বর ও কপোতেশ্বর এই ঈশ্বর ত্রয়কে জগদীশ্বর জ্ঞান করত প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ বিষয়ে বিশ্বাস করিয়া আপনার জ্ঞান নেত্রে ধূলি প্রক্ষেপ করিতেও হয় না। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অনুরোধে বিলক্ষণ বিদ্যা বুদ্ধি সত্ত্বেও মদিরাকে শোণিত ও খণ্ড রুটিকাকে মাংস জ্ঞান করিয়া নিতান্ত অবোধ ও বালকের ন্যায় কার্য্য করিতেও হয় না এবং উহার অনুরোধে মৃত্তিকাময় নগর বিশেষকে সাক্ষাৎ স্বর্ণময়ী স্বর্গপুরী মনে করিয়া বিষম ভ্রমে ভ্রান্ত হইতে হয় না। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সম্পূর্ণ যুক্তি মূলক এবং সত্যানুগত; অতএব ইহা অবলম্বন করিলে যুক্তি বিরুদ্ধ কোন ব্যাপারেই বিশ্বাস করিতে হয় না এবং কস্মিন্ কালেও কোন রূপ সত্যের সহিত বিবাদ করিবার আবশ্যক করে না। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম আশ্রয় করিলে চিরদিনই সত্য পথের পথিক হইয়া সংসারের উন্নতি সাধন করিতে পারা যায়।

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সংসারের সামাজিক উন্নতির ও বিরোধী নহে। বাণিজ্য, কৃষিকার্য্য ও শিল্প বিদ্যা প্রভৃতি যে যে বিষয়ের অনুষ্ঠান দ্বারা সংসারের সামাজিক উন্নতি হইতে পারে, ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুসারে তাহার কোন বিষয় অনুষ্ঠান করিতেই নিষেধ নাই। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের এ প্রকার বিধি নহে যে লোকে অর্ণবপোতারোহণে কোন সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া এক দেশের উৎপন্ন বস্তু দেশান্তরে বিনিময় করিয়া বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক সংসারের শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারিবে না এবং কোন বর্ণ বিশেষে বৃত্তি বিশেষ ভিন্ন আপনার প্রবৃত্তি ও যোগ্যতানুসারে উপযুক্ত ব্যবসায় আশ্রয় করিয়া সংসারের কর্ম্মোপযোগী হইবে না।

এই দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষের মধ্যে কল্পিত বর্ণ ভেদের যে কুসংস্কার প্রবেশ করিয়া এখানে বিষম অনৈক্যের বীজ বপন করিয়াছে, যে অলীক জাত্যভিমানের সংস্কার ভারতবর্ষীয় লোকের নানা অকল্যাণের নিদানভূত এবং যাহার প্রবল প্রতিবন্ধকতা হেতু ভারতবর্ষীয় লোক দিগকে সতত নানা কষ্ট ভোগ করিতে হয়, পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সেই জাতিভেদ রূপ কুসংস্কার সংহারের প্রধান হেতু। যে অনন্ত জ্ঞানময় আদি পুরুষ হইতে এই অনন্ত কৌশল সম্পন্ন বিশাল বিশ্ব কার্য্য উৎপন্ন হইয়াছে, ভূলোক হইতে দ্যুলোক পর্য্যন্ত সকল পদার্থের মধ্যে যাঁহার অনুপম হস্তের চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে, পৃথিবীস্থ সমস্ত মনুষ্যই সেই এক পরম পিতার সন্তান এবং সেই এক রাজাধিরাজ মহারাজের প্রজা, আমাদিগের পরম পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের এই আদেশ এই উপদেশ। এক মাত্র অনাদি পুরুষকে যে ব্যক্তি সাধারণ রূপে সকল লোকের পিতৃবৎ প্রতীতি করিতে সমর্থ হয়, অলীক জাত্যভিমানের অমূলক প্রত্যয় তাহার মন হইতে সহজেই অন্তর্হিত হইয়া যায়; সে ব্যক্তি পৃথিবীস্থ যাবতীয় মনুষ্য কুলকে এক গৃহবাসী একান্নভুক্ত পরিবার স্বরূপ সন্দর্শন করে এবং লোকান্তর বাসী জীবকেও আপন প্রতিবাসী রূপে দেখে, দ্বেষভাব তাহার মনকে কখনই অধিকার করিতে পারে না, তাহার মনোমধ্যে প্রীতি স্বীয় সংযোজনী শক্তি সহকারে সতত বিরাজ করিতে থাকে। অতএব ব্রাহ্ম ধর্ম্ম যে মানব জাতির মধ্যে সাধারণ সৌহার্দ্দ সঞ্চার করিবার বিশেষ উপায় এবং ব্রাহ্ম ধর্ম্ম দ্বারা যে সংসারের সর্ব্বতঃ সামাজিক উন্নতি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

মানব জাতির সমাজ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া এবং জগদীশ্বরেতে সম্যক্ শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রীতি উৎপন্ন হইয়া, ঐহিক ও পারত্রিক সুখের উন্নতি হওয়া, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সাধনের চরম ফল। কিন্তু ইহা অনেকানেক স্থানে দৃষ্ট হয়, যে কোন কোন মনুষ্য ধর্ম্ম সাধন ভ্রমে, পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি অবশ্য পোষ্য বর্গকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস ধর্ম্ম

শ্রম গ্রহণ করিয়া চির জীবন দেশে দেশে পর্য্যটন করিয়া আয়ুঃ শেষ করিয়াছে এবং কেহ অনসনাদি কঠিন ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক তপঃ কাষ্ঠায় স্বীয় শরীরকে শুষ্ক করিয়া জগদীশ্বর প্রণীত শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছে। উক্ত ভ্রমে অন্ধ হইয়া কেহ আপনার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নষ্ট করিয়া মহা পাপে পতিত হইয়াছে এবং কেহ কেহ মহা নিষ্ঠুরের ন্যায় আত্মঘাতী হইয়া বিষম পাপ স্বীকার করিয়াছে। পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্ম দ্বারা এই সমস্ত অত্যাচার একেকালে নিবারিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের এপ্রকার বিধি নহে যে, আমরা পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র পরিবার সকলকে বঞ্চনা করিয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক উদাসীনের ন্যায় অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করি, অথবা একবারে ভোজন পান পরিত্যাগ করিয়া অনাহারে শরীরকে নষ্ট করি। আমরা চক্ষুর মধ্যে লৌহ শলাকা বিদ্ধ করিয়া অথবা কর্ণ কুহরে উষ্ণোদক প্রদান করিয়া পরমেশ্বর প্রদত্ত ইন্দ্রিয় সকলকে উচ্ছিন্ন করি, ইহা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বিধি নহে এবং কোন প্রকারে আত্মঘাতী হইয়া ঘোর পাপ স্বীকার পূর্ব্বক ধর্ম্ম সাধন করি, ইহাও উক্ত ধর্ম্মের তাৎপর্য্য নহে। যাহাতে আমরা পরমেশ্বর প্রণীত ভৌতিক নিয়ম অবগত হইয়া নানা রূপ নৈসর্গিক বিপদকে অতিক্রম করিতে পারি এবং বিধিমতে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণ সাধন করিতে সমর্থ হই, যদ্দ্বারা আমরা তাঁহার নিয়োজিত শারীরিক নিয়ম পালন করিয়া সুন্দররূপে শরীর রক্ষা করিতে সমর্থ হই ও যাহাতে সামাজিক নিয়ম জ্ঞাত হইয়া ন্যায়ার্জ্জিত বিত্ত দ্বারা স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি পরিবারগণকে পালন করিতে আমাদিগের সামর্থ্য জন্মে এবং যদ্দ্বারা আমরা ভক্তি ভাজন গুরুজন দিগকে ভক্তি করিয়া প্রণয়াস্পদ প্রিয় পাত্র দিগের প্রতি প্রীতি করিয়া ইহলোক ও পরলোকে অনুপম সুখ লাভ করিতে পারি, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম পুনঃ পুনঃ আমাদিগকে তাহাই উপদেশ করিতেছেন। অতএব ব্রাহ্ম ধর্ম্ম মনুষ্য জাতির অশেষ উন্নতির কারণ। একাল পর্য্যন্ত পৃথিবী মধ্যে কোষাজ্জিত ভ্রম পূর্ণ ধর্ম্মের প্রেরণানুসারে যে সমস্ত অত্যাচার উৎপন্ন হইয়াছে, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম দ্বারা তাহার একটি দোষও ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, প্রত্যুত সেই সমস্ত দোষ সমূলে উন্মূলিত হইয়া বিবিধ মঙ্গল উদ্ভব হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। মর্ত্ত্যলোকবাসী সকল মনুষ্য যদি এই অশেষ কল্যাণকর ব্রাহ্ম ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তদনুসারে আচরণ করে, তাহা হইলে পৃথিবী স্বর্গসম সুখ ধাম হইতে পারে।

এবৎসর এই সমাজ মন্দিরে যে প্রস্তাব চতুষ্টয় পঠিত হইবার সঙ্কল্প ছিল তাহা সম্পন্ন হইল, এই প্রস্তাব তাহার শেষ প্রস্তাব। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের কি তাৎপর্য্য এবং ব্রাহ্ম ধর্ম্ম দ্বারা সংসারের কত দূর পর্য্যন্ত কল্যাণ সিদ্ধ হইতে পারে, সর্ব্ব সাধারণের জ্ঞাত করা এই সমস্ত প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। অতএব যদি এই সকল প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া কোন ব্যক্তির মনে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের তাৎপর্য্য অবধারিত হইয়া থাকে এবং যদি কোন ব্যক্তি ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কল্যাণকর ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া উহার শরণাপন্ন হইতে উৎসুক হইয়া থাকেন, তাহা হইলেই পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব সকলের উদ্দেশ্য সিদ্ধ ও আমাদিগের যত্ন সফল হইল বলিয়া আমরা আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিব।

বিদ্যুৎ

পদার্থবিদ্যা বিশারদ পণ্ডিত গণের অনুসন্ধান ও যত্ন দ্বারা এক্ষণে ইহা অনেকে অবগত হইয়াছেন যে গগন মণ্ডলস্থ মেঘমালা হইতে উজ্জ্বল প্রভা বিশিষ্ট যে বিদ্যুৎ নির্গত হয় এবং যাহার ঘোর নির্ঘোষ শ্রবণ দ্বারা মনুষ্যকে অচেতন প্রায় হইতে হয়, বৃক্ষ, লতা, বায়ু ও পশু, পক্ষী, প্রভৃতি সমস্ত অচল সচল বস্তুতেই সেই বিদ্যুৎ বিদ্যমান আছে। অধুনাতন পণ্ডিতেরা ঐ বিদ্যুৎকে সামান্যতঃ তাড়িত পদার্থ বলিয়া ব্যক্ত করেন এবং তাঁহারা উহার অদ্ভুত অদ্ভুত গুণ সকল অবগত হইয়া আশ্চর্য্য তাড়িত বিদ্যার প্রচার করিয়াছেন। পূর্ব্ব কালীন লোকে বজ্রাঘাতের কিছুমাত্র [illegible] জানিতেন না এবং ত-

দের এবং পশু শরীরের ভস্ম এবং তুলা প্রভৃতি কয়েকটি পদার্থ ঘর্ষণ করিলে সমধিক বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় এবং উহাদিগের মধ্যদিয়া বিদ্যুৎ চলিতে পারে না, এই জন্য উহাদিগকে অপরিচালক বস্তু বলিয়া উল্লেখ করা যায়। সোনা রূপা, তাম্র পিত্তল, লৌহ টিন, পারদ সীসক, জল ও সজীব তৃণ গুল্মাদি এবং পশু প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থে প্রায় বিদ্যুতের কার্য্য দৃষ্ট হয় না এবং উহাদিগের মধ্য দিয়া সহজে বিদ্যুৎ সঞ্চরণ করিতে পারে বলিয়া উহারা পরিচালক নামে উক্ত হইয়াছে।

যে সমস্ত পরিচালক ও অপরিচালক পদার্থের নাম উল্লেখ করা গেল, পরীক্ষা করিয়া দেখিলেও উহাদিগের গুণ প্রত্যক্ষ হইতে পারে। মার্জ্জার প্রভৃতি কোন একটি লোমশ পশুর চর্ম্মদ্বারে অঙ্গুষ্ঠ এবং অপর একটি অঙ্গুলিকে আবৃত করিয়া সেই উভয় অঙ্গুলি দ্বারা এক গাছি রেশমের ফিতাকে আকর্ষণ করিলে, তৎক্ষণাৎ সেই ফিতা হইতে বিদ্যুদগ্নির স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে দেখা যায়। উক্ত পরীক্ষা সম্পাদন করিবার সময় মার্জ্জার চর্ম্ম ও ফিতাকে কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া লইতে হয়। রেশম প্রভৃতি পদার্থ হইতে অনেক সময় সহজে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত ও শব্দ উৎপন্ন হইতে প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। হিম প্রধান দেশে শীত কালে যে সময় বায়ু বাষ্পশূন্য শুষ্ক হয় তৎকালে রেশমের মোজা খুলিবার সময় কখন কখন ঈষৎ অগ্নিকণা নির্গত হয়। এ দেশেও শীতকালে কোন কোন সময় অন্ধকারে গৃহে বিড়ালের গায়ে হাত বুলাইলে অগ্নি কণা নির্গত হইতে দেখা যায়। ইয়ুরোপের অন্তর্বর্ত্তী নরওয়ে প্রভৃতি দেশে যে সময় স্ত্রী লোকেরা কঙ্কতিকা দ্বারা কেশ বিন্যাস করে, তখন তাহাদিগের কেশ হইতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বাহির হয়। বিবিধ উপায় দ্বারা পণ্ডিত গণ কাচ রেশম ও গন্ধক প্রভৃতি বস্তু হইতে তাড়িত পদার্থ সংগ্রহ করিয়া বৃহৎ বৃহৎ স্থালী পূর্ণ করিতে পারেন এবং লৌহাদি সঞ্চারক বস্তু সহকারে ঐ স্থালী হইতে পুনর্ব্বার সেই সমস্ত তাড়িত পদার্থ বহির্গত করিয়া অপর পাত্র পূর্ণ করিতে সমর্থ হয়েন। যে স্থালী বা পাত্র মধ্যে তাড়িত পদার্থ থাকে, তাহার সহিত লৌহাদি ধাতু নির্ম্মিত তারের যোগ করিয়া দিলে ঐ তার অবলম্বন করিয়া পাত্রস্থ তাড়িত পদার্থ চলিয়া যায় এবং তাহা এত সত্বর বেগে চলে যে নিমিষের মধ্যে সহস্র সহস্র ক্রোশ গমন করিয়া থাকে। পণ্ডিতগণ তাড়িত পদার্থের এই সত্বর গতি শক্তি অবগত হইয়াই লৌহাদি ধাতুনির্ম্মিত তার দ্বারা অদ্ভুত তাড়িত বার্ত্তাবহ যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে শত যোজনের সংবাদ অবগত হইতেছেন। তাড়িতের গতি রোধ করিবার জন্য পণ্ডিতেরা রেশম প্রভৃতি অপরিচালক বস্তু ব্যবহার করিয়া থাকেন। দুই খণ্ড লৌহ তারের মধ্য ভাগে যদি রেশম থাকে তাহা হইলে তাড়িত আর সে রেশমকে অবলম্বন বা অতিক্রম করিয়া এক তার হইতে অন্য তারে গমন করিতে পারে না। কারণ রেশম অপরিচালক বস্তু। তাড়িত যন্ত্রের সহিত লৌহ তার সংযোগ করিয়া তদ্দ্বারা বহুদূর হইতে বন্দুকে অগ্নি সংযোগ করিতে পারা যায়। তারের এক প্রান্ত যন্ত্র সংযোগ করিতে হয় এবং অপর প্রান্ত বন্দুকের বারুদে যোগ করিয়া দিতে হয়, তাহা হইলেই তৎক্ষণাৎ বারুদ জ্বলিয়া উঠে। যখন লৌহাদি ধাতু ময় তারের মধ্য দিয়া তাড়িত পদার্থ চলিতে থাকে, তখন সেই তার স্পর্শ করিলে বিলক্ষণ আঘাত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং তাড়িত শক্তির পরিমাণানুসারে কখন কখন ঐ আঘাতে এমন গুরুতর রূপে লাগে যে, তাহাতে করিয়া বৃহৎ বৃহৎ পশ্বাদির প্রাণ বিয়োগ হইতে পারে। কেবল যে উক্ত প্রকার লৌহাদি ধাতু দ্রব্য স্পর্শ করিলেই আঘাত পাইতে হয় এমন নহে, কোন কোন সজীব জন্তুর শরীর হইতেও ঐরূপ আঘাত প্রাপ্ত হওয়া যায়। দক্ষিণ আমেরিকা প্রদেশে বাইন মৎস্যের ন্যায় গিম লোটস্ নামক এক প্রকার মৎস্য আছে, উক্ত মৎস্যের শরীরে সমধিক তাড়িত পদার্থ দৃষ্ট হয়, উহাদিগকে স্পর্শ করিলে কম্প উপস্থিত হইয়া থাকে এবং কখন

কখন অবসাদ গ্রস্ত হইয়া পতিত হইতে হয়, ঐরূপ দুই তিন মৎস্য এক কালে যদি কাহারও অঙ্গে সংলগ্ন হয় তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে স্পন্দ রহিত হইয়া হত চেতন হইতে হয়। উক্ত মৎস্যদিগের স্পর্শে অশ্ব পর্য্যন্ত অবসন্ন হইয়া পতিত হয়।

কি কারণে যে তাড়িত পদার্থ হইতে উল্লিখিত রূপ আঘাত প্রাপ্ত হওয়া যায় এ বিষয় লইয়া পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে নানা প্রকার বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে এবং অদ্যাপি হইতেছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই কিছু স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। উক্ত বিষয়ের প্রতি নানা পণ্ডিত নানা কারণ কল্পনা করিয়াছেন। ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স দেশ বাসী নলক্রীষ্ট নামক বিখ্যাত পণ্ডিত কর্ত্তৃক সর্ব্ব প্রথমে তাড়িত পদার্থের উল্লিখিত আঘাতিকা শক্তি আবিষ্কৃত হয়। তিনি এক সময় উক্ত বিদ্যার বিষয় পরীক্ষা করিতে করিতে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কোন প্রকার পরিচালক বস্তু প্রাপ্ত হইলে তাড়িত পদার্থ এত সত্বর বেগে চলিতে পারে যে তাহা মনেতে ধারণ করা অসাধ্য। দশ সহস্র মনুষ্য শ্রেণী বদ্ধ রূপে দণ্ডায়মান হইয়া যদি পরস্পর হস্ত স্পর্শ করিয়া থাকে, আর সেই শ্রেণীর এক প্রান্তবর্ত্তি ব্যক্তি কোন রূপে তাড়িত কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় তাহা হইলে, তৎক্ষণাৎ সেই দশ সহস্র লোকেই একবারে উক্ত আঘাত প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডুফে সাহেব প্রকাশ করেন যে, দুই খণ্ড বনাতের উপর কাচ ঘর্ষণ করিয়া যদি ঐ দুই খণ্ডকে এক স্থানে ধরা যায় তবে ঐ দুইখণ্ড পরস্পর আকৃষ্ট না হইয়া উভয়ে উভয়কে বিকর্ষণ করে আর দুই খণ্ড বনাতের মধ্যে এক খণ্ড বনাতে কাচ ঘর্ষণ করিয়া অপর এক খণ্ডে লাক্ষাদি অন্য কোন প্রকার পদার্থ ঘর্ষণ করিলে পর উহারা উভয়ে উভয়কে আকর্ষণ করে। ডুফে সাহেব এইরূপ দুই প্রকার বস্তু হইতে দুই রূপ তাড়িত পদার্থ উৎপন্ন হইতে দেখিয়া তাড়িত দুই প্রকার বলিয়া স্থির করেন। ফলত তাড়িত পদার্থ মাত্রেরই আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করিবার দুই শক্তিই আছে, তাড়িতের ঐ শক্তি দ্বয় বস্তু বিশেষে ও অবস্থা বিশেষে প্রকাশ পায়। তাড়িতের আকর্ষণ শক্তি সহকারে যেমন কেশ প্রভৃতি সূক্ষ্ম বস্তু কোন কোন পদার্থে সংলগ্ন হইয়া থাকে, সেই রূপ উহার বিকর্ষণ শক্তি প্রভাবে কেশাদি লঘু পদার্থ কখন অন্য বস্তু হইতে স্খলিত হইয়াও পড়ে। এ কাল পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ সম্বন্ধীয় যিনি যত প্রকার অদ্ভুত তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে বিখ্যাত বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন সাহেবের অসাধারণ কীর্ত্তিই সর্ব্ব প্রধান। তাড়িত [illegible] লোকের মন্দিরে ফ্রাঙ্কলিন সাহেবের কীর্ত্তি পতাকা চিরদিন উড্ডীয়মান থাকিবে। উঁহার নব [illegible] রহিয়াছে। [illegible] হইবার নহে। [illegible] যে মালা হইতে যে পদার্থের অগ্নি [illegible] নির্গত হয়, সেই পদার্থ যে পৃথিবীস্থ [illegible] বস্তুতে বিদ্যমান আছে, উল্লিখিত ফ্রাঙ্কলিন সাহেবই তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেন। অকস্মাৎ তাঁহার মনে এইরূপ সংশয় উদয় হয় যে মেঘ হইতে যে প্রকার আলোক নির্গত হইতে দেখা যায় এবং উক্ত আলোক নির্গত হইবার সময় যেমন এক প্রকার শব্দ শ্রুত হয় পার্থিব অনেকানেক বস্তু হইতে তাদৃশ অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া থাকে এবং তাহা নির্গত হইবার সময়ও [illegible] শব্দ শুনা যায় অতএব উহা একই [illegible] হইতে পারে যে যে পদার্থ প্রভাবে পৃথিবীস্থ কোন কোন প্রাণি জন্তু প্রভৃতির শরীর হইতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, মেঘেতেও সেই পদার্থ বিদ্যমান থাকাতেই মেঘ হইতে অগ্নি শিখা নির্গত হইয়া থাকে। মেঘ নির্গত অগ্নি শিখা ও পৃথিবীস্থ [illegible] তাড়িতাগ্নি [illegible] উৎপন্ন হয়, তবে [illegible] উল্লিখিত অগ্নি স্ফুলিঙ্গের ন্যায় [illegible] ধাতু দ্বারা আকৃষ্ট হইবে এবং [illegible] পরিচালক পদার্থ অবলম্বন করিয়া [illegible] আসিবে। এই নিয়ম [illegible] প্রমাণ করণার্থে তিনি অতীব অনুরাগী হইলেন এবং

১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্ম ঋতুতে এক দিন আকাশে মেঘ সন্দর্শন করত একখানি পট্টবস্ত্রের ঘুড়ি প্রস্তুত করিয়া ফিলে ডেলফিয়া নামক স্থানের প্রান্তরে গমন করিলেন। কেবল তাঁহার একটি পুত্রকে সঙ্গে লইলেন। ঘুড়ির উপর ভাগে একটি লোহার কলা উন্নত ভাবে সংলগ্ন করিয়া রাখিলেন এবং উহার অধোভাগে একগাছি শনসূত্র বন্ধন করিয়া দিলেন ও ঐ শনসূত্রের অধঃ প্রান্তে একটি লোহার চাবি বন্ধন করিলেন ও আপনি বিদ্যুৎ জনিত বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঐ চাবি অবধি সূত্রের নিম্ন দেশে রেসমের সূত্র সংযোগ করিয়া দিলেন। ঘুড়ি উড্ডীন হইলে পর যখন তিনি চতুষ্পরিস্থ মেঘ হইতে কিছু মাত্র বিদ্যুৎ নির্গত হইতে দেখিলেন না তখন নিতান্ত বিষণ্ণ ও ভগ্নোৎসাহ হইলেন। কিন্তু অনতিবিলম্বেই তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ ও সংশয় ভঞ্জন হইল। তিনি দেখিলেন যে সূত্র সংলগ্ন চাবি হইতে মুহুর্মুহু অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল এবং সূত্রের সর্বত্র বৈদ্যুৎ আলোক প্রকাশিত হইল। অনন্তর তিনি পূর্বোক্ত প্রকারে মেঘ হইতে সমধিক তাড়িত পদার্থ আকর্ষণ করিয়া বৃহৎ বৃহৎ স্থালী সকল পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন। যখন ফ্রাঙ্কলিন সাহেব কর্তৃক তাড়িত বিদ্যার এতদ্রূপ অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি হইল। তখন লোকে বিদ্যুজ্জনিত ভয়ানক বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার নানা উপায় স্থির করিতে আরম্ভ করিল এবং তদবধিই উচ্চ অট্টালিকা প্রভৃতিতে বজ্রবারক লৌহ দণ্ড স্থাপন করিবার পদ্ধতি প্রচলিত হইল। যে যে উপায় দ্বারা বিদ্যুদগ্নি হইতে রক্ষা পাওয়া যায় তাহা পশ্চাতে লিখিত হইতেছে।

পণ্ডিতগণ কর্তৃক ইহা নিশ্চয় হইয়াছে যে, বিদ্যুৎ যখন ঘোর নির্ঘোষ পূর্বক ধরাতলে বা অন্য কোন বস্তুতে পতিত হইয়া স্বীয় শক্তি দ্বারা সেস্থান বা সে বস্তুকে দগ্ধ ও ছিন্ন ভিন্ন করে, তখনি আমরা তাহাকে বজ্র পাত বলিয়া উক্ত করি বাস্তবিক বজ্র ও বিদ্যুৎ একই পদার্থ। প্রোফেসর টমসন সাহেব ব্যক্ত করেন, যে কখন কখন শব্দ ব্যতীরেকেও বজ্র হইতে পারে, কিন্তু যখন শব্দ ভিন্ন বজ্র পাত হয়, তখনি বৈদ্যুতালোকের বিশেষ আধিক্য হইয়া থাকে এবং যখন অতি দূরে বজ্র পাত হয় তখনি অল্প শব্দ শুনা যায়। বজ্র সামান্যতঃ মন্দিরে অট্টালিকায় বৃক্ষ পর্বত প্রভৃতি উচ্চ স্থানেই পতিত হয়, অতএব মেঘ গর্জ্জন করিলে সর্ব প্রকার উচ্চ স্থান পরিত্যাগ করা বিধেয়। নিকটে উচ্চ বস্তু থাকিতে বজ্র কখন নিম্ন বস্তুতে পতিত হয় না। বজ্রের ভীষণ নাদ শ্রবণ করিয়া প্রাণ ভয়ে বৃক্ষমূলে উচ্চ গৃহতলে উপনীত হইয়া অনেকে প্রাণ হারাইয়াছে। সেবারূপ দুর্যোগ সময়ে বজ্র ভয়ে মৃত্তিকা তলে প্রবেশ করাও উচিত নহে। এক জন পণ্ডিত কহিয়াছেন যে কখন কখন মৃত্তিকা হইতে তদন্তর্গত তাড়িত পদার্থ মেঘেতে গমন করে অতএব তৎকালে মৃত্তিকা গহ্বর প্রভৃতি অতি নিম্ন স্থলে থাকিলে অধিক আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা। যখন আলোকের অনতিবিলম্বেই শব্দ শ্রুত হয়, তখনি নিকটের মধ্যে বজ্রপাত হইবার নিতান্ত সম্ভাবনা, এমত স্থলে ভূতলে শয়ন করিয়া পড়িলে প্রাণ রক্ষা হইতে পারে। মেঘ গর্জ্জন কালে জলে বা জলাশয়ের নিকট থাকা অকর্ত্তব্য এবং লৌহাদি কোন প্রকার ধাতু পাত্র সঙ্গে থাকিলে পরিত্যাগ করা উচিত। উক্ত সময় রেসমের বস্ত্রে শরীরকে আবৃত করিয়া রাখা এবং তুলা কম্বল ও পাখার শয্যায় শয়ান থাকা ভাল অথবা শকটাদি নিকটে থাকিলে তাহার নিম্নে যাওয়াও শ্রেয়। বজ্র পতন কালে কাগজের দ্বারা শরীরকে আচ্ছাদন করিতে পারিলেও জীবন রক্ষা হইতে পারে।

যদিও বিদ্যুৎকে আপাততঃ মহা ভয়ানক বলিয়া বোধ হয় এবং উহাকে অনেক অপকারের হেতু স্বরূপ মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক উহা আমাদিগের অশেষ কল্যাণের কারণ। বিদ্যুৎ বায়ু শোধনের এক প্রধান উপায়, যখন পৃথিবীস্থ বায়ু রাশি বদ্ধ ও ঘনীভূত হইয়া মনুষ্যের পক্ষে অপকারী ও পীড়াজনক

হইয়া উঠে, তখন বিদ্যুৎ তাহার সেই দোষ পরিহার করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং তদ্দ্বারা রোগোৎপত্তি নিবারণ করিয়া মারীভয় হ্রাস করিতে পারে। বিদ্যুৎ দ্বারা কোন কোন বিচক্ষণ চিকিৎসক পক্ষাঘাতাদি উৎকট উৎকট রোগের শান্তি করিয়া থাকেন এবং বৈদ্যুত শক্তি প্রভাবে উদ্ভিদ পদার্থ সকল নানা রোগ ও বিপদ হইতে রক্ষিত ও সুন্দররূপে বর্দ্ধিত হয়। যখন সকল মঙ্গলালয় সর্ব্বেশ্বর বিদ্যুতের সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন উহার দ্বারা যে আমাদিগের নিশ্চয় মঙ্গল উদ্ভব হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? জগতের কোন বস্তুই আমাদিগের অশুভ কারী নহে, জগদীশ্বর যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন সে সমস্তই তাঁহার বিশ্বরাজ্যের কল্যাণ সাধন করিতে নিযুক্ত রহিয়াছে। যে ভয়ানক বিদ্যুদগ্নির নাম শ্রবণে অনেকের হৃৎকম্প উপস্থিত হয় এবং যাহাকে লোকে বিষম অনর্থের হেতু বলিয়া মনে করে বাস্তবিক সে বিদ্যুৎও আমাদিগের অশেষ প্রকার অসাধারণ কল্যাণের কারণ।

গোমসূর্য্যাধান।

এদেশে বহুকালাবধিই মনুষ্যশরীর হইতে বসন্তের বীজ লইয়া টীকা দিবার পদ্ধতি প্রচলিত আছে, কিন্তু উক্ত পদ্ধতি দ্বারা সর্ব্বদাই অনেক অনিষ্ট জন্মিয়া থাকে, উহাতে করিয়া অনেক সময় অনেকের প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট হয়, অতএব এপ্রকার ভয়ঙ্কর কুপদ্ধতির উৎসেদ করিয়া তৎ পরিবর্ত্তে অন্য কোন প্রকরণ প্রচলিত করা নিতান্ত আবশ্যক। পূর্ব্ব কালে ইউরোপ খণ্ডের মধ্যে অনেক স্থানে মনুষ্যের বসন্তের বীজ দ্বারা টীকা দিবার রীতি ছিল এবং তজ্জন্য তদ্দেশীয় লোকে শতশই নানা প্রকার বিঘ্ন প্রাপ্ত হইত। অনন্তর ইউরোপীয় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ উপায়ান্তর অবলম্বনে যত্নশীল হইয়া যদবধি তত্রত্য নানাদেশে গোবীজ দ্বারা টীকা দিবার পদ্ধতি প্রচলিত করিয়াছেন, তদবধি আর তথায় কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটেনা। এক্ষণে এদেশীয় লোকের মধ্যেও কেহ কেহ গোবীজ দ্বারা টীকা দিবার গুণ অবগত হইয়া সেই প্রথা অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং যে সকল পরিবারের মধ্যে উক্ত প্রকারে টীকা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহারদিগের মধ্যে কখন কোন বিঘ্নও ঘটে না। সকলকেই স্বচ্ছন্দে উত্তীর্ণ হইতে দেখা যায়। অতএব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, যে গোবীজ দ্বারা টীকা প্রদান করিলে কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, এবং উক্ত প্রকারে যে ব্যক্তি টীকা লয় তাহাকে কোন রূপ ক্লেশ পাইতে হয় না। এদেশীয় লোকের মধ্যে অনেকে কোন প্রকার শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রাপ্ত না হইয়া অদ্যাপি উল্লিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারেন নাই কিন্তু শাস্ত্র মধ্যেও উক্ত পদ্ধতির প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ধন্বন্তরিকৃত একখানি প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রের মধ্যে গোবীজ দ্বারা টীকা দিবার কথা লিখিত আছে। এ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া সম্প্রতি হিন্দু সমাজ অগ্রগণ্য মহামান্য শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব স্বীয় পরিবার মধ্যে গোবীজ দ্বারা টীকা দিবার পদ্ধতি প্রচলিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এক্ষণে দেশীয় মহাত্মাদিগের সমীপে আমাদিগের এই অনুরোধ যে তাঁহারা সকলে শাস্ত্র ও যুক্তি সিদ্ধ উল্লিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বসন্তরোগ জনিত নানা সম্ভাবিত বিঘ্ন পরিহার করুন।

But when this end shall have been attained, and humanity at length stand at this point, what is there then to do? Upon earth there is no higher state than this;—the generation which has once reached it, can do no more than abide there, steadfastly maintain its position, die, and leave behind it descendants who shall do the like, and who will again leave behind them descendants to follow in their footsteps. Humanity would thus stand still upon her path; and therefore her earthly end cannot be her highest end. This earthly end is conceivable, attainable, and finite. Although we consider all preceding generations as means for the production of the last complete one, we do not thereby escape the question of earnest reason,—to what end then is this last one? Since a human race has appeared upon earth, its existence there must certainly be in accordance with, and not contrary to, reason; and it must attain all the development which it is possible for it to attain on earth. But why should such a race have an existence at all,—why may it not as well

have remained in the womb of chaos? Reason is not for the sake of existence, but existence for the sake of reason. An existence which does not of itself satisfy reason, and solve all her questions, cannot possibly be the true being.

And, then, are those actions which are commanded by the voice of conscience,—by that voice whose mandates I never dare to criticise, but must always obey in silence,—are those actions, in reality always the means, and the only means, for the attainment of the earthly purpose of humanity. That I cannot do otherwise than refer them to this purpose and dare not have any other object in view to be attained by means of them, is incontestible. But then are these, my intentions, always fulfilled? Is it enough that we will what is good, in order that it may happen. Alas! many virtuous intentions are entirely lost for this world, and others appear even to hinder the purpose which they were designed to promote. On the other hand the most despicable passions of men, their vices and their crimes often forward, more certainly, the good cause than the endeavours of the virtuous man, who will never do evil that good may come! It seems that the highest Good of the world pursues its course of increase and prosperity quite independently of all human virtues or vices according to its own law, through an invisible and unknown power,—just as the heavenly bodies run their appointed course independently of all human effort; and that this power carries forward, in its own great plan, all human intentions, good and bad, and with superior power, employs for its own purpose that which was undertaken for other ends.

Thus, even if the attainment of this earthly end could be the purpose of our existence, and every doubt which reason could start with regard to it were silenced, yet would this end not be ours, but the end of that unknown power. We do not know even for a moment, what is conducive to this end; and nothing is left to us but to give by our actions some material, no matter what, for this power to work upon, and to leave to it the task of elaborating this material to its own purposes. It would, in that case be our highest wisdom not to trouble ourselves about matters that do not concern us, to live according to our own fancy or inclinations, and quietly leave the consequences to that unknown power. The moral law within us would be void and superfluous, and absolutely unfitted to a being destined to nothing higher than this. In order to be at one with ourselves, we should have to refuse obedience to that law, and to suppress it as a perverse and foolish fanaticism.

No!—I will not refuse obedience to the law of duty;—as surely as I live and am, I will obey, absolutely because it commands. This resolution shall be first and highest in my mind; that by which everything else is determined, but which is itself determined by nothing else;—this shall be the innermost principle of my spiritual life.

But, as a reasonable being, before whom a purpose must be set solely by its own will and determination, it is impossible for me to act without a motive and without an end. If this obedience is to be recognised by me as a reasonable service,—if the voice which demands this obedience be really that of the creative reason within me, and not a mere fanciful enthusiasm, invented by my own imagination, or communicated to me somehow from without,—this obedience must have some consequence, must serve some end. It is evident that it does not serve the purpose of the world of sense;—there must, therefore, be a supersensual world, whose purposes it may promote.

The mist of delusion clears away from before my sight! I receive a new organ, and a new world opens before me. It is disclosed to me only by the law of reason, and answers only to that law in my spirit. I apprehend this world,—limited as I am by my sensuous view, I must thus name the unnameable—I apprehend this world merely in and through the end which is promised to my obedience;—it is in reality nothing else than this necessary end itself which reason annexes to the law of duty.

Setting aside everything else, how could I suppose that this law had reference to the world of sense, or that the whole end and object of the obedience which it demands is to be found within that world, since that which alone is of importance in this obedience serves no purpose whatever in that world, can never become a cause in it, and can never produce results. In the world of sense which proceeds on a chain of material causes and effects, and in which whatever happens depends merely on that which preceded it, it is never of any moment *how, and with what motives and intentions,* an action is performed, but only *what the action is.*

Had it been the whole purpose of our existence to produce an earthly condition of our race, there would only have been required an unerring mechanism by which our outward actions might have been determined, and we would not have needed to be more than wheels well fitted to the great machine. Freedom would have been, not merely in vain, but even obstructive; a virtuous will wholly superfluous. The world would, in that case, be most unskilfully directed, and attain the purposes of its existence by wasteful extravagance and circuitous byeways. Hadst thou, mighty World-Spirit! withheld from us this freedom, which thou art now constrained to adapt to thy plans with labour and contrivance; hadst thou rather at once compelled us to act in the way in which thy plans required that we should act, thou wouldst have attained thy purposes by a much shorter way, as the humblest of the dwellers in these thy worlds can tell thee. But I am free; and therefore such a chain of causes and effects in which freedom is absolutely superfluous and without aim, cannot exhaust my whole nature. I must be free; for it is not the mere mechanical act, but the free determination of free will, for the sake of duty and for the ends of duty only,—thus speaks the voice of conscience within us,—this alone it is which constitutes our true worth. The bond with which this law of duty binds me is a bond for living spirits only; it disdains to rule over a dead mechanism, and addresses its decrees only to the living and the free. It requires of me this obedience;—this obedience therefore cannot be nugatory or superfluous.

J. G. FICHTE.

তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমিতি ॥

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

স্তোত্র।

হে জগদীশ্বর! তোমার করুণা অবলম্বন পূর্ব্বক আমরা নির্ব্বিঘ্নে সম্বৎসর কাল অতীত করিয়া পুনর্ব্বার নববর্ষের প্রথম দিবসে পদক্ষেপ করিতেছি, অতএব সেই এক বৎসর কাল মধ্যে তোমার নিকট হইতে আমরা যে সমস্ত করুণা ভোগ করিয়াছি, তাহা স্মরণ পূর্ব্বক তোমাকে মনের সহিত নমস্কার করিতেছি। এই সম্বৎসর কাল মধ্যে তুমি আমাদিগের প্রতি যে সকল করুণা বর্ষণ করিয়াছ, তাহা আমি কি প্রকারে ব্যক্ত করিব, তাহা বাক্যেতে ব্যক্ত করা দূরে থাকুক তাহা আমি মনেতেও ধারণ করিতে সক্ষম নহি। আমি বসন্ত কালে সুগন্ধ কুসুম সেবিত মন্দ মন্দ মলয় মারুত প্রাপ্ত হইয়া যে অনুপম সুখ লাভ করিয়াছি, কি তাহা স্মরণ করিব! গ্রীষ্মান্তে নব মেঘনিঃসৃত বারি ধারা প্রাপ্তে শরীর শীতল করিয়া যে সুখে সুখী হইয়াছি তাহাই বা কি মনে করিব! তোমার সৃষ্ট দিবাকরের উদয়াস্ত কালে প্রতিদিন উষা ও সন্ধ্যার মনোহর শোভা সন্দর্শন করিয়া আমরা যে আশ্চর্য্য নেত্রসুখ ভোগ করিয়াছি কি তাহা মনে করিয়া তোমার প্রেমরসে প্লাবিত হইব! তোমার হস্ত রচিত পূর্ণ শশধর ভূষিত পৌর্ণমাসির নিশীতে আমাদিগকে যে আনন্দ প্রদান করিয়াছে কি তাহা স্মরণ করত এক কালে তোমার ভক্তি স্রোতে ভাসমান হইব। এই এক বৎসরের মধ্যে আমরা প্রণয়াস্পদ প্রিয়ব্যক্তি দিগের নিকট হইতে সুমধুর প্রণয় ভাব প্রাপ্ত হইয়া যে তৃপ্তি লাভ করিয়াছি কি তাহা মনে করিব ভক্তি ভাজন গুরুজন দিগের নিকট হইতে স্নেহ রত্ন লাভ করিয়া যে আনন্দ উপভোগ করিয়াছি কি তাহা স্মরণ করিব! আমি তোমার কোন গুণ কীর্ত্তন করিব ও কোন করুণা স্মরণ করিব তাহা স্থির করা অসাধ্য। এই সম্বৎসর কাল মধ্যে কেবল যে আমাদিগের সুখকর ঘটনাতেই তোমার করুণা দৃষ্ট হইয়াছে এমত নহে, যে সমস্ত ঘটনাকে আমরা দুঃখজনক মনে করিয়াছি তাহার ও মধ্য হইতে তোমার অপার করুণা প্রকাশ পাইয়াছে আমরা এক সময় যাহাকে দুঃখজনক ব্যাপার মনে করিয়া অতিশয় কাতর হইয়াছি সময়ান্তরে তাহা হইতে কত প্রকার বহুমূল্য উপদেশ ও দুর্লভ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি, এক সময়ে যে ঘটনাকে আমরা বিপদের কারণ [illegible] করিয়া বিষণ্ণ হইয়াছি, সময়ান্তরে [illegible] আবার আমাদিগের বিশেষ সম্পদের কারণ হইয়াছে। এই কালের মধ্যে তুমি আমাদিগকে নানামতে যে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছ তাহার একটি মাত্র ম

নে হইলেই শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। তোমা হইতে আমাদিগের জ্ঞান ধর্ম্ম প্রাণ সকলই রক্ষা পাইয়াছে। কত সময় আমরা ঘোর মোহে মুহ্যমান হওয়াতে আমাদিগের চিরোপার্জ্জিত ও নিত্য সঞ্চিত অমূল্য ধর্ম্ম রত্ন বিবর্জ্জিত হইয়া পাপ পঙ্কে পতন হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, কিন্তু তোমার প্রসাদে পুনর্ব্বার চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া আমরা তাহা হইতেও রক্ষা পাইয়াছি। কত সময় তোমার প্রতিষ্ঠিত নিয়মের অন্যথাচরণ করাতে আমাদিগের মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, কিন্তু তোমার কৃপাবলে পুনর্ব্বার প্রাণদান পাইয়া আমরা সে বিপদ হইতে রক্ষিত হইয়াছি। তোমার করুণা আমরা প্রতি নিশ্বাসেই ভোগ করিয়াছি এবং তোমার প্রীতি আমরা প্রতিক্ষণেই প্রাপ্ত হইয়াছি, আমি যে দিকে নেত্র পাত করি সেই দিকেই কেবল তোমার করুণার চিহ্ন দেখিতে পাই। আমাদিগের নেত্র তোমার করুণার চিহ্ন, কর্ণ তোমার করুণার চিহ্ন এবং বাক্য মনও তোমার করুণার নিদর্শন; পৃথিবীস্থ ওষধি বনস্পতি ও পশু পক্ষী প্রভৃতিও তোমার দয়ার কার্য্য এবং গগন মণ্ডলস্থ সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রও তোমার করুণার সাক্ষী, এবিশ্ব কেবলই তোমার করুণার ব্যাপার। মনুষ্য যদি অনন্ত কাল পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করে তথাপি তোমার করুণা সিন্ধুর এক বিন্দু মাত্রেরও শেষ হয় না, অতএব আমি তোমার অপার করুণা সাগরে পতিত হইয়া কি প্রকারে পার প্রাপ্ত হইব। তোমার সৃষ্টির কি আশ্চর্য্য কৌশল এবং সেই কৌশল মধ্যে কি অদ্ভুত করুণা প্রকাশ পাইতেছে। তোমার পৃথিবী কস্মিন্ কালেও পুরাতন হইবার নহে, প্রত্যেক বৎসরই আমাদিগের নিকটে নূতন রূপে প্রকাশ পাইতেছে এবং প্রত্যেক ঋতুই নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পর্য্যায় ক্রমে উপস্থিত হইতেছে। এক সূর্য্য প্রতি দিনই উদয় কালে আমাদিগের চক্ষে নূতন বলিয়া লক্ষিত হইতেছে এবং এক চন্দ্র প্রতি পূর্ণিমার রজনীতেই যেন অপূর্ব্ব নব পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক আকাশ মণ্ডলে উদিত হইতেছে। হে জীবনের জীবন, ধ্রুব সত্য সনাতন! তুমি আমাদিগের নিত্য কালের রাজা এবং চিরদিনের বন্ধু, আমরা কোন কালেও তোমার আশ্রয়ের বহিভূত হইব না এবং কোন কালেও তোমার প্রেমে বঞ্চিত হইব না, তুমি আমাদিগের জন্মাবধি একাল পর্য্যন্ত যেরূপ করুণা পূর্ব্বক রক্ষা করিলে, পরিণামেও নিশ্চয় আমরা তোমার নিকট হইতে তদ্রূপ কৃপা লাভ করিব, তোমার সহিত যে আমাদিগের নিত্য সম্বন্ধ নিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা কোন রূপেই অন্যথা হইবার নহে। আমরা যে অবস্থায় অবস্থান করি তুমি আমাদিগের রাজা এবং আমরা যে দেশে যে স্থানে গমন করি সেই খানেই আমরা তোমার রাজ্যের প্রজা, আমরা তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া আর কাহার শরণাপন্ন হইব এবং তোমার রাজ্য হইতে প্রস্থান করিয়া আর কোথায় বাস করিব? তুমি বিশ্বকর্ম্মা ও বিশ্বপতি এবং সকলের শরণ্য ও সকলের সুহৃৎ; তোমার ভাবের তুলনা আর আমি কোথায় প্রদর্শন করিব, তুমি অনুপম ও অদ্বিতীয় হইয়া একাকী এই বিশ্বরাজ্যের আধিপত্য করিতেছ। তোমার তুল্য রাজাই বা আর আমরা কোথায় প্রাপ্ত হইব এবং তোমার তুল্য সুহৃৎ বা আর আমরা কোথায় দর্শন করিব! তুমি ধনীকে ধন গৌরবের জন্য আদর কর না এবং দীন ভাবাপন্ন বিপন্ন ব্যক্তিকে নির্ধন দেখিয়াও ঘৃণা করনা। তুমি রাজা প্রজা ও ধনী দরিদ্র সকলকেই সমদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ কর। তুমি সকলেরই জন্য বাহু প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছ, আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে তোমার পথের পথিক হয় তাহাকেই তুমি আশ্রয় প্রদান কর। হে স্বপ্রকাশ অন্তরাত্মা! বাহ্য বিষয়ের ন্যায় তোমাকে দর্শন করিবার জন্য চক্ষুরুন্মীলন করিবার আবশ্যক হয় না, মনে করিলেই তোমাকে হৃদয় ধামে দর্শন করিয়া সুখী হওয়া যায় এবং যত্ন করিলেই সর্ব্বত্র হইতে তোমাকে লাভ করা যায়, অতএব কে তোমাকে দুর্লভ করিয়া বর্ণন করে? জগতে তো-

মার তুল্য সুলভ বস্তু আর কি আছে? তুমি ভক্ত জনের দৃঢ়তর প্রেম রজ্জুতে সততই বদ্ধ রহিয়াছ এবং সর্ব্বদাই প্রেমিক ব্যক্তির মানস মন্দিরে বিরাজ করিতেছ। এই বিশ্বরূপ বিস্তীর্ণ কানন মধ্যে তুমি এক মাত্র অদ্বিতীয় পুষ্প স্বরূপে বিকশিত হইয়া বিরাজ করিতেছ, যে ব্যক্তি একবার সেই পুষ্প সন্দর্শন করিতেছে, তাহার আর চক্ষু ফিরাইবার সাধ্য হইতেছে না। সে নেত্র স্থির করিয়া কাল যাপন করিতেছে এবং সেই অনুপম পুষ্পের আঘ্রাণ প্রাপ্ত হইয়া কত শত ভাগ্যবান্ ব্যক্তি এক কালে তৃপ্ত হইয়া রহিয়াছে। হে সৌন্দর্য্যের আকর ও প্রেমের সাগর! আমি যখন তোমাকে সন্দর্শন করি, তখন এজগৎ আমার নিকট হইতে বিলুপ্ত হয় এবং যখন আমি তোমাকে স্মরণ করি, তখন আমি আপনাকেও বিস্মৃত হই। তুমি স্বতঃই আনন্দ কর এবং স্বতঃই সর্ব্ব দুঃখ হর, প্রেমিক ব্যক্তি যে কি কারণে সর্ব্বদা তোমার সহবাস ভোগ করিতে অভিলাষ করে এবং তোমার লাভার্থে লালায়িত হয়, ভাব বর্জ্জিত অপ্রেমিক জনে তাহা কি প্রকারে বোধগম্য করিতে পারিবে? পতঙ্গ যে কি জন্য দীপ্তাগ্নিকে প্রীতি করে, তাহা পতঙ্গই জানে এবং তৃষিত চাতক যে কি কারণে অন্য জল পান না করিয়া এক দৃষ্টে মেঘাভিমুখী হইয়া কাল যাপন করে, তাহা সেই চাতকই বলিতে পারে। যে ভাগ্যবান্ পুরুষ তোমার প্রেমে মগ্ন হইয়াছে, তোমাকে প্রাপ্ত হইলেই তাহার সকল কামনা পূর্ণ হয়। হে প্রণয়াস্পদ পরম বন্ধু! মনের এই প্রকার ধর্ম্ম যে প্রিয়ব্যক্তিকে কিছু প্রদান করিতে সতত অভিলাষ হয়; কিন্তু আমি তোমাকে কি প্রদান করিয়া সে অভিলাষ পূর্ণ করিব? এসংসার মধ্যে এমন বস্তু কি আছে, যে তাহা আমার বলিয়া আমি অধিকার করিতে পারি। এবিশ্বসংসার সকলই তোমার; মানবের ধন জন যৌবন বিদ্যা বুদ্ধি সম্পত্তি সকলই তোমার প্রদত্ত। যাহা হউক আমি তোমার বস্তু তোমাকে প্রদান করিয়া মনের তৃপ্তি সাধন করণার্থ ঐকান্তিক যত্নে তোমাতে আত্মসমর্পণ করিতেছি এবং চিরদিনের জন্য তোমার শরণাপন্ন হইতেছি। তোমার প্রেমাগ্নি যেন আমার হৃদয় হইতে কস্মিন্ কালেও নির্ব্বাণ না হয়। তুমি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বান্তর্যামী, তুমি সকলেরই মনের ভাব জানিতেছ, তথাপি সুহৃদের সাক্ষাৎ পাইলে মনোগত কথা বলিতে ইচ্ছা হয় বলিয়া আমি তোমার নিকট অতি কাতর ভাবে এই নিবেদন করিতেছি যে হে নাথ! তুমি ক্ষণকালের জন্যও আমার হৃদয় সিংহাসন পরিত্যাগ করিও না। তুমি বাঞ্ছা কল্পতরু এবং সর্ব্ব সুখদাতা তুমি আমাদিগের প্রার্থনার পূর্ব্বেই সকল কামনা বিধান করিয়া রাখিয়াছ, তথাপি তুমি রাজা এবং আমি প্রজা বলিয়া আমার মন পুনর্ব্বার এই প্রার্থনা করিতে ইচ্ছুক হইতেছে হে করুণা সিন্ধু দীন বন্ধু! আমার লেখনী যেন তোমার মহিমা বর্ণন করিতে করিতে ক্ষয় হয়, আমার বাক্য যেন তোমার যশ কীর্ত্তন করিতে করিতে শেষ হয়, আমার নেত্র যেন তোমার রচনা মধ্যে অহর্নিশ তোমাকে দর্শন করিয়া নিরন্তর প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করে এবং আমার হৃদয় যেন চিরদিনের জন্য তোমার আবাসের স্থান হয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

পরমেশ্বরের মহিমা।

পশুদিগের সংস্কার

অবনীমণ্ডলে যত প্রকার জীব বিদ্যমান আছে তন্মধ্যে মনুষ্য জাতিই সর্ব্ব প্রধান। মনুষ্য জাতির অসাধারণ শক্তি সন্দর্শন করিলে বোধ হয় যে জগদীশ্বর মানবকে মর্ত্ত্য লোক বাসী অপরাপর জীবের অধীশ্বর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। মনুষ্যের পরিণামদর্শনশক্তি ও ভূতানুস্মরণ শক্তির অদ্ভুত ক্ষমতা এবং অপরাপর নানা বিষয়ের সহিত স্বীয় প্রকৃতির সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া কার্য্য করিবার সাধ্য দেখিলে একরূপ বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়, যখন আমরা বুদ্ধি বিহীন ইতর পশুদিগের ভোজন পান ও বৎস পালন প্রভৃতি নানা কার্য্যের প্রে

তি নেত্রপাত করি তখন আমাদিগকে সেইরূপও বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়—তখন জগদীশ্বরের অনন্ত শক্তি ও অপার মহিমা আমাদিগের হৃদয়ে জাজ্বল্য মান হইয়া উঠে।

মনুষ্য একাদৃশ শক্তি সম্পন্ন হইয়াও যে প্রকার সুখেতে আপন দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে ইতর পশুদিগের কোন জ্ঞান শিক্ষা ও বুদ্ধি শক্তি না থাকাতেও তাহারা সেই রূপ স্বচ্ছন্দ পূর্ব্বক আপনাদিগের সমস্ত জীবন ক্রিয়া সমাধা করিতে সমর্থ হয়। বুদ্ধির পরিবর্ত্তে পরমেশ্বর ইতর পশুদিগকে এক অভ্রান্ত ও অপরিবর্ত্তনীয় সংস্কার প্রদান করিয়াছেন, সেই সংস্কার বলেই উহারা আপনাদিগের সমস্ত ব্যাপার সাধন করিতে সমর্থ হয়। যে শক্তি দ্বারা পক্ষী জাতি নীড় নির্ম্মাণ করিতে পারগ হয়, মধু মক্ষিকা দিগের যে শক্তি থাকাতে তাহারা আশ্চর্য্য মধুক্রম প্রস্তুত করিতে পারে এবং উষ্ট্রের যে শক্তি থাকাতে উষ্ট্র বহু দূর হইতে নদ নদী প্রভৃতি জলাশয় জানিতে পারে, সামান্যতঃ সেই শক্তিকেই পণ্ডিতগণ সংস্কার বলিয়া উক্ত করেন। পশুদিগের উক্ত সংস্কার অতি অদ্ভুত সৃষ্টি. উহা কস্মিন্ কালেও পরিবর্ত্তিত বা উন্নত হইবার নহে, চির দিন সমভাবে থাকে। শতবর্ষ পূর্ব্বে যে জাতীয় পশুকে যে প্রকার কার্য্য করিতে দেখা গিয়াছে শতবর্ষ পরেও সে পশুকে সেই রূপ কার্য্য করিতে দেখা যায়. উক্ত সংস্কার প্রভাবে এক এক পশু এমন এক এক অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করে, যে মনুষ্য শতবর্ষ পরিশ্রম করিলেও তাহাতে বুদ্ধি প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। আমেরিকা দেশীয় বিবর নামক পশুর বাসস্থান নির্ম্মাণ করণের বিষয় যে ব্যক্তি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, বা গ্রন্থাদি মধ্যে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাকেই চমৎকৃত হইতে হইয়াছে। উহারা যেরূপ অসাধারণ কৌশল পূর্ব্বক আপনাদিগের আবাস গৃহ প্রস্তুত করে তাহা বিশেষ রূপে এই পত্রিকার ১০৮ সংখ্যার ৪১ পৃষ্ঠে লিখিত হইয়াছে। জল মার্জ্জারদিগের বাস স্থান নির্ম্মাণ করাও অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। উহারা আপনাদিগের আবাস স্থান নির্ম্মাণ করিতে যে প্রকার কৌশল প্রকাশ করে, বিশেষ বুদ্ধিমান্ লোকেও হঠাৎ সে প্রকার শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় না। উহারা নদ নদী প্রভৃতি কোন জলাশয়ের তীরে মৃত্তিকার নিম্নে গহ্বর করিয়া আপনাদিগের আবাস স্থান প্রস্তুত করে এবং নদ নদী প্রভৃতির জলমগ্ন তলস্থ ভূমিতে ছিদ্র করিয়া ঐ বাস স্থানে গতায়াত করিবার পথ প্রস্তুত করে। উহারা আপনাদিগের বাস স্থানে প্রবেশ করণার্থ জল মধ্যে যে রন্ধ্র প্রস্তুত করে, উক্ত জলাশয়ের তল হইতে ক্রমে ঊর্দ্ধাভিমুখে চালিত হইয়া ঐ বাস স্থানের সহিত মিলিত হয়। জল মার্জ্জারদিগের বাস গহ্বরের মধ্যে তিন চারিটি পৃথক্ পৃথক্ প্রকোষ্ঠ থাকে এবং উহারা সেই সমস্ত প্রকোষ্ঠ জলাশয়ের গর্ভ হইতে এত ঊর্দ্ধ দেশে নির্ম্মাণ করে যে তন্নিকটস্থ জলাশয়ের জল অপেক্ষাকৃত সমধিক বৃদ্ধি হইলেও তাহা প্লাবিত হইতে পারে না। মারমট নামক জন্তুদিগের আবাস নির্ম্মাণ বিষয়েও বিশেষ নৈপুণ্য দৃষ্ট হয়। উক্ত জন্তুরা পর্ব্বত বা গিরিতলে মৃত্তিকার নিম্নে কিয়দ্দূর অন্তর করিয়া দুইটি পৃথক্ ছিদ্র নির্ম্মাণ করিয়া আইসে এবং তাহা ক্রমে ঊর্দ্ধদিকে ঈষৎ বক্রভাবে চালিত করিয়া উভয় ছিদ্রের মুখ একত্র মিলিত করে। যে স্থানে ঐ উভয় ছিদ্রের মুখ আসিয়া পরস্পর মিলিত হয়, সেই স্থানে উহারা বাসোপযোগী সম-তল বিশিষ্ট একটি মূল গহ্বর নির্ম্মাণ করে। ঐ গহ্বর তলে উহারা তৃণ ও শৈবাল দ্বারা অপূর্ব্ব কোমল শয্যা বিস্তারণ করে। উল্লিখিত ছিদ্র দ্বয়ের মধ্যে একটি দ্বারা উহারা আপনাদিগের বাস স্থানে গতায়াত করিয়া থাকে এবং আর এক টির মধ্যে উহারা মল মূত্রাদি ত্যাজ্যবস্তু পরিত্যাগ করে। উক্ত প্রকার এক একটি বাস গৃহের মধ্যে কতিপয় মারমট একত্র বাস করে এবং উহারা সকলে একত্র মিলিত হইয়া সমবেত চেষ্টা দ্বারা ঐ বাস গৃহের সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে। শীত ঋতুর উপক্রম দেখিয়াই উহারা আপনা-

দিগের বাস গৃহের প্রবেশ পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলে এবং আগামী বসন্ত কাল পর্য্যন্ত সেই গহ্বরে নিদ্রিত থাকে। এতদ্দেশীয় বাবুই নামক পক্ষির বাসা অনেকেই সন্দর্শন করিয়াছেন; উক্ত পক্ষীরা আপনাদিগের নীড় নির্ম্মাণ বিষয়ে যে অনুপম কৌশল প্রকাশ করে, মহামহা শিল্পকারী বিচক্ষণ লোকেরাও তাহার অনুকরণ করিতে সমর্থ হয় না। উহারা যে কি রূপ কৌশল দ্বারা অতি সূক্ষ্ম তৃণপর্ণাদি একত্র সংযুক্ত করিয়া এ প্রকার অপূর্ব্ব নীড় প্রস্তুত করে, তাহা বোধ গম্য করিবার সাধ্য হয় না। উহাদিগের নীড়ের সন্ধি স্থানে কোন গ্রন্থি কি কোন প্রকার বৃক্ষ নির্য্যাসাদি কিছুই দৃষ্ট হয় না অথচ ঐ নীড়ের পৃথক্ পৃথক্ তৃণ সকল পরস্পর এ প্রকার দৃঢ়তর রূপে বদ্ধ হইয়া থাকে, যে সামান্য বল দ্বারা ঐ নীড় ছিন্ন করা যায় না। প্রত্যেক পক্ষীই আপনার শরীরের আয়তন ও শাবকের সংখ্যানুসারে বাস স্থান নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। সারস ও শকুনী প্রভৃতি যে সকল পক্ষীর শরীর বৃহৎ এবং যে সমস্ত পক্ষী এক কালে অধিক ডিম্ব প্রসব করে, তাহারা সচরাচর উচ্চ ও প্রশস্ত নীড় নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, এবং চাতক ও খঞ্জন প্রভৃতি ক্ষুদ্রকায় পক্ষী গণকে সর্ব্বদা অপ্রশস্ত ও অনুন্নত নীড় প্রস্তুত করিতে দেখা যায়। মনুষ্য যেমন বুদ্ধি দ্বারা সন্তান প্রসূত হইবার পূর্ব্ব লক্ষণ অবগত হইয়া সূতিকাগারের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত করিয়া রাখে, পক্ষীগণও সেইরূপ সংস্কার দ্বারা শাবক উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বাবস্থা জানিতে পারিয়া সতর্ক হয়। যে সকল পক্ষী সম্বৎসর কাল নানা স্থানে কেবল উড্ডীন হইয়া ভ্রমণ করে, শাবক প্রসূত হইবার পূর্ব্বে সে সকল পক্ষীও নীড় নির্ম্মাণ করিতে ব্যস্ত হয়; এবং অন্যান্য সময় যে সমস্ত পক্ষী জাতির মধ্যে কিছুমাত্র দাম্পত্য ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না, শাবক উৎপত্তির সময় উপস্থিত হইলে তাহাদিগের মধ্যেও বিলক্ষণ স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ স্থির হয়। ঋতুবিশেষে অনেকানেক পক্ষী স্ত্রী পুরুষে যুগ্ম বদ্ধ হয় এবং দাম্পত্য রূপ দৃঢ়তর বন্ধনে বদ্ধ থাকিয়া স্ত্রী পুরুষ উভয়েই নীড় নির্ম্মাণ ও শাবক প্রতিপালনাদি কার্য্য সমাধা করিতে নিযুক্ত থাকে; এবং যদবধি উহাদিগের উভয়ের শরীর জাত শাবক স্বয়ং আত্ম রক্ষা ও জীবিকা সমাহরণ করিতে সমর্থ হয়, তদবধি ঐ পক্ষী দ্বয়ের মধ্যে আর কোন সম্বন্ধের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে কেবল প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত জগদীশ্বর পক্ষী জাতিকেও সময় বিশেষে উল্লিখিত দাম্পত্য নিবন্ধন রূপ অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ থাকিবার ভাব প্রদান করিয়াছেন। মনুষ্য জাতি যেমন সদ্যোজাত বালকের শয়নের জন্য সুকোমল শয্যা প্রস্তুত করে, পক্ষী সকলও সেইরূপ করিয়া থাকে। ডিম্ব প্রসবের পূর্ব্বে পক্ষীগণ কেশ, কার্পাস ও পর্ণাদি নরম এবং কোমল পদার্থের দ্বারা স্ব স্ব নীড়ের মধ্যে উপযুক্ত শয্যা প্রস্তুত করে। সেই রূপ ব্যাঘ্র শৃগালাদি হিংস্র পশু [illegible] বিশেষে কৌশল পূর্ব্বক আপনাদিগের আকার প্রকার ও সুখ স্বচ্ছন্দতার উপযোগী বাস স্থান নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ব্যাঘ্র কদাপি শৃগালের গর্ত্ত মধ্যে প্রবেশ করিয়া [illegible] অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না; এবং শৃগালও কখন পক্ষীর নীড় আক্রমণ করিয়া তাহার হানি জন্মাইতে পারে না। জগদীশ্বর পশু পক্ষী প্রভৃতি জীব জন্তু দিগকে উপযুক্ত আবাস প্রদান করিবার এই অসাধারণ শক্তি অর্পণ করাতেই [illegible] এক অরণ্য মধ্যে [illegible] সিংহ ভল্লুকী ব্যাঘ্র ও [illegible] প্রভৃতি খাদ্য খাদক পশুগণ পরস্পর নিরাপদে বাস করিতে পারিতেছে।

পশু পক্ষীদিগের বাস স্থান নির্ম্মাণ বিষয়ে যেমন অদ্ভুত [illegible] দেখিতে পাওয়া যায়, সেই রূপ [illegible] আশ্চর্য্য কৌশল দ্বারা উহারা [illegible] ও সন্তান পালন করিয়া থাকে। [illegible] মর্কটাদির অধিক [illegible] মধ্যে পক্ষীরা নীড় নির্ম্মাণ করিবার জন্য উপযুক্ত স্তর অবলম্বন করে। যে সকল পক্ষী অন্যান্য বন মধ্যে প্রকাশ্য স্থলে নীড় নির্ম্মাণ করিয়া থাকে উক্ত বন মধ্যে তাহারা আর

সে প্রকার না করিয়া অতি গুপ্ত স্থলে বাস স্থান প্রস্তুত করে। পক্ষীগণ প্রায় মনুষ্যাদি বৈরী বর্গের দৃষ্টির অগোচর স্থল দেখিয়াই আবাস প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যে সকল পক্ষী বৃক্ষ শাখায় নীড় নির্ম্মাণ করে, হিম প্রধান দেশে সেই সকল পক্ষীকে আবার গিরি গহ্বর মধ্যে বাস করিতে দেখা যায়। পশু পক্ষী দিগের আত্ম রক্ষার্থনিমিত্ত পরমেশ্বর নখ দন্ত শৃঙ্গ প্রভৃতি তাহাকে যে প্রকার উপায় প্রদান করিয়াছেন, বিপদ কালে সে পশু ও সে পক্ষী আপনা হইতেই সেই উপায় অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তজ্জন্য তাহাদিগের কিছু মাত্র উপদেশ আবশ্যক হয় না। গো মহিষ ও মেষ ছাগ প্রভৃতি শৃঙ্গ ধারী পশুগণ যুদ্ধ কালে স্বীয় স্বীয় শৃঙ্গ অগ্রবর্ত্তী করিয়া শত্রু আক্রমণ ও আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। শৃঙ্গী পশুরা যেমন বিপদ কালে শৃঙ্গ ব্যবহার করিতে উদ্যত হয়, সেই রূপ সিংহ ব্যাঘ্র ও ভল্লুক প্রভৃতি দন্তী এবং নখী পশুরা কোন বিপদে পড়িলে বা যুদ্ধে উদ্যত হইলে নখ দন্ত প্রভৃতি স্বীয় স্বীয় অস্ত্র সঞ্চালন করিতে প্রবৃত্ত হয়। গবাদি শৃঙ্গধারী পশুরা কদাপি স্বীয় বৈরির প্রতি দন্তাঘাত বা নখাঘাত করিতে উদ্যত হয় না এবং ব্যাঘ্রাদি নখী দন্তী জন্তু গণকেও কদাপি মস্তকাঘাত বা শৃঙ্গাঘাত করিতে দেখা যায় না। শিকার করিবার সময় হস্তী আপন বধ্য প্রাণীকে শুণ্ড দ্বারা আক্রমণ করে, দন্তাঘাতে বিদীর্ণ করে এবং কখন বা পদতলে নিক্ষেপ করিয়া স্বীয় গুরুতর অঙ্গ ভার দ্বারা দলন পূর্ব্বক বধ করে। হস্তীর দেহ অতিশয় ভার বিশিষ্ট বলিয়া উক্ত পশু যেমন স্বীয় শত্রুকে সর্ব্বদা পদতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক নিপীড়ন করিয়া বধ করিবার চেষ্টা করে, অশ্ব প্রভৃতি অন্যান্য পশু দিগকে কখন সে প্রকার করিতে দেখা যায় না। অশ্বগণ যখন অরণ্য মধ্যে নিদ্রা যায়, তখন তন্মধ্যে একটি অশ্ব জাগ্রত থাকিয়া প্রহরির কার্য্য সম্পাদন করে এবং শশ নামক জন্তু যখন শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তখন সে স্বীয় গমন কৌশল দ্বারা তাহা হইতে পরিত্রাণ পায়—ঈশ্বরদত্ত সংস্কার দ্বারাই তাহা হইতে রক্ষা পায়। উক্ত সংস্কার দ্বারা ইতর জন্তুরা তাহাদিগের শত্রু মিত্র অবগত হইতেও সমর্থ হয়। সর্প মার্জার ও শৃগালাদি কোন কোন হিংস্র জন্তু পক্ষী হিংসা করিয়া থাকে এজন্য পক্ষী জাতি ঐ সকল জন্তু দেখিলেই মুক্ত কণ্ঠে স্বজাতীয় ধ্বনী করিতে প্রবৃত্ত হয়। কুক্কুটী যখন শ্যেন প্রভৃতি কোন প্রকার হিংস্র পক্ষির সাক্ষাৎ পায়, তখন সে এক প্রকার সঙ্কেত শব্দ দ্বারা স্বীয় শাবক গণকে সতর্ক করে এবং শাবক গণও সেই সঙ্কেত শব্দ বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ সাবধান হয়। মারমট নামক জন্তুরা গ্রীষ্মকালে অরণ্য মধ্যে ক্রীড়া করে, তৎকালে তাহাদিগের মধ্যে একটিকে উহারা প্রহরী নিযুক্ত করিয়া রাখে, ঐ প্রহরী যদি নিকটে বৈরস্বরূপ কোন মনুষ্য বা কুক্কুর কি কোন পক্ষীকে আসিতে দেখে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সে এক প্রকার সঙ্কেত শব্দ করিয়া স্বজাতি দিগকে সতর্ক করে এবং তাহারা সেই শব্দ শুনিয়া বিবর মধ্যে প্রবেশ করিলে পর প্রহরীও তাহাদিগের অনুগামী হয়। ইতর জীব জন্তুদিগের সংস্কার কখন কখন মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তিকেও অতিক্রম করিয়া কার্য্য করে। সংস্কার দ্বারা কোন কোন জীব অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ভাবী ব্যাপারও অগ্রে জানিতে পারে। যখন আমরা কোন মতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা মনে করিতে পারিনা, যখন আকাশে কিছু মাত্র মেঘের চিহ্ন দৃষ্ট হয় না, তৎকালেও ভেক চাতক প্রভৃতি কতিপয় জীব বৃষ্টির পূর্ব্ব লক্ষণ জানিতে পারিয়া উল্লাস ধ্বনী প্রকাশ করিতে থাকে। সংস্কার প্রভাবে কোন কোন পক্ষী ঋতু বিশেষে দেশ বিশেষে অবস্থান করিয়া আত্ম রক্ষা করিয়া থাকে। এদেশে বর্ষাকালে নানা জাতীয় নূতন নূতন পক্ষী দেখা যায়, কিন্তু বর্ষান্তে তাহারা সকলেই এদেশ হইতে অন্তর্হিত হয়। অনেক পক্ষী গ্রীষ্ম কালে শীত প্রধান দেশে বাস করে এবং শীত কালে উষ্ণ দেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। সংস্কার দ্বারা অনেকানেক পশু শারীরিক

কোন ভাষায় শিক্ষা প্রদান না করিয়া প্রজা পুঞ্জের মনোরঞ্জন জন্য তাঁহাদিগের প্রাচীন পরম শ্রদ্ধাস্পদ সংস্কৃত ও আরবি ভাষা দ্বয়ের বিদ্যালয় সকল প্রধান প্রধান নগরে সংস্থাপন করিয়া শিক্ষা প্রদান করিতেন। [illegible] তাঁহারা উক্ত ভাষা দ্বয়ের অনুশীলনের প্রতি অত্যন্ত উৎসাহ প্রদান করিতেন। ঐ [illegible] ছাত্র দিগকে বহু মূল্য পারিতোষিক ও উচ্চ মাসিক বৃত্তি প্রদান করিতেন ও ইউরোপীয় ভাষা হইতে উক্ত দুই ভাষাতে বিজ্ঞান শাস্ত্রীয় গ্রন্থ অনুবাদ জন্য অধিক বেতনে অনুবাদক সকল নিযুক্ত করিতেন। [illegible] হইল। ইউরোপীয় [illegible] হইতে নিশ্চয়রূপে অনুমিত [illegible] লোকের [illegible] না হইয়া বরং [illegible] হইতে লাগিল। আরবি ও সংস্কৃত ভাষা অপেক্ষা ইংরাজি ভাষার প্রতি লোকের আদর দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল, উক্ত ভাষাদ্বয় প্রণীত পুস্তকাপেক্ষা ইংরাজি ভাষার পুস্তক সকল সাপেক্ষাকৃত অধিক বিক্রীত হইতে লাগিল; বালকদিগকে ইংলণ্ডীয় ভাষা শিক্ষা করাইবার জন্য মহা বিদ্যালয় হিন্দু কালেজ বিনা রাজ সহায়ে কেবল কতিপয় ধনাঢ্য হিন্দু মহাশয় দিগের ব্যয়ে ও যত্নে সংস্থাপিত হইল। এমত সময়ে মহাত্মা লার্ড উইলিয়ম বেন্টিনক সাহেব যাঁহার ন্যায় প্রজা[illegible] ও ধর্ম্মশীল গবর্ণর জেনরেল এতদ্দেশে কখন আগমন করেন নাই, ও যাঁহার নিকট বিবিধ মহোপকার জন্য এই দেশ অশেষ কৃতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ আছে, তিনি ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ ই মার্চ দিবসীয় রাজ বিজ্ঞাপন দ্বারা এই নিয়ম প্রচার করিলেন, যে সাধারণ শিক্ষা কর্ম্ম তদবধি ইংরাজি ভাষায় সম্পাদিত হইবেক, এবং পূর্ব্বে যে অর্থ আরবি ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা প্রদানে ব্যয় হইতেছিল, তাহা কেবল ইংরাজি-ভাষা-শিক্ষা প্রদানে ব্যয় হইবেক, এবং যে সকল সংস্কৃত ও আরবি বিদ্যালয় লোক সমীপে অত্যন্ত আদৃত, সেই সকল বিদ্যালয় ব্যতীত ঐ প্রকার অন্য সকল বিদ্যালয় ক্রমে ক্রমে রহিত করিয়া দেওয়া যাইবেক। লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক সাহেবের উক্ত বিজ্ঞাপনী এদেশের সম্বন্ধে অত্যন্ত উপকারিণী হইয়াছে বলিতে হইবেক কিন্তু তাহার দোষ এই যে তাহাতে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা প্রদানের কথা কিছু মাত্র উল্লেখ নাই। এই সময়াবধি ইংরাজি ভাষার প্রতি লোকদিগের আদর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল, অনেক স্থানে ইংরাজি বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল, সাধারণ লোকে ইংরাজি শিক্ষা করিবার জন্য অত্যন্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিল; এমন বোধ হইতে লাগিল যে দেশীয় ভাষা বা একেবারে উৎসেদ দশা প্রাপ্ত হয়। তৎপরে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজের গবর্ণর জেনরেল শ্রীযুক্ত লার্ড অকলেণ্ড সাহেব সাধারণ শিক্ষাকার্য্য সম্বন্ধীয় স্বকীয় অভিপ্রায় প্রতিপাদক পত্রে ব্যক্ত করেন যে যদবধি বাঙ্গলা ভাষাতে বালকদিগের শিক্ষোপযোগী উত্তম উত্তম পুস্তক সকল প্রস্তুত না হইবেক তদবধি কেবল ইংরাজি ভাষাতে শিক্ষাকর্ম্ম সম্পাদিত হইতে থাকিবেক; যখন ঐ সকল পুস্তক প্রস্তুত হইবে, তখন জেলা ইস্কুলে আর ইংরাজিতে শিক্ষা না দিয়া বাঙ্গলাতে শিক্ষা দেওয়া যাইবেক। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম প্রদেশোজ্জ্বলকর ও তৎপ্রদেশের শাসন কর্ত্তা শ্রীযুক্ত টমাসন সাহেব দেশের প্রচলিত ভাষাতে অল্পব্যয়ে অল্প সময়ে সম্পূর্ণরূপে সাধারণ লোকে বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারে ইহা স্থির করিয়া

গ্রামে গ্রামে হিন্দি ভাষার পাঠশালা স্থাপন পূর্ব্বক ঐ দেশের প্রচুর হিত সাধনের উপায় করেন। মহানুভব টমাসন্ সাহেবের দ্বারা অনুষ্ঠিত সাধারণ শিক্ষা প্রণালী এত দিবস পরে বঙ্গদেশে পরিগৃহীত হইয়াছে। রাজ পুরুষদিগের যত্ন দ্বারা এতদ্দেশে স্থানে স্থানে উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে নূতন বাঙ্গলা পাঠশালা সকল সংস্থাপিত হইয়াছে, অন্যান্য স্থানে এ প্রকার বাঙ্গলা পাঠশালা স্থাপিত হইবার সূচনা হইতেছে, এতদ্দেশীয় গুরু মহাশয় দিগের পাঠশালা সকলেরও উন্নতি সাধন জন্য চেষ্টা হইতেছে এবং এই সমস্ত পাঠশালার তত্ত্বাবধারণ জন্য উপযুক্ত পরিদর্শক সকল নিযুক্ত হইয়াছে। এত দিবস পরে এতদ্দেশে দেশীয় প্রচলিত ভাষার দ্বারা সাধারণ জন গণকে বিদ্যাভ্যাস করাইবার অনুষ্ঠান হইতেছে। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক যে ইহার পূর্ব্বে রাজপুরুষেরা বাঙ্গলা ভাষার অনুশীলন বিষয়ে যে কোন উৎসাহ প্রদান করেন নাই এমত নহে। গবর্ণর জেনরেল হারডিঞ্জ সাহেব ১০১ পাঠশালা এতদ্দেশে স্থাপন করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার মধ্যে অনেক পাঠশালা উপযুক্ত তত্ত্বাবধারণ অভাবে ও অন্যান্য কারণে ভগ্ন দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। গত শিক্ষা সমাজের সভাপতি শ্রীযুক্ত কেমিরণ সাহেব রাজকীয় ইংরাজি বিদ্যালয়ের ছাত্র দিগের প্রতি উক্ত আপন বক্তৃতাতে ব্যক্ত করিয়াছেন যে " তোমাদিগের দেশীয় লোকের মধ্যে তোমরাই কেবল ইউরোপীয় বিদ্যানুশীলন করিতেছ; ইংরাজি ভাষার গ্রন্থ সকল বাঙ্গলা ভাষাতে অনুবাদ করিয়া স্বদেশীয় লোকের অশেষ হিত সাধন করিতে পার" ডিপুটি গবর্ণর শ্রীযুক্ত মেডক্ সাহেব হুগলি কালেজের সাম্বৎসরিক পারিতোষিক বিতরণোপলক্ষে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে বাঙ্গলা ভাষা অনুশীলনের আবশ্যকতা বর্ণন করিয়াছিলেন। বীটন্ সাহেব যিনি কেমিরণ সাহেবের পর শিক্ষা সমাজের সভাপতি ছিলেন, তিনি ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরস্থ কালেজের সাম্বৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে যে বক্তৃতা করেন তাহাতে ব্যক্ত করিয়াছেন " কলিকাতার যে সকল যুবা ব্যক্তি ইংরাজি ভাষায় গদ্য পদ্য রচনা করিয়া শ্লাঘা পূর্ব্বক আমার নিকট আনয়ন করেন, আমি তাহা দিগকে সর্ব্বদাই কহি যে বঙ্গ ভাষা শিক্ষা করাই তোমাদিগের যশঃ প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। তাহাদিগের রচিত প্রস্তাব সমুদায়ের যথোপযুক্ত প্রশংসা করিয়া পরে কহিয়াছি যে যদি তোমরা আমার পরামর্শ গ্রহণ কর তবে এ প্রকার প্রতিপত্তি লাভের চেষ্টা পরিত্যাগ কর। যদি তোমাদিগের গ্রন্থ কর্ত্তা হইবার অনুরাগ ও তদুপযোগী ক্ষমতা থাকে তবে স্বকীয় ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতে অথবা ইংরাজি গ্রন্থের উত্তম উত্তম প্রস্তাব অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হও তাহা হইলে স্থায়িতর কীর্ত্তি প্রাপ্ত করিতে পারিবে। যাঁহারা প্রথমে এই পথাবলম্বী হইয়া কৃতকার্য্য হইবেন তাঁহাদিগের নিমিত্ত বিপুল যশঃ সঞ্চিত রহিয়াছে।"

" যাহা হউক এত দিবস পরে বাঙ্গলা ভাষা দ্বারা সাধারণ জনগণকে শিক্ষা প্রদান করিবার উপায় হইতেছে, ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। পরিবারের ভরণ পোষণের উপায়ের জন্য সাধারণ লোক দিগকে শীঘ্র শীঘ্র বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হয় অতএব তাহাদিগের সম্বন্ধে জাতীয় ভাষায় শিক্ষা প্রদান আবশ্যক, যে হেতুক তাহারা অল্প নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে জাতীয় ভাষার আশ্রয় দ্বারা যত বিদ্যা শিক্ষা করিতে সক্ষম হয় তত পরভাষার আশ্রয় দ্বারা শিক্ষা করিতে কখনই সক্ষম হয় না। অধিকন্তু বাঙ্গলা ভাষায় শিক্ষা প্রদান যত অল্প ব্যয়ে সম্পাদিত হয় তদ্রূপ ইংরাজিতে শিক্ষা প্রদান হয় না। ইংরাজি ভাষার ইংরেজ শিক্ষক দিগের অত্যন্ত দূর দেশ হইতে এ স্থানে আসিতে হয় এবং ঐ ভাষার এতদ্দেশজাত শিক্ষক দিগের পক্ষেও বহুকাল অনেক পরিশ্রমে দীর্ঘ কালে ঐ ভাষা আয়ত্ত করিতে হয় এই সকল কারণ বশতঃ ইংরাজি শিক্ষক অল্প বেতনে দুর্ল্লভনীয়, অতএব সকল দিক্ বিবেচনা করিলে সাধারণ লোককে বিদেশীয় ভাষায় শিক্ষা প্রদান অপেক্ষা দেশীয় প্রচলিত ভাষাতে শি-

ক্ষা প্রদান শ্রেয়স্কর ইহা অবশ্যই প্রতীয়মান হইবেক। শিক্ষা প্রদান দ্বারা পল্লিগ্রামস্থ লোকের কত মহোপকার সাধন হইবেক তাহা গণনাতীত। বিবেচনা করিয়া দেখুন এক্ষণে পল্লিগ্রামে কত অত্যাচার, কত দৌরাত্ম্য, কত প্রবঞ্চনা, কত শঠতাচরণ, ও কত পরস্পর অবিশ্বাস প্রবল রহিয়াছে পল্লিগ্রামস্থ লোকেরা বিদ্যাভ্যাস করিলে তাহাদিগের অজ্ঞানান্ধকার তিরোহিত হইয়া আপনাদিগের অবস্থার উন্নতি সাধন বিষয়ে তাহাদিগের মনোযোগ হইবেক, তাহাদিগের দুষ্কর্ম্ম প্রবৃত্তির হ্রাস হইবে, তাহারা রাজপ্রদত্ত স্বকীয় ক্ষমতা সকল বিজ্ঞাত হইয়া আপনাদিগের যথার্থ স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করিতে এক্ষণাপেক্ষা অধিক ক্ষমবান্ হইবে ও ভূস্বামী ও রাজকর্ম্মচারি দিগের দ্বারা তাহাদিগের পীড়িত ও প্রবঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে দূরীকৃত হইবে। পরন্তু তাহারা জ্ঞাত হইবে যে কেবল ভূমি কর্ষণ ও বাণিজ্য করিবার জন্য মনুষ্য এখানে জন্ম গ্রহণ করে নাই, মনুষ্যের বুদ্ধি বৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি আছে যাহার মার্জ্জন ও উন্নতির প্রতি তাঁহার সুখ অনেক অংশে নির্ভর করে*।

বাঙ্গলা ভাষা অনুশীলনের যে সকল উপকার বলা হইল, সেসকল উপকার সকল লোকের বোধ সুলভ কিন্তু তদ্দ্বারা আর এক মহোপকার সাধন হইবেক, তাহা একপ বোধ সুলভ নহে, অতএব তাহা বাহুল্য রূপে প্রতিপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। বাঙ্গলা ভাষার অনুশীলন যত বৃদ্ধি হইবেক সেই ভাষা যত উন্নত ও পরিমার্জ্জিত হইবে ততই উত্তমোত্তম কাব্যকার বঙ্গদেশে উদয় হইবেক। অনূ্যন আট বৎসর হইল আমি মহাত্মা হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ সাম্বৎসরিক সভাতে যে বক্তৃতা করিয়াছিলাম তাহাতে আমি অনেক উদাহরণের সহিত ব্যক্ত করিয়াছিলাম যে যদবধি কোন দেশে বিদেশীয় ভাষার চালনা প্রবল থাকে তদবধি সে দেশে কোন প্রসিদ্ধ কাব্যকার উদয় হয়েন না আর সেই দেশে জাতীয় ভাষার অনুশীলন যত বৃদ্ধি হইতে থাকে ততই প্রসিদ্ধ কাব্যকার সকল উদয় হইতে থাকেন। সে বক্তৃতা অতিদীর্ঘ অতএব সময়াভাব প্রযুক্ত তাহার সমুদয় এক্ষণে পাঠ করা হইতে পারে না; এই জন্য এস্থলে তাহার সার মর্ম্ম সঙ্কলন করিয়া বলিতেছি। ”

“ দেশীয় ভাষার অনুশীলন প্রবল হইলে প্রসিদ্ধ কাব্যকার সেই দেশে এই দুই কারণ বশত উদয় হয়; প্রথম কারণ, মাতৃভাষা মাতৃ দুগ্ধের ন্যায়; মাতৃ দুগ্ধ যেরূপ বালকের তৃপ্তি জনক ও তদ্দ্বারা তাহার যেরূপ বলাধান হয়, পশু দুগ্ধ সে রূপ নহে, তেমনি মাতৃ ভাষার প্রেমার্দ্র আশ্রয়ে মনের ভাব সকল অনায়াসে তৃপ্তির সহিত যেমন ব্যক্ত হইতে পারে, তেমন অন্য কোন ভাষার আশ্রয়ে হইতে পারে না। বিদেশীয় ভাষাতে কোন ব্যক্তি অত্যন্ত পারগ হউন না কেন, তথাপি জাতীয় ভাষাতে তদ্রূপ পারগতা উপার্জ্জন করা অপেক্ষাকৃত অল্পায়াস সাধ্য, তাহা থাকিলে সেই আত্ম ভাষাতে কাব্য রচনা পরভাষাতে কাব্য রচনা অপেক্ষা অনেক সহজ বোধ হইবে তাহার সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় কারণ, কোন দেশে বিদেশীয় ভাষার চালনা অত্যন্ত প্রবল হইলেও, যে অল্প সংখ্যক ব্যক্তি অনেক ব্যয় স্বীকার করিয়া অতি দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত অত্যন্ত যত্নের সহিত সেই ভাষার আলোচনা করেন, কেবল তাঁহারাই অনেক পরিমাণে সেই ভাষার নিগূঢ় প্রকৃতি ও তাহার প্রত্যেক শব্দ ও কাব্যাংশও প্রয়োগ কোন বিশেষ অর্থবোধক ও কোন স্থলে ব্যবহার যোগ্য তাহা অবগত হইয়া সেই ভাষাতে প্রস্তাব রচনায় পটু হইতে পারেন, আর অবশিষ্ট লোকে সেই ভাষানুশীলনে তত ব্যয় স্বীকার ও তত যত্ন ও মনোযোগ প্রদান করিতে পারে না সুতরাং সে ভাষাতে তাহাদিগের সেরূপ অভিজ্ঞতা জন্মে না, অতএব দৃষ্ট হইতেছে যে দেশে বিদেশীয় ভাষার অনুশীলন প্রবল সেই, দেশে সেই বিদেশীয় ভাষাতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন লোক অল্প সংখ্যক ও তাহাতে অল্প ব্যুৎ-

* শেষ কয়েক পংক্তিতে যে ভাব ব্যক্ত আছে তদনুযায়ী ভাব বঙ্গদেশ হিতৈষী পরম বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত জন্ ড্রিঙ্কওয়াটর বীটন সাহেব কোন বালিকা বিদ্যালয়ের সাম্বৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে ব্যক্ত করিয়া ছিলেন।

পন্ন লোক বহু সংখ্যক; অল্প সংখ্যক লোক অপেক্ষা বহু সংখ্যক লোকের মধ্যে লোক সংখ্যানুসারে স্বাভাবিক কবিত্ব শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি থাকিবার অধিক সম্ভাবনা কিন্তু উক্ত বিদেশীয় ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি অভাবে ও স্বদেশীয় ভাষার অসম্পূর্ণ অবস্থা হেতুও তাঁহাদিগের সেই শক্তি স্ফূর্ত্তি পায় না। এই দুই কারণ বশতঃ ইহা কখন দৃষ্ট হয় নাই, যে যেভাষা আমরা কখন শিক্ষা করিয়াছি তাহা আমাদিগের স্মরণ হয় না যাহা শিখিবার জন্য তাহার ব্যাকরণ অভ্যাস করিবার আবশ্যক হয় নাই, সেই আদ্য ভাষা ব্যতীত আর কোন ভাষাতে কেহ কখন কোন সমীচীন কাব্য লিখিতে সমর্থ হইয়াছে। দেখুন রোমানেরা পৃথিবীর অনেকানেক দেশ জয় করিয়াছিল, কিন্তু ইটালি দেশ যাহার প্রচলিত ভাষা তখন রোমান ভাষা ছিল, সেই দেশের লোক ব্যতীত অন্যদেশের লোক ঐ ভাষাতে প্রসিদ্ধ কাব্যকার রূপে বিখ্যাত হইতে পারে নাই। বর্জিল্ ও অবিড্, হোরেস ও সিসিরো, লুকিশস্ ও কেটলস্, লিবিও টেসিটস্ সকলেই ইটালি দেশজাত। যে পর্য্যন্ত ইয়ুরোপ খণ্ডে ইটালি, ফ্রান্স ও স্পেইন নামক দেশ সকলেতে লাটিন ভাষার অনুশীলন অত্যন্ত প্রবল ছিল সে পর্য্যন্ত ঐ সকল দেশে কোন বিখ্যাত কাব্যকার উদয় হয়েন নাই, তৎপরে যখন ঐ সকল দেশের মধ্যে প্রত্যেক দেশে তত্তদ্দেশীয় প্রচলিত ভাষার অনুশীলন প্রবল হইয়া উঠিল তখন ডেণ্টি ও টেসো, কর্ণিল্ ও রেসিন্, কেলডিরোন্ ও লোপ্ ডি বেগা ইত্যাদি চিত্তের উন্নতিকর ও বিনোদকর কবিশ্রেষ্ঠ সকল উদয় হইতে লাগিলেন। যদবধি ইংলণ্ড দেশে নরমেন ফ্রাঞ্চ ভাষা কিম্বা জর্ম্মানি দেশে ফ্রাঞ্চ ভাষার অনুশীলন প্রবল ছিল তদবধি কোন সুপ্রসিদ্ধ কাব্যকার ঐ সকল দেশে উদয় হয় নাই, তৎপরে ঐ দেশদ্বয়ে প্রচলিত ভাষার আলোচনা যখন ক্রমশ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন প্রকাণ্ড মানসিক বীর্য্যবান্ সেকস্‌পিয়র্ ও মিল্‌টন্, গোয়েথি ও সিলর্, ক্লপস্টক্ ও ভিলিণ্ড্ আপনাদিগের নিজ নিজ প্রকাশিত কাব্য দ্বারা মর্ত্ত্য লোককে চমৎকৃত করিতে লাগিলেন। আসিয়া খণ্ডে দেখুন যদবধি পারস্যদেশে আরবি ভাষার আলোচনার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল, তদবধি কোন প্রসিদ্ধ কাব্যকার উদয় হয়েন নাই তৎপরে যখন দেশীয় ভাষার অনুশীলন বৃদ্ধি হইতে লাগিল তখন ফরদোসি ছন্দে ইরানের প্রাচীন রাজাদিগের বৃত্তান্ত পূর্ণিত স্বরসের প্রধান প্রধান কাব্য মধ্যে পরিগণিত শাহনামা নামক মহাকাব্য বিরচিত হইল, তখন সাদি তাঁহার মধুর রসপূর্ণ সরল প্রবন্ধ উপদেশ গ্রন্থের সহিত উদয় হইলেন তখন হাফেজ চিত্ত প্রমোদকর পরম রমণীয়, স্থানে স্থানে পরমার্থ রসপূর্ণ গাথাবলি প্রচার করিলেন ও জেলালোদ্দীন রুমি বিবিধ প্রসঙ্গ গর্ভ মসনবি নামক পরম উৎকৃষ্ট আশ্চর্য্য কাব্য প্রকাশ করিলেন, দৃষ্ট হইতেছে যে কোন দেশে পরকীয় ভাষার অনুশীলনের প্রবলতার সময়ে যে কিছু হৃদয় স্ফূর্ত্ত প্রকৃত কবিতা প্রচারিত হয়, তাহা বিদেশীয় ভাষায় না হইয়া দেশীয় অসম্পূর্ণ ও অসংস্কৃত প্রচলিত ভাষাতেই হইয়া থাকে। যখন ফ্রান্স ও জর্ম্মানিদেশে লাটিন ভাষার অনুশীলন অত্যন্ত প্রবল ছিল তখন অমৃত বর্ষিণী হৃদয় স্ফূর্ত্ত কবিতা পরকীয় ভাষার দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ স্বচ্ছন্দতা শূন্য কবিদিগের মানস ক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক ট্রবাডোর ও মিনিসিঙ্গর নামক দরিদ্র পরিব্রাজক গাথকদিগের হৃদয়ে অবস্থিতি করিয়া সরল সুধাসিক্ত বাক্য দ্বারা প্রকৃতির অকপট পুত্র ইতর লোকদিগের মনোমোহন করিয়াছিলেন। আমাদিগের এই বঙ্গ ভূমিতে এক্ষণে যাহারা ইংরাজিতে কৃতবিদ্য যুবাদিগের মধ্যে যাঁহারা ইংরাজি ভাষাতে প্রসিদ্ধ কাব্যকার রূপে গণ্য হইবার অভিলাষ করেন, তাঁহাদিগের ভ্রান্তির আর সীমা নাই। তাঁহারা যাহা কখন হয় নাই, যাহা হইবার নহে, তাহা সাধন করিতে যত্নবান হইয়াছেন। বিপুল কীর্ত্তিমান মহারাজ ফ্রেডরীকের দৃষ্টান্ত তাঁহাদিগের স্মরণ করা উচিত। ঐ যশস্বী ভূপতি বাল্যকালাবধি ফ্রেঞ্চ ভাষা অধ্যয়ন করিয়া ঐ ভাষাতে অত্যন্ত ব্যুৎপন্ন হ-

হইয়াছিলেন, ফ্রেন্স দেশীয় লোকদিগের সহিত বাক্যালাপে দিবাভাগের অনেক সময় ক্ষেপন করিতেন, নিজে ঐ ভাষায় ক্ষমতা সূচক অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন অথচ তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থেতে ঐ ভাষার পদ্ধতি বিরুদ্ধ প্রয়োগ দৃষ্ট করিয়া সূক্ষ্ম ভাবা বিবেক শক্তি সম্পন্ন পারিস নগরের [illegible] জনেরা হাস্য করিত। তাঁহা দ্বারা নিজ সভায় আহূত বলটেয়ার নামক ফ্রান্স দেশীয় মহাপণ্ডিতের নিকট যখন তিনি আপনার রচিত গ্রন্থ সকল সংশোধন জন্য প্রেরণ করিতেন তখন বলটেয়ার কহিতেন "রাজা কত মলীন বস্ত্র ধৌত করিবার জন্য আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন"। ঐ সকল যুবকেরা যদ্যপি এই কথা বলেন যে বাঙ্গলা ভাষা অতি অসম্পন্ন হীন ভাষা তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা দুঃসাধ্য কিন্তু তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখুন যে সিসরোর সময়ের লাটিন ভাষার ন্যায় কিম্বা [illegible] সময়ের জর্ম্মান ভাষার ন্যায় কি আমাদিগের বাঙ্গলা ভাষা অসম্পন্ন? আমাদিগের নিজ নিজ দেশীয় ভাষা উন্নত করিয়া ঐ দুই মহাত্মা কি পর্য্যন্ত না যশস্বী হইয়াছেন, যদ্যপি আমাদিগের আত্ম ভাষার উন্নতি সাধনে আমরা যত্নবান হই তবে ঐ রূপ যশস্বী আমরাও হইতে পারি। হাহা! বাঙ্গলা ভাষার দুরবস্থা দেখিয়া তাহার প্রতি উল্লিখিত যুবক দিগের হৃদয়ে কি কিছুমাত্র কারুণ্য রসের সঞ্চার হয় না? তাঁহারা কেমন হৃদয় ধারণ করেন তাহা তাঁহারাই জানেন। স্বদেশীয় ভাষার প্রতি ইংরাজদিগের শ্রদ্ধা দেখিলে আমার দিগকে আশ্চর্য্য হইতে হয়। সদি নামক ইংরাজ গ্রন্থকর্ত্তা ব্যক্ত করিয়াছেন "যে স্থলে এক প্রকৃত ইংরাজি কথার দ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত হইতে পারে সে স্থলে যে ব্যক্তি ফ্রেঞ্চ ভাষা অথবা জর্ম্মেন ভাষোদ্ভব কথা ব্যবহার করে, তাহাকে আত্ম ভাষার প্রতি বিদ্রোহাচরণ জন্য রজ্জু বদ্ধ করিয়া হত্যা করা উচিত"। [illegible]লিখিত গ্রন্থ কর্ত্তার এই উক্তি অতিশয় কটু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে কিন্তু আত্ম ভাষার প্রতি ইংরাজ দিগের যতদুর প্রেম তাহা তাহার দ্বারা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। ইংরাজ দিগের গুণ সকল অনুকরণ না করিয়া দোষ অনুকরণ করিতে আমরা বিলক্ষণ পটু। স্বদেশ ও স্বদেশীয় পদার্থ প্রতি তাঁহাদিগের প্রগাঢ় প্রেম আমরা অনুকরণ করি না। প্রত্যেক ব্যক্তির সম্বন্ধে পৃথিবীর সকল স্থান অপেক্ষা কোন এক বিশেষ স্থান সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর। ধ্রুব তারার প্রতি যেমন দিগ্‌দর্শনের শলাকা লক্ষিত থাকে তেমনি বিদেশ গত পুরুষের চিত্ত সেই স্থানের প্রতি লক্ষিত থাকে, সেই স্থান তাঁহার স্বদেশ; সেই স্থানের সহিত তাঁহার বাল্যসখিত্ব; সেই স্থান তাঁহার প্রাণপ্রিয় জনদিগের আবাস। সেই প্রিয় মনোহর স্বদেশ নিরঞ্জনা ও প্রমোদ জনক গুণ শূন্য হইলেও উৎকৃষ্ট অন্য কোন দেশ, এমন কি কাশ্মীরের নির্ম্মল হ্রদ ও মনোহর উদ্যান ও সিরাজের সুচারু গোলাব পুষ্পের উপবন ও কেপেলস সন্নিহিত জলের ও তটের নয়ন বিমুগ্ধকর শোভায় হাস্যমান বিখ্যাত অখাত পর্য্যন্ত তাঁহার মনকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারে না। এমন স্বদেশের প্রতি যাহার অনুরাগ নাই তাহাকে কি মনুষ্য বলা যাইতে পারে? যথার্থ বলিতে কি হোমর, প্লেটো ও সফোক্লিস রচিত চারুতম নিরুপম কাব্যরস পানের প্রভূত সুখ সম্ভোগ করি কিম্বা চরিত্র বর্ণনা নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক সেক্সপিয়রের অদ্ভুত ধর্ম্ম গ্রন্থ নাটক সকল অধ্যয়ন করিয়া অত্যন্ত মোহিত হই কিম্বা অদ্ভুত সুকল্পনা শক্তি সম্পন্ন গোটে ও সিলরের কাব্য পাঠ করিয়া আশ্চর্য্যার্ণবে মগ্ন হই তথাপি এক আশা অসম্পূর্ণ থাকে, এক তৃষ্ণা অনিবৃত্ত থাকে; সেই আশা স্বদেশকে জগজ্জন পূজ্য বিশাল খ্যাতি গ্রন্থকার দিগের যশঃসৌরভ দ্বারা প্রফুল্ল দেখিবার আশা, সে তৃষ্ণা স্বদেশীয় সমীচীন কাব্য ক্ষরিত অমৃত ধারা পান করিবার তৃষ্ণা। হা জগদীশ্বর! আমাদিগের সেই আশা কবে পূর্ণ করিবে? সেই তৃষ্ণা কবে নিবৃত্ত করিবে? এমন দিন কখন আগমন করিবে, যখন আমাদিগের আত্ম ভাষায় রচিত কাব্যের যশঃসৌরভে আকৃষ্ট হইয়া অন্যদেশীয় লোকে সেই ভাষা অধ্যয়ন করিবে"।

পূর্ব্বোক্ত বাক্য সকল যে বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত হইল, তাহা অনুমান আট বৎসর পূর্ব্বে রচিত হয়। ইহা অবশ্য আনন্দের বিষয় বলিতে হইবেক যে সেই আট বৎসরের মধ্যে আত্মভাষার প্রতি ইংরাজিতে কৃতবিদ্য ব্যক্তি দিগের মনোযোগ বৃদ্ধি হইয়াছে; এমন কি যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষায় উত্তম রূপে কথোপকথন করিতে পারিতেন না তাঁহারা পর্য্যন্ত আত্ম ভাষাতে পত্রিকা প্রকাশ করিয়া স্বদেশীয় লোকের উপকার সাধন ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। সেই আট বৎসরের মধ্যে বিবিধ বিষয়ে অনেক নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা ও সংবাদ পত্রের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে, দেশীয় ভাষা পূর্ব্বাপেক্ষা সম্পন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। এ স্বদেশীয় ভাষা এত দিবস পরে যে মার দৌর্ভাগ্যের উদ্ধার চিহ্ন সকল দৃষ্ট হইতেছে। স্বদেশপ্রেমী ব্যক্তিরা আহ্লাদপূর্ণ অন্তঃকরণে সেই সকল চিহ্ন নিরীক্ষণ করিতেছেন। গৃহের এক দেশে সংস্থিত অনাদৃত জননীর ন্যায় তোমার অকৃতজ্ঞ পুত্রেরা তোমাকে পূর্ব্বে অবজ্ঞা করিত; এক্ষণে তোমার প্রধান প্রধান সন্তানেরা যত্নের সহিত তোমার শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পরম বরণীয়া আর্য্য সংস্কৃত ভাষার অনুত্তমা কন্যা যে তুমি তোমাকে পূর্ব্বে কে চিনিত? তোমাতে যে এত প্রজ্ঞা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা পূর্ব্বে কে বুঝিতে পারিয়াছিল? স্বদেশীয় ভাষার প্রতি এক্ষণকার ইংরাজিতে কৃতবিদ্য ব্যক্তি দিগের মনোযোগ বর্দ্ধমান দেখিয়া হৃদয় পুলকিত হইতেছে। তাঁহারা যদ্যপি নিদ্রায় কাল যাপন করিবেন, তবে আর কাহার দ্বারা ভারত বর্ষের উপকার সাধন হইবে? তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহার যে বিষয় রচনাতে স্বাভাবিক বিশেষ ক্ষমতা আছে এমন অনুভব করিবেন, তাঁহার সেই বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করা উচিত। কেহ বলিয়া থাকেন যে ধর্ম্ম বিষয়ক পুস্তক স্বদেশীয় লোকের পক্ষে অত্যন্ত উপকারি হইবে অতএব তদ্বিষয়ে গ্রন্থ রচনা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য, কেহ বলেন যন্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা অত্যন্ত আবশ্যক, কেহ বলেন কৃষি কার্য্য ও সম্পত্তি বিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থ রচনা অত্যন্ত আবশ্যক, কিন্তু যেমন কৃষি বৃত্তি, বাণিজ্যবৃত্তি, শিল্পবৃত্তি, প্রাড়্বিবাক বৃত্তি, ধর্ম্মোপদেশ বৃত্তি ইত্যাদি প্রত্যেক বৃত্তির পক্ষ লোকেরা সেই বৃত্তিকে সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী কহে কিন্তু সকল বৃত্তিই লোক সমাজের পক্ষে উপকারী তেমনি সকল প্রকার উত্তম বিষয়ে [illegible] গ্রন্থ রচনা স্বদেশের পক্ষে উপকা[illegible] হইবে। [illegible] বৎসর পূর্ব্বে [illegible] যাতে বিবিধ বিষয়ে প্রস্তাব রচনা [illegible] যে রূপ কঠিন বোধ হইত এক্ষণে সে রূপ কঠিন বোধ হয় না, [illegible] তবে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর [illegible] ও শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয় কুমার দত্ত, [illegible] রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইত্যাদি [illegible] স্বদেশহিতৈষী [illegible] এক দেশ [illegible] এ স্থলে আর এক জন [illegible] কিছু না বলিয়া থাকিতে [illegible] তাঁহার এমনি [illegible] যে এস্থানে তাঁহার নাম উল্লেখ করিলে [illegible] কুণ্ঠিত হইবেন এই নিমিত্ত [illegible] হইতে ক্ষান্ত রহিলাম। [illegible] কোন সুবিখ্যাত [illegible] নিকট বাঙ্গলা ভাষায় [illegible] বিষয়ে উপদেশ [illegible] ও তিনি অনেক [illegible] এক মহৎ অভিপ্রায় [illegible] বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি [illegible] প্রদান করিয়াছেন [illegible] কার করিবেন। এই সকল মহাত্মা [illegible] র যত্ন ও পরিশ্রম দ্বারা বাঙ্গলা [illegible] র্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইয়াছে [illegible] বিবিধ বিষয়ে রচনা করা যে রূপ [illegible] বোধ হইত এক্ষণে [illegible] যার্থ বটে যে পূর্ব্বকালের [illegible] রত চন্দ্র প্রভৃতি ও বর্ত্তমান কালের শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি [illegible] গের বিরচিত কবিতা ব্যতীত বাঙ্গলা ভাষায় স্বকপোল রচিত প্রবন্ধ সকল অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই, কেবল অনুবাদ ও ইংরাজি হইতে পরিগৃহীত ভাব গত গ্রন্থ স-

নেক দেশে প্রথমে হইয়াছিল, তৎপরে ক্রমশঃ উন্নত ও সুসম্পন্ন হইলে বিবিধ বিষয়ে স্বদেশীয় রচিত গ্রন্থ সকল প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই রূপ এই দেশেও হইবেক; চতুর্দিকে শুভ চিহ্ন সকল দৃষ্ট হইতেছে। যেমন কোন ব্যক্তি আপনার পালিত শিশু শাবককে বর্দ্ধমান দেখিয়া ভবিষ্যতে আকাশের অনন্ত উচ্চ প্রদেশে তাহাকে উড্ডীয়মান হইতে দর্শন করিব এই আশাতে পুলকিত হয়, তেমনি স্বদেশীয় লোকের গ্রন্থ রচনা শক্তি রূপ শাবককে আকাশে কল্পনা রূপে উড্ডীয়মান হইয়া সর্বতোভাবে স্বর্গের সহিত অসঙ্কুচিত ভাবে সাক্ষাৎ করিতে সক্ষম হইবে এই প্রত্যাশাতে চিত্ত অত্যন্ত উল্লসিত হইতেছে! ইউরোপীয় জ্ঞান ও সংস্কৃতোদ্ভব বাঙ্গলা ভাষার মিশ্রিত প্রভাবে যে এক নবতর কল্যাণকর রচনাবলীর উদয় হইবেক ইহা চিন্তা করিয়া মন আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইতেছে।

জ্ঞানই সুখের মূল।

পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমাদিগকে যে সমস্ত মহৎ মহৎ সুখের অধিকারী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রকৃত জ্ঞানের আলোচনা ব্যতিরেকে সে সমস্ত সুখ ভোগ করা দূরে থাকুক জ্ঞানাভাব হইলে মনুষ্যের দেহ যাত্রা নির্বাহ হওয়াও সম্ভব নহে। অজ্ঞান, মনুষ্যের অশেষ দুঃখের কারণ। অজ্ঞান দোষে, অনেক মনুষ্য, অনেক প্রকার দুঃখ ভোগ করিয়া পরিশেষে আপন অদৃষ্টকে নিন্দে। কিন্তু বাস্তবিক কেবল এক জ্ঞানের তারতম্য হেতুই যে মনুষ্যের সুখ দুঃখের ইতর বিশেষ হয় পৃথিবীর সকল স্থান হইতেই তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। জ্ঞানের অভাব হেতু এক সময়ের মনুষ্য উপযুক্ত বাস স্থানাভাবে অরণ্যে অরণ্যে বা পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়া কাল ক্ষেপ করিয়াছে, যথানিয়মে অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিবার অক্ষমতা ভাবে কটু তিক্ত কষায় প্রভৃতি বন্য ফল মূলাদি বা বনচর ও জলচর জীব জন্তুর আম মাংস প্রভৃতি অনায়াস লভ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছে এবং বস্ত্র বয়ন করিবার শক্তির অভাবে দিগম্বর বেশ থাকা [illegible] বল্কল পরিধান করিয়া অবস্থিতি করিয়াছে। এবং জ্ঞান প্রভাবে সময়ান্তরের মনুষ্য বহুবিধ কৌশল পূর্ব্বক অট্টালিকাময়ী সুশোভিত রাজ পুরী নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে অপূর্ব্ব পর্য্যঙ্কোপরি দুগ্ধ ফেন সদৃশ শয্যায় শয়ন পূর্ব্বক নিশা যাপন করিতেছে, চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয় চাতুর্বিধ উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া সুখেতে ভোজন করিতেছে এবং লোম কার্পাস ও পট্ট প্রভৃতি নানা জাতীয় বস্ত্র দ্বারা অপূর্ব্ব পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক কত শত রাজ সভা ও উৎসবালয়কে শোভিত করিতেছে। জ্ঞানের অভাব হেতু এক দেশীয় মনুষ্য বহু কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক পদ ব্রজে পর্য্যটন না করিলে আর এক স্থান হইতে স্থানান্তর প্রাপ্ত হইতে পারে না, সূর্য্যের উদয়াস্ত নিরূপণ ভিন্ন আর অন্য কোন প্রকার দিক্ নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম হয় না এবং দিবা রাত্রের গণনা ভিন্ন অপর কোন উপায় দ্বারা কালের বিভাগ বা কালের নিরূপণ করিতে জানে না এবং জ্ঞান প্রসাদে দেশান্তরীয় লোকে বিনা শরীর সঞ্চালনে বিনা কোন জীবের গতি শক্তির সাহায্যে অপূর্ব্ব বাষ্পীয় যানারোহণে অত্যল্প কালের মধ্যে বহুদূর গমন করিতেছে, অদ্ভুত তাড়িত বার্ত্তাবহ যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া নিমেষের মধ্যে শত শত ক্রোশের সংবাদ অবগত হইতেছে, দিগ্দর্শন যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া অকূল সাগরের মধ্য দিয়া রজনী যোগেও দিঙ্নির্ণয় পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় বাঞ্ছিত পথে গমন করিতেছে, অদ্ভুত ঘটিকা যন্ত্রের সাহায্যে অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে কালের বিভাগ ও কালের নিরূপণ করিতেছে। কেবল এক জ্ঞানের তারতম্য হেতু মনুষ্য জাতির মধ্যে আচার ব্যবহার সুখ সৌভাগ্য ও রীতি নীতির এত ইতর বিশেষ দৃষ্ট হয়, যে উহাদিগের সকলকে এক জাতীয় জীব বলিয়া স্বীকার করা কঠিন হইয়া উঠে। ফলতঃ যে সময় যে দেশে যে পরিমাণে জ্ঞান জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হয় তৎকালে তদ্দেশীয় লোকে সেই পরিমাণেই সুখ সৌভাগ্য ভোগ করিয়া থাকে। জ্ঞান প্রভাবে এক্ষণে যে সকল দেশ মহত্ত্বের আস্পদ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে [illegible]

লোকে যে রূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছিল, তাহা মনে করিতে দুঃখ বোধ হয়। যদিও কোন সময় মারী ভয়, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, জলপ্লাবন এবং অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি নানা জাতীয় নৈসর্গিক বিপদ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বলক্ষণ সন্দর্শন করিয়াও তাহার পূর্ব্ব প্রতীকার করা আমাদিগের সাধ্য হয় না, তথাপি ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে, যে পৃথিবী মধ্যে যদি সাধারণ রূপে প্রকৃত জ্ঞানের প্রচার হয়, তাহা হইলে কখনই মনুষ্য কুলকে সতত নানা মত দুঃখ দাবানলে দগ্ধ হইতে হয় না এবং অনেক সময় অনেক প্রকার দৈব দুর্ঘটনারও প্রতিবিধান সাধন করিতে পারা যায়। পুরাবৃত্তাদি গ্রন্থ পাঠ দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে মনুষ্য জাতি ক্রমে ক্রমে নানা বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিয়াই নানা প্রকার নৈসর্গিক বিপদ ও শারীরিক রোগ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া আসিতেছে। পূর্ব্ব কালে যখন লোক সমাজে [illegible] পদার্থবিদ্যার না পরীক্ষা মূলক আয়ুর্ব্বিদ্যার সম্যক প্রচার হয় নাই তৎকালীন লোকেরা কোন শারীরিক পীড়ায় পীড়িত হইলে বা অন্য কোন বিপদে পতিত হইলে তাহার প্রতীকার করিতে যত অক্ষম হইত, অধুনা আর তত হয় না। পুরাকালে যখন ইউরোপ খণ্ডে রসায়ন বিদ্যার সম্যক প্রচার হয় নাই, তখন উক্ত স্থানে মধ্যে মধ্যে মনুষ্য গণ দুর্গন্ধময় ঘনীভূত বিষবৎ বাষ্প দ্বারা বিনষ্ট হইত। কূপ সংস্কার কারী ও খনি খনন কারী ব্যক্তিরা বহু কালের অব্যবহৃত শুষ্ক কূপ মধ্যে অবতরণ করিয়া বা প্রাণ সংহারক দূষিত বাষ্পের খনি মধ্যে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বদাই প্রাণ হারাইত, শুণ্ডিকালয়ে মদিরা প্রস্তুত কারী পরিচারক গণও পূর্ব্বোক্ত প্রকার দূষিত বাষ্প পূর্ণ সুরা কুণ্ড মধ্যে সহসা অবতরণ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিত এবং বায়ু রুদ্ধ গৃহ মধ্যে অনবরত অঙ্গারের ধূম আঘ্রাণ করিয়াও অনেকে অনেক সময় মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইত। অনন্তর যখন ইউরোপের পণ্ডিত গণ পুনঃ পুনঃ রসায়ন বিদ্যার আলোচনা দ্বারা নানা জাতীয় বাষ্পের গুণাগুণ অবগত হইতে লাগিলেন এবং বহুবিধ পদার্থতত্ত্ব অবগত হইয়া নানা বিষয়ে প্রবীন হইলেন, তখন তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকার নৈসর্গিক বিপদের প্রতিবিধান করিতে উদ্যোগী হইলেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বারম্বার পরীক্ষা দ্বারা অবগত হইলেন যে পুরাতন কূপ, মলিন জলাশয়, বা পঙ্কিল খাত ও বায়ুরুদ্ধ গহ্বর এবং মদিরা কুণ্ড প্রভৃতি স্থানে কার্ব্বনিক এসিড নামক এক প্রকার বাষ্প উৎপন্ন হয় এবং ঐ বাষ্প দ্বারা মনুষ্যের জীবনী শক্তি ও অগ্নির দাহিকা শক্তি উভয়ই নষ্ট হইয়া যায়। উক্ত পণ্ডিতেরা বায়ু ও বাষ্পের এই প্রকার গুণ অবগত হইয়া ব্যবসায়ী লোক ও পরিচারক ব্যক্তি দিগকে বিশেষ রূপে সতর্ক করিয়া দিলেন। ইঁহারা প্রচার করিলেন যে অব্যবহৃত শুষ্ক ও পুরাতন কূপ বা কোন বায়ুরুদ্ধ নিম্ন খাত ও গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তন্মধ্যে অগ্রে একটি প্রজ্বলিত উল্কা নিক্ষেপ করা উচিত। যদি পূর্ব্বোক্ত স্থানে ঐ উল্কা প্রজ্বলিতাবস্থাতেই থাকে তাহা হইলে তন্মধ্যে অবতরণ করিতে কোন শঙ্কা নাই, কারণ যে বায়ুতে অগ্নি প্রজ্বলিতাবস্থায় অবস্থান করে, সে বায়ু সেবন করিয়া মনুষ্যও স্বচ্ছন্দে জীবিত থাকিতে পারে, কিন্তু উল্কা নির্ব্বাণ হইলে আর কোন মতে পূর্ব্বোক্ত কূপাদি মধ্যে অবতরণ করা শ্রেয়ঃ নহে। উক্ত প্রকার কূপাদি মধ্যে উপর্য্যুপরি চূণ নিক্ষেপ করিলেও তাহার দোষ নষ্ট হইতে পারে, অথবা কোন আয়তন ভার বিশিষ্ট বস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া পুনঃ পুনঃ সেই কূপের বায়ু আন্দোলন করিয়াও তাহার দোষ পরিষ্কার করা সাধ্য হয়। ইউরোপীয় পণ্ডিত গণের নিকট হইতে তত্রস্থ সাধারণ লোকে এই প্রকার নৈসর্গিক বিপদ হইতে ক্রমশঃ পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। জ্ঞান প্রচার দ্বারা ইউরোপ খণ্ডে যেমন দিন দিন বহু বিধ দৈব দুর্ঘটনার হ্রাস হইতে লাগিল সেইরূপ তথায় ক্রমে ক্রমে দুর্ভিক্ষ মারীভয় অকাল মৃত্যু [illegible] প্রভৃতি ভয়ঙ্কর অত্যাচারেরও নিবারণ হইতে আরম্ভ হইল। জ্ঞান প্রচার হেতু ইউরোপীয় আপামর সাধারণ লোকে উত্তরোত্তর বহু প্রকার শারীরিক রোগ হইতেও মুক্তি লাভ করিতে লাগিল। পূর্ব্বে ইউরোপের নানা দেশে বহু সংখ্যক মনুষ্য ব-

দ্বিতীয় ভাগ
১৫৫ সংখ্যা।
আষাঢ় ১৭৭৮ শক

চতুর্থ কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

[illegible] জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ [illegible]
[illegible] সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমিতি॥

[illegible] প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঈশ্বরের মহিমা।

মনুষ্য দেহ।

পরম কৌশলকারী পরমেশ্বর পৃথিবীতে যত প্রকার কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে মানব দেহের কৌশলের তুল্য অ- [illegible] কৌশল বোধ হয় আর কুত্রাপি বিদ্য-মান নাই। মানব দেহ কেবল কৌশলময়। তিনি মনুষ্য শরীরে যে সমস্ত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম কৌশল সম্পাদন করিয়াছেন, সে সমুদা-য়ের কথা দূরে থাকুক, তাহার স্থূল স্থূল বিষয় ভাবিতে হইলেও এক কালে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। জগদীশ্বরের কৌশলানুসারে প্রতি নিমেষে আমাদিগের দেহের মধ্যে যে সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার স-ম্পন্ন হইতেছে, আমরা যদি এক বার তা-হার প্রতি মনোনিবেশ করি, তাহা হইলেই তাঁহার জ্ঞান, শক্তি ও করুণা আমাদিগের মনে দেদীপ্যমান হইয়া উঠে, তাঁহার ম-হিমা অনুধাবন করিবার জন্য আমা-দিগকে কুত্রাপি গমন করিতে হয় না, আমাদিগের শরীরের অন্তর্বাহ্য সকল অং-শই উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার মহিমার ব্যাখ্যা প্র-কাশ করিতেছে, এবং আমাদিগের আহার [illegible] তাঁহার করুণা প্রকা- [illegible] মনুষ্যের যে মনোহর [illegible] লোকে পু-

লক্ষিত হয়, সে মুখশ্রী সমুদায় [illegible] র্থের মধ্যে অগ্রগণ্য। কবিরা [illegible] হইলেও হইতে পারে, এবং কবিগণ তাহাকে সহিত পূর্ণ শশধর ও বিকশিত পদ্ম পুষ্পের শোভার তুলনা করিয়াও তৃপ্ত হয়েন নাই, পরম কৌশল কর্ত্তা পরম পুরুষ সেই মু-খেতে যে কি অনুপম কৌশল প্রকাশ পূ-র্ব্বক তাহার এতাদৃশ অসামান্য শ্রী সম্পাদন করিয়া তাহাকে মনুষ্যের উপকারী করি-য়াছেন, তাহা বাক্য দ্বারা ব্যক্ত হইতে পারে না। মুখ মণ্ডল মনুষ্যের যেমন সৌ-ন্দর্য্যের মূলাধার সেই রূপ সকল জ্ঞানে-ন্দ্রিয়েরও অধিষ্ঠান স্থল; মনুষ্যের মুখ মণ্ডল দ্বারা জগদীশ্বর এক প্রকারে সৌন্দর্য্য ও উ-পকারিত্ব গুণ সম্পাদন করিয়া একেবারে কৌশলের শেষ করিয়াছেন। মনুষ্যের মুখেতে জগদীশ্বর যে কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন তাহার তুলনা দিবার আর স্থল দৃষ্ট হয় না। চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল যে স্থলে যোজনা করিলে সুন্দর রূপে মনুষ্যের দর্শনাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইতে পারে, জগদীশ্বর ঐ সকল ইন্দ্রিয়কে সেই স্থলেই সংস্থাপন করিয়াছেন, অথচ তদ্দ্বারা মনুষ্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছে। জগ-দীশ্বর মনুষ্য মুখের যে স্থলে চক্ষু সং-যোজনা করিয়াছেন, চক্ষু যদি সে স্থলে সং-স্থিত না হইয়া তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চ বা

[illegible] সংস্থাপিত হইত এবং তিনি উহাকে যে প্রকার [illegible] নির্ম্মাণ করিয়াছেন যদি সে প্রকার [illegible] না করিয়া অন্য রূপে নির্ম্মাণ করিতেন তাহা হইলে যে কোন রূ- [illegible] দর্শন কার্য্য এক্ষণকার [illegible] নির্ব্বাহ হইত না তাহাতে [illegible] সন্দেহ নাই, নেত্র [illegible] বিচক্ষণ প- [illegible] প্রমাণ করিয়াছেন [illegible] জগদীশ্বর কর্ত্তৃক মনুষ্যের নেত্র স্বয় [illegible] হইয়াছে, তাহা যদি সে [illegible] না হইত, কোটরান্তরে রক্ষিত হইত [illegible] যে রূপে সংস্থিত হইয়াছে সে রূপে না থাকিয়া অন্যান্য স্থানে থাকিত তাহা হইলে যে আমাদের মুখ মণ্ডল কদাপি [illegible] শ্রীসম্পন্ন হইত না তাহাতেও [illegible] সন্দেহ হইতে পারে না। [illegible] নাসিকা ও কর্ণ প্রভৃতি অন্যান্য [illegible] যদি এক্ষণকার অপেক্ষা অন্য [illegible] না অন্য স্থানে সংস্থাপিত [illegible] মনুষ্যের শ্রবণ আ- [illegible] প্রভৃতি অন্যান্য কার্য্য নির্ব্বাহ হই- [illegible] উপস্থিত হইত [illegible] অনেক হানি হইত। [illegible] পণ্ডিত নাশি-কাদি [illegible] সবিশেষ পর্য্যালোচনা [illegible] করিয়াছেন তাঁহারা বিলক্ষণ অবগত হইয়াছেন, যে আমাদিগের শরীরের মধ্যে ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাসিকা ও শ্রবণেন্দ্রিয় কর্ণকে যে রূপে রচনা করিলে ও যে স্থানে সংস্থাপন করিলে আমরা সুন্দর রূপে আঘ্রাণ ক্রিয়া ও শ্রবণ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া সুখী হইতে পারি করুণাময় পরমেশ্বর উহাদিগকে সেই রূপেই রচনা ও সেই স্থানেই যোজনা করিয়াছেন। আমাদিগের নাসিকা, মুখের পুরোভাগে এই রূপ উন্নত ভাবে থাকাতেই আমরা সম্মুখস্থ সুগন্ধ দ্রব্যের ঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া সুখী হইতেছি ও শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সমাধা করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি এবং আমাদিগের শ্রবণেন্দ্রিয় কর্ণ মস্তকের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত আছে বলিয়াই আমরা অতি সহজে চতুর্দ্দিক্ হইতেই সর্ব্ব প্রকার শব্দ শ্রবণ করিয়া সুখী ও সতর্ক হইতেছি। অতএব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, যে অনন্ত জ্ঞানময় আদি পুরুষ বিশেষ কৌশল পূর্ব্বক যথা নিয়মে ও যথা স্থানে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় যোজনা দ্বারা মনুষ্যের মুখ মণ্ডল রচনা করিয়া তাহাকে এতাদৃশ শ্রীমান্ ও কার্য্যোপযোগী করিয়াছেন। চক্ষু কর্ণ ও নাসিকা প্রভৃতি যে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা মনুষ্য মুখের এতাদৃশ রূপ উৎপন্ন হইয়াছে, মুখেতে সেই সকল অঙ্গ বিদ্যমান থাকা নিতান্ত আবশ্যক। বিশেষত ললাট, গণ্ড, ওষ্ঠ, চিবুক প্রভৃতি মুখ মণ্ডলের অপরাপর ভাগেতেও জগদীশ্বরের করুণা-পূর্ণ হস্তের অনুপম কৌশল সুস্পষ্ট প্রকাশ রহিয়াছে। জগদীশ্বর যে রূপ আশ্চর্য্য কৌশলে উল্লিখিত সমুদায় ভাগের শ্রী সম্পাদন করিয়াছেন তাহা বর্ণনের অতীত। জগদীশ্বর যে কয়েক খণ্ড অস্থি সহকারে হনু ও চিবুকাদির রচনা করিয়াছেন, তাহার এক খণ্ডের ন্যূন বা অধিক হইলেও মনুষ্য মুখ বিস্তারাদি করিতে পারিত না এবং তাহার এক খণ্ডের ন্যূনাতিরেক হইলেও মনুষ্যের মুখ মণ্ডলের কোন শ্রী থাকিত না; মনুষ্যের মুখ মণ্ডলকে শ্রী সম্পন্ন ও কার্য্যোপযোগী করিবার জন্য জগদীশ্বর যে কি পর্য্যন্ত কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। শারীরস্থান বিদ্যা ব্যবসায়ী পণ্ডিতগণ শব-শরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখিয়াছেন, যে মুখ মণ্ডলের ঊর্দ্ধদেশে ১৩ খণ্ড মাত্র অস্থি বিদ্যমান আছে, উহার উভয় পার্শ্বে ছয় খণ্ড করিয়া দ্বাদশ খণ্ড অস্থি আছে এবং এক খণ্ড মধ্য ভাগে রহিয়াছে। মুখমণ্ডলের ঊর্দ্ধদেশের অস্থিভাগে যেমন ১৩ খণ্ড অস্থি দৃষ্ট হয় সেই রূপ উহার অধোভাগ ব্যবচ্ছেদ করিলেও উভয় দিকে তিন খণ্ড করিয়া আর ছয় খণ্ড অস্থি দেখিতে পাওয়া যায়। এই কয়েক খণ্ড নির্দিষ্ট অস্থি ও কতক গুলি শিরা ও বসা রক্তাদি পদার্থ দ্বারা এতাদৃশ সৌন্দর্য্যশালী মুখের রচনা করা যে কত দূর পর্য্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় তাহা মনেতে ধারণ করা অসাধ্য। এতাদৃশ অদ্ভুত ব্যাপার কেবল সেই

সর্ব্বশক্তিমান্ সনাতন পুরুষের মহিমা ব-
লেই সম্পন্ন হইয়াছে। মানবের মুখ ম-
ণ্ডল রচনা বিষয়ে জগদীশ্বর আর একটি অ-
দ্ভুত কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি প্র-
ত্যেক ব্যক্তির মুখেতেই দুই চক্ষু দুই কর্ণ
ও এক নাসিকা প্রদান করিয়াছেন এবং
আর আর সর্ব্ব প্রকারেও সমান করিয়া র-
চনা করিয়াছেন অথচ প্রত্যেক মনুষ্যের
মুখশ্রীই পৃথক পৃথক হইয়া রহিয়াছে, স-
ম্পূর্ণ রূপে অভিন্নাকার দুই জন মনুষ্য দৃষ্ট
হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। কোটি লোক
একত্রিত হইলেও তাহার মধ্য হইতে আ-
পন পরিচিত ব্যক্তিকে চিনিয়া লওয়া যায়,
এ প্রকার অদ্ভুত কৌশল কে কোথায় দৃষ্টি
করিয়াছে? সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এক সমান
করিয়া এ প্রকার বিভিন্ন রূপ সম্পন্ন করা
দৃষ্টি গোচর না করিলে কি কেহ মনুষ্য
[illegible] মনে করিতে পারে? কোন উৎপন্ন
মতি শিল্পকার ব্যক্তি আজন্ম পরিশ্রম ক-
রিলেও এ কৌশলে বুদ্ধি নিবেশ করিতে স-
মর্থ [illegible]।

জগদীশ্বর যে রূপ আশ্চর্য্য কৌশল
পূর্ব্বক মনুষ্য দেহে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল যো-
জনা করিয়াছেন তাহা চিন্তা করিতে করি-
তে শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। পর-
মেশ্বর মনুষ্যের চক্ষু কর্ণ ও হস্ত প্রভৃতি
কোন কোন অঙ্গ দুইটি করিয়া সৃষ্টি করি-
য়াছেন এবং নাসা রসনা প্রভৃতি কতিপয়
অঙ্গকে একটী করিয়াই রচনা করিয়াছেন,
কিন্তু ইহার মধ্যে বিশেষ তাৎপর্য্য এই
দৃষ্ট হইতেছে, যে ঈশ্বর মানবের হস্ত প-
দাদি যে যে অঙ্গকে দুইটী করিয়া রচনা
করিয়াছেন সে সমুদায় উহার দেহের উভয়
পার্শ্বে সংযোজন করিয়া দিয়াছেন এবং
নাসিকা ও জিহ্বা প্রভৃতি যে যে অঙ্গকে
একটী মাত্র করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহা
মনুষ্য দেহের মধ্যভাগেই সংস্থাপন ক-
রিয়াছেন অথচ ঐরূপ কৌশল দ্বারাই মনু-
ষ্য শরীর আশ্চর্য্য শ্রী সম্পন্ন ও কার্য্যোপ-
যোগী হইয়াছে; ইহা সুস্পষ্ট দৃষ্ট হ-
ইতেছে, যে মনুষ্য যেমন এক চক্ষু বা এক
কর্ণ বিশিষ্ট হইলে তাহার দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হওয়া
অনেক কঠিন হইত এবং তাহার নাসা মুখে
এক মাত্র চক্ষু ও ললাট বা গ্রীবা দেশে
একটি মাত্র কর্ণ সংযুক্ত হইলে তাহার
কিছুমাত্র সৌন্দর্য্য থাকিত না সেই রূপ
মনুষ্য যদি এক ভুজ ও এক পদ হইত,
তাহা হইলেও উহার স্বচ্ছন্দ পূর্ব্বক কর্ম্ম
নির্ব্বাহের পক্ষে বিশেষ বাধা উপস্থিত হইত
এবং উহার দেহের উভয় পার্শ্বে হস্ত দ্বয়
ও পদ দ্বয়ের সৃষ্টি না হইয়া যদি উহার
কণ্ঠ মূলে এক হস্ত ও নাভি দেশে একটি
পদের সৃষ্টি হইত তাহা হইলে উহার
শরীরের কিছু মাত্র সৌন্দর্য্য থাকিত না।
মনুষ্য দেহ রচনার নিয়ম ভাবিতে হইলে
বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়, উহাতে যে জগদীশ্বর
কত প্রকার অদ্ভুত কৌশলই প্রকাশ ক-
রিয়া মনুষ্য শরীরকে কার্য্যোপযোগী ও
শ্রীসম্পন্ন করিয়াছেন তাহা কি বলিব! ম-
নুষ্যের হস্ত দ্বয় এই রূপ দেহের উভয়
পার্শ্বে বিলম্বিত থাকা যে কি পর্য্যন্ত আ-
বশ্যক তাহা কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলে স-
কলেরই বোধগম্য হইতে পারে। ভোজন
পান ও আত্মরক্ষাদি যে সমস্ত আবশ্যক
কার্য্যের উদ্দেশে জগদীশ্বর মনুষ্যকে হস্ত
প্রদান করিয়াছেন, হস্ত যদি শরীরের উভয়
পার্শ্বে এই রূপে বিলম্বিত না থাকিত ত-
হা হইলে কখনই তদ্দ্বারা উহার সেই স-
মুদায় কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইত না। মনুষ্যের উভয়
স্কন্ধ দেশে উভয় বাহু সম্বদ্ধ না থাকিলে
তদ্দ্বারা মানবের বহু প্রকার কার্য্য যে সু-
চারু রূপে নির্ব্বাহ হইত না, শরীরতত্ত্ববি-
দ্ সুধীগণ তাহা বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন করি-
য়াছেন এবং তাহা নানা পণ্ডিত নানা প্রকার
গ্রন্থে বিস্তার ক্রমে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন।
হস্ত যেমন মনুষ্য দেহের উভয় পার্শ্বে সং-
যুক্ত থাকা নিতান্ত আবশ্যক, সেই রূপ
মনুষ্যের পদ দ্বয়ও কটি মূলের উভয়
দিকে সংস্থাপিত হওয়া সম্পূর্ণ প্রয়োজন।
জগদীশ্বর যদি মনুষ্য শরীরের উভয় পার্শ্বে
এই রূপ পদ দ্বয় প্রদান না করিয়া তাহার
নাভি মূলে একটীমাত্র পদের সৃষ্টি করিতেন
তাহা হইলে যেমন তাহার শারীরিক সৌ-
ন্দর্য্যের বৈলক্ষণ্য হইত, সেই রূপ তাহার

গমন ক্রিয়ার পক্ষেও বিশেষ ব্যাঘাত জন্মিত। মানবের পদ রচনা বিষয়ে জগদীশ্বর যে কি পর্য্যন্ত কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত মনুষ্য কেবল তাঁহারই কৌশল প্রভাবে এই পদ দ্বয় দ্বারা এতাদৃশ গুরুতর শরীরের ভার বহন পূর্ব্বক দীর্ঘ কাল দণ্ডায়মান থাকিতে সমর্থ হয়। মনুষ্যের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে কোন প্রকার অবলম্বন যোজনা না করিলে সে প্রতিমূর্ত্তিকে কেবল পদ দ্বয়ে ব্যাপক সমান ভূমিকার উপরি উন্নত ভাবে স্থাপন করিয়া রাখা অসাধ্য তাহার নিম্নে কোন প্রকার প্রশস্তায়তন পদার্থ সংযোগ করিয়া না দিলে অল্পাঘাতে তাহা ভূতলে পতিত হয়। কিন্তু কি আশ্চর্য্য জগদীশ্বরের কৌশল! মনুষ্য কেবল পদের উপর নির্ভর করিয়া অনায়াসে দীর্ঘ কাল দণ্ডায়মান হইতেছে, অবলীলাক্রমে গমনাগমন করিতেছে এবং কোন প্রকার বস্তু ব্যতিরেকে অতি সত্বর বেগে ধাবিত হইতেছে। মনুষ্য নিতান্ত অসাবধান না হইলে আর সহসা কোন ক্রমে পতিত হয় না। মনুষ্য স্বকীয় শক্তি দ্বারা সর্ব্বদা পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তির প্রতিবিধান করিয়া এই রূপে আপনার গমনাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে পারে তাহা অত্যন্ত অদ্ভুত। অপরাপর জড় বস্তু পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তির দ্বারা যে রূপ আকৃষ্ট হইয়া থাকে মনুষ্য দেহও তদ্রূপ আকৃষ্ট হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু জগদীশ্বর এরূপ আশ্চর্য্য কৌশল পূর্ব্বক মনুষ্যের পদ দ্বয়ের রচনা করিয়াছেন এবং তাহাকে এরূপ আশ্চর্য্য শক্তি প্রদান করিয়াছেন, যে সে তদ্দ্বারা অবলীলা ক্রমে পৃথিবীর আকর্ষণের প্রতিবিধান করিয়া আপনার গমনাদি ক্রিয়া সমাধা করিতে সমর্থ হয়, শিশু সন্তানও এক বার চলিতে শিখিলে আর সে সহসা ভূতলে পতিত হয় না।

মনুষ্য শরীর রচনা বিষয়ে পরমেশ্বরের যে প্রকার সাধারণ পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায় স্থল বিশেষে তাহার ব্যতিক্রম করিয়াও তিনি আমাদের সুখ বৃদ্ধি ও সৌন্দর্য্য সাধন করিয়াছেন। মনুষ্য দেহের অপরাপর অস্থিময় ভাগ যে রূপ মাংস চর্ম্মাদি দ্বারা আবৃত, উহার দন্ত সে রূপ নহে। মনুষ্যের দন্তকে যদি জগদীশ্বর মাংসাদি কোন প্রকার কোমল পদার্থ দ্বারা আবৃত করিতেন, তাহা হইলে উহার আর ক্লেশের পরিশেষ থাকিত না। তাহা হইলে হয় মনুষ্যকে চর্ব্বণ শক্তি বর্জ্জিত হইতে হইত, নতুবা ঐ চর্ব্বণ ক্রিয়া উহার বিশেষ ক্লেশের কারণ হইত।

মনুষ্য দেহের প্রত্যেক লোম কূপেতেও জগদীশ্বরের কৌশল ও করুণা প্রকাশিত রহিয়াছে। আমাদিগের এক একটি লোম কূপ এক একটি কল্যাণ দ্বার। আমাদিগের শরীরস্থ প্রত্যেক লোম কূপ দ্বারা ঘর্ম্মাদি দেহান্তর্গত অনিষ্টকারী দুষ্ট পদার্থ নির্গত হইয়া আমাদিগের সুস্থতা রক্ষা করিয়া থাকে। আমাদিগের শরীরেতে লোম কূপ সমূহ না থাকিলে যে আমাদিগের কি দশা উপস্থিত হইত, তাহা অতি সহজেই সকলের অনুভূত হইতে পারে, যে সময় যে ব্যক্তির লোম দ্বার সকল কোন কারণ বশত রুদ্ধ হয়, তখনি তাহার শরীরে বিশেষ পীড়া উপস্থিত হইতে থাকে। লোম রন্ধ্র সকল এক কালে রুদ্ধ হইলে আমাদিগের জীবন ধারণ করাই কঠিন হইয়া উঠিত। অতএব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, যে মানব দেহের যে স্থলে যে রূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংযোগ করিলে তাহার সুখ সচ্ছন্দতা ও স্বাস্থ্য ভোগ হইয়া নির্ব্বিঘ্নে জীবন ধারণ হইতে পারে, পরম করুণাকর পরমেশ্বর সেই স্থলে সেই রূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংযোগ করিয়াই তাহাকে এতাদৃশ অসামান্য শ্রী সম্পন্ন ও সংসারের কর্ম্মোপযোগী করিয়াছেন।

গুণের আতিশয্যে দোষের উৎপত্তি।

সত্য পথে অবস্থিতি করিয়া নির্দ্দোষ রূপে জীবন যাপন করা যে কত দূর পর্য্যন্ত কঠিন ব্যাপার তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য।

কখন্ যে কোন্ সূত্রে ও কোন্ রূপে মনুষ্যের মনোরূপ পবিত্র ক্ষেত্রে দোষের বীজ পতিত হইয়া অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ করে, তাহা কিছুই বলা যায় না, কেবল যে লোভ ক্রোধাদি কুপ্রবৃত্তি দিগের আতিশয্য জন্যই মনুষ্যকে দূষিত ও কলঙ্কিত হইতে হয় এমন নহে, যে সমস্ত সদ্গুণকে আমরা মানবের ভূষণ স্বরূপ মনে করি ও যে সকল গুণের অভাব হইলে মনুষ্যকে মনুষ্য বলিয়াই গণনা করিতে ইচ্ছা হয় না, সেই সকল গুণের আতিশয্য হেতুও কখন কখন দোষের উৎপত্তি হয়। যাঁহারা বিশেষ রূপে লোকের দোষের কারণানুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা বিলক্ষণ অবগত হয়েন, যে কোন কোন সদ্গুণের আতিশয্য হেতুও অনেক মনুষ্য দোষে পতিত হইয়া থাকে। ইহা কেনা স্বীকার করিবেন? যে সুশীলতা ও নম্রতা পূর্ব্বক বিনয় ব্যবহার দ্বারা লোকের মনোযোগ সাধন করা মনুষ্যের এক অসাধারণ গুণ এবং উক্ত গুণ বর্জিত হইলে মনুষ্যের মনের কিছুমাত্র মাধুর্য্য থাকে না। কিন্তু ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে, যে যাহারা লোকপ্রিয় হইবার জন্য অতিশয় সুশীল ও নম্র স্বভাব হইয়া সর্ব্বদা সকল মনুষ্যের সন্তোষ সাধন করিতে চেষ্টা করে, তাহাদিগকে নানা দোষে দূষিত ও নানা পাপে কলুষিত হইতে হয়। যে সমস্ত সদ্গুণ সম্পন্ন সাধু মনুষ্য দিগের কোন মতেই পাপে লিপ্ত হইবার সম্ভাবনা বোধ হয় না, যাঁহারা বাল্যাবধি সর্ব্ব প্রকার অত্যাচার জনিত বিষ দূষিত ফলের বিষয় অবগত হইয়া আসিয়াছেন, এবং যাঁহারা অধর্ম্ম রূপ অস্পৃশ্য পঙ্ক হইতে পৃথক থাকিবার জন্য স্বয়ং বহুজনকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেও স্বীয় শীলতা গুণের আতিশয্য জন্য সকল লোকের সন্তোষ সাধন করিতে গিয়া অধর্ম্ম কূপে পতিত হইয়াছেন। যাহারা লোকানুরাগ প্রিয় এবং মিতাক্ষর প্রকৃতি, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই মনের দৃঢ়তার অভাবে লোক ভয়ে অধিক ভীত হয় এবং সর্ব্বদা সকল প্রকার মনুষ্যের মনোরঞ্জন করিতে গিয়া সময়ে সময়ে আপনারা অধর্ম্ম স্রোতে ভাসিয়া যায়। লোকানুরাগপ্রিয় ও দৃঢ়তা শূন্য সুশীল মনুষ্যের যে কখন কোন পাপে লিপ্ত হইতে হয় [illegible] কিছুই বলা যায় না। উক্ত প্রকার মনুষ্যের [illegible] সকল দোষই ঘটিবার সম্ভাবনা।

এক্ষণে [illegible] দাবান মনুষ্যদিগের [illegible] দোষে লিপ্ত [illegible] যায়, কিন্তু [illegible] উক্ত দোষ ঘটিবার [illegible] জানা যায় যে লোকানুরাগ [illegible] লতা গুণের আতিশয্য হেতু [illegible] মধ্যে অনেকের [illegible] পঙ্ক সদৃশ পাপ [illegible] তাহারা উৎকৃষ্ট [illegible] এবং উৎকৃষ্ট [illegible] সদুপদেশ [illegible] দিন সৎ পথে [illegible] য়াছিল এবং ক্রমে [illegible] স্বরূপ সূর্য্যের [illegible] প্রভৃতি স্বজন [illegible] বিকসিত করিতে [illegible] গের সুধাময় সদ্গুণ [illegible] উহা দিগের প্রতি [illegible] কেও [illegible] য়া ছিল, এবং [illegible] উহাদিগের [illegible] রিতে অতীব [illegible] বয়ঃ প্রাপ্ত হইলে [illegible] শঙ্ক ও পবিত্র [illegible] উহাদিগের সংস্কার [illegible] উহাদিগের পাপের পথ পরিষ্কৃত [illegible] প্রবৃত্ত হইল। উহারা প্রথমত [illegible] মদ্যপায়ির মনোরক্ষা করিতে [illegible] দোষে পতিত হইল এবং ক্রমে ক্রমে পুনঃ প্রায় মদিরার ঘোর মোহে [illegible] ইয়া পান দোষ রূপ [illegible] নিমগ্ন হইতে লাগিল, তথা হইতে আর উহাদিগের উত্থান করিবার শক্তি রহিল না এবং পিতা মাতা বন্ধু বান্ধব গণের নিবারণ বাক্যে শ্রুতিপাত করিবারও আর উহাদিগের সাধ্য থাকিল না। এই রূপে সৎ স্বভাব সম্পন্ন ও বি-

কিন্তু [illegible] সন্তান গণের মধ্যে অনেকে [illegible] শীলতা গুণ বশতঃ কোন [illegible] পান দোষাক্রান্ত [illegible] ব্যক্তির মনোরক্ষা করিতে [illegible] স্রোতে স্বীয় জ্ঞান ধর্ম্ম ও সম্ভ্রম, সৌভাগ্য সকলই ভস্মীভূত ক- [illegible] প্রথমতঃ কাহারও অ- নুরোধে [illegible] স্বহস্তে উদরস্থ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন এই রূপ মনে করে যে [illegible] স্বভাব ও কঠোর [illegible] দ্বারা লোকের মনোবেদনা প্রদান [illegible] কিঞ্চিৎ সুরা পান করা কোন মতেই গর্হিত কার্য্য হইতে পারে না, একবার মাত্র মদিরা স্পর্শ করিলে কিছু লো- কে প্রসিদ্ধ পান দোষাক্রান্ত হয় না। কিন্তু তাহাদিগের ঐরূপ বিবেচনাই সকল অনর্থের মূল হয়। তাহারা মধ্যে মধ্যে ঐ প্রকার অনুরোধ রক্ষা করিতে গিয়া অবশেষে অ- তিশয় পানাসক্ত হইয়া উঠে এবং অসঙ্গত [illegible] সহকারে লাম্পট্যাদি বহু প্রকার [illegible] তাহাদিগকে স্পর্শ করে।

[illegible] ও দু- [illegible] মত স্বভাব, সে ব্যক্তি কখনই [illegible] পালন করিতে সক্ষম হয় না। [illegible] কখন রূপ মহা দোষ আপনা হইতে আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে। সেই [illegible] স্বভাব ও হত বীর্য্য মনুষ্য যখন যাহার নিকটে [illegible] তখন তাহারই মনোগত কথা [illegible] প্রবৃত্ত হয়। সে যখন জ্ঞান তৎপর [illegible] নিরাকারবাদীর নিকট হইতে সর্ব্ব প্রকার যুক্তি [illegible] ও বিচার সঙ্গত বাক্য সহকারে জগদীশ্বরের নিরাকার তত্ত্বের ক- থা শ্রবণ করে, তখন তাহাতেও সম্মতি প্র- দান করে এবং যখন অজ্ঞানান্ধ মূঢ় পৌত্ত- লিক ব্যক্তি শব্দ স্পর্শ রূপাদি বর্জ্জিত অ- তীন্দ্রিয় পরমেশ্বরকে আকার বিশিষ্ট ও প- রিমিত পদার্থ বলিয়া বর্ণন করে, তখন তা- হাতেও তাহার অসম্মতি দিতে সাহস হয় না। সে ব্যক্তি পরানিষ্টকারী দাম্ভিক লো- কের নিকট দম্ভ গুণের প্রশংসা করিয়াও তাহার সন্তোষ জন্মাইতে চেষ্টা করে এবং কোন পরোপকারী মহাত্মা ব্যক্তিকে সন্তোষ করিবার জন্য তাঁহার নিকট পরোপকারিত্ব গুণের যশো ঘোষণা করিতে থাকে, সে কখন দানশীল লোকের সন্তোষ সাধনের জন্য দাতৃত্ব শক্তির মহিমা কীর্ত্তন করে এবং কখন ব্যয়কুণ্ঠ কৃপণ লোককে তুষ্ট করিবার জন্য কার্পণ্য ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে থাকে. সে ব্যক্তি নব্য সম্প্রদায়ী দিগের মনোরক্ষা করিবার জন্য কখন দেশপ্রচলিত প্রাচীন কু- রীতি সমূহের নিন্দা করে এবং কখন প্রাচীন সভায় উপস্থিত হইয়া তত্রস্থ বয়স্ক ব্যক্তি দি- গের সন্তোষ সাধনার্থ আধুনিক সুনীতি স- কলের দোষ চর্চ্চা করিতে প্রবৃত্ত হয়। উক্ত প্রকার মনুষ্য যখন যাহার নিকট উপবেশন করে, যাহার সহিত আলাপ করে এবং যে লোকের সহিত কার্য্য করে তখন তাহারি মনোগত কথা কহিতে প্রবৃত্ত হয় তৎ কালে সত্যাসত্যের প্রতি তাহার কিছু মাত্র দৃষ্টি থাকে না; লোক বিরক্তির আশঙ্কায় সে কখনই আপন মনোগত কথা প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না।

কেবল শীলতা গুণ সম্পন্ন হইয়া সক- ল লোকের মনোরক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলে পুরুষ কখনই স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালন করিতেও সক্ষম হয় না। যে সকল লোকের মনে কি- ঞ্চিৎ মাত্র বীর্য্য নাই, যাহারা এমন নি- স্তেজ যে কোন ব্যক্তির অন্তর্বৈরক্তি ও মুখ ভার সহ্য করিতে পারে না, তাহাদিগের ধর্ম্ম এই যে, তাহাদিগকে যখন যে বিষয়ের জন্য অনুরোধ করা যায় তাহারা তখন তাহাই সম্পন্ন করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হয়, তাহারা এক সময় কোন জ্ঞানাপন্ন বিচক্ষণ ব্যক্তির পরামর্শানুসারে প্রাণ পণে যে লোকের উপ- কার সাধন করিতে প্রতিজ্ঞা করে, কুলোকের কুমন্ত্রণা শুনিয়া সময়ান্তরে আবার তাহারই প্রাণ সংহার করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইতে পারে; তাহাদিগকে যদি কোন দেশ হিতৈষী ব্যক্তি স্বদেশ উন্নতি সাধনোপযোগী মহ- দ্ব্যাপার সম্পন্ন করিতে অনুরোধ করেন তাহা হইলে তাহারা সে ব্যাপার সংসাধন করিতেও প্রতিজ্ঞা করে এবং কোন জ্ঞা- নান্ধ মূঢ় ব্যক্তি যদি সেই বিষয়ের প্রতি কু- লতাচরণ করিতে অনুরোধ করে, তবে তা-

দ্বারা তাহাও করিতে অঙ্গীকার করিয়া থাকে। যাহাদিগের বিনয় মাত্রই প্রধান গুণ এবং লোক রঞ্জন করাই চরমাভিসন্ধি, তাহারা অনুরোধ ক্রমে বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষেরই প্রার্থনা পূর্ণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিতে প্রবৃত্ত হয়, সুতরাং তাহারা কখন কালেও স্বীয় স্বীয় প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া পুরুষার্থ প্রকাশ করিতে পারে না। প্রকৃতি দোষে তাহাদিগকে সততই প্রতিজ্ঞা ভঞ্জক কাপুরুষ হইতে হয়। যাহারা বিনয় ও শীলতাকে পুরুষের প্রধান ভূষণ স্বরূপ বলিয়া মনে করে এবং লোকানুরাগ লাভ করিবার জন্য সতত ব্যস্ত থাকে, তাহারা অনুরুদ্ধ হইলে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেই প্রতিজ্ঞা করে এবং সকল প্রকার বিষয়েতেই অভিমত প্রদান করে। তাহারা যদি দেখে যে যে বিষয় সম্পন্ন করিবার জন্য লোকে তাহাদিগকে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইতে অনুরোধ করিতেছে, তাহা কোন অংশেই ন্যায়ের অনুগত নহে, কোন প্রকারেই স্বদেশের বা স্বজাতির কল্যাণকর নহে এবং কোন রূপেই ধর্ম্ম সম্মত ও যুক্তিসিদ্ধ নহে, সে বিষয় সম্পন্ন হইলে আপনার বা অন্যের কোন উপকার দর্শান দূরে থাকুক তদ্দ্বারা অশেষ প্রকার অনিষ্ট উৎপন্ন হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, তথাপি তাহারা লোকানুরোধ ও লোক ভয় পরিত্যাগ করিয়া সে বিষয়ের প্রতিবিধান করিতে পারেনা। তাহারা বিলক্ষণ বুদ্ধিমান্ ও জ্ঞানাপন্ন হইলেও প্রকৃতি দোষে তাহাদিগের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলন করিবার সাধ্য থাকেনা, লোকানুরোধ আসিয়া তাহাদিগের ন্যায়, যুক্তি ও বিচার শক্তি প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বুদ্ধি বৃত্তিকে জড়ীভূত করিয়া ফেলে, তাহারা কোন বিষয়ে অনুরুদ্ধ হইলে আর তাহার দোষাদোষ কিছুই বিচার করিতে পারে না। অতএব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, যে মনুষ্য সমধিক সুশীল ও নত হইয়াও যদি সাহস হীন ও বীর্য্য বিহীন হয় তাহা হইলে কখনই সে সম্যক্ রূপে দোষ শূন্য হইতে পারে না।

পৃথিবীতে যেমন শীলতা ও বিনয় ব্যবহার দ্বারা লোকের সন্তোষ সাধন করা উচিত তেমনি বীর্য্যবন্ত ও দৃঢ়ব্রত হইয়া [illegible] বিষয়ের প্রতিবিধান করিয়া আপনার ধর্ম্ম রক্ষা করাও নিতান্ত কর্ত্তব্য। পরমেশ্বর [illegible] কর্ম্ম সাধন উদ্দেশে আমাদিগকে নানা প্রকার শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তিনি যেমন মনুষ্যকে শান্ত গুণ সম্পন্ন হইয়া লোকের মনোরঞ্জন করিবার শক্তি দিয়াছেন সেই রূপ লোক ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক [illegible] ধর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ পাইবার [illegible] মনে প্রতিহিংসারও প্রদান করিয়াছেন অতএব লোক ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অধর্ম্মের প্রতিবিধান না করিলে [illegible] আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া ঘোর পাপে [illegible] হইতে হয়। [illegible] পদবীতে পরিভ্রমণ করিতে [illegible] আমাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে [illegible] সম্পন্ন করিয়াছেন, [illegible] লোকানুরোধে কোন মতে [illegible] তে স্বীকার না হই [illegible] তিনি আমাদিগকে বিশেষ বীর্য্য প্রদান করিয়াছেন, যিনি সেই বীর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক [illegible] ভয়ে ভীত হইয়া কেবল লোকানুরোধের [illegible] অনুগত হয় তাহার কিছু মাত্র [illegible] থাকে না এবং সে কখনই [illegible] ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে পারে না [illegible] অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক [illegible] পূর্ণ পরমেশ্বর আমাদিগকে [illegible] মনোবৃত্তিই নিরর্থক [illegible] তাঁহার নিকট হইতে আমরা যে [illegible] নসিক শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছি [illegible] আমাদিগের অশেষ কল্যাণের [illegible] মরা এক কালে শান্ত স্বভাব [illegible] যেমন কোন মতে লোকের [illegible] রের উপযোগী হইতে পারিতাম [illegible] রূপ সম্পূর্ণরূপে দৃঢ়তা বিহীন [illegible] খন আপনার ধর্ম্ম রক্ষা করিতে [illegible] ইতাম না। শীলতা গুণ আমাদিগের [illegible] মন উপকারী মানসিক দৃঢ়তাও [illegible] জনক, আমাদিগের বিশেষ উপকার সাধন উদ্দেশেই জগদীশ্বর প্রয়োজন মতে আমাদিগকে দৃঢ় ব্রত হইবার শক্তি প্রদান করিয়াছেন। যাঁহারা এক কালে দৃঢ়তা

র, নির্মাণ [illegible] অসংখ্য ক্লেশের প্রতিবিধান [illegible] রাখিয়াছেন। [illegible] [illegible] যে কৌশলে পরস্পর [illegible] রাখিয়াছেন, তাহা [illegible] হইতে [illegible] হয়, [illegible] প্রাণীর পঞ্জরই [illegible] দুই প্রকার দেখিতে [illegible] যায়, [illegible] অস্থিকে একত্র সম্বদ্ধ [illegible] উভয় প্রত্যেক [illegible] উরুর ও অপর [illegible] রচনা করিয়াছেন। [illegible] সন্দর্শন করিলে [illegible] কোনক্রমে [illegible] বিশেষ নৈপুণ্য [illegible] সূত্রে আশ্চর্য্য [illegible] গ্রহণ করিয়াছেন। [illegible] কৌশল [illegible] এক খণ্ড অস্থি সন্নিকর্ষ [illegible] পড়িতে পারে না, [illegible] অনায়াসে তাহা অবনত ও উন্নত করিয়া [illegible] অবস্থান করিতে [illegible] হয়, [illegible] মনুষ্যের প্রধান [illegible] আঘাত লাগি-লে [illegible] জীবন রক্ষা পাওয়া কঠিন হয়, [illegible] জগদীশ্বর ঐ মজ্জাকে অস্থি দ্বারা [illegible] আবৃত করিয়াছেন যে কোন স্থলেই মজ্জাতে আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা নাই। মস্তকস্থিত মস্তিষ্ক হইতে নির্গত হইয়া মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া মনুষ্যের মজ্জা ক্রমে সঞ্চালিত হইয়াছে। [illegible] অস্থি এবং মজ্জাতে যে রূপ [illegible] জ্ঞান শক্তি ও করুণার চিহ্ন [illegible] পাওয়া যায়, সেই রূপ প্রত্যেক শিরা ও মাংসপেশীতেও তাঁহার অনুপম জ্ঞানের সুস্পষ্ট সাক্ষী প্রতীয়মান হয়। শরীরের অনেক মাংসপেশীকে জগদীশ্বর আমাদিগের আজ্ঞাবহ করিয়া দিয়াছেন, আমরা ইচ্ছা করিলেই ঐ সমস্ত মাংসপেশীর সঞ্চালন দ্বারা আপনাদিগের ভোজন পানাদি ক্রিয়া সমাধা করিতে পারি। যেমন আমাদিগের ইচ্ছানুসারে আমরা কোন কোন মাংসপেশী সঞ্চালন করিয়া কোন কোন অঙ্গের চালনা করিতে পারি, সেই রূপ শরীরের মধ্যে কোন কোন স্থানের গতি আমাদিগের ইচ্ছা ব্যতিরেকেও সম্পন্ন হয়। আমরা যখন নিদ্রিত থাকি, তখনও আমাদিগের হৃদয় ও পাকস্থলী প্রভৃতি কোন কোন অঙ্গের গতি ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে থাকে ঐ সকল স্থানের গতি আমাদিগের ইচ্ছার অনুগত হইলে নিদ্রাবস্থায় তাহা রুদ্ধ হইত এবং আমরা নিদ্রিত হইলে আর তাহা হইতে আমাদিগকে গাত্রোত্থান করিতে হইত না, এক নিদ্রাতেই আমাদিগের মহা নিদ্রা উপস্থিত হইত। এই জন্য জগদীশ্বর ঐ সমস্ত অঙ্গের গতিকে আমাদিগের ইচ্ছার অধীন করেন নাই। কিন্তু যে সকল অঙ্গের গতিকে আমাদিগের ইচ্ছার অধীন করিলে আমাদিগের বিশেষ কল্যাণ উদ্ভব হয়, কৃপাময় পরমেশ্বর তাহাদিগকেই আমাদিগের ইচ্ছার অধীন করিয়াছেন। আমরা ইচ্ছা করিলে চক্ষু উন্মীলন করিয়া কোন পদার্থ সন্দর্শন করিতে পারি, এবং ইচ্ছা পূর্ব্বক উহা নিমীলন করিয়া অতিশয় আলোক ও অপর বিপদ হইতে উহাকে রক্ষা করিতে পারি। আমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক বাক্যস্ফূর্ত্তি করিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারি এবং ইচ্ছাক্রমে বাক্য রুদ্ধ করিয়াও থাকিতে পারি। আমরা ইচ্ছা করিলে পদচালনা করিতেও সক্ষম হই এবং ইচ্ছা করিলে গতি রোধ করিয়া এক স্থানে স্থিত হইতেও পারি।

জগদীশ্বর যে রূপ আশ্চর্য্য কৌশলে মনুষ্য দেহে শিরা সকল সংস্থাপন করিয়া শরীরের সর্ব্বত্র শোণিত সঞ্চালিত হইবার উপায় করিয়া দিয়াছেন, তাহা মনে হইলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। যেমন নানা নদী দ্বারা পর্ব্বতস্থ উৎস জল নানা স্থানে পরিবেসিত হয় সেই রূপ শরীরস্থ শিরা সকল দ্বারা হৃদয় হইতে শোণিত প্রবাহিত হইয়া শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চালিত হইয়া থাকে। শরীরের মধ্যে এমন স্থান নাই যে সে স্থান বিদ্ধ করিলে শোণিত নির্গত না হয়, অতি তীক্ষ্ণ সূচ্যগ্র দ্বারা কোন স্থান বিদ্ধ করিলেও তাহা হইতে শোণিত বহির্গত হইতে থাকে। শিরা দ্বারাই প্রথমতঃ হৃদয় হইতে রক্ত সঞ্চালিত হইয়া শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করে এবং শিরা দ্বারা সেই শোণিত

পুনর্ব্বার হৃদয়ে গিয়া উপনীত হয়। কিন্তু যে শিরা দ্বারা হৃদয় হইতে শোণিত প্রথমত প্রবাহিত হয়, সে শিরা দিয়া আর শোণিত ফিরিয়া আইসে না, শিরান্তর দ্বারা প্রত্যাগমন করিয়া থাকে। যে রূপ নির্দ্দিষ্ট নিয়মে শরীর মধ্যে শিরা পথে শোণিত সঞ্চরণ করে, তাহা দেখিলে বোধ হয় যে দেহান্তর্গত অচেতন পদার্থ সকল যেন চেতনাবান জীবের ন্যায় ঈশ্বরের আজ্ঞা বহন করিতেছে। হৃদয় হইতে যে শোণিত প্রবাহিত হইয়া শরীরের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করে, তাহা ক্রমে অতিশয় বিকৃত ও বিষ তুল্য হইয়া উঠে, এজন্য জগদীশ্বর শোণিত সঞ্চালনের দুই প্রকার শিরা করিয়া দিয়াছেন। যে শিরা দ্বারা বিকৃত শোণিত প্রবাহিত হয়, সে শিরা পথে কখন বিশুদ্ধ শোণিত সঞ্চরণ করে না; জগদীশ্বরের এই আশ্চর্য্য কৌশল প্রভাবে বিশুদ্ধ শোণিতের সহিত কখন বিকৃত শোণিত মিশ্রিত হইতে পারে না। শরীরস্থ [illegible] শোণিত পুনর্ব্বার সংশোধিত হইবার জন্য জগদীশ্বর যে রূপ অদ্ভুত কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন তাহার আর উপমা নাই। শোণিত যখন শরীরের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া পুনর্ব্বার হৃদয়ে প্রত্যাগমন করিবার উপক্রম করে, তখন উহার প্রকৃতি এত দুষ্ট হয় যে কোন ব্যক্তি উহার এক বিন্দু মাত্র উদরস্থ করিলে অমনি তাহার প্রাণ বিয়োগ হইতে পারে কিন্তু ঐ অবস্থাতেই উহা সংশোধিত হয়। দেহ পরিভ্রান্ত বিকৃত শোণিত যেমন আমাদিগের বক্ষঃ স্থলের দক্ষিণ পার্শ্বে আসিয়া উপনীত হয়, অমনি উহা নিশ্বাস বায়ু দ্বারা সংশোধিত হইতে আরম্ভ করে। জগদীশ্বর আমাদিগের বক্ষঃস্থলের বাম পার্শ্বে যেমন রক্তাধার হৃদয় রচনা করিয়াছেন, তেমনি উহার দক্ষিণ দিকে এক আশ্চর্য্য বায়ু যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদিগের নিশ্বাস ক্রিয়া দ্বারা উক্ত বায়ু যন্ত্র সর্ব্বদাই চালিত হইতেছে এবং প্রত্যাগত দুষ্ট শোণিতকে নিয়তই সংশোধন করিতেছে, ঐ বায়ু যন্ত্রের গতি ক্ষণকালের নিমিত্তও বিরত হয় না, মনুষ্য অত্যল্প কাল মাত্রও নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া থাকিতে পারে না এবং অল্প কালের জন্যও ঐ বায়ু যন্ত্রের কার্য্যের বিরাম হয় না। কি আশ্চর্য্য জগদীশ্বরের মহিমা! হৃদয় হইতে শরীরের সর্ব্বত্র দিয়া যে বিশুদ্ধ শোণিত প্রবাহিত [illegible] বিকৃত হইয়া [illegible] নিয়তই [illegible] বিকৃত [illegible] নিকট বর্ত্তী [illegible] পরিষ্কার হয়।

[illegible] প্রকার [illegible] আশ্চর্য্য [illegible] একটি অংশের [illegible] অব্যক্ত হইতে [illegible] স্থলী মধ্যে যে পাচক রস [illegible] তাহার এমনি তীব্র শক্তি, যে [illegible] প্রাণ বিয়োগ হয়, [illegible] দ্বারা ঐ মৃত দেহের [illegible] সকলকে ক্ষয় করিতে [illegible] কি আশ্চর্য্য জগদীশ্বরের [illegible] জীবিতাবস্থায় [illegible] অনিষ্ট সাধন না করিয়া [illegible] রই কারণ হয়। মনুষ্য [illegible] কে, তৎক্ষণাৎ উক্ত রস [illegible] পাকস্থলী মধ্যে আসিয়া কেবল সমুদায় [illegible] জীর্ণ করে কিন্তু শরীরের [illegible] করে না। যখন আমরা [illegible] যে কেবল এক পাকস্থলীর [illegible] স্থানে সামান্য [illegible] রূপে পরিণত হয়, [illegible] জ্ঞান শক্তি ও কল্পনা আমাদিগের [illegible] জ্ঞানের প্রদীপ্ত হইয়া উদয় হয় [illegible] স্থ পাকস্থলীর মধ্যে আর একটি অদ্ভুত কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়; আমাদিগের

আন্দোলন করিয়া সর্ব্বদা গতায়াত করিতেছে এবং যে অদ্ভুত তাড়িত বার্ত্তাবহ পূর্ব্বকালীন লোকে অন্বেষণ করিলে বোধ হয় দেবকীর্ত্তি বলিয়া মনে করিত, এক্ষণে বঙ্গভূমির নানা স্থানে সেই তাড়িত তার বিস্তারিত হইয়া রহিয়াছে। যে বাষ্পীয় যন্ত্র সাংসারিক দুঃখ হরণের এক প্রধান উপায়, সে যন্ত্রের সাহায্যে অসংখ্যক মনুষ্য অনেক প্রকার দৈহিক শ্রম হইতে অব্যাহতি পাইয়া মনের সাহায্যে কার্য্যোপযোগী হইবার সময় প্রাপ্ত হইতেছেন এবং যে মুদ্রাযন্ত্র অল্পকালে বিদ্যা প্রচারের একমাত্র উপায়, যাহার দ্বারা জ্ঞান এক দিবসের মধ্যে সহস্র সহস্র পুস্তক মুদ্রিত হইয়া সহস্র স্থানে প্রেরিত হইতে পারে, এক্ষণে বঙ্গদেশে উক্ত বাষ্পীয় যন্ত্র ও মুদ্রা যন্ত্রের বিলক্ষণ প্রচার হইয়াছে। এক্ষণে আর এতদ্দেশীয় ব্যক্তি দিগকে পূর্ব্বের ন্যায় কেবল তন্ত্রাদি হস্ত কৃত ও কষ্ট শ্রম সাধ্য গ্রন্থের প্রতি নির্ভর করিতে হয় না এবং লিপিকর দিগকে কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক সংকীর্ণ কাষ্ঠ ফলকে বর্ণ বিন্যাস করিয়া গ্রন্থাদি প্রচার করিতেও হয় না। এক্ষণে এতদ্দেশীয় ভাষাতেও বিবিধ প্রকার সম্বাদপত্রের প্রচার হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে মুদ্রা যন্ত্রেরও অপ্রতুল নাই, ইচ্ছা করিলে গ্রন্থ কর্ত্তা এক দিবসের মধ্যে স্বপ্রণীত গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া নানা স্থানে প্রচার করিতে পারেন। এক্ষণে এদেশে যেমন নানা বিধ বাহ্য শোভার উন্নতির চিহ্ন দৃষ্ট হয়, সেইরূপ বিস্তৃত পরিমাণে জ্ঞানোপার্জ্জন বিষয়েরও বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে যে সমস্ত দুরূহ শাস্ত্র গ্রন্থের অর্থ অবগত হওয়া লোকের পক্ষে অতিশয় কঠিন ছিল এবং যে সমস্ত তত্ত্ব দুই এক ব্যক্তি অসাধারণ মনুষ্যের হৃদয়ে নিহিত ছিল এবং যে সকল তত্ত্বজ্ঞানের কথা অতীত বয়স্ক প্রবীণ পণ্ডিত দিগের রসনাগ্র হইতেই নিঃসৃত হইত, এক্ষণে এদেশের নানা স্থানে নানা লোকের নিকট হইতে সেই সকল জ্ঞান তত্ত্বের কথা শ্রবণ করা যায়। এক্ষণে এদেশীয় কোন প্রসিদ্ধ নগর কি প্রসিদ্ধ গ্রামে প্রবিষ্ট হইয়া যখন তরুণ বয়স্ক বালক গণের সহিত আলাপ করা যায়, তখন প্রায় তাহার মধ্যে অনেকেরই নিকট হইতে সুগভীর জ্ঞান তত্ত্বের কথা শুনিয়া সুখী হওয়া যায় এবং নব্য সম্প্রদায়ী বালক বৃন্দের মধ্যে প্রায় অনেককেই কোন না কোন প্রকার জ্ঞানোপার্জ্জনে তৎপর দেখা যায়। এই রূপ বহু প্রকার বাহ্য শোভা ও বাহ্যাড়ম্বরের প্রতি দৃষ্টি পাত করিলে আপাততঃ অনেকেরই মনে হইতে পারে যে অধুনা বঙ্গ ভূমি বিশেষ সৌভাগ্য শালিনী হইয়াছে। কিন্তু যিনি তথ্যানুসন্ধান তৎপর হইয়া সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এই বঙ্গ ভূমির প্রতি দৃষ্টি পাত করিবেন, তিনি দেখিবেন, যে অধুনা বঙ্গ ভূমিকে যেমন কতিপয় বাহ্য শোভায় শোভিত দেখা যাইতেছে সেই রূপ অন্যান্য সহস্র প্রকার আন্তরিক দুঃখে উঁহার কলেবর ক্লিষ্ট হইয়াছে। তিনি যেমন এক দিকে উঁহার কিঞ্চিৎ উন্নতির লক্ষণ দেখিবেন, তেমনি অন্য দিকে সহস্র প্রকার দুর্গতির চিহ্নও দেখিতে পাইবেন। তিনি দেখিবেন যে উঁহার বদনচন্দ্রে যেমন ঈষৎ আহ্লাদের ভাব অনুভূত হইতেছে, তেমনি উঁহার অন্তরস্থ শোক সিন্ধু উচ্ছলিত হইয়া আপন চক্ষু হইতে অনবরত অশ্রু ধারা পতিত হইতেছে এবং উঁহা আপনার অবশ্যম্ভাবী নিপতন নিরীক্ষণ করিয়া বিষণ্ণ বদনে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিয়াছে। প্রকৃত রূপে উঁহার শ্রীবৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক উঁহার অবস্থা দিনে দিনে বরং অবসন্ন হইয়া আসিতেছে এবং উঁহা অন্তরে অন্তরে জীর্ণ হইয়া যাইতেছে। জরাগ্রস্ত জীর্ণ শরীরকে উৎকৃষ্ট ভূষণে সুসজ্জিত করিলে তাহার যাদৃশ শোভা প্রকাশ পায়, বর্ত্তমান বাহ্য শোভা দ্বারা বঙ্গদেশেরও তাদৃশ অবস্থা হইয়াছে। যখন বঙ্গ দেশ বাসী অধিকাংশ মনুষ্যের শরীর দিন দিন দুর্ব্বল হইতেছে এবং ক্রমে বৈষয়িক অবস্থা তদনুরূপ হীনতা প্রাপ্ত হইতেছে, যখন বঙ্গ রাজ্যের প্রতি গ্রাম, প্রতি পল্লী ও প্রতি পরিবারের নিকট হইতেই অনবরত দুঃখ দাবানলের অসহ্য যন্ত্রণার বিলাপ ধ্বনি শ্রবণ করা যায় এবং যখন বঙ্গরাজ্য বাসী দুর্ব্বল মনুষ্যেরা

সমস্ত [illegible] হইতে প্রাপ্ত হইত [illegible]। কিন্তু এক্ষণে উ-[illegible] বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে [illegible] এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় [illegible] প্রাপ্ত করিতে সক্ষম হয় [illegible] উৎকৃষ্ট পরি-[illegible] আর কোন মতে [illegible] না। বঙ্গদেশ [illegible] সমাগম হ-[illegible] ভূমির অ-[illegible] স্মিয়াছে, [illegible] লোক অপেক্ষা [illegible] তাঁহাদিগের [illegible] দিগের [illegible] কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ইহা সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয় যে সকল ব্যক্তি যে দ্রব্য আক্রমণ করে, দুর্ব্বল লোকে কোন মতেই তাহা রক্ষা করিতে সক্ষম হয় না, এবং সবল [illegible] পারে না, দুর্ব্বল পক্ষ [illegible] অচিরেই বিনষ্ট [illegible] বঙ্গবাসী লোক [illegible] জীবিকা [illegible] করিতে [illegible] উপভোগ ক-রিতে [illegible] নানা বি-ধ [illegible] সকল দ্রব্য [illegible] তাহারাই অ-[illegible] সমর্থ ও বুদ্ধি কৌশল দ্বারা [illegible] দ্রব্য অধিকার করিয়া লইতেছে, সুতরাং দুর্ব্বল বঙ্গবাসী লোকের [illegible] দ্রব্যাদি ভোগ করিয়া সুখী হইবার সম্ভাবনা নাই। যেমন ভূমির মধ্যে যে বৃক্ষ সমধিক রস আকর্ষণ করিতে পারে, সেই বৃক্ষই ক্রমে সতেজ হয় এবং শক্তি হীন নিস্তেজ বৃক্ষ রসাভাবে আপনা হইতেই দিনে দিনে শুষ্ক হইয়া যায়, সেই রূপ সংসার মধ্যে যে জাতি স্বকীয় [illegible] দ্বারা সমধিক বিত্ত লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহারাই ক্রমে উন্নত হইতে থাকে এবং দুর্ব্বল ও তেজ বিহীন জাতি আপনার জীবিকা লাভে অসমর্থ হইয়া অল্পে অল্পে ধ্বংশ হয়। এক্ষণে যে সমস্ত বৃত্তি দ্বারা সমধিক অর্থাগম হইতে পারে, প্রায় তাহার অধিকাংশই এদেশীয় লোকের পক্ষে অবলম্বন করা অসাধ্য ও অনায়ত্ত। ইহারা যেমন কোন বিস্তীর্ণ বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অবস্থার উন্নতি করিতে অপটু এবং উৎকৃষ্ট শিল্প কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া সমধিক ধন উপার্জন করিতে অক্ষম, সেই রূপ কোন উৎকৃষ্ট রাজকীয় উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইতেও অসমর্থ। রাজকীয় কর্ম্মের মধ্যে যে সমস্ত পদে অধিক বেতন নির্দ্দিষ্ট আছে, কর্তৃপক্ষীয় রাজ পুরুষেরা প্রায় সে সমস্ত পদ স্বজাতীয় ব্যক্তিকেই সমর্পণ করিয়া থাকেন। যদিও বর্ত্তমান রাজ নিয়মের এরূপ অভিপ্রায় নহে যে কোন ব্যক্তি কোন পদের সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইলে তাহার জাতি বা বর্ণ মর্য্যাদা বিবেচনা করিয়া তাহাকে তৎপদে অভিষিক্ত করিতে কোন মতে প্রতিবন্ধকতা করা হয়, তথাপি আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে এদেশের প্রধান পক্ষীয় রাজ পুরুষেরা স্বজাতি সত্ত্বে আর পারত পক্ষে কোন উচ্চ পদে অন্য জাতিকে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছুক হয়েন না, তাঁহারা যদি স্বজাতি দ্বারা কোন কর্ম্ম নিকৃষ্ট রূপেও নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তাহা হইলে আর সে কর্ম্মে এদেশীয় কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতেও ইচ্ছা করেন না। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, এক ব্যক্তি ইংরাজ যে কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া সাদরে সহস্র মুদ্রার অধিক মাসিক বেতন প্রাপ্ত হয়, এদেশীয় লোকে সেই কার্য্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট রূপে সম্পন্ন করিয়া ১০০।১৫০ টাকার অধিক বেতন পায় না; অতএব এদেশীয় লোকে সুচারু রূপে রাজ নিয়ম পরিচিত হউন বা এক্ষণকার অপেক্ষা সহস্র গুণে কর্ম্মক্ষম ও বিষয় দক্ষ হউন, তাঁহাদিগকে চিরদিনই অধঃশ্রেণীভুক্ত থাকিয়া এই রূপে অল্প বেতনে রাজ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হইবেক, তাঁহারা এক্ষণেও যেমন অল্প মূল্যে স্বাধীনতা বিক্রয় করিতে ব্যগ্র হইতেছেন, বোধ করি পরিণামেও তাঁহাদিগকে তদ্রূপ হইতে হইবেক। ইংরাজ জাতি প্রথমত এদেশ অ-

[illegible] দ্বারা [illegible] একণে এদেশে [illegible] হইয়াছে, সেরূপ বে- [illegible] লোকের শ্রমের মূল্য বৃ- [illegible] এখানে বাণিজ্যের [illegible] এখানকার কৃষি- [illegible] কিঞ্চিৎ সুখ হই- [illegible] দ্রব্যের মূল্য [illegible] ক্লেশও বৃদ্ধি হইয়াছে [illegible] বাণিজ্য [illegible] কৃষি [illegible] করিয়াছে [illegible] প্রচুর [illegible] ভূমির উৎ- [illegible] প্রায় সমুদায় [illegible] নীলকর সাহেবদিগের কুঠী [illegible] সাহেবেরাই [illegible] ভূমিতে নীল উৎপন্ন [illegible] হয়েন, যে প্র- [illegible] নীলকর সা- [illegible] চতুঃপার্শ্বস্থ অ- [illegible] পরিপূর্ণ হ- [illegible] শাসন ভয় [illegible] ভূমিতে [illegible] বপন [illegible] বলেও অ-নেক দুর্ব্বল লোকের চিরন্তন ভূমি গ্রহণ করিয়া, তাহাতে নীল বীজ বপন করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশ মধ্যে নীল কার্য্যের বিস্তার হওয়াতে এদেশীয় কৃষক লোকের সুখ বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক তাহাদিগের যন্ত্রণার আর অবধি নাই। দুর্দান্ত নীলকর সাহেবদিগের অসঙ্গত দৌরাত্ম্যে পল্লীগ্রামস্থ দুঃখি কৃষকেরা যে রূপ যন্ত্রণা ভোগ করে তাহা প্রস্তাবান্তরে বর্ণন না করিলে এস্থলে সম্যক্ প্রকাশ করা কোন ক্রমেই সাধ্য হয় না। সম্প্রতি ধান্যাদি অন্যান্য শস্যের ভূমিও ইংরাজ সাহেবেরা গ্রাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অনেক সাহেব সুন্দর বন আবাদ ও অন্যান্য জেলার শস্যশালী ধান্যের ভূমি লইয়া নিজ যোতে ধান্য উৎপন্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, যে স্থলে সধন ও সবল ইংরাজ জাতি হস্তক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সে স্থল হইতে এদেশীয় দুর্ব্বল লোকদিগকে আপনা হইতে অন্তরিত হইতে হইতেছে। এই রূপ নানা কারণে বঙ্গদেশের মধ্যে বিজাতীয় অন্নাভাব হওয়াতে যে এখানকার লোকের বিশেষ ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার আর কোন বাহুল্য প্রমাণ প্রদর্শন করিবার আবশ্যক করে না। যিনি মনোযোগ পূর্ব্বক একবার এদেশীয় সাধারণ লোকের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তিনিই তাহা অবগত হইতে পারেন।

অন্নাভাবে অধুনাতন বঙ্গদেশীয় লোক যেমন বিজাতীয় বৈষয়িক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, সেই রূপ অপরাপর নানা অত্যাচারে এদেশীয় লোকের শারীরিক দৌর্ব্বল্যও উপস্থিত হইয়াছে।

অপরাপর যে সমস্ত শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন হেতু শরীর নষ্ট হইতে পারে, বঙ্গ দেশের মধ্যে তাহার কিছুরই অভাব নাই, তদ্ভিন্ন উৎকট পরিশ্রম দ্বারা অধুনাতন বহু সংখ্যক বঙ্গীয় ব্যক্তির শরীর নষ্ট হইতেছে। যে প্রকার পরিশ্রম করিলে বঙ্গবাসী দুর্ব্বল লোকের শরীর সুস্থ থাকিতে পারে, এক্ষণ প্রায় অনেকেই তাহার দ্বিগুণ কি ত্রিগুণ পরিশ্রম করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইতেছে। কি বিষয়ী লোক, কি বিদ্যা ব্যবসায়ী ছাত্র ও শিক্ষকাদি অন্যান্য মনুষ্য অনেকেই সাধ্যাতীত পরিশ্রম করিয়া ক্রমে শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। যে সময়ে ও যে পরিমাণে পরিশ্রম করিলে এদেশীয় লোকের শরীরের প্রতি কোন বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে না এদেশীয় বিষয়ী লোকের মধ্যে অনেকে সে নিয়মে ও সে পরিমাণে কার্য্য কর্ম্ম করিতে পায় না। বঙ্গদেশ স্বভাবতঃ উষ্ণ স্থান, এখানে উষ্ণ সময়ে ক্রমাগত পরিশ্রম করিলে কখনই শরীর সুস্থ থাকা সম্ভব নহে। কিন্তু এদেশীয় অধিকাংশ লোককেই সেই উষ্ণ সময়েতেই পরিশ্রম করিতে হয়। ইংরাজ জাতি আপনাদিগের প্রকৃতি অনুসারে প্রাতঃকালে

তোমার মহিমা আমাদিগের নিকট নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রকাশিত হইতেছে। পৃথিবীতে ক্রমশ: যত বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রচার হইতেছে, যত শিল্প কার্য্যের উন্নতি হইতেছে এবং যত আর আর প্রকৃত তত্ত্বের প্রকাশ পাইতেছে, ততই কেবল তোমার মাহাত্ম্যেরই বিস্তার হইতেছে। অর্থ যেমন বাক্যের সহিত সংমিলিত হইয়া রহিয়াছে, তোমার জ্ঞান ও তোমার শক্তিও জগতের সহিত সেই রূপ একত্রীভূত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। পরমাত্মন্! সংসার মধ্যে আমি যখন তোমাকে সন্দর্শন করি, তখনই উহা আমার চক্ষে শোভনীয় বলিয়া প্রকাশ পায়—তখনই আমি ধর্ম্মের মর্ম্ম বোধগম্য করিতে পারি, পুণ্যের পথ দেখিতে পাই এবং বিশ্ব সংসারের সকল শৃঙ্খলা বুঝিতে পারি; কিন্তু তোমার অভাবে এই বিশ্বসংসার যেন এক বিষম বিস্ময় কর ক্ষেত্র স্বরূপ অনুভূত হয়, মনুষ্য কুল যেন অস্থায়ী জল বিম্ব বা ঐন্দ্রজালিক পুত্তলিকার ন্যায় প্রতীয়মান হয় এবং প্রাকৃতিক নিয়ম প্রণালীকে যেন কুটার্থ প্রহেলিকা প্রায় বিবেচনা হয়। যে অভাজন তোমার জ্ঞান লাভে বঞ্চিত হয় এবং তোমার সহিত নিত্য সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিতে না পারে, সে ধর্ম্মকে ছায়ার ন্যায় ও জীবনকে স্বপ্নবৎ সন্দর্শন করে এবং মৃত্যুর ভীষণ মূর্ত্তি তাহার নিকট ঘোরতর তিমিরাবৃত শূন্য সম বোধ হয়।

হে জগদীশ! তুমিই বিশ্বের প্রাণ স্বরূপ এবং তুমিই তাহার সৌন্দর্য্যের মূল; তুমিই মানবের জ্ঞেয় বস্তু এবং তুমিই তাহার ধ্যেয় ধন। যে দুর্ভাগা পুরুষ তোমাকে না জানিয়া বৃথা জ্ঞান গর্ব্বে গর্ব্বিত হয়, সে কি মূঢ়! যৎ সামান্য কাচ প্রাপ্ত হইয়া অবোধ বালক যে প্রকার মহামণির গর্ব্ব করে, সেও তদ্রূপ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি তোমার জ্ঞান লাভে সমর্থ হইয়া তোমার উপাসনায়—তোমার আরাধনায় প্রবৃত্ত না হয়, সেই বা কি দুর্ভাগা! অমূল্য মণিময় হার প্রাপ্ত হইয়া আমরা যদি কণ্ঠে ধারণ না করি এবং নির্ঝর নিঃসৃত সুশীতল জল প্রাপ্ত হইয়া আমরা যদি তদ্দ্বারা স্নান পান করিয়া সুখী না হই, তাহা হইলে যেমন উহা লাভ করা আমাদিগের পক্ষে নিরর্থক হয়, সেই রূপ তোমাকে জানিতে পারিয়া তোমার প্রেমে মগ্ন না হইলেও আমরা তোমার জ্ঞান লাভের সম্যক্ ফল প্রাপ্ত হইতে পারি না। তুমি যে আমাদিগের কত প্রকার সুখের কারণ, তোমা হইতে যে পুরুষ কত দূর পর্য্যন্ত আনন্দ লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহা তোমার প্রেমানুরক্ত ভক্ত জনই বলিতে পারে। হা হৃদয়েশ! তোমার প্রেমের প্রেমিক ভিন্ন আর কে তোমার মর্য্যাদা জানিতে পারে? ভোগ না করিলে কি কখন অনুমান দ্বারা অমৃত ফলের আস্বাদ জানা যায় এবং তোমার প্রেমে মগ্ন না হইলে কি কখন সে প্রেমের মর্ম্মাববোধ হইতে পারে? পরমেশ! তুমিই আমাদিগের শান্তির নিকেতন এবং তুমিই আমাদিগের তৃপ্তির হেতু। তোমাকে না পাইয়া মানাকাঙ্ক্ষী চিরজীবন মানের জন্য ব্যাকুলিত হইয়া আয়ুঃশেষ করে, যশ আকাঙ্ক্ষী যশ হেতু হাহাকার করিয়া প্রাণত্যাগ করে এবং ধনাকাঙ্ক্ষী ধনের নিমিত্ত উন্মত্তের ন্যায় ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া জীবন শেষ করে। পরমেশ! মনুষ্য দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত এই পৃথিবীর নানা অবস্থায় অবস্থান করিয়া যখন বিলক্ষণ রূপে অবগত হয়, যে পৃথিবীর সুখ সম্পদ্, যশঃ পৌরুষ প্রভৃতি সকলই কেবল অন্ধকারময়, এখানে দম্ভ মাৎসর্য্য ক্রোধাদি দুর্জ্জয় রিপু সকল অনবরত প্রবল বেগে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে, এখানে কোন রূপেই বিমলানন্দ ও নির্ম্মল শান্তি উপভোগ করিবার উপায় নাই—যখন সে দেখে যে সাংসারিক সুখ দ্বারা মনুষ্য যত সুখী হইতে চেষ্টা করে, ততই সুখ তাহার নিকট হইতে অন্তরিত হইতে থাকে—যখন তাহার মন নানা ক্লেশে ক্লিষ্ট হয়, গুরু ভারে আক্রান্ত হয় এবং অতিশ্রমে শ্রান্ত হয়, তখন আপনা হইতে তাহার এই প্রার্থনা উপস্থিত হয় যে হা জগদীশ! "অসদ্‌তোমা সদ্গময় তমসোমা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়" আমাদিগকে অনিত্য ও অন্ধকারময় মৃত্যুর আবাস হইতে নিত্য ও জ্যোতির্ময় অমৃত

ধামে লইয়া যাও এবং তখন সে সুস্পষ্ট দেখিতে পায় যে তোমার প্রেমামৃত পান ভিন্ন প্রকৃত সুখ ভোগের আর অন্য উপায় নাই।

ঈশ্বরের মহিমা।

গর্ভ

পরম করুণাকর পরমেশ্বর যে কি পর্য্যন্ত আশ্চর্য্য কৌশলে গর্ভকে রক্ষা করেন, তাহা বাক্যেতে ব্যক্ত করা অসাধ্য। গর্ভ সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ই বিস্ময় কর। গর্ভ সংস্থান হওয়া, গর্ভ রক্ষা পাওয়া এবং গর্ভ পালিত হওয়া, ইহার কিছুই সাধারণ ব্যাপার নহে। ইহার এক একটি বিষয়েতেই ঈশ্বরের অপার মহিমা প্রকাশ রহিয়াছে। যে অসীম শক্তি সম্পন্ন আদি পুরুষের অনির্ব্বচনীয় মহিমা প্রভাবে সামান্য বীজ-গর্ভে বৃহৎ বৃক্ষের সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিত থাকে, সেই পুরুষের শক্তি ক্রমেই মাংস, শোণিত ও অন্ত্রময় উদর মধ্যে গর্ভস্থ সন্তান হস্ত পদাদি সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সহকারে অক্লেশে অবস্থিতি করিতে পারে। শারীরস্থান বিদ্যা ব্যবসায়ী পণ্ডিত গণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে উদর মধ্যে যে স্থানে গর্ভস্থ সন্তান অবস্থান করে, গর্ভ সঞ্চার হইবার পূর্ব্বে সে স্থান সন্দর্শন করিলে কোন মতেই এমন বোধ হয় না যে, কোন ক্রমেই তথায় এক বিন্দু মাত্রও অপর পদার্থ স্থান পাইতে পারে, কিন্তু জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য মহিমা, গর্ভ সঞ্চারের সহিতই গর্ভস্থ সন্তানের স্থান প্রস্তুত হইতে থাকে।

যে কোষ মধ্যে গর্ভের সঞ্চার হয়, তাহার নাম জরায়ু বা গর্ভাশয়। ঐ জরায়ুর এমনি চমৎকার ধর্ম্ম, যে দিন দিন যত গর্ভের বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই উক্ত গর্ভাশয়ের আকার বৃদ্ধি হয়। গর্ভ সঞ্চার হইবার পূর্ব্বে উল্লিখিত গর্ভাশয়ের যে রূপ প্রকৃতি দৃষ্ট হয়, গর্ভ সঞ্চার হইবার পর আর উহার সেরূপ প্রকৃতি থাকে না। উহার সমুদায় শিরা ও মাংসপেশী এমন বর্দ্ধনশীল ও স্থিতিস্থাপক হইয়া উঠে, যে উহাকে অঙ্গুলি দ্বারা আকর্ষণ করিয়াও কিয়ৎ পরিমাণে বিস্তৃত করা যায় এবং বিস্তৃত করিলে তদ্দ্বারা উহার একটি মাত্র শিরাও ছিন্ন ভিন্ন হয় না। গর্ভাবস্থায় ঐ গর্ভাশয়ের চতুষ্পার্শ্বস্থ অপরাপর ভাগও ক্রমে শিথিল হইতে আরম্ভ হয়। যখন গর্ভাশয় দিন দিন বিস্তৃত হইতে থাকে, তখন উদরস্থিত অন্ত্র সকলও তাহাকে পথ প্রদান করে। উহারা আপনা হইতেই অপসৃত হয়। তখন অন্ত্র কদাপি গর্ভাশয়ের সম্মুখে না থাকিয়া উহার পার্শ্বদেশে ও পশ্চাৎ ভাগেই অবস্থিত থাকে। গর্ভের বিস্তার বিষয়ে জগদীশ্বরের আর একটি আশ্চর্য্য কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়; গর্ভ এক নিয়মে ও একাদিক্রমে বৃদ্ধি পায় না। প্রথম এবং দ্বিতীয় মাসাপেক্ষা তৃতীয় মাসে গর্ভ কিছু শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হয় কিন্তু চতুর্থ মাসে আবার উহা কিঞ্চিৎ দ্রুতভাবে বর্দ্ধিত হয়, পরে পঞ্চম মাসে কিঞ্চিৎ সত্বরে উন্নত হইয়া পুনর্ব্বার ষষ্ঠ মাসে অল্পে অল্পে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, অনন্তর প্রসব কাল পর্য্যন্ত উহা আর সত্বরে বর্দ্ধিত হয় না। ক্রমে ক্রমে উহার বৃদ্ধির অপেক্ষা হ্রাস হইয়া যায়। গর্ভ যদি প্রসব কাল পর্য্যন্ত ক্রমাগত বর্দ্ধিতই হইত, তাহা হইলে আর সঙ্কীর্ণ গর্ভাশয়ের মধ্যে কখন উহার স্থান হইত না এবং তাহা হইলে গর্ভিণীও কখন নির্ব্বিঘ্নে গর্ভ ধারণ করিতে পারিত না, তাহা হইলে গর্ভ ও গর্ভবতী উভয়ের পক্ষেই নিয়ম বিঘ্ন উপস্থিত হইত কিন্তু জগদীশ্বর স্বীয় কারুণ্য গুণে অনুপম কৌশল প্রকাশ পূর্ব্বক উক্ত সম্ভাবিত বিঘ্নের পরিহার করিয়াছেন। ছয় মাস পর্য্যন্ত যে পরিমাণে গর্ভের বৃদ্ধি হয়, পরে উহা আর সে পরিমাণে বর্দ্ধিত হয় না, ছয় মাসের পর নয় মাস পর্য্যন্ত উহার অঙ্গ সকল সুসম্পন্ন হইতে থাকে এবং অবয়ব পরিপক্ক হয়। শারীর স্থান বিদ্যা ব্যবসায়ী পণ্ডিত গণ পরীক্ষা করিয়াছেন, যে সামান্যাবস্থাপেক্ষা গর্ভাবস্থায় জরায়ুর পরিমাণ ১২ গুণ বৃদ্ধি হয়; পূর্ণ গর্ভিণী স্ত্রীলোকের জরায়ু উচ্চে প্রায় ১২ অঙ্গুলি পরিমিত বিস্তৃত হইয়া থাকে।

কিন্তু করুণানিধান বিশ্ব বিধাতা পরম পুরুষের কি অদ্ভুত মহিমা, তিনি ঐ সঙ্কীর্ণ জরায়ু মধ্যেই সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন মনুষ্য সন্তানকে রক্ষা করিয়া অনায়াসে প্রতিপালন করেন। মনুষ্য শরীরকে যতদূর পর্য্যন্ত সঙ্কোচ করিতে পারা যায়, গর্ভস্থ সন্তানের শরীর ততদূর পর্য্যন্তই সঙ্কুচিত হইয়া অবস্থিতি করে। যিনি গর্ভস্থ সন্তানের অবস্থিতির ভাব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনিই বিশেষ অবগত হইয়াছেন যে এক গর্ভেতে জগদীশ্বর কি আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। গর্ভস্থ সন্তানের হস্ত পদাদি সকল অঙ্গ সঙ্কুচিত হইয়া মস্তক ও গ্রীবার সহিত একত্র সংযুক্ত হইয়া থাকে এবং উহার মস্তক ও বক্ষোদেশে অবস্থান করে। গর্ভের সঞ্চার মাত্র কিছু এক কালে প্রকাশ পায় না, কিন্তু চক্ষু কর্ণ মুখ নাসিকা ও হস্ত পদাদি অঙ্গ সকল ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতে থাকে। কিন্তু জগদীশ্বরের এমনি আশ্চর্য্য মহিমা, যে উক্ত সন্তানের যে অঙ্গটি [illegible] তখনই সেই অঙ্গটি উপযুক্ত [illegible] অবস্থান করে। গর্ভস্থ সন্তানের ঐ রূপ সন্নিবেশ দর্শন করিলে বোধ হয় যে জগদীশ্বর বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক উহার [illegible] নিয়মে রচনা করিয়াছেন। [illegible] যে প্রকার ভাবে উক্ত অবস্থান করে, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র অন্যথা হইলে আর অনর্থের শেষ থাকিত না। গর্ভস্থ সন্তানের হস্ত পদাদি উল্লিখিত প্রকারে সঙ্কুচিত ও একত্র সংযত না হইয়া অন্য প্রকারে কিঞ্চিৎ প্রসারিত হইলে যে গর্ভ ও গর্ভিণী উভয়ের পক্ষে বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহাতে আর কিঞ্চিন্মাত্র সংশয় নাই। যদি কোন কারণ বশতঃ কখন কোন গর্ভস্থ সন্তানের কোন হস্ত পদাদি প্রকৃত অবস্থা হইতে কিঞ্চিৎ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় বা উহার অবস্থিতির ভাবের কিঞ্চিৎ অন্যথা হয়, তাহা হইলে সে গর্ভ ও গর্ভধারিণীর জীবন রক্ষা পাওয়া কঠিন হইয়া উঠে। বিশেষতঃ গর্ভ পূর্ণ হইলে উহা আপনা হইতে প্রসূত হওয়া আরও অদ্ভুত ব্যাপার। উক্ত ব্যাপার স্মরণ করিলে মন এক কালে ঈশ্বরের মহিমা সাগরে মগ্ন হইয়া যায়। গর্ভ প্রসূত হইবার জন্য জগদীশ্বর যে সকল উপায় করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা দেখিলে বোধ হয় যে বিশ্ব বিধাতা বিশ্বকর্ত্তা যেন স্বয়ং ধাত্রী রূপ ধারণ করিয়া প্রসূতির প্রসব যন্ত্রণা দূর করিতে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। জরায়ু মধ্যে প্রথমত যখন গর্ভের সঞ্চার হয়, তখন তাহার পদদ্বয় অধোভাগে ও মস্তক ঊর্দ্ধ ভাগে থাকে, অনন্তর গর্ভ যত দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ করে, ততই উহা ক্রমে হেলিয়া পড়ে এবং নয় মাস পরিপূর্ণ হইলে উহার অবস্থিতির ভাব এক কালে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তখন উহার মস্তক অধোদিকে ও পদদ্বয় ঊর্দ্ধদিকে হয় এবং প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে উহা অনায়াসেই ভূমিষ্ঠ হইতে পারে। গর্ভের মস্তক ঐ রূপ অধোভাবে স্থিত না হইলে যে গর্ভ ও গর্ভিণী উভয়ের অশেষ প্রকার যন্ত্রণা উপস্থিত হইত তাহা ব্যক্ত করাই বাহুল্য, তাহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন এবং ধাত্রীগণ তাহা বিশেষ করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ গর্ভাবস্থা পূর্ণ হইলে ঐ গর্ভ আপনা হইতেই বহির্গত হইবার চেষ্টা করে, তৎকালে উহার এমন এক আশ্চর্য্য শক্তি উপস্থিত হয়, যে উহা সেই শক্তি সহকারে আপনিই বেগেই ভূমিষ্ঠ হয়। করুণাপূর্ণ জগদীশ্বর প্রসব ক্রিয়া সমাধান জন্য নানা উপায় বিধান করিয়া দিয়াছেন। যদি কেবল গর্ভস্থ সন্তানের চেষ্টা দ্বারা প্রসব ক্রিয়া সম্পন্ন হইত, তাহা হইলে মৃতগর্ভ আর কদাপি ভূমিষ্ঠ হইত না এবং তাহা হইলে অনেক গর্ভবতী স্ত্রী মৃতগর্ভ যন্ত্রণায় প্রপীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিত, কিন্তু জগদীশ্বর উপায়ান্তর বিধান করিয়া উল্লিখিত সম্ভাবিত বিপদের প্রতিবিধান করিয়া রাখিয়াছেন। গর্ভবতী স্ত্রীর উদরস্থ কতিপয় মাংসপেশীর সঞ্চালন ক্রিয়া ও জরায়ুর সঙ্কোচ ক্রিয়াই সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার প্রতি প্রধান কারণ। নয় মাস পরিপূর্ণ হইলে গর্ভাশয় ক্রমে সঙ্কুচিত হইতে থাকে এবং তন্নিকটস্থিত মাংসপেশী সকল আপনা হইতে গর্ভকে

ঠেলিতে আরম্ভ করে। গর্ভ প্রসূত হইবার সময় তৎপার্শ্বস্থ অস্থিও আপনা হইতে শিথিল হইতে আরম্ভ করে, সুতরাং সুত গর্ভও অনায়াসে গর্ভিণীর উদর হইতে স্খলিত হয়।

গর্ভস্থ সন্তানের শরীর মধ্যে যেরূপ অদ্ভুত কৌশলে শোণিত সঞ্চালিত হয় এবং উক্ত সন্তান যে প্রকারে আহার প্রাপ্ত হয়, তাহা নিতান্ত বিস্ময়কর, তদ্দ্বারা জগদীশ্বর এক কালে আপনার করুণা কলাপের শেষ করিয়াছেন। তিনি যেমন সদ্যোজাত সন্তানের জীবন ধারণের জন্য নবপ্রসূতির মস্তন স্নেহ ও স্তনেতে দুগ্ধ অর্পণ করেন, সেইরূপ গর্ভস্থ সন্তানের প্রাণরক্ষার জন্যও গর্ভবতী স্ত্রীর উদর মধ্যে নানা উপায় সংস্থাপন করিয়াছেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর তাহার শরীরে যে নিয়মে শোণিত সঞ্চালিত হয়, গর্ভাবস্থায় সে নিয়মে হইবার কোন উপায় নাই। ইহা অনেকেই অবগত হইয়াছেন যে, মনুষ্য নিশ্বাস দ্বারা যে বায়ু গ্রহণ করে, তদ্দ্বারা তাহার শরীরস্থ কৃষ্ণ শোণিত সংশোধিত হয় এবং সেই শোণিত হৃদয় প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার শিরা পথে সর্ব্ব শরীর সঞ্চরণ করে। শরীরস্থিত বায়ু যন্ত্রের সঞ্চালন ক্রিয়াই শোণিত সঞ্চরণের প্রতি প্রধান কারণ, আমাদিগের দেহান্তর্গত বায়ু যন্ত্র যদি ক্ষণকালের জন্যও রুদ্ধ হয়, তাহা হইলেই তৎক্ষণাৎ আমাদিগের সংহার দশা উপস্থিত হয়, কিন্তু মনুষ্য যখন গর্ভাবস্থায় অবস্থান করে তখন তাহার শ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন বা উক্ত বায়ু যন্ত্র সঞ্চালিত হইবার কোন উপায়ই থাকে না। তৎ কালে তাহাকে বায়ু শূন্য রস রক্ত ময় চর্ম্মাবৃত জরায়ুরূপ কারাগারে বন্দি থাকিতে হয়, সুতরাং তখন তাহার বায়ু যন্ত্রও রুদ্ধ থাকে। মনুষ্য সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর যে অবস্থায় অবস্থান করে, ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে তাহাকে তদপেক্ষা সম্পূর্ণরূপ বিপরীত অবস্থায় থাকিতে হয়, এজন্য জগদীশ্বর গর্ভস্থ সন্তানের শোণিত সঞ্চরণের এক পৃথক্ উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। পোত্রী* নামে এক অপূর্ব্ব যন্ত্র দ্বারা গর্ভস্থ সন্তানের শোণিত সঞ্চালন ক্রিয়া ও ভোজন ক্রিয়া দুই সম্পন্ন হয়। ঐ পোত্রী এক পরমাশ্চর্য্য যন্ত্র, উহা গর্ভ সঞ্চার হইবার পূর্ব্বে থাকে না এবং গর্ভ প্রসূত হইবার পরেও থাকে না, গর্ভ উৎপন্ন হইবার পরে উহার উৎপত্তি হয় এবং প্রসব কাল পর্য্যন্ত উহা আপনার কার্য্য সাধন করিয়া গর্ভ ভূমিষ্ঠ হইবার পর আপনা হইতেই গর্ভ ধারিণীর উদর হইতে স্খলিত হয়। উক্ত পোত্রী গর্ভ ও গর্ভ ধারিণী উভয়ের শরীরে [illegible] গর্ভস্থ সন্তানের নাভিদেশ [illegible] নাড়ী [illegible] নাড়ীর অগ্রভাগের সহিত [illegible] এবং উহা গর্ভ ধারিণীর [illegible] করিয়া ঐ নাড়ী দ্বারা [illegible] গর্ভস্থ সন্তানের শরীরকে পোষণ করে। উভয় মনুষ্যের শরীরে যেমন কৃষ্ণ ও লোহিত দুই বর্ণের শিরাতে দুই প্রকারে শোণিত সঞ্চরণ করে, গর্ভ শরীরে সেরূপ করে না। উহার শরীরে [illegible] একপ্রকার শোণিতই দৃষ্ট হয়, [illegible] এই যে গর্ভ ধারিণীর [illegible] পোত্রী দ্বারা যে শোণিত [illegible] করে, তাহা বিকৃত হইয়া [illegible] সন্তানের শিরা দ্বারা [illegible] তাহা গর্ভ ধারিণীর শিরা [illegible] করে এবং উহার [illegible] যন্ত্রের সঞ্চালন ক্রিয়া [illegible] শোধিত হয়। [illegible] মহিমা! গর্ভস্থ সন্তানের শরীরে [illegible] ত সংশোধিত হইবার উপায় [illegible] তিনি উহার শরীরের শোণিত [illegible] ণীর [illegible] রেন। গর্ভস্থ [illegible] শ্বর যে সমস্ত অদ্ভুত কৌশল [illegible] রিয়াছেন, তাহা [illegible] গর্ভ ধারিণীর শরীর হইতে গর্ভের আহার প্রাপ্ত হওয়া যে কি পর্য্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় তাহা কি বলিব, গর্ভের আকার যখন যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হয় তখন গর্ভধারিণীর

* যাহাকে ফুল বলে।

শরীর হইতে ঠিক সেই পরিমাণেই আহার লাভ করে। গর্ভ যখন ক্ষুদ্র থাকে তখন গর্ভবতিনীর শরীর হইতে তদনুরূপ অল্প মাত্রই পুষ্টিকর সার ভাগ উহার শরীরে যায় এবং যখন উহা কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হয়, তখন সেইরূপ সমধিক মাত্রা প্রাপ্ত হয়। এই নির্দ্দিষ্ট নিয়মের কদাপি ব্যতিক্রম ঘটেনা, ইহার কিঞ্চিন্মাত্র অন্যথা হইলেই তৎক্ষণাৎ মহানর্থ উপস্থিত হইতে পারে, অতি ভোজন ও অল্পাহার দ্বারা যেমন আমাদিগের নানা রোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা, সেইরূপ উহার দ্বারা গর্ভস্থ সন্তানেরও নানা রোগ জন্মিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, কিন্তু জগদীশ্বর প্রসাদাৎ তাহা কস্মিন্ কালেও ঘটিতে পারে না। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! ওষ্ঠ তালুকা জিহ্বা দন্ত ও গলনলী প্রভৃতি নানা অঙ্গের সমবেত ক্রিয়া দ্বারা যে ভোজন কার্য্য সম্পন্ন হয়, ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে গর্ভ শরীরে তাহা এক গোটী নাল [illegible] অনায়াসে সম্পন্ন হয়। জগদীশ্বর যদি গর্ভ রক্ষার নিমিত্ত উল্লিখিত প্রকার নানা বিধ অদ্ভুত কৌশল প্রকাশ না করিতেন তাহা হইলে পৃথিবী হইতে মনুষ্য কুল এত দিনে বিলুপ্ত হইয়া যাইত। হা জগদীশ! তোমার মহিমা আমরা কত কীর্ত্তন করিব এবং তোমার কৌশলের মর্ম্ম আমরা কতইবা বুদ্ধির গোচর করিব। তুমি যেমন আবাল বৃদ্ধ যুবা প্রভৃতি নানা প্রকার মনুষ্যকে নানা রূপে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছ, সেইরূপ অন্ধকারাবৃত জরায়ু শয্যা শায়ী অচেতন গর্ভকেও তথা উপযুক্ত ভোজন পান বিধান করিয়া পালন করিতেছ, তুমি আমাদিগকে কোন অবস্থাতেই বিস্মৃত হওনা, আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়াই মাতার স্তন হইতে অপূর্ব্ব দুগ্ধ প্রাপ্ত হই এবং ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেও সেই জননীর শরীর হইতে আহার লাভ করিয়া জীবন ধারণ করি, অতএব আমরা তোমার ঋণ কি প্রকারে পরিশোধ করিব।

বহুবিবাহ।

এক স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতে অন্য স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করা যে কি পর্য্যন্ত ন্যায়, ধর্ম্ম ও যুক্তি বিরুদ্ধ কর্ম্ম এবং তদ্দ্বারা যে কতদূর পর্য্যন্ত সংসারের অনিষ্ট ঘটিতে পারে, ইতি পূর্ব্বে আমরা তাহা এই পত্রিকাতে সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছি। আমাদিগের জন্ম ভূমি এই ভারত বর্ষকে উক্ত অধিবেদন রূপ উৎকট বিষে জর্জ্জরীভূত সন্দর্শন করিয়া এক্ষণে এদেশীয় অনেক সদ্বিদ্যাশালী সাধু মনুষ্য ঐ গরলময় কুপদ্ধতি উচ্ছেদন করিবার জন্য অতীব অনুরাগী হইয়াছেন এবং তাহার অন্য কোন প্রকার আশু উপায় প্রাপ্ত না হইয়া তাঁহারদিগের মধ্যে কতিপয় মহাত্মা ঐ বিষময় কুপদ্ধতির নিষেধক কোন রাজ নিয়ম প্রচার করিবার প্রার্থনায় ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজে এক আবেদন পত্র অর্পণ করেন, ঐ আবেদন ইংরাজি এবং বাঙ্গলা উভয় ভাষাতেই লিখিত হইয়া অর্পিত হয়। বোধকরি তদ্দ্বারাই এদেশীয় সর্ব্ব সাধারণ লোকে ঐ আবেদন পত্রের তাৎপর্য্যাবগত হইয়া থাকিবেন, অতএব এস্থলে আর তাহা ব্যক্ত করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু এদেশের কি দুর্ভাগ্য এবং এদেশীয় লোকের কি দুর্দ্দশা, এখানে কোন শুভ কর্ম্মের সূত্রপাত হইতে না হইতেই তাহাতে সহস্র প্রকার ব্যাঘাত উপস্থিত হয় এবং দয়া করিয়া কেহ কোন মাঙ্গলিক ব্যাপারের বীজ বপন করিলে তাহা অঙ্কুরিত হইতে না হইতেই তাহার উপর শত শত লোকে আঘাত করিতে উদ্যত হয়। বহু বিবাহ নিষেধক উল্লিখিত আবেদন পত্র ব্যবস্থাপক সমাজে অর্পিত হওয়াতে ভারতবর্ষের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কোন কোন মহাশয় আর তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া ঐ আবেদনের প্রতিকূলে এক প্রত্যাবেদন প্রস্তুত করিয়া তাহাতে কলিকাতা বাসী ও পল্লীগ্রাম বাসি কতিপয় লোকের নাম সাক্ষর করাইয়া ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজে অর্পণ করিয়াছেন। আমরা উক্ত প্রত্যাবেদন পত্র সন্দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইয়াছি

কিন্তু [illegible] বচন দ্বারাও তাঁহারা আপনাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারেন নাই, [illegible] আমরা দুই দোষ দেখিতেছি, প্রথমতঃ [illegible]দিগের আপনার বাক্যের [illegible] বৈষম্য দোষ প্রকাশ পাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ উক্ত বচনাদি দ্বারা তাঁহারা আপনাদিগের প্রমাণ স্বরূপ শাস্ত্রকে অত্যন্ত উপহাসাস্পদ করিতেছেন। তাঁহারা যে বচন দ্বারা কলিযুগে বহু বিবাহ শাস্ত্র সিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, সেই বচনকেই আবার আপনারা কলিযুগের অপ্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। [illegible] উদ্ধৃত বচন দ্বারা তাঁহারা দেখাইতেছেন, যে ব্রাহ্মণ বর্ণের এক পুরুষের ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি অপর তিন বর্ণের তিন কন্যা বিবাহ করিবার কথা শাস্ত্র মধ্যে দেখা আছে, কিন্তু পূর্ব্বে উহাঁরা আপনারাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে [illegible] বৈবাহ্য বিবাহের [illegible] পুরুষের ক্রমে নীচ বর্ণ হইতে কন্যা গ্রহণ করিবার বিধি কলিযুগে নিষিদ্ধ হওয়া, অতএব উক্ত বচনাদি দ্বারা কলিযুগে এক স্ত্রী সত্ত্বে অন্য স্ত্রীর পাণি গ্রহণ [illegible] শাস্ত্র সিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। প্রতিবাদী [illegible] বচনকে একবার কলিযুগের অপ্রমাণ বলিয়াছেন, তাহাকেই আবার কলিতে প্রমাণ বলিয়া গণনা করিতেছেন, ইহার পর আর অধিক বৈষম্য দোষ কি আছে? অতএব অসঙ্গত পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাদিগের ঐ সকল বচন সংগ্রহ করা নিতান্ত বিফল হইয়াছে। বিশেষতঃ তাঁহারা যে শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য উক্ত অধিবেদনের পদ্ধতিকে পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হইতেছেন, উক্ত শাস্ত্র প্রণীত কোন বচনাদি দ্বারা তাঁহারা এরূপ প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই, যে পুরুষ এক স্ত্রী সত্ত্বে অন্য স্ত্রীর পাণি গ্রহণ না করিলে কোন মতে তাহার কোন প্রত্যবায় ঘটিতে পারে। তাঁহারা শাস্ত্রীয় বচনাদি দ্বারা কেবল ইহাই মাত্র প্রদর্শন করিতেছেন যে, পুরুষ এক স্ত্রী সত্ত্বে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিলে পর উল্লিখিত শাস্ত্রোক্ত বচনানুসারেই করিবে অথবা এক পুরুষের বহু স্ত্রী গর্ভজাত সন্তান বর্ত্তমান থাকিলে তাহারা উল্লিখিত শাস্ত্র নিরূপিত নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পিতৃ ধনাদি বিভাগ করিয়া লইবে। অতএব যে কর্ম্ম না করিলে শাস্ত্র মতে কোন প্রত্যবায় স্বীকার করিতে না হয়, সে কর্ম্মকে কদাপি শাস্ত্রের নিতান্ত বৈধ বলিয়া গণনা করা যায় না। যখন সম্পূর্ণ যুক্তি বিরুদ্ধ ও প্রত্যক্ষ ধর্ম্ম নিবির্দ্ধ অধিবেদনের পদ্ধতি অবলম্বন করিবার জন্য শাস্ত্রেতে কোন বিশেষ অনুরোধ দৃষ্ট হয় না, তখন প্রতিবাদী গণ শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত যে উক্ত কুপ্রথাকে পরিত্যাগ না করিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও সম্যক রূপে সঙ্গত হইতেছে না। তবে প্রতিবাদী মহাশয় দিগের উদ্ধৃত বচনের মধ্যে কেবল ত্রিবিবাহকৃতং যেন ন করোতি চতুর্থকং এই এক বচন দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে, যে পুরুষ যদি তিন বিবাহ করিয়া চতুর্থ স্ত্রীর পাণি গ্রহণ না করে, তাহা হইলে তাহার পূর্ব্ব পুরুষের অধঃ পতন হয় ও তাহাকে ভ্রূণ হত্যা পাপের ভাগী হইতে হয়, কিন্তু এ বচন দ্বারা বহু বিবাহ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা নিতান্ত আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে, কেননা যখন এক স্ত্রী সত্ত্বে দ্বিতীয় স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করাই একেবারে নিষিদ্ধ হইয়া যাইতেছে, তখন এক পুরুষের তিন স্ত্রী ঘটিবারই আর সম্ভাবনা কি? অতএব তিন স্ত্রীর স্থলে যে চতুর্থ স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করিবার কথা দৃষ্ট হইতেছে, তাহা কোন কার্য্যেরই নহে। বিশেষতঃ উক্ত বচনের এরূপ তাৎপর্য্য নহে, যে স্ত্রী জীবিত থাকিলে পুরুষ উপর্য্যুপরি চারি স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করিবে। ক্রমাগত স্ত্রী বিয়োগেতে করিয়া যদি কোন পুরুষকে তিনবার বিবাহ করিতে হয় এবং সে যদি বিরক্ত হইয়া তৃতীয় স্ত্রীর মৃত্যুর পর আর বিবাহ করিতে সম্মত না হয়, তবে তাহাকে পাপভাগী হইতে হয়, অতএব উক্ত বচন দ্বারা কোন মতেই বহু বিবাহ প্রতিপন্ন হয় না। অপিচ যে মনু সংহিতা হিন্দু ধর্ম্মের শিরোমণি স্বরূপ, যাহার অনুবর্ত্তী ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে

শ্রুতিও পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন, সেই মনুই সমস্ত শাস্ত্রের পর্য্যবসানে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে মনুষ্য কদাপি যুক্তি বিরুদ্ধ কোন কর্ম্ম করিবে না, যুক্তিহীন কর্ম্ম করিলে পাপভাগী হইতে হইবে। যথা

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে। মনু।

অতএব সম্পূর্ণ যুক্তি বিরুদ্ধ বহু বিবাহের পদ্ধতিকে কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে প্রতিবাদী গণ যে সকল শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা কোন কার্য্য কারকই হয় নাই।

তৃতীয়তঃ বাদীগণ বহু বিবাহ পদ্ধতি উপলক্ষে তাঁহাদিগের আবেদন মধ্যে বর্ত্তমান কৌলীন্য প্রথার যে সকল দোষ উল্লেখ করিয়াছিলেন, প্রতিবাদী গণ আপনাদিগের লিপিনৈপুণ্য, বলে ও তর্ক কৌশলে সেই সমস্ত দোষ নিরাকরণ করিবার বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছেন; তাঁহারা লিখিয়াছেন, যে এদেশীয় কৌলীন্য পদ্ধতি কোন রূপেই দোষাবহ নহে এবং পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে কৌলীন্য ব্যবহারেরও কিছু মাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই, উহার ধারা পূর্ব্বেও যেমন ছিল এক্ষণেও সেই রূপ আছে, এবং কুলীনেরা কুল মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত নিতান্ত আবশ্যক না হইলে কদাপি এক স্ত্রী থাকিতে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করে না, বরং ভদ্র কুলের সহিত ভদ্র কুলের আদান প্রদান করিবার জন্যই বর্ত্তমান কুলীনেরা নির্দ্দিষ্ট কুলে কন্যা পুত্রের উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন এবং শাস্ত্রেও উহার বিধি আছে। কিন্তু পক্ষপাত শূন্য হইয়া বিচার করিয়া দেখিলে তাঁহাদিগের উক্ত বাক্য সমুদায়কে কদাপি সম্পূর্ণ সত্য সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যে কেবল কৌলীন্য রূপ কাল সর্পের ভয়েতেই অনেকে অধিবেদন রূপ হুতাশনে ঝম্প প্রদান করেন এবং উক্ত কৌলীন্যের ধারাও প্রথমাপেক্ষা দিন দিন অনেক বিকৃত হইয়া আসিয়াছে। যৎকালে রাজা বল্লাল সেন স্বীয় পূর্ব্ব পুরুষের আনীত পঞ্চ জন ব্রাহ্মণের সন্তান দিগকে বিশিষ্ট বংশ মর্য্যাদা প্রদান করণার্থে কুল মর্য্যাদা প্রদান করেন, তৎকালে যে কুলীনদিগের মধ্যে এক্ষণকার মত কোন প্রকার আদান প্রদানের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম প্রচলিত ছিল না তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই; তাহার প্রমাণ কুলশাস্ত্রোক্তি নানা স্থান হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, এবং তিনি যে অভিপ্রায়ে যে সকল লোককে কুল মর্য্যাদা প্রদান করিয়া ছিলেন এক্ষণে যে তাহার অনেক অন্যথা হইয়াছে তাহাও কুলীন দিগের কুল লক্ষণেতেই প্রকাশিত রহিয়াছে, যথা আচারো বিনয়ো বিদ্যা ইত্যাদি। যে ফুলিয়া, খড়দহ, সর্ব্বানন্দী, বল্লভী প্রভৃতি মেলের অনুরোধে বর্ত্তমান কুলীনদিগকে বহু বিবাহ স্বীকার করিতে হয় এবং যাঁহার অনুরোধে কন্যা [illegible] কুলীন কন্যাদিগকে অনূঢ়াবস্থাতেই কাল যাপন করিতে হয়, রাজা বল্লাল সেনের সময়ে সে মেল সম্বন্ধ বা পদ্ধতি ছিল না, তিনি কেবল রাঢ়ীয় শ্রেণীর মধ্যে পঞ্চ ব্রাহ্মণের ২২ প্রকার কুলীন করেন, যথা, শাণ্ডিল্য গোত্রে ভট্টনারায়ণ বংশ্য মুখ্য, কাশ্যপে সুলোচন চট্ট, ভরদ্বাজে শ্রীহর্ষ মুখটি, সাবর্ণি গোত্রে বেদগর্ভ গঙ্গ, বাৎস্যে ছান্দড় ঘোষাল এবং ঐ পাঁচ গোত্রে অন্যান্য ৩৪ প্রকার শ্রোত্রিয়ের সৃষ্টি হয় এবং তাহাদিগের সহিত কুলীনদিগের আদান প্রদান কারণও হইত। অনন্তর দেবীবর নামক এক ব্যক্তি ঐ সকল শ্রোত্রিয়ের সহিত কুলীন সন্তানের করণ কার্য্য সন্দর্শন করিয়া অন্যোন্য দোষাদোষ বিচার করত ফুলিয়া প্রভৃতি ৩৬টি মেলের সৃষ্টি করেন ও প্রত্যেক মেলের মধ্যেই করণ কারণের নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন এবং তাহার পর ক্রমে ক্রমে বিবাহ বিষয়ক দোষাদোষানুসারে এক এক মেলের মধ্যে অনেক প্রকার শাখা ও প্রশাখার সৃষ্টি হয়। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে বর্ত্তমান কুলীনেরা প্রাচীন কুল মর্য্যাদার অনুরোধে যত না বহু বিবাহে রত হয়েন, পূর্ব্বোক্ত মেল ও আধুনিক দোষাদোষ ঘটিত দলাদলির অনুরোধে তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা

হই অধিবেদন রূপ পঙ্ককূপে নিমগ্ন হইতে হয়। বিশেষতঃ এক্ষণকার ভঙ্গ কুলীনেরা নির্লজ্জের ন্যায় জীবিকা লাভের উপায় মাত্র মনে করিয়া এক এক ব্যক্তি শতাধিক নারীর পাণি গ্রহণ করেন এবং হয় তো তাহার মধ্যে কস্মিন্ কালেও ঊনশত নারীর মুখাবলোকন করেন না, রাজা বল্লাল সেনের সময় কার সত্তী সদাচার ও সদ্গুণ সম্পন্ন কুলীন মহাশয়েরা কদাপি সে রূপ করিতেন না, তাঁহাদিগের সন্তানেরাই তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার প্রকাশিত রাখিয়াছে। অতএব প্রতিবাদী মহাশয়েরা পূর্ব্বকার এবং এক্ষণকার কৌলীন্য ব্যবহার সমতা প্রমাণ করণের জন্য যে প্রয়াস পাইয়াছেন তাহাও ব্যর্থ হইয়াছে। যে ব্যক্তি এক্ষণকার নিয়মের [illegible] ও বিচার সঙ্গত দৃষ্টিতে উভয় কালের কৌলীন্য ব্যবহারের বিষয় তুলনা করিয়া দেখিবেন, তিনিই স্বীকার করিবেন যে পূর্ব্বকালের ও এক্ষণকার কৌলীন্য ব্যবহারের [illegible] এবং তাহার [illegible] হইয়াছে। কুলীন মহাশয়েরা যে কেবল কুল রক্ষায় নিযুক্ত [illegible] থাকেন, অন্য [illegible] উত্তর দিবার [illegible] করেন না, এক্ষণে সকল [illegible] পাত্রে, এবং তাঁহারা কুলীন কন্যাদিগের অনূঢ়াবস্থা দূর করণের জন্য যে একাধিক স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করেন, এক্ষণেও কি তার কি প্রত্যুত্তর প্রদান করা যাইবে। যদি চির বিরহিণী কুলীন কামিনী [illegible] সংকৃত সৎ পাত্রের উত্তরীয় স্পর্শ দ্বারা অনূঢ়াত্ব দূর হয়, তবে সংসার মধ্যে আর ঊঢ়া অনূঢ়ার কোন প্রভেদ থাকে না, তবে কঠিন হৃদয় উদ্বাহ উপজীবী কুলীন মহাশয়েরা একথা বলিতে পারেন। হা জগদীশ্বর! এ দুর্ভাগা তমসাচ্ছন্ন দেশকে তুমি কত দিনে জ্ঞানালোক দ্বারা উজ্জ্বল করিবে, এ পর্য্যন্ত এখানে স্বজাতির ভাব কাহারও হৃদয়ঙ্গম হইল না, আর কত দিনে এখানকার লোকে প্রকৃত ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইতে পারিবে। কুলীন মহাশয়েরা যে কেবল সৎ পাত্রে কন্যাদান করণের অনুরোধেই কুলীন বংশীয় এক পুরুষকে বহু কন্যা সম্প্রদান করিয়া থাকেন একথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রতিপক্ষীয় মহাশয়েরা মনুর প্রমাণ সঙ্কলন করিয়াছেন। যথা

উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ। অপ্রাপ্তামপি তাং তস্মৈ কন্যাং দদ্যাৎ যথাবিধি।
কামমামরণাৎ তিষ্ঠেৎ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি। ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ।

কিন্তু এ প্রমাণ দ্বারাও তাঁহাদিগের কিছু মাত্র অভীষ্ট সিদ্ধি হয় নাই, ইহাতে বরিয়া বরং বাদীগণেরই আবেদনের পোষকতা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত মনুর বচনের তাৎপর্য্য এই যে কন্যাকে বিহিত বিধানে সৎ পাত্রে প্রদান করিতে পিতা মাতা সততই চেষ্টা করিবেন, তাহাতে কালাকালের বিচার করিবেন না। কন্যা বয়ঃ প্রাপ্ত না হইলেও যদি উৎকৃষ্ট বর সংঘটন হয় তথাপি তাহাকে সেই বরেই সমর্পণ করিবেন এবং যদি উৎকৃষ্ট পাত্র প্রাপ্ত না হওয়া যায় তাহা হইলে কন্যা অনূঢ়াবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করে সেও শ্রেয়ঃ তথাপি তাহাকে কদাপি অপাত্রে প্রদান করিবে না। এ প্রমাণ দ্বারা প্রতিবাদী দিগের কি অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল? এক্ষণকার কুলীনেরা যে সকল পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করেন, যদি তাহাদিগকে সৎ পাত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে পৃথিবীতে আর কোন ব্যক্তিই অসৎ পদ বাচ্য হইতে পারে না। মনুষ্য যে সকল কুকর্ম্মে লিপ্ত হইলে তাহাকে অসৎ ও অধর্ম্মগ্রস্ত হইতে হয় এবং যে সকল কর্ম্ম দোষে মনুষ্যকে নরাধম শব্দে উল্লেখ করিতে হয়, বর্ত্তমান কুলীন মহাশয় দিগের মধ্যে প্রায় তিন ভাগ মনুষ্যকে উক্ত দোষে লিপ্ত ও উক্ত অধর্ম্মে জড়িত দেখা যায়। আধুনিক কুলীন সন্তানেরা যত সৎপাত্র এবং কুলীন কুলোদ্ভব পুরুষেরা যত ধর্ম্মপরায়ণ তাহা এদেশের কোন্ ব্যক্তি না অবগত আছেন? কুলীন মহাশয়েরাও তাহা সবিশেষ জ্ঞাত আছেন। অতএব ধর্ম্মহীন ও জ্ঞানহীন কুলীন দিগকে কন্যা দান করিয়া সৎ পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করণের কারণ দর্শান কোন ক্রমেই সঙ্গত

হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত মনু বচন দ্বয়ের এ প্রকার অভিপ্রায় নহে, যে কেহ অলীক কুলাভিমান রক্ষা করিবার জন্য অথবা আধুনিক কুলীনকে কন্যা সম্প্রদান করিবার জন্য স্বীয় দুহিতাকে অপ্রাপ্ত বয়সে পাত্রস্থ করিবে বা অনূঢ়াবস্থায় চির জীবন রক্ষা করিবে। মনু যাহাকে সৎ পাত্র বা সৎ কুল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাকে কদাপি এ আধুনিক কুলীন বা কুল বুঝায় না। মনুর শাসন কালে এ আধুনিক কুল ও কুলীনের সৃষ্টি হয় নাই, অতএব প্রতিবাদীগণের উল্লিখিত মনুর বচন দ্বয় উদ্ধৃত করা নিরর্থক হইয়াছে।

চতুর্থতঃ, প্রতিবাদীগণ লিখিয়াছেন, যে বাদী পক্ষ বর্ত্তমান কৌলীন্য ব্যবহার জনিত দোষের যত আতিশয্য বর্ণন করিয়াছেন, সে সমুদায় সমূলক নহে এবং তদ্দ্বারা এত অনিষ্ট ঘটেনা, যে তাহার নিবারণ করিবার জন্য রাজার মনোযোগ বা রাজ নির্বন্ধের আবশ্যক হয়। কিন্তু প্রতিবাদী গণের এ কথা আমরা কোন ক্রমে বাস্তবিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না, কেন না অনেক প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে যে সকল অত্যাচারকে বিষম অত্যাচার বলিয়া গণনা করা যায় এবং যে সমস্ত গর্হিত ব্যাপার মনুষ্য সমাজে নিতান্ত নিন্দনীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে ও যাহা নিবারণ করিবার জন্য রাজার নিতান্ত মনোযোগ করা আবশ্যক। বর্ত্তমান কৌলীন্য দ্বারা তাহার একটি মাত্র দোষও উৎপন্ন হইতে অপেক্ষা নাই। ভ্রূণ হত্যা, ব্যভিচার দোষ, আত্ম হত্যা, স্ত্রীহত্যা, বালহত্যা, বংশ নিম্ন হওয়া, দেশ দরিদ্র দশা প্রাপ্ত হওয়া, সন্তান মূর্খ হওয়া, পিতা পুত্র, স্বামি স্ত্রী, প্রভৃতির প্রকৃতিনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিলুপ্ত হওয়া ইত্যাদি যত প্রকার কদর্য্য কর্ম্ম বিদ্যমান আছে, কৌলীন্য পদ্ধতি দ্বারা তাহার কোন্ কুকর্ম্ম না উদ্ভব হয়। হৃদয়কে এক কালে পাষাণ বদ্ধ করিতে না পারিলে, চক্ষেতে লৌহ শলাক প্রবেশ করিয়া অন্ধ না হইলে, কর্ণেতে সীসক প্রদান করিয়া বধির না হইলে এবং জ্ঞাননেত্রে এক কালে ধূলি প্রক্ষেপ না করিলে কোন মতেই এরূপ বলিতে পারা যায় না, যে কৌলীন্য দ্বারা সংসারের মধ্যে সমধিক অনর্থের উদ্ভব হইতেছে না এবং তাহা নিবারণ করিবার জন্য রাজার মনোযোগ করিবার কোন আবশ্যক নাই। কৌলীন্য দ্বারা যে কিরূপে উল্লিখিত পাপ সমুদায়ের উদ্ভব হইতেছে তাহা বিস্তার করিয়া লিখিবার কোন আবশ্যক নাই, তাহা লিপি করিতে লজ্জা বোধ হয়। স্বদেশের দোষ লইয়া আন্দোলন করা কর্ত্তব্য নহে কিন্তু যাহাতে সে সমস্ত দোষ পরিহার হয় সেপক্ষে সাধ্যমত চেষ্টা করা উচিত। হায়! কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! মনুষ্য যে পাপ হইতে লজ্জিত হয়, আত্মাভিমান রক্ষা করিবার জন্য তাহা নিষ্পন্ন করিতে কুণ্ঠিত না হইয়া তাহাকে আরও প্রবৃদ্ধ [illegible]

পঞ্চমতঃ, প্রতিবাদী মহাশয়েরা কায়স্থ কুলের [illegible] উল্লেখ করিয়া কুল শাস্ত্রের [illegible] এক আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে আমরা এই মাত্র নিবেদন করি, যে কুল শাস্ত্র কিছু তাহাদিগের পৌরাণিক ধর্ম্ম শাস্ত্র নহে; যদ্যপি যথার্থ ধর্ম্ম শাস্ত্র, কৌলীন্য দ্বারা সততই তাহার হানি হইতে দেখা যাইতেছে। কৌলীন্য রক্ষা করিতে গিয়া যে অনেক সময় অনেকে প্রকৃত ধর্ম্ম শাস্ত্রের শাসন উল্লঙ্ঘন করেন এ কথা কেবল প্রসিদ্ধ আছে এবং একথা কুলীনেরাও অনেকে স্বীকার করিয়া থাকেন, অতএব আর তাহা প্রমাণ করিবার আবশ্যক নাই।

ষষ্ঠতঃ প্রত্যাবেদনকারি মহাশয়েরা এই কথা লিখিয়া আবেদন শেষ করিয়াছেন, যে এদেশের মধ্যে যেমন হিন্দু সমাজে বহু বিবাহ পদ্ধতি প্রচলিত আছে সেই রূপ মোসলমান জাতিরাও উক্ত প্রথা অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, অতএব ব্যবস্থাপক সমাজ যদি, এদেশের বহু বিবাহ নিবন্ধক কোন নিয়ম প্রচার করেন, তাহা হইলে উক্ত নিয়ম কেবল হিন্দু জাতির প্রতি প্রচার না করিয়া উভয় হিন্দু মোসলমান উভয় জাতির পক্ষেই প্রচলিত করা আবশ্যক। প্রতিবাদী গণের এ কথার কোন উত্তর নাই,

দিগ্ধ সময়ে [illegible] উপস্থিত হইলে তাঁহারা মনে মনে কেবল হাস্যই করিবেন। কোন লোক দগ্ধ হইবার সময় কোন ব্যক্তিকে সেই অগ্নি হইতে উদ্ধার করিতে গেলে সে ব্যক্তি যদি এরূপ আপত্তি করে, যে আমরা অনেকেই এককালে দগ্ধ হইতেছি অতএব কেন আমি একাকী কি জন্য এ অগ্নি হইতে মুক্ত হইব; তাহা হইলেই প্রতিবাদী গণের পূর্ব্বোক্ত আপত্তির অবিকল উপমা হইতে পারে। যাহা হউক উল্লিখিত অমূলক ও অসঙ্গত আপত্তি দ্বারা কেবল প্রতিবাদী মহাশয় দিগের এই মাত্র মনের ভাব ব্যক্ত হইতেছে, যে তাঁহারা কোন মতেই অধিবেদনের পদ্ধতিকে পরিত্যাগ করিতে সম্মত নহেন, তাঁহারা উক্ত পদ্ধতিকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছেন। উঁহারা তাঁহাদিগের [illegible] হানি হউক, মানেরই খর্ব্বতা হউক, আর ধনেরই ক্ষয় হউক, তাঁহারা উক্ত পদ্ধতিকে প্রাণপণে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিবেন, দেশ প্রচলিত বহু বিবাহের [illegible] রীতির উচ্ছেদ হওয়াপেক্ষা তাঁহাদিগের সর্ব্বনাশ হওয়াও মঙ্গল।

কিন্তু ইহাতে আমাদিগের আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে, যেহেতু আমরা প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করিতেছি যে উক্ত অধিবেদনের পদ্ধতি দ্বারা সর্ব্বতোভাবে অমঙ্গল ভিন্ন কোন রূপে দেশের কল্যাণ হইতেছে না, যাহাদ্বারা হিন্দু জাতির সুখ সততই ভদ্র সমাজে অধোগামী হইতেছে, যে পদ্ধতি কোন সভ্য জাতির মধ্যে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায় না, উক্ত পদ্ধতিকে প্রচলিত রাখিতে প্রতিবাদীগণ কি জন্য এত আয়াস স্বীকার করিতেছেন। উহার অনুকূল পক্ষে তাঁহারদিগের যে রূপ আন্তরিক যত্ন আছে, তাহা তাঁহাদিগের আবেদনের মধ্যেই প্রকাশ পাইয়াছে, প্রামাণিক হউক বা না হউক তাহার পোষকতার শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহ করিতেও ত্রুটি করেন নাই এবং সঙ্গত হউক বা না হউক যুক্তি প্রদর্শন করিতে অপেক্ষা রাখেন নাই কিন্তু উক্ত প্রচলিত থাকাতে তাঁহাদিগের কি লাভ আছে তাহা আমরা কিছুই বলিতে পারি না। আমরা এ পর্য্যন্ত কেবল ইহাই মাত্র মনে করিতাম যে কেবল জন কত বঙ্গদেশীয় উদ্বাহ উপজীবী লোকেই এদেশের মধ্যে অধিবেদনের পদ্ধতি প্রচলিত রাখিতে যত্ন করিয়া থাকে, কিন্তু এত দিনে আমাদিগের উক্ত ভ্রম দূর হইল। দ্বিতীয় আবেদন পত্রে যে সকল মহাশয় দিগের নাম সন্দর্শন করিলাম, যদি তাঁহাদিগের মনেতে বহুবিবাহ স্বরূপ কাল কন্টকের বিষ জ্বালা অনুভূত না হইল, তবে আর কাহার হইবে? আর আমাদিগের কোন ভরসা নাই, আমরা এতদিনে বুঝিলাম যে বঙ্গভূমি কস্মিন্ কালেও বর্ত্তমান দুরবস্থা হইতে গাত্রোত্থান করিবে না। যখন উহার প্রত্যেক শুভানুষ্ঠানেতেই ব্যাঘাত উপস্থিত হয় তখন আর উহার কল্যাণ কোথায়? আমরা অবশেষে দেশীয় সর্ব্ব সাধারণ মহাত্মাদিগের সমীপে বিনীত ভাবে এই নিবেদন করিতেছি, যে তাঁহারা একবার অভিমান শূন্য হইয়া দলাদলির দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া এবং আপনার দিগের প্রভুত্বের আশা বিসর্জ্জন দিয়া নিরপেক্ষ ভাবে নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখুন যে বহুবিবাহ পদ্ধতি দ্বারা কত দূর পর্য্যন্ত প্রকৃত ধর্ম্মের হানি হইতেছে, কি পর্য্যন্ত দেশময় পাপের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে এবং কি প্রকারে স্বজাতীয় ও স্বদেশের অধঃপতন হইতেছে, তাহা হইলে আর তাঁহাদিগকে কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শন করিতে হইবে না এবং তাহা হইলে আর কোন যুক্তিও দর্শাইবার আবশ্যক করিবে না। তাহা হইলেই তাঁহারা আপনা হইতে উক্ত পদ্ধতির সকল দোষাগুণ জানিতে পারিবেন, তাহা হইলে তাহাকে দূর করিতে আপনা হইতেই তাঁহাদিগের ইচ্ছা হইবেক এবং তাহা হইলেই বঙ্গভূমি উক্ত পদ্ধতি জনিত পাপ ভার হইতে মুক্ত হইবে।

মহাভারত।

আদিপর্ব্ব।

৬৭ অধ্যায়—সম্ভব পর্ব্ব।

১২৪ সংখ্যক পত্রিকার ১০৪ পৃষ্ঠার পর

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তপোধন! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, সিংহ, ব্যাঘ্র,

মৃগ, সর্প, পক্ষী প্রভৃতি প্রাণিগণ যেরূপে মনুষ্য যোনিতে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং জন্ম গ্রহণ করিয়া যে সকল কর্ম্ম করেন, তা-[illegible] আনুপূর্ব্বিক সবিশেষ বিবরণ কীর্ত্তন [illegible] করি।

[illegible] সম্পাদন করিলেন, যে সকল [illegible] দেবতা ও দানব মনুষ্য লোকে জন্ম [illegible] করিয়া ছিলেন, প্রথমতঃ তাঁহাদের [illegible] সবিশেষ বর্ণন করি।

[illegible] দানবরাজ বিপ্রচিত্তি নামে বিখ্যাত [illegible], তিনি নরলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া জরাসন্ধ নামে নরপতি হন। দিতির যে পুত্র হিরণ্যকশিপু নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনি নর লোকে শিশুপাল নামে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রহ্লাদের যে অনুজ সংহ্লাদ নামে বিখ্যাত ছিলেন, তিনি শল্য নামে জন্ম গ্রহণ করিয়া বাহ্লীক দেশের অধীশ্বর হন। অনুহ্লাদ নামে প্রহ্লাদের অপর যে এক অনুজ ছিলেন, তিনি ধৃষ্টকেতু নামে খ্যাত হন। যে দৈত্য শিবি নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনি ভূমণ্ডলে দ্রুম নামে ভূপতি হন। যিনি বাষ্কল নামে অতি প্রধান অসুর ছিলেন, তিনি মনুষ্য লোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া ভগদত্ত নামে ভূপতি হন। অয়ঃশিরাঃ, অশ্বশিরাঃ, অয়ঃশঙ্কু, গগনমূর্দ্ধা, বেগবান এই পাঁচ বীর্য্যশালী প্রধান অসুর কেকয় দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া অতি প্রধান পৃথিবীপতি হন। অতি প্রতাপশালী অন্য যে এক অসুর কেতুমান নামে বিখ্যাত ছিলেন, তিনি অমিতৌজাঃ নামে অতিক্রূর কর্ম্মা নরপতি হন। স্বর্ভানু নামে প্রসিদ্ধ শ্রীমান্ মহাসুর উগ্রসেন নামে উগ্রস্বভাব ভূপতি হন। যে শ্রীমান্ মহাসুর অশ্ব নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনি অশোক নামে মহাবীর্য্য রাজা হন, ইহাঁকে কেহ কখন পরাজয় করিতে পারে নাই। তাঁহার কনিষ্ঠ যে দৈত্য অশ্বপতি নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনি হার্দ্দিক্য নামে রাজা হন। যে শ্রীমান্ প্রধান অসুর বৃষপর্ব্বা নামে বিখ্যাত ছিলেন, তিনি পৃথিবীতে দীর্ঘপ্রজ্ঞ নামে নৃপতি হন। অজক নামে বৃষপর্ব্বার যে অবরজ ছিলেন, তিনি পৃথিবীতে শাল্ব নামে নরপতি হন। অশ্বগ্রীব নামে যে এক প্রতাপশালী অসুর ছিলেন, তিনি রোচমান নামে নৃপতি হন। শ্রীমান্ কীর্ত্তিমান্ যে অসুর সূক্ষ্ম নামে কীর্ত্তিত ছিলেন, তিনি ক্ষিতিতলে বৃহদ্রথ নামে বিখ্যাত ক্ষিতিপতি হন। তুহুণ্ড নামে বিখ্যাত যে এক প্রধান অসুর ছিলেন, তিনি সেনাবিন্দু নামে নরাধিপতি হন। [illegible] নামে যে বলবান্ অসুর ছিলেন, তিনি ভূমণ্ডলে নগ্নজিৎ নামে বিক্রমশালী বিখ্যাত নরপতি হন। যে প্রধান অসুর একচক্র নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনি পৃথিবীতে প্রতিবিন্ধ্য নামে অতি বিখ্যাত ক্ষিতিপতি হন। যুদ্ধবিদ্যা-নিপুণ বিরূপাক্ষ নামে যে প্রধান দৈত্য ছিলেন, তিনি [illegible] প্রসিদ্ধ হন। হর নামে [illegible] শালী যে প্রধান দানব ছিলেন, তিনি [illegible] নামে ঐশ্বর্য্যশালী ভূপতি হন। [illegible] অতি তেজস্বী [illegible] ছিলেন, তিনি [illegible] নামে প্রসিদ্ধ পৃথিবীপতি হন। [illegible] চন্দ্রমুখ যে প্রধান অসুর ছিলেন, তিনি মুঞ্জকেশ নামে অতি শ্রীমান্ রাজা হন। নিকুম্ভ নামে যে অপরাজিত [illegible] কেহ পরাজয় করিতে পারিত না, তিনি ভূমণ্ডলে দেবাধিপ নামে অতি প্রধান ভূপতি হন। শরভ নামে যে এক প্রধান অসুর ছিলেন, তিনি পৌরব নামে নরপতি হন। যে শ্রীমান্ মহাবীর্য্য প্রধান অসুর কুপথ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনি ক্ষিতিতলে সুপার্শ্ব নামে বিখ্যাত মহীপতি হন। ক্রথ নামে অন্য এক প্রধান অসুর ভূতলে জন্ম গ্রহণ করিয়া পার্ব্বতেয় নামে নরপতি হন; ইহাঁর শরীর কাঞ্চন পর্ব্বতের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। শলভ নামে অন্য যে এক অসুর ছিলেন, তিনি বাহ্লীক দেশে প্রহ্লাদ নামে ভূপতি হন। চন্দ্রতুল্য প্রিয়দর্শন চন্দ্র নামে প্রসিদ্ধ অন্য যে এক দৈত্য ছিলেন, তিনি চন্দ্রবর্ম্মা নামে কাম্বোজ দেশের রাজা হন। অর্ক নামে প্রসিদ্ধ দানব রাজ ঋষিক নামে রাজর্ষি হন। মৃতপা নামে বিখ্যাত প্রধান অসুর পশ্চিমানূপক নামে নৃপতি হন। গবিষ্ঠ নামা মহাতে-

জস্বী বিখ্যাত অসুর ধরাতলে ক্রমসেন নামে নরপতি হন। যে শ্রীমান্ মহাসুর ময়ূর নামে বিখ্যাত ছিলেন, তিনি বিশ্ব নামে বিশ্ববিখ্যাত পৃথিবীপতি হন। তাঁহার যে কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুপর্ণ নামে বিদিত ছিলেন, তিনি পৃথিবীতে কালকীর্ত্তি নামে বিখ্যাত নৃপতি হন। যে প্রধান অসুর চন্দ্রহন্তা নামে কীর্ত্তিত ছিলেন, তিনি শুনক নামে রাজর্ষি হন। যে প্রধান অসুর চন্দ্রের বিনাশকারী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, তিনি জানকি নামে বিখ্যাত নৃপতি হন। দীর্ঘজিহ্ব নামে যে প্রসিদ্ধ দানব ছিলেন, তিনি পৃথিবী মণ্ডলে কাশিরাজ নামে পৃথিবীপতি হন। চন্দ্র ও সূর্য্যের উৎপীড়নকারী যে গ্রহকে সিংহিকা প্রসব করিয়াছিলেন, তিনি ক্রাথ নামে নরপতি হন। অনায়ুষের পুত্র চতুষ্টয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তেজস্বী বিক্ষর বসুমিত্র নামে রাজা হন; দ্বিতীয় পাণ্ডারাষ্ট্রাধিপ নামে বিখ্যাত নৃপতি হন। যে প্রধান অসুর বলীন নামে বিখ্যাত ছিলেন, তিনি পৌণ্ড্রমাৎস্যক নামে নরপতি হন। যে মহাসুর বৃত্র নামে বিদিত ছিলেন, তিনি মণিমান নামে নৃপতি হন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্রোধহন্তা ক্ষিতিতলে দণ্ড নামে বিখ্যাত ভূপতি হন। ক্রোধবর্দ্ধন নামে অন্য যে অসুর ছিলেন, তিনি দণ্ডধার নামে রাজা হন। কালেয় দিগের যে আট পুত্র ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ব্যাঘ্রের ন্যায় বিক্রমশালী ছিলেন। এই আটের সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ মগধদেশে জয়ৎসেন নামে রাজা হন। দ্বিতীয় অপরাজিত নামে রাজা হন। মহাতেজস্বী মহামায়াবী ভয়ানক পরাক্রমশালী তৃতীয় নিষাদাধিপতি হন। চতুর্থ ক্ষিতিতলে শ্রেণিমান্ নামে বিখ্যাত নরপতি হন। পঞ্চম মহৌজাঃ নামে প্রসিদ্ধ রাজা হন; ইনি অশেষ প্রকারে স্বীয় শত্রুদিগের শাসন করিয়াছিলেন। ষষ্ঠ অভীরু নামে অতি প্রধান রাজর্ষি হন। সপ্তম সমস্ত ভূমণ্ডলে বিখ্যাত সমুদ্রসেন নামে পরম ধার্ম্মিক রাজা হন। বৃহৎ নামা অষ্টম সর্ব্বভূত-হিতকারী অতি ধর্ম্মাত্মা নৃপতি হন। কুক্ষি নামে বিখ্যাত মহাবল পরাক্রান্ত দানব পার্ব্বতীয় নামে নরপতি হন। ক্রথন নামা বীর্য্যশালী মহাসুর ক্ষিতিমণ্ডলে সূর্য্যাক্ষ নামে ক্ষিতিপতি হন। সূর্য্য নামা অতি শ্রীমান্ মহাসুর দরদ নামে অতি প্রধান ভূপতি হন। হে রাজন্! যে ক্রোধবশ গণের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতে ক্ষিতিতলে বহুতর নরপতি জন্ম গ্রহণ করেন। মদ্রক, কর্ণবেষ্ট, সিদ্ধার্থ, কীটক, সুবীর, সুবাহু, মহাবীর, বাহ্লিক, ক্রথ, বিচিত্র, সুরথ, নীল, চীরবাসাঃ, ভূমিপাল, দন্তবক্র, দুর্জ্জয়, রুক্মী, আষাঢ়, বায়ুবেগ, ভূরিতেজাঃ, একলব্য, সুমিত্র, বাটধান, গোমুখ, কারূষক নামক রাজগণ, ক্ষেমমূর্ত্তি, শ্রুতায়ু, উদ্বহ, বৃহৎসেন, ক্ষেম, অগ্রতীর্থ, কুহর, মতিমান্, ঈশ্বর; এই মহাভাগ, মহাবল, মহাকীর্ত্তি রাজগণ ক্রোধবশ গণ হইতে ক্ষিতিতলে অবতীর্ণ হন। যে মহাবল পরাক্রান্ত দানব কালনেমি নামে খ্যাত ছিলেন, তিনি উগ্রসেনের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়া কংস নামে বিখ্যাত হন। যে দেবরাজ-তুল্য প্রভাবশালী অসুর দেবক নামে বিদিত ছিলেন, তিনি ক্ষিতিতলে গন্ধর্ব্বপতি নামে অতি প্রধান নরপতি হন।

হে ভরত কুলপ্রদীপ! বৃহৎকীর্ত্তি দেবর্ষি বৃহস্পতির অংশে ভরদ্বাজ কুলতিলক দ্রোণাচার্য্য উৎপন্ন হন। ইনি অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর, সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ, মহাকীর্ত্তি, মহাতেজস্বী, ধনুর্ব্বেদে ও বেদে অতি প্রবীণ ছিলেন; এবং আশ্চর্য্য কর্ম্ম দ্বারা স্বীয় কুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। মহাদেবের ও যমের অংশে মহাবীর্য্য শত্রুপক্ষ ক্ষয়কারী অশ্বত্থামা জন্ম গ্রহণ করেন। বশিষ্ঠ শাপে ও ইন্দ্রের আদেশ ক্রমে গঙ্গার গর্ভে শান্তনুর ঔরসে অষ্ট বসু জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহাদের সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভীষ্ম, মতিমান্, বেদবেত্তা, বক্তা, কুরুকুলের অভয় দাতা ও শত্রুপক্ষের ভয়ঙ্কর ছিলেন। এই মহাতেজস্বী, অস্ত্রবিদ্যা পারদর্শী, মহাপুরুষ ভৃগুকুলোদ্ভব মহাত্মা জামদগ্ন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কৃপ নামে যে ব্রহ্মর্ষি পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন, সেই অতি পৌরুষশালী পুরুষ রুদ্রগণের অংশে অতি

ভূত হন। রথচালনচতুর শত্রুঘাতী রাজা শকুনি দ্বাপরের অংশে জন্ম গ্রহণ করেন; দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, শত্রুমর্দ্দনকারী বৃষ্ণিকুল প্রদীপ সাত্যকি বায়ু দেবতাদিগের অংশে উৎপন্ন হন। শস্ত্র-বিদ্যা-বিশারদ রাজর্ষি দ্রুপদ, অনুপম কর্ম্মকারী ক্ষত্রিয় কুলতিলক কৃতবর্ম্মা ও বিপক্ষ-রাজ্যধ্বংশকারী বিরাট্ ইঁহারাও বায়ু দেবতাদিগের অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। অরিষ্টার যে পুত্র হংস নামে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনি কুরুবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া গন্ধর্ব্বদিগের রাজা হন। দীর্ঘবাহু মহাতেজাঃ প্রজ্ঞাচক্ষু রাজা ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ঔরসে উৎপন্ন হন; মহর্ষি ইঁহার মাতার অপরাধ দর্শনে রোষ পরবশ হইয়া শাপ প্রদান করেন, তাহাতেই ইনি জন্মান্ধ হন। ইঁহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাত্মা মহাবলশালী বিশুদ্ধচরিত্র সত্যব্রত-পরায়ণ পাণ্ডু নামে বিখ্যাত হইয়া ছিলেন। বুদ্ধিজীবি বিদুর অত্রিমুনির পুত্র। দুর্য্যোধন কলির অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে রাজা হন; ইনি অতি দুর্ব্বুদ্ধি ও দুর্ম্মতি ছিলেন এবং কুরুকুলকে কলঙ্ক-পঙ্কে লিপ্ত করেন। যে কলি পুরুষ সমস্ত জগতের দ্বেষের আস্পদ, তিনিই দুর্য্যোধনরূপে আবির্ভূত হইয়া অখিল ভূমণ্ডল উচ্ছিন্ন করেন; এই দুর্য্যোধন সর্ব্বভূত ক্ষয়কারী দুর্জ্জয় বৈরানল প্রজ্বলিত করেন। পৌলস্ত্যেরা এই দুর্য্যোধনের ভ্রাতা হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। দুর্য্যোধনের দুঃশাসন, দুর্ম্মুখ, দুঃসহ প্রভৃতি শত ভ্রাতা; ইঁহারা সকলেই অতিক্রূর ছিলেন। এই শত পুত্র ভিন্ন বৈশ্যাগর্ভজাত যুযুৎসু নামে ধৃতরাষ্ট্রের আর এক পুত্র ছিল।

জনমেজয় কহিলেন, হে বিভো! ধৃতরাষ্ট্রের এই পুত্রগণের মধ্যে কাহার পর কে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং তাঁহাদিগের নাম সকল আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন উত্তর করিলেন, মহারাজ! দুর্য্যোধন, যুযুৎসু, দুঃশাসন, দুঃশল, দুঃসহ, দুর্ম্মুখ, বিবিংশতি, বিকর্ণ, জলসন্ধ, সুলোচন, বিন্দ, অনুবিন্দ, দুর্দ্ধর্ষ, সুবাহু, দুষ্প্রধর্ষণ, দুর্ম্মর্ষণ, দুর্ম্মুখ, দুষ্কর্ণ, কর্ণ, চিত্র, উপচিত্র, চিত্রাক্ষ, চারুচিত্র, অঙ্গদ, দুর্ম্মদ, দু- বিবিৎসু, বিকট, সম, ঊর্ণনাভ, পদ্মনাভ, নন্দ, উপনন্দ, সেনাপতি, সুষেণ, কুণ্ডোদর, মহোদর, চিত্রবাহু, চিত্রবর্ম্মা, সুবর্ম্মা, দুর্ব্বিরোচন, অয়োবাহু, মহাবাহু, চিত্রচাপ, সুকুণ্ডল, ভীমবেগ, ভীমবল, বলাকী, ভীমবিক্রম, উগ্রায়ুধ, ভীমশর, কনকায়ু, দৃঢ়ায়ুধ, দৃঢ়বর্ম্মা, দৃঢ়ক্ষত্র, সোমকীর্ত্তি, অনুদর, জরাসন্ধ, দৃঢ়সন্ধ, সত্যসন্ধ, সহস্রবাক, উগ্রশ্রবাঃ, উগ্রসেন, ক্ষেমমূর্ত্তি, অপরাজিত, পণ্ডিতক, বিশালাক্ষ, দুরাধন, দৃঢ়হস্ত, সুহস্ত, বাতবেগ, সুবর্চ্চা, আদিত্যকেতু, বহ্বাশী, নাগদত্ত, অনুযায়ী কবচী, নিষঙ্গী, দণ্ডী, দণ্ডধার, ধনুর্গ্রহ, উগ্র, ভীমরথ, বীর, বীরবাহু, অলোলুপ, অভয়, রৌদ্রকর্ম্মা, দৃঢ়রথ, অনাধৃষ্য, কুণ্ডভেদী, বিরাবী, দীর্ঘলোচন, দীর্ঘবাহু, মহাবাহু, ব্যূঢ়োরস্ক, কনকধ্বজ, কুণ্ডজ, এবং চিত্রক, ধৃতরাষ্ট্রের এই শত পুত্র এবং দুঃশলা নামে এক কন্যা ছিল। আর এই শত পুত্র ব্যতীত অধিক বৈশ্যাগর্ভজাত যুযুৎসু তাঁহার আর এক পুত্র। ধৃতরাষ্ট্রের এই একাধিক শত পুত্র এবং এক কন্যা, ইঁহাদিগের আনুপূর্ব্বিক নাম কীর্ত্তিত হইল। ইঁহারা সকলেই মহারথ, সকলেই মহাবীর্য্য, সকলেই যুদ্ধকুশল, সকলেই বেদবেত্তা এবং রাজবিদ্যায় পারগ ও সকলেই সংগ্রাম বি[illegible]। ইঁহারা সকলেই অনুরূপ দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। আর কৌরবাধিপতি ধৃতরাষ্ট্র উপযুক্ত কালে সিন্ধু দেশের অধিপতি জয়দ্রথকে দুঃশলা নাম্নী কন্যা দান করেন।

হে মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের অংশে অবতীর্ণ হন, [illegible] বায়ুর অংশে ভীম, দেবরাজ ইন্দ্রের অংশে অর্জ্জুন এবং অশ্বিনীকুমারদিগের অংশে নকুল সহদেব এই অপ্রতিম রূপ সম্পন্ন নকুল ও সহদেব পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন। যিনি সোম পুত্র প্রতাপশালী বর্চ্চা নামে বিখ্যাত ছিলেন, তিনি অর্জ্জুনের পুত্র [illegible] অভিমন্যু হইয়া আবির্ভূত হন; [illegible] ইঁহার অবতরণ কালে সোম দেবতাদিগকে কহিলেন, হে দেবগণ! আমার প্রাণ হইতেও

প্রিয়তম এই পুত্রটি আমি তোমাদিগকে দিতে সম্মত নহি, তবে যদি তোমরা প্রতিজ্ঞা কর তাহা হইলে প্রদান করিব। দেবগণদিগের কার্য্য যে পৃথিবীতে [illegible] আমাদিগের [illegible] গমন করিয়া [illegible] হইবে। অংশে যে প্রতাপশালী [illegible] পুত্র [illegible] হইয়া জন্মিবেন, এই [illegible] তাঁহার পুত্র হইয়া মহারথ রূপে [illegible] হে অমরগণ! তাহার পর ইনি [illegible] স্বর্গে অবস্থান করিবেন। [illegible] অংশে অবতীর্ণ হইয়া যে যুদ্ধে অস্ত্র [illegible] নাশ করিবে, [illegible] পূর্ণ হইবার অনতিদূরে যুদ্ধে তাহা [illegible] হইবে। কিন্তু [illegible] অর্থাৎ অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে উপস্থিত থাকিবেন না, কেবল তোমরা [illegible] সংস্থাপন করিয়া যুদ্ধ করিতে থাকিবে এবং আমার পুত্র এই [illegible] বিপক্ষ [illegible] পরাজয় করিবেন। এই বালক অভেদ্য ব্যূহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বিচরণ করত মহারথ বীর [illegible] বিনাশ করিবেন এবং [illegible] দিবসের মধ্যে [illegible] বীর [illegible] সহিত [illegible] দুর্য্যোধন [illegible] করিবেন [illegible] এই মহাবাহু বৎস পুনর্ব্বার আমার নিকট আগমন করত মদীয় বংশধর পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবেন। তোমরা যদি ইহা স্বীকার কর তবে নষ্টপ্রায় ভারত বংশকে ইনি গিয়া উদ্ধার করুন। দেবতারা সকলে এই রূপ সোমবাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বহু সম্বর্দ্ধনা পূর্ব্বক তথাস্তু বলিয়া উত্তর প্রদান করিলেন। মহারাজ! এই রূপে তোমার পিতামহ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন।

হে রাজন্! মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্নির অংশে অবতীর্ণ হন, এবং শিখণ্ডী পূর্ব্বকল্পে স্ত্রীপুরুষ নামে রাক্ষস ছিলেন। হে ভরত কুলপ্রদীপ! বিশ্ব নামে যে দেবগণ, তাঁহারাই দ্রৌপদীর পঞ্চ নন্দন হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার মধ্যে যুধিষ্ঠিরের ঔরসে প্রতিবিন্ধ্য, ভীমের ঔরসে শ্রুতসোম, অর্জ্জুনের ঔরসে শ্রুতকীর্ত্তি, নকুলের ঔরসে শতানীক এবং সহদেবের ঔরসে বীর্য্যশালী শ্রুতসেন উৎপন্ন হন। যদুবংশে বসুদেবের পিতা শূর জন্ম গ্রহণ করেন; অসামান্য রূপিণী পৃথা তাঁহারই ঔরস জাতা কন্যা ছিলেন। বীর্য্যবান্ শূর স্বীয় পৈতৃষ্বস্রীয় পুত্র অনপত্য কুন্তিভোজের নিকটে পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, প্রথম আমার যে সন্তানটী জন্মিবে, তাহা তোমাকে প্রদান করিব। পরে পৃথা জন্মিষ্ঠ হইলে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে তাঁহাকে কন্যাটী প্রদান করেন। অনন্তর পৃথা কুন্তিভোজ গৃহে বর্দ্ধমানা হইয়া অতিথি ব্রাহ্মণদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। একদা এক সংশিত ব্রত উগ্রতপস্বী ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা করেন। যাঁহাকে লোকে দুর্ব্বাসা ঋষি বলে। তিনি সকল প্রযত্নে পরিচর্য্যা করিয়া তাঁহাকে পরিতুষ্ট করেন। দুর্ব্বাসা ঋষি তাহাতে প্রীত হইয়া কহিলেন, হে সুভগে! আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া কহিতেছি, তুমি এই মন্ত্রটী গ্রহণ কর, ইহা দ্বারা যখন যে দেবতাকে আহ্বান করিবে, তৎক্ষণাৎ সেই দেবতার প্রসাদে তোমার তদনুরূপ পুত্র জন্মিবে। ইহা শ্রবণ করত বালা পৃথা কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া সেই মন্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা সূর্য্য দেবকে আহ্বান করিলেন এবং [illegible] সূর্য্যদেবও তৎক্ষণাৎ আসিয়া তাঁহার গর্ভাধান করিলেন। যথাকালে সেই গর্ভে সর্ব্বশস্ত্র দক্ষ, দীপ্ত প্রভ, কুণ্ডলী, কবচী ও সর্ব্বাভরণ ভূষিত এক পুত্র জন্মিষ্ঠ হইল। অনন্তর পৃথা কন্যকাবস্থায় সন্তান হওয়াতে পাছে বন্ধুবর্গে দোষী করে এই আশঙ্কায় তাহাকে জলে নিক্ষেপ করিলেন। মহাযশা রাধাভর্ত্তা দৈবাৎ জলমগ্ন শিশুকে দেখিতে পাইয়া তথা হইতে গ্রহণ করত গৃহে গিয়া রাধাকে প্রদান করিলেন এবং বসুসেন নাম রাখিয়া তাহাকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। বসুসেন কিয়ৎ কাল মধ্যেই অস্ত্র বিদ্যাতে ও বেদ বেদাঙ্গাদি শাস্ত্রে পারদর্শী হইলেন। ধীমান্ সত্য পরাক্রম বসুসেন যখন মন্ত্র জপ করিতে বসিতেন, তৎকালে সেই মহাত্মা যাচকদিগকে কোন দ্রব্যই অদেয় থাকিত না; যে যাহা প্রার্থনা করিত, তাহাকেই তাহা প্রদান করিতেন।

প্রাতুর আকুলি সকল সহ্য করিবেক, কাহাকেও অপমান করিবেক না; এই শা- [illegible] কাহারও সহিত [illegible] হইবেক না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পুরুষ যাবৎ স্ত্রী গ্রহণ না করেন, তাবৎ তিনি অর্দ্ধেক থাকেন। যে গৃহ বালক দ্বারা পরিবৃত না হয়, সে গৃহ শ্মশান সমান।

সন্তান উৎপাদনের নিমিত্তে স্ত্রী সকল মহা কল্যাণদায়িনী এবং আদরণীয়া, উহারা গৃহ উজ্জ্বল করেন। স্ত্রীরা গৃহের শ্রী স্বরূপ, শ্রীতে আর স্ত্রীতে কিছুই বিশেষ নাই।

পুরুষ সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্না এবং সুশীলা স্ত্রীর সহিত বিবাহ করিবেক। যে কন্যা [illegible] হয়, সে বিধি সম্মত পাত্রী নহে।

স্ত্রী পুরুষে যাবজ্জীবন পরস্পর কাহারও প্রতি কেহ ব্যভিচার করিবেক না; [illegible] তাঁহাদের এই পরম ধর্ম্ম জানিবে।

[illegible] বিযুক্ত হইয়া [illegible] ব্যভিচার না করেন, এমত যত্ন তাঁহারা সর্ব্বদা করিবেন।

পরিবারের স্বামী ভার্য্যার প্রতি এবং ভার্য্যা স্বামীর প্রতি নিত্য সন্তুষ্ট, সে পরিবারে নিশ্চিত কল্যাণ।

সেই ভার্য্যা [illegible], সেই ভার্য্যা যে পুত্রবতী, এবং সেই ভার্য্যা যাহার মন এবং বাক্য ও কর্ম্ম শুদ্ধ, আর যিনি পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী।

ছায়ার ন্যায় তিনি স্বামীর অনুগতা ও সখীর ন্যায় তাঁহার হিতকর্ম্ম সাধিকা হই-

স্বচ্ছা থাকিবেন, এবং সর্ব্বদা প্রহৃষ্ট থাকিয়া গৃহ কার্য্যেতে সুদক্ষ হইবেন।

কাহারও সহিত তিনি বিবাদ করিবেন না, অনর্থক বহু ভাষণ করিবেন না, অপরিমিত ব্যয় করিবেন না এবং ধর্ম্ম ও অর্থ বিষয়ে বিরোধিনী হইবেন না।

যে ভার্য্যা পতির প্রিয় ও হিত কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন এবং সদাচারা ও সংযতেন্দ্রিয়া হয়েন, তিনি ইহ লোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে অনুপম সুখ প্রাপ্ত হয়েন।

স্ত্রীরা স্বামির বাক্য প্রতিপালন করিবেন, ইহা তাঁহারদের পরম ধর্ম্ম। স্বামী সদাচারশীলা পত্নীকে পরিত্যাগ করিলে ধর্ম্ম হইতে পতিত হয়েন।

স্ত্রীদিগকে অত্যল্প দুঃসঙ্গ হইতেও বিশিষ্ট রূপে রক্ষা করিবেক, যেহেতু স্ত্রী সুরক্ষিতা না হইলে পিতৃ কুল ও ভর্ত্তৃ কুল উভয় কুলেরই শোকের কারণ হয়েন।

বিশ্বস্ত ও আজ্ঞাবহ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক গৃহ মধ্যে রুদ্ধা থাকিলেও স্ত্রীরা অরক্ষিতা; যাহারা আপনাকে আপনি রক্ষা করেন, তাঁহারাই সুরক্ষিতা।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যা কনিষ্ঠ ভ্রাতার গুরু পত্নী স্বরূপ, আর কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রবধূ স্বরূপ; ইহা মুনিরা কহিয়াছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

গৃহস্থ স্বীয় স্ত্রীকে প্রতিপালন করিবেক, পুত্রদিগকে বিদ্যা ভ্যাস করাইবেক, এবং স্বজন ও বন্ধুবর্গকে রক্ষা করিবেক; এই সনাতন ধর্ম্ম।

কন্যাকেও এইরূপ পালন করিবেক ও অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক এবং ধন রত্নের সহিত সুপণ্ডিত পাত্রে সম্প্রদান করিবেক।

যে স্ত্রী যাদৃক্ গুণবিশিষ্ট ভর্ত্তার সহিত বিধি পূর্ব্বক সংযুক্ত হয়; সে স্ত্রী তাদৃক্ গুণই প্রাপ্ত হয়; যেমন নদীর জল স্বাদু হইয়াও সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত হইলে লবণাক্ত হয়।

কন্যা যত দিন পতি মর্য্যাদা ও পতিসেবা না জানে এবং ধর্ম্ম শাসন অজ্ঞাত থাকে, ততদিন পিতা তাহার বিবাহ দিবেনন।

জ্ঞানবান্ পিতা কন্যাদান নিমিত্ত কিঞ্চিন্মাত্রও পণ গ্রহণ করিবেন না, কারণ লোভাসক্ত হইয়া পণ গ্রহণ করিলে সন্তান বিক্রয় করা হয়।

সত্য বলিবেন এবং আত্ম প্রশংসা ও পর-নিন্দা পরিত্যাগ করিবেন।

[illegible] সর্ব্বদা সংযমে [illegible] এবং কাম ক্রোধ যাঁহার [illegible] দ্বারা তিন লোক জিত হইয়াছে।

যিনি [illegible] বিরক্ত, যিনি পরদ্রব্যে [illegible] বিহীন তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হইয়াছে।

যুদ্ধে যিনি ভীত হয়েন না, সংগ্রামে যিনি পরাঙ্মুখ হয়েন না, ধর্ম্ম যুদ্ধে যিনি [illegible] করেন, তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হইয়াছে।

সত্য কহিবেক ও প্রিয় কহিবেক; কিন্তু অপ্রিয় সত্য কহিবেক না, এবং প্রিয় মিথ্যাও কহিবেক না। ইহা সনাতন ধর্ম্ম।

জল দ্বারা গাত্র শুদ্ধি হয়, সত্য দ্বারা মন শুদ্ধি হয়, বিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা আত্ম শুদ্ধি হয়, এবং জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধি শুদ্ধি হয়।

[illegible] একাগ্রচিত্ত হইয়া আপনাকে অন্য প্রকারে [illegible], সেই আত্মাপহারী চৌর তাহার কি পাপ কৃত না হয়।

সত্যের সমান পরম ধর্ম্ম নাই, এবং সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু আর কিছু নাই; [illegible] পর তীব্র পদার্থও আর নাই।

[illegible] দানের দ্বারা প্রিয় হয়, কেহ প্রিয় বাক্যের দ্বারা প্রিয় হয়; কিন্তু অপ্রিয় হিত বচনের বক্তা এবং শ্রোতাও দুর্ল্লভ।

সপ্তম অধ্যায়

সাক্ষাৎ দর্শনে ও শ্রবণে সাক্ষিত্ব হয়। সাক্ষী হইয়া সত্য বলিলে ধর্ম্মার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট হয় না।

যথাদৃষ্ট যথাশ্রুত সমুদায়ই যথার্থ বলিবে। সত্য কথন দ্বারা সাক্ষী শুচি হয় এবং ধর্ম্ম রক্ষিত হয়।

যে সাক্ষির সচেতন আত্মা মিথ্যা কহিয়াছি এমত [illegible] করেন না, দেবতারা এই লোকে তাঁহা হইতে আর কাহাকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন না।

হে ভদ্র! আমি একাকী আছি, এই যে তুমি মনে করিতেছ, ইহা মনে করিও না; এই পুণ্য পাপদর্শী সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ তোমার হৃদয়ে নিত্য স্থিতি করিতেছেন।

অষ্টম অধ্যায়

যাহা আপনার কল্যাণ জানিবেক, তাহাতে আপনাকে নিযুক্ত করিবেক। পাপাচারী ব্যক্তির প্রতি পাপাচার করিবেক না, কিন্তু সর্ব্বদা সাধুই থাকিবেক।

সুখ দুঃখেতে যিনি অবিচলিত থাকেন, এবং সাধু সেবা করেন, সত্য ও সাধু কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার ব্রাহ্ম ধর্ম্ম পথে দীপ্তি পায়।

মূঢ় ব্যক্তিদিগের সহবাসে সমূহ মোহের উৎপত্তি হয়, এবং প্রতিদিন সাধু সংসর্গে নিশ্চিত ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়।

যে ব্যক্তি মোহ হেতু হিত বাক্য গ্রহণ না করে, সে দীর্ঘসূত্রী হইয়া পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং পশ্চাৎ সন্তাপে পতিত হয়।

যে ব্যক্তি সাধুদিগের অভিপ্রায় অতিক্রম করিয়া অসাধুদিগের মত অবলম্বন করে, তাহার মিত্রেরা তাহাকে অচিরাৎ বিপদ্গ্রস্ত দেখিয়া শোক করেন।

যিনি অবিবাদী, কর্ম্মক্ষম, কৃতজ্ঞ, বুদ্ধিমান ও সরল হয়েন, তিনি ভূমণ্ডলে কীর্ত্তি লাভ করেন, এবং কোন অনর্থ সাধন কর্ম্মে যুক্ত হয়েন না।

কৃতঘ্নের যশই বা কোথায়, স্থানই বা কোথায়, সুখই বা কোথায়! কৃতঘ্ন ব্যক্তি শ্রদ্ধার পাত্র নহে, কৃতঘ্নের নিষ্কৃতি নাই।

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতার যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা।
[illegible] ভাদ্র সোমবার সম্বৎ ১৯১০ কলিকাতা [illegible]

যদি তাহার বাক্য স্ফূর্ত্তি হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু যত দিন পর্য্যন্ত তাহার মনেতে প্রকৃত রূপে বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান নাজন্মে এবং নানা প্রকার আন্তরিক ভাবের উদয় না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার বাক্য স্ফূর্ত্তি হইয়া মনোগত ভাব ব্যক্ত করিবারও সাধ্য হয় না। মনুষ্য শিশুকে উল্লিখিত রূপ নিয়মের অধীন করিয়া জগদীশ্বর যে কি পর্য্যন্ত তাহার কল্যাণ সাধন করিয়াছেন তাহা কি বলিব। মনোগত ভাব ব্যক্ত করিবার প্রয়োজন হইলে তাহা প্রকাশ করিতে না পারা সে কিপর্য্যন্ত ক্লেশের বিষয় তাহা বাক্যহীন মূক ব্যক্তিই বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারে; বিশেষত শিশুর শ্রবণ দর্শনাদি ইন্দ্রিয়েতে জগদীশ্বরের আর একটি অনুপম কৌশল দৃষ্ট হইতেছে। উহার সকল ইন্দ্রিয় একদা প্রস্ফুটিত হয় না এবং এক কালে সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা কার্য্য করিবারও আবশ্যক হয় না। ভূমিষ্ঠ হইবার পরে বালক প্রথমত চক্ষু দ্বারা দৃশ্য বস্তু সকল দর্শন করিতে পারে, অনন্তর কিছুদিন বিলম্বে শব্দ শুনিতে পায়, এবং বহু দিন পরে হস্ত সঞ্চালন করিয়া দ্রব্যাদি স্পর্শ করিতে আরম্ভ করে। বালকের দর্শন শ্রবণাদি ইন্দ্রিয় গণ উল্লিখিত রূপে ক্রমে ক্রমে প্রস্ফুটিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক এবং তদ্দ্বারা উহার বিশেষ কল্যাণ উদ্ভব হয়। সদ্যোজাত সন্তানের সমুদায় ইন্দ্রিয় যদি এক কালে প্রস্ফুটিত হইত এবং উহাকে যদি একদা সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা কার্য্য করিতে হইত, তাহা হইলে আর উহার ক্লেশের শেষ থাকিত না, তাহা হইলে উহাকে বিষম ভ্রমে পতিত হইতে হইত। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত গণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া যখন প্রথমত বাহ্য বিষয় সকল শ্রবণ দর্শন করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহার দর্শন ক্রিয়া ও শ্রবণ ক্রিয়া প্রাপ্ত বয়স্ক মনুষ্যের শ্রবণ দর্শনের সহিত ঐক্য হয় না, তৎ কালে প্রত্যেক দৃশ্য বস্তুকে তাহার দুই চক্ষে দুই দুই বোধ হয় এবং প্রত্যেক শব্দকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অনুভূত হয় ও তৎ কালে সে যদি কোন বস্তুকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া দেখে তাহা হইলে তাহার পাঁচটি অঙ্গুলী দ্বারা এক বস্তুকে পাঁচটি বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু বালকের ঐ সমস্ত ভ্রম দূর করণার্থে জগদীশ্বর এক চমৎকার উপায় করিয়াছেন, উহার এক ইন্দ্রিয় দ্বারা অপর ইন্দ্রিয়ের ভ্রম সংশোধিত হয় এবং ক্রমে অভ্যাস দ্বারা উহার ঐ সমস্ত ভ্রম দূরীভূত হইয়া যায়। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! যত দিন পর্য্যন্ত বালকের সকল ইন্দ্রিয় সুসম্পন্ন হইয়া পরস্পর পরস্পরের ভ্রম সংশোধন করিতে না পারে এবং যতদিন পর্য্যন্ত উহার অভ্যাস দৃঢ়ীভূত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত উহাকে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা বিশেষ কার্য্য করিতে হয় না এবং ততদিন পর্য্যন্ত উহার ভ্রম সঙ্কুল পদার্থ জ্ঞান সকল বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিবারও সাধ্য হয় না।

বালকের অন্যান্য অবস্থা ভেদের সহিত আকৃতিরও অবস্থা ভেদ হইয়া থাকে। বালক যখন নিতান্ত শৈশবাবস্থায় অনবরত শয্যাশায়ী হইয়া কাল যাপন করে, তখন তাহার শরীর অপেক্ষা মস্তকের ভার অধিক থাকে, পরে যত তাহার বয়োবৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়, তত তাহার মস্তক অপেক্ষা শরীরের ভার অধিক হয় এবং সে অক্লেশে আপনার মস্তক ভার বহন করিয়া স্বচ্ছন্দে গমনাগমন করিতে পারে। বালক দণ্ডায়মান হইবার পূর্ব্বে উহার অঙ্গ সকলও তদুপযোগী হইয়া উঠে। ক্রমে উহার বলহীন কোমলাস্থি সকল কঠিন ও সবল হয় এবং উহার মাংসপেশী সকল দৃঢ় হইতে থাকে। এই রূপে বালকের শরীর ক্রমে ক্রমে সুসম্পন্ন হইয়া মানবের প্রকৃতাকারে পরিণত হয়। রোগাদি কোন বিশেষ ব্যতিক্রম ভিন্ন বয়োধিক বালকের মস্তক কদাপি তাহার শরীর অপেক্ষা বৃহৎ হয় না।

যে পর্য্যন্ত বালকের অপরাপর ইন্দ্রিয়ের ভোগ বৃদ্ধি না হয় সে পর্য্যন্ত তাহার অধিক কাল নিদ্রাতেই গত হয়। বিশেষ ক্ষুৎ পিপাসা বা কোন প্রকার যন্ত্রণা বোধ না হইলে আর তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হয় না। অল্প বয়স্ক বালকের ক্রন্দন বিষয়েও জগদীশ্বরের আশ্চর্য্য মহিমা দেদীপ্যমান পাওয়া যায়।

নিদ্রাবস্থা ব্যতীত শিশু সন্তান আর প্রায় কোন সময়েতেই আহার ভিন্ন স্থির থাকিতে পারে না। কিন্তু যখন তাহার বয়োবৃদ্ধি হইয়া সকল শরীর সম্পন্ন হয়, তখন তাহার ভোজনের স্পৃহাও অল্প হইয়া যায়। অতএব বিলক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে যে জগদীশ্বর মনুষ্যকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তির অধীন করিয়া সংসারের কল্যাণ সাধন করেন। শৈশবাবস্থায় মনুষ্যের শরীর ক্রমে বর্দ্ধিত হওয়া আবশ্যক সুতরাং তখন সর্ব্বদা ভোজন করিতে না পারিলে কোন মতেই শরীরের উন্নতি হয় না এই জন্য জগদীশ্বর শিশু সন্তানকে সমধিক ভোজনের স্পৃহা প্রদান করিয়াছেন এবং বয়স্ক হইলে উহার আর দেহ বর্দ্ধিত হইবার আবশ্যক থাকে না বলিয়া উহার ভোজনের স্পৃহাও হ্রাস হইয়া যায়। বালকের আহার বিষয়ে আর একটী চমৎকার ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। যৌবনাবস্থাপেক্ষা শৈশবাবস্থায় আহারের স্পৃহা অধিক থাকে বটে কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, যুবা পুরুষ অপেক্ষা ক্ষুদ্র শিশু সমধিক ক্ষুধা সহ্য করিতে পারে। নানা স্থান হইতে এবিষয়ের ভুরি ভুরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কোন কোন দুর্ভিক্ষের সময় জনক জননী ক্রমাগত অনশন করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু তাহাদিগের দুগ্ধ পোষ্য শিশু সন্তানকে ঐ মৃত জননীর বক্ষ দেশের উপর ক্রীড়া করিতে দেখা গিয়াছে। জগদীশ্বর শিশু সন্তানকে যেমন সমধিক রূপে ক্ষুধা সহ্য করিয়া অনশনের হস্ত হইতে ত্রাণ পাইবার উপায় প্রদান করিয়াছেন, সেই রূপ উহাকে আর আর অনেক বিপদ অতিক্রম করিবারও শক্তি দিয়াছেন। দুগ্ধ পোষ্য বালকের কোমলাঙ্গ নিরীক্ষণ করিলে আপাতত ইহাই মনে হওয়া সম্ভব যে উহা অত্যল্প শীতবাতেই কাতর হইয়া অচিরে নষ্ট হইতে পারে। কিন্তু ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইয়াছে, যে তুষারময় স্থানে জননী হিম দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, অথচ তাহার ক্ষুদ্র শিশু সেই তুষারাবৃত হিমময় স্থানে স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া করিতেছে। শিশু সন্তান যে কিকারণে এতাদৃশ উৎকট বিপদ হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয় পণ্ডিত গণ তাহার কারণানুসন্ধান করিয়াও স্থির করিয়াছেন। যুবা পুরুষাপেক্ষা বালকের শরীরস্থ রক্ত শিরা সকল অতিশয় স্থূল এবং ধমনি সকল অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও কোমল। অতএব উহাদিগের শরীরে রক্তের পরিমাণ অধিক থাকাতে এবং শরীরের শোণিত [illegible] হওয়াতে উহারা অধিক কাল [illegible] জীবন ধারণ করিতে পারে এবং উৎকট [illegible] পীড়া হইতেও পরিত্রাণ পায়। [illegible] শরীরস্থ শোণিতই উহাদিগের [illegible] কার্য্য নির্ব্বাহ করে এবং দেহকে উষ্ণ [illegible]।

ইহা সকলেই বিদিত [illegible], [illegible] শৈশবাবস্থায় মনুষ্য মাতৃ স্তন্য পান করিয়াই জীবন ধারণ করে কিন্তু উক্ত অবস্থায় উহার আপনারও [illegible] এক প্রকার দুগ্ধ থাকে। কিঞ্চিৎ [illegible] পরে বালকের স্তন হইতে [illegible] হইতে দেখা যায়। বালকের শরীরস্থ [illegible] উহার কিয়দংশ পুষ্টি সাধন করে, কিন্তু বয়োবৃদ্ধি হইলে আর ঐ দুগ্ধ বালকের পক্ষে উপকারী হয় না বলিয়া তাহা আপনা হইতে লুপ্ত হয়। বালকের রক্ষার নিমিত্ত পরমেশ্বর দেশ [illegible] উপায় বিশেষ [illegible] করিয়াও আপনার মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন। যে সমস্ত [illegible] দেশে স্ত্রীলোকের সন্তান অল্প হয়, সে সমস্ত দেশের প্রসূতিরা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সন্তানকে স্তন্য পান করায়। [illegible] পর্য্যন্ত তাহাদিগের স্তনেতে দুগ্ধ থাকে। [illegible] ও গ্রীনলণ্ড প্রভৃতি স্থানে প্রসূতিদিগকে একদা তিন চারিটি সন্তানকে স্তন পান করাইতে দেখা গিয়াছে।

মনুষ্যের শারীরিক উন্নতির সহিতই মানসিক বৃত্তির উন্নতি হইয়া থাকে কিন্তু শৈশবাবস্থায় ইহারও কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়, মনুষ্য যখন মাতৃ গর্ভ হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়, তখন সে পার্থিব সকল বিষয়েতেই অনভিজ্ঞ থাকে, সুতরাং তখন তাহার সত্বরে অনেক বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক বলিয়া জগদীশ্বর বালককে এক [illegible] ন তৃষ্ণা ও কৌতূহল প্র-

দান করেন। ইহা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করা যায়, যে অতি শৈশবাবস্থায় মনুষ্যের যেমন নানা বিষয় জ্ঞাত হইবার ইচ্ছা দেখা যায়, তিন চারি বৎসর বয়ঃক্রম বালকের সেরূপ প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয় না। ভূমিষ্ঠ হইবার পর বালক যে পর্য্যন্ত না চক্ষু কর্ণ ও স্পর্শ দ্বারা নানা প্রকার বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে সে পর্য্যন্ত তাহার জ্ঞান তৃষ্ণা ও কৌতূহল নিরন্তর প্রবল থাকে। ক্ষুদ্র শিশু যে স্থানে গমন করে সেই স্থানেই চঞ্চল ভাবে তত্রস্থ সকল বস্তু নিরীক্ষণ করে এবং যাহার সহিত সাক্ষাৎ করে তাহারই নিকট হইতে সম্মুখস্থ সকল বিষয়ের নাম জানিয়া লয়। এই রূপে শ্রবণ, দর্শন ও জিজ্ঞাসা দ্বারা বালক যখন নানা প্রকার বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে তখন আর তাহার পূর্ব্ববৎ জ্ঞান তৃষ্ণা থাকে না, তখন কোন নূতন বিষয় শিক্ষা করিতে হইলে তাহার বিশেষ ক্লেশ বোধ হয়. ক্ষুদ্র বালকের কোন নূতন বিষয় শিক্ষা করিতে যেমন আহ্লাদ হয়, পঞ্চম বর্ষীয় বালকের সে প্রকার হয় না। ষষ্ঠ সপ্তম বর্ষীয় বালককে তাড়না না করিলে আর কোন জ্ঞান শিক্ষায় রত করা যায় না। কিন্তু শৈশবাবস্থায় বালক আহ্লাদ পূর্ব্বকই অভিনব বিষয় শিক্ষা করিতে রত হয়। ভূমিষ্ঠ হইবার পর মনুষ্য, প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরে যে পরিমাণ জ্ঞান লাভ করে যাবজ্জীবনের মধ্যে আর কোন সময়েই সে পরিমাণ করিতে পারে না। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! মানবের যে অবস্থায় যে বিষয়ের বিশেষ প্রয়োজন, তখন তাহার সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইবার জন্য জগদীশ্বর নানা প্রকার উপায় করিয়া রাখিয়াছেন।

এই রূপে আমরা মানবের শৈশবাবস্থার বিষয় যত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখি ততই সেই এক অনাদি পুরুষেরই অনন্ত জ্ঞান ও অপার শক্তি সন্দর্শন করিতে পাই।

বালকের যত দিন পর্য্যন্ত আত্ম রক্ষা ও আত্ম পোষণে শক্তি না হয় ততদিন পর্য্যন্ত মনুষ্যের মানসস্থিত স্নেহ তাহার প্রতি আপনা হইতে ধাবিত হইতে থাকে। সহায় হীন শিশু সন্তানের কষ্ট দেখিলে যে দুঃখ বোধ না করে, পৃথিবীতে প্রায় এরূপ নিষ্ঠুর লোকই দেখিতে পাওয়া যায় না। জগদীশ্বরের এমনি অনুপম কৌশল যে তিনি ক্ষুদ্র বালকের প্রতি এক কালে দ্বেষ ভাব উদয় হইবারই সম্ভাবনা রাখেন নাই। পরম শত্রু ব্যক্তির ক্ষুদ্র বালককে বিপন্নাপন্ন দেখিলেও দয়ার উদয় হয়। যাহার মন কোন প্রকার মোহ দ্বারা এক কালে বিকৃত হইয়া না যায় এবং যাহার অন্তঃকরণ হইতে দয়া এক কালে প্রস্থান না করে, সে আর কোন মতে স্তন্যপায়ী শিশুর প্রতি শত্রুতা ব্যবহার করিতে পারে না। করুণাকর জগদীশ্বর বালককে যেন এক মাত্র স্নেহের আস্পদ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। চুম্বক মণি যেমন লৌহ প্রাপ্ত হইলে আপনা হইতে তাহাকে আকর্ষণ করে, দুগ্ধ পোষ্য বালকের সুন্দর মুখ মণ্ডলও সেই রূপ নর নারির মানসস্থিত স্নেহকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। হা জগদীশ্বর! আমরা পৃথিবীর যে বিষয় যখন আলোচনা করিয়া দেখি তখনই তাহার মধ্যে কেবল তোমাকেই জাজ্বল্য বর্ত্তমান দেখিতে পাই। তুমি যদি সহায় হীন শিশু বালকের রক্ষার নিমিত্ত উল্লিখিত রূপ নানা উপায় সংস্থাপন না করিতে, তাহা হইলে কিরূপে পৃথিবীতে মনুষ্য কুল সুখেতে জীবন ধারণ করিতে পারিত। কিন্তু শৈশবাবস্থায় যখন আমাদিগের আত্ম রক্ষা ও আত্ম পোষণের কোন শক্তি ছিল না, যখন আমরা ক্ষুধাতে পীড়িত হইলেও আপনা হইতে অন্ন প্রাপ্ত হইতে পারিতাম না, পিপাসায় কাতর হইলেও তাহা নিবারণ করিতে সক্ষম হইতাম না, এবং আর আর শত শত সম্ভাবিত বিপদে আক্রান্ত হইলেও তাহা দূর করিতে শক্ত হইতাম না। যখন আমরা তোমাকেও জানিতে পারি নাই এবং তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেও শিক্ষা করি নাই, তখনও তোমার করুণা সর্ব্বদা লোকে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে প্রতিক্ষণে রক্ষা করিয়াছে, অতএব আমরা অদ্য তোমার সেই সকল করুণা স্মরণ পূর্ব্বক তোমাকে মনের সহিত নমস্কার করিতেছি।

ভূমিকম্প।

ভূমণ্ডলে যত প্রকার মহৎ মহৎ নৈসর্গিক ঘটনা ঘটিয়া থাকে, ভূমিকম্প তন্মধ্যে এক প্রধান ঘটনা। জলস্তম্ভ ও আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনা দ্বারা যে প্রকার ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ব্যাপার উৎপন্ন হয়, উক্ত ঘটনা দ্বারাও ততোধিক ভয়ঙ্কর কার্য্য ঘটিয়া থাকে। জলস্তম্ভ প্রভৃতি ঘটনার বিষয় সচরাচর সকল দেশীয় লোকের প্রত্যক্ষীভূত হয় না, কিন্তু ভূমিকম্প প্রায় পৃথিবীর কোন দেশীয় লোকেরই অবিদিত নাই। অতি পুরাকাল হইতেই পণ্ডিতগণ উহার কারণানুসন্ধান করিয়া আসিতেছেন এবং উহার যথার্থ-তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া নানা ব্যক্তি নানা প্রকার অমূলক কথার কল্পনা করিয়া গিয়াছেন ও ঐ সূত্রে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কুসংস্কারের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যক্ষবাদী তত্ত্বানুরাগী আধুনিক পণ্ডিতগণ বহু প্রকার যত্ন ও অনুসন্ধান দ্বারা ভূমিকম্পের প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন এবং পরীক্ষা মূলক প্রত্যক্ষ সিদ্ধ জ্ঞান দ্বারা তাঁহারা নানা স্থান হইতে পুরাকালের অমূলক প্রত্যয় রাশিকে অপসরিত করিয়াছেন। তাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করিয়াছেন, যে ভূমিকম্প কোন আধিদৈবিক অসম্ভব ব্যাপার নহে, উহা এক প্রকার প্রাকৃতিক ঘটনা।

যখন পৃথিবীর অভ্যন্তর স্থিত গন্ধক কি সোরার বাষ্প কোন কারণ বশতঃ প্রজ্বলিত হইয়া নির্গত হইবার পথ প্রাপ্ত না হয়, তখনি ভূমিকম্প উপস্থিত হয়। উল্লিখিত গন্ধকাদির বাষ্প বিকৃত ও উত্তপ্ত হইয়া আপনা হইতেই প্রজ্বলিত হইতে পারে, অথবা যদি পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ শূন্যময় স্থানে কোন পর্ব্বতাদি উচ্চ স্থান হইতে ক্রমাগত প্রস্তর খণ্ড সকল স্খলিত হইয়া পড়িবার সময় তাহারা পরস্পর ঘর্ষিত হয় তাহা হইলেও উক্ত প্রকার বাষ্প জ্বলিয়া উঠে। ভূগর্ভ মধ্যে উল্লিখিত প্রকারে অগ্নি উৎপন্ন হইলে পর উক্ত অগ্নি নির্গত হইবার জন্য চতুর্দ্দিকে তেজ করিতে থাকে এবং কোন দিকে পথ প্রাপ্ত না হইলে উহা সেই স্থানের মৃত্তিকা ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থান করে এবং তদ্দ্বারা আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত উৎপন্ন হয়। যদি পূর্ব্বোক্ত অগ্নি উৎপাদক ধাতু দ্রব্যাদির পরিমাণ অল্প হয় তাহা হইলে আর তদ্দ্বারা আগ্নেয় গিরির সৃষ্টি না হইয়া ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়। পৃথিবীর অভ্যন্তর দেশে অগ্নির উৎপত্তি হইলে তথাকার বায়ু সমধিক বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং সে স্থানে স্থান প্রাপ্ত না হইয়া নির্গমন করিবার পথ অন্বেষণ করাতে, কখন কখন ভূকম্পের উৎপত্তি হয়। যে সকল দাহ্য পদার্থ আপনার তেজে বিদীর্ণ হইতে পারে, তাহাদিগের দহন ক্রিয়া দ্বারা সমধিক বহু বাষ্পের উৎপত্তি হয় এবং উক্ত বাষ্পাদি সহজেই বিস্তৃত হইতে থাকে। ঐ বায়ু কোন পর্ব্বত গহ্বর প্রভৃতি সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ হইলে তাহা নির্গত হইবার জন্য বিলক্ষণ তেজ প্রকাশ করে এবং তাহা ঊর্দ্ধাভিমুখে গতি না করিয়া পৃথিবীর স্তরে স্তরে শূন্য স্থান দিয়া গমন করিতে থাকে। যে যে স্থান দিয়া ঐ বাষ্পাদি গমন করে সেই সেই স্থানে ভূমিকম্প হয়। উল্লিখিত বাষ্পাদির পরিমাণ যত অধিক হয় এবং উহা চলিবার সময় যে পরিমাণে বাধা পায়, সেই পরিমাণে ভূমিকম্পেরও তেজ বৃদ্ধি হয়। উক্ত প্রকার বাষ্পাদি চলিতে চলিতে যতক্ষণ কোন সমুদ্রে পতিত হইয়া না সমধিক রূপে বিস্তৃত হইয়া এক কালে তেজ শূন্য না হয়, ততক্ষণ তদ্দ্বারা ভূমিকম্প হইতে থাকে। এক্ষণে ইহা এক প্রকার নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে জল এবং অগ্নির তেজেতেই ভূমিকম্প হইয়া থাকে। ভূ অভ্যন্তরে যখন সমধিক উত্তাপ জন্মাইলে তত্রস্থ সঞ্চিত জল বাষ্প রূপে পরিণত হয়, তখনই যে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়, তাহাতে আর সংশয় নাই। যে সমস্ত আগ্নেয় গিরি সততই অগ্নি উদ্গীরণ করে এবং যাহা হইতে সর্ব্বদাই ভূতল নিহিত গন্ধকাদি ধাতু দ্রব্য উৎক্ষিপ্ত হয়, সেই সমস্ত পর্ব্বত অভ্যন্তরে সমধিক বাষ্পের উৎপত্তি হয় এবং

সেই সমস্ত পর্ব্বত সন্নিহিত স্থানেই সতত ভূকম্প উপস্থিত হয়। পণ্ডিত গণ স্থির করিয়াছেন আগ্নেয় গিরি ও ভূমিকম্প এক কারণ হইতেই উৎপন্ন হয়।

ভূমিকম্প দ্বারা যে অবনীমণ্ডলে কত কত ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে এবং উহা দ্বারা যে পৃথিবীর কত স্থানের কত প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা সংখ্যা করিয়া স্থির করা অসাধ্য। ভূমিকম্প দ্বারা কত উৎকৃষ্ট নগর রসাতলগত হইয়াছে, কত দূর প্রসারিত নিবিড়ারণ্য তৃণ শূন্য মরু ক্ষেত্র হইয়াছে, কত গভীর খাত নিখাত উচ্চ পর্ব্বতের শিখর হইয়া শোভিত হইয়াছে এবং কত উচ্চ পর্ব্বতের শিখর দেশ গভীর সাগরের গর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। ভূমিকম্প দ্বারা কত প্রবাহিত প্রশস্ত নদী শুষ্ক হইয়া যায় এবং জল শূন্য শুষ্ক ভূমিতে স্রোতস্বতী নদীর সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর পুরাবৃত্ত ও ভ্রমণকারী দিগের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠ দ্বারা ভূকম্প সংক্রান্ত যে সমস্ত অসাধারণ ঘটনার বিষয় অবগত হওয়া যায়, তাহা অতি অদ্ভুত।

ভূমিকম্প কখন কখন অতি সামান্য রূপেই শেষ হইয়া যায়, কিন্তু কোন কোন সময় অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এক কালে বহুতর গ্রাম নগর ও দ্বীপ উপদ্বীপকে কম্পিত করিতে থাকে। কোন কোন ভূমিকম্প দ্বারা পৃথিবীর এক এক খণ্ড আন্দোলিত হইয়া উঠে এবং শত শত যোজন ব্যবহিত নগর ও গ্রামের গৃহ প্রাসাদ ও অট্টালিকা প্রভৃতি ধরাশায়ী হয়।

১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে যে ঘোরতর ভূমিকম্প উপস্থিত হইয়া পোর্টুগাল দেশীয় সুবিখ্যাত লিসবন নামক নগরকে উচ্ছিন্ন করে, প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখকেরা যে ভূকম্পের বৃত্তান্ত সবিশেষ লিপি বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং সুবিখ্যাত ইমানিউএল কেন্ট সাহেব যাহার সমুদায় বৃত্তান্ত তদন্ত করিয়া দেখেন, উক্ত ভূমিকম্প দ্বারা ইউরোপের উত্তরাংশবর্ত্তী সুইডেন নামক দেশ পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়াছিল এবং উক্ত ভূমিকম্প দ্বারা বল্‌ট্রীক সাগরের তীরস্থ কোন কোন প্রশস্ত জলাশয়ের জলও আন্দোলিত হয়। পণ্ডিত গণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে প্রায় শত সহস্র যোজন স্থান ব্যাপিয়া উল্লিখিত ভূমিকম্পের তেজ ব্যাপ্ত হয়। উল্লিখিত ভূমিকম্প বড় দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই, উহা পাঁচ মিনিট কাল স্থির ছিল কিন্তু তদ্দ্বারাই অসংখ্য প্রাণী প্রাণ ত্যাগ করে এবং অসংখ্য অট্টালিকা ধরাশায়ী হয়। উক্ত ভূমিকম্প দ্বারা টপলিজ নামক স্থানের উষ্ণ প্রস্রবণ এক কালে শুষ্ক হইয়া যায় এবং উহার জল লোহিত বর্ণে বর্ণিত হয়, উক্ত ভূকম্প দ্বারা কত কত দূরস্থ নদীর স্রোত রুদ্ধ হয়। উহাদ্বারা কেডিজ নামক স্থানে সাগরের জল উচ্ছলিত হইয়া ছিল এবং উক্ত জল মসীর ন্যায় কৃষ্ণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ছিল। লিসবন নগরের উল্লিখিত ভূমিকম্প দ্বারা যে সকল ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা এস্থলে বর্ণন করিয়া শেষ করা অসাধ্য।

ভূমিকম্প নানা দেশে নানা সময় নানা প্রকার গতিতে প্রকাশ পায়। কোন কোন ভূমিকম্পের গতি মধ্যে মধ্যে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং কোন কোন ভূকম্প দ্বারা পৃথিবীস্থ মৃত্তিকা চক্রাকারে ঘূর্ণিত হয়। পণ্ডিত গণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, কোন কোন ভূমিকম্প প্রথমতঃ যে স্থান হইতে উদ্ভব হয়, উহা তৎ সন্নিহিত ও সম্মুখবর্ত্তী স্থানকে অতিক্রম করিয়া স্থানান্তরকে অধিক কম্পিত করে।* এস্থানিং মধ্যে এ প্রকার ভূকম্পের অনেক নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। ভূমিকম্পের এই রূপ অদ্ভুত গতি বিদ্যমান থাকাতে পূর্ব্ব কালীন লোকের নিকট কোন কোন দেশের কোন কোন স্থান ভূমিকম্প-শূন্য দৈবস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ভূমিকম্পের চক্রাকার গতি অতি অসাধারণ ব্যাপার এবং উহাদ্বারা অতি অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন হয়। উক্ত প্রকার গতি দ্বারা গৃহাদির ভিত্তি পতিত হইবার পরিবর্ত্তে সর্পের ন্যায় কুণ্ডলাকারে জড়িত হইতে দেখা গিয়াছে এবং সরল বৃক্ষ শ্রেণী সকল চক্রাকারে পরি-

* Humboldt's Cosmos, vol. 1st, p. 190.

গত হইয়াছে। উহাদ্বারা এক ক্ষেত্রের বৃক্ষাদি ক্ষেত্রান্তরে উপনীত হইয়াছে এবং এক ভূমির মৃত্তিকা অন্য ভূমিতে গমন করিয়াছে। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রাইওবাম্বা নামক স্থানে যে ভূমিকম্প উপস্থিত হইয়াছিল, উক্ত ভূকম্প দ্বারা তৃণ শূন্য প্রান্তর সকল নানা প্রকার বৃক্ষাদি দ্বারা পরিপুরিত হয়। প্রসিদ্ধপণ্ডিত হমবোলট সাহেব ব্যক্ত করেন যে যৎ কালে তিনি উল্লিখিত রাইওবাম্বা নগরের প্রতিরূপ প্রস্তুত করেন, তৎ কালে এক ব্যক্তি তাঁহাকে ভূকম্প দ্বারা এক স্থানের দ্রব্য স্থানান্তরে উপনীত হইবার এক চমৎকার নিদর্শন প্রদর্শন করে। উক্ত নগরের মধ্যে কোন স্থানের মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে মৃত্তিকাসাৎ এক ভগ্ন অট্টালিকার মধ্য হইতে আর এক ভবনের বহু বিধ গৃহসজ্জাদি প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং উক্ত গৃহসজ্জাদির আধিপত্য লইয়া দুই ব্যক্তিতে বিষম বিবাদ উপস্থিত হয়। এবং ঐ বিবাদ নিষ্পত্তি করণার্থে উহারা উভয় পক্ষে বিচার পতির নিকট অভিযোগ করে। ভূমিকম্প দ্বারা যে এক স্থানের বস্তু স্থানান্তরে উপস্থিত হইতে পারে তাহার এ প্রকার অসাধারণ উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া অতি কঠিন।

ভূতত্ত্ববিৎ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হামবোলট সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে যখন ঘোরতর ভূকম্পন দ্বারা পৃথিবীর স্তর সকল আন্দোলিত ও স্থানান্তরিত হইয়া এক স্তর অন্য স্তরে প্রবেশ করে, তখনই এক স্থানের বস্তু স্থানান্তরে উপনীত হইতে পারে। উল্লিখিত রাইওবাম্বা নগরের যে স্থানে এক ভবনের মধ্য হইতে ভবনান্তরের দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, উক্ত স্থানের শ্লথ মৃত্তিকা সকল ভূকম্পন দ্বারা জল প্রবাহের ন্যায় প্রবাহিত হইয়া বারম্বার উপর্য্যধোভাবে গতি করাতে উক্ত প্রকার অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল সন্দেহ নাই।

কখন কখন ভূমিকম্পের পূর্ব্বে এবং পরে অথবা ভূকম্পের সময়েতেই এক প্রকার শব্দ হইয়া থাকে। উক্ত শব্দও ভূঅভ্যন্তরস্থ বায়ু এবং বাষ্পাদি হইতে উৎপন্ন হয়। যে সময় পূর্ব্বোক্ত বাষ্পাদি আপনার তেজে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে আরম্ভ করে, তখন যে কেবল তদুপরিস্থিত মৃত্তিকা কম্পিতই হয় এমত নহে, তদ্দ্বারা বিকট শব্দেরও উৎপত্তি হয়। উক্ত বাষ্পাদি প্রবল বেগে চলিবার উপক্রম করিলেই শব্দ হইতে থাকে, এজন্য কখন কখন ভূকম্পন উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেও শব্দ শুনা যায় এবং ভূগর্ভস্থ বাষ্পাদির গমনের তেজে অগ্রে মৃত্তিকা কম্পিত হইয়া পরে তাহার শব্দ চলিয়া আইসে বলিয়া কখন কখন কম্পনের কিছু পরেও শব্দ শ্রুত হয়। ভূমিকম্প ব্যতিরেকেও কোন কোন সময় পৃথিবীর অভ্যন্তর দেশ হইতে মেঘ গর্জনের ন্যায় এক প্রকার শব্দ শুনা যায়। তাহার কারণ এই যে যখন অতি দূরে শব্দ সহকারে প্রবল ভূকম্পন উপস্থিত হয়, তখন কেবল তাহার শব্দ মাত্র শুনিতে পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা কম্পনের অনুভব হয় না। দৃঢ় মৃত্তিকা দিয়া শব্দ অধিক তেজে সঞ্চালিত হইতে পারে এই জন্য পৃথিবীর অভ্যন্তর দেশস্থিত শব্দ অতি দূর হইতেও শুনা যায়*। কম্পন ব্যতিরেকে যে পৃথিবীর মধ্যে ঘোরতর শব্দ হয় অনেকানেক স্থান হইতে তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মেক্সিকান নামক নগরে একদা এই বিষয়ের এক চমৎকার ঘটনা ঘটিয়াছিল। উক্ত নগরের নিম্নে মৃত্তিকার মধ্যে উপর্য্যুপরি তিন দিন বজ্র ধ্বনির ন্যায় ঘোরতর শব্দ হইয়াছিল কিন্তু কিছু মাত্র কম্পন হয় নাই।

ভূমিকম্প কখন কখন দীর্ঘকালও স্থায়ী হয়। আমেরিকা খণ্ডের অন্তঃপাতী নিউ মেডরিড নামক স্থানে একদা ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের সমস্ত শীত ঋতু ব্যাপিয়া ভূমিকম্প হয়। যে স্থানে ঐ প্রকার দীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া ভূমিকম্প হয়, সে স্থানে কোন অভিনব আগ্নেয় গিরি উৎপন্ন হইবার নিতান্ত সম্ভাবনা। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে জোরলো নামক এক পর্ব্বত ঐ প্রকার তিন মাস ক্রমাগত ভূমিকম্পের পর সহসা ১১২২ হাত ঊর্দ্ধে

---

* Humboldt's Cosmos, vol. 1st, p. 204.

উচ্চ হইয়া উঠে এবং ভয়ঙ্কর অগ্নি উদ্গীরণ করে। পণ্ডিতেরা হামবোল্ট সাহেব এই কথা কহেন, যে আমরা যদি প্রত্যহ পৃথিবীর সর্ব্বত্রের দৈনিক ঘটনা অবগত হইতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয় দেখিতে পাই, যে প্রতি দিনই কোন না কোন স্থানে ভূকম্পন হইতেছে, ভূমণ্ডল প্রায় অকম্পিত ভাবে থাকে না।

ভূমিকম্পের সময় কখন কখন মৃত্তিকাতে ছিদ্র হয় এবং সেই ছিদ্র দিয়া নানা প্রকার খনিজ ধাতু ও বাষ্পাদি নানা বিধ বিচিত্র পদার্থ উত্থিত হয়। লিসবন নগরের প্রসিদ্ধ ভূমিকম্পের সময় তথায় স্থানে স্থানে মৃত্তিকাতে ছিদ্র হইয়া অগ্নির শিখা ও ধূম সমুদায় উত্থিত হইয়া ছিল। কখন কখন কোন স্থানের মধ্য দিয়া প্রস্তর খণ্ড সকল উৎক্ষিপ্ত হইয়া রাশীকৃত হয়। আগ্নেয়গিরি সমূহের উষ্ণ প্রধান স্থানে কোন কোন সময় ভূমিকম্পের কালে বৃষ্টি হইয়া থাকে। ভূমিকম্প দ্বারা এই রূপ নানা বিধ অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া থাকে, কিন্তু সে সমস্ত ঘটনার কারণ অদ্যাপি সর্ব্ব বাদিসিদ্ধ হইয়া নিঃসংশয়ে নির্দিষ্ট হয় নাই। এক্ষণে এইমাত্র স্থির হইয়াছে, যে ভূমধ্যস্থ অগ্নি জল প্রভৃতি কতিপয় ভৌতিক পদার্থ দ্বারাই ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়।

মহাভারত।

আদিপর্ব্ব।

৬৮ অধ্যায়——সম্ভবপর্ব্ব।

শকুন্তলোপাখ্যান।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! দেব দানব রাক্ষস দিগের এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা গণের অংশাবতরণ সম্যক্ রূপে শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে আদি হইতে কুরুদিগের বংশবিস্তার পুনর্ব্বার শুনিতে বাসনা করি, আপনি এই বিপ্রর্ষি দিগের নিকটে তাহা ব্যক্ত করুণ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরত কুলপ্রদীপ! পৌরবদিগের আদি পুরুষ, সমাগরা পৃথিবীর অধিপতি দুষ্মন্ত নামে বীর্য্যবান্ রাজা ছিলেন। যে নরাধিপ দুষ্মন্ত এক কালীন সমুদ্রাবৃত পৃথিবীর সমুদায় চারি খণ্ডের আধিপত্য করিতেন। যিনি যবন প্রভৃতি ও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চাতুর্ব্বর্ণ্য জন সমাকীর্ণ সমুদ্রান্ত সমুদায় সাম্রাজ্য উপভোগ করিতেন। তাঁহার অধিকার কালে বর্ণ সঙ্কর বা পরদাররত কিম্বা কোন প্রকার পাপাসক্ত লোক ছিল না। হে নরশ্রেষ্ঠ! তাঁহার শাসন কালে ধর্ম্মযাজকেরা উপযুক্ত সম্মান প্রাপ্ত হইত এবং চৌর ভয় বা ব্যাধিভয় কিম্বা জীবিকা নির্ব্বাহের কোন অসদুপায় কিছুই ছিল না। তাঁহাকে আশ্রয় করত নিস্পৃহ হইয়া অকুতোভয়ে সকলে দৈব কর্ম্ম ও স্বধর্ম্ম সম্পাদন করিত এবং পর্য্যন্য যথাকালে বারি বর্ষণ করিত, তাহাতে শস্য সকল রসশালী ও পৃথিবী সর্ব্বরত্ন সম্পন্না শস্যবতী হইত। তৎকালে ব্রাহ্মণেরা স্বধর্ম্ম নিরত এবং অনৃত ব্যবহারে পরাঙ্মুখ ছিলেন। সেই অদ্ভুত বীর্য্যশালী বজ্র হস্ত যুবা দুষ্মন্ত সকানন মন্দর পর্ব্বত হস্তে উত্তোলন করিয়া বহন করিতেন। তিনি চতুষ্পথের গদা যুদ্ধে ও সর্ব্ব প্রকার অস্ত্র সংগ্রামে এবং হস্তি অশ্বাদি আরোহণ বিষয়ে অত্যন্ত পটু ছিলেন। তিনি বলে বিষ্ণু সদৃশ, প্রতাপে সূর্য্যতুল্য, গাম্ভীর্য্যে সমুদ্র সম এবং সহিষ্ণুতায় পৃথিবীর ন্যায় ছিলেন। সর্ব্বত্র বিখ্যাত, প্রজারঞ্জক, সেই দুষ্মন্ত মহীপাল ধর্ম্মানুগত ভাব দ্বারা সমস্ত লোকের প্রমোদ জন্মাইতেন।

৬৯ অধ্যায়

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তত্ত্বজ্ঞ! মহামতি ভরতের উৎপত্তি ও চরিত, শকুন্তলার জন্ম বৃত্তান্ত এবং বীরশ্রেষ্ঠ দুষ্মন্তের যে প্রকারে শকুন্তলা প্রাপ্তি হয়, এই সকল বিষয় আমি যথানুরূপ শুনিতে বাঞ্ছা করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, একদা মহাবাহু দুষ্মন্ত শতশত বহু হস্তীতে পরিবৃত প্রাস তোমর খড়্গ শক্তি গদা মুষল পাণি চতুরঙ্গ বল সমভিব্যাহারে লইয়া মৃগয়ার্থ গহন বনে

যাত্রা করেন। তাঁহার গমন কালে সৈনাদিগের সিংহনাদ, শঙ্খ ও দুন্দুভিধ্বনি, রথ চক্র শব্দ, হস্তি বৃংহিত, নানা প্রকার অস্ত্র শব্দ, এবং অশ্ব হেষিত দ্বারা এক তুমুল কলকল ধ্বনি উপস্থিত হইল। নগরীয় বনিতা গণ প্রাসাদ শৃঙ্গে দণ্ডায়মানা হইয়া রাজ শোভা সন্দর্শন করত নানা প্রকার প্রশংসার সহিত সম্মুখে পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিল এবং বিপ্রগণ অগ্রে অগ্রে ধাবিত হইয়া বিবিধ প্রকারে স্তব করিতে লাগিলেন। মত্ত বারণের ন্যায় পরাক্রমশালী ও ইন্দ্র সম বীর্য্যবান্ সেই দুষ্মন্তের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বর্ণ সকল গমন করিতে লাগিল এবং কিয়দ্দূর গমন পূর্ব্বক রাজার অনুমতি লইয়া আশীর্ব্বাদ করত ক্রমে ক্রমে সকলেই নিবৃত্ত হইল। সুবর্ণ প্রভ রথারোহী রাজা দুষ্মন্ত ক্রমশ বন মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। বন প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন, বিল্ব অর্ক খদিরে আকীর্ণ, কপিত্থ ধবসঙ্কুল, এবং পর্ব্বত হইতে পতিত বৃহৎ বৃহৎ পাষাণ খণ্ড দ্বারা চতুর্দ্দিক্ সমাবৃত রহিয়াছে। অনেক যোজন পর্য্যন্ত আয়ত অথচ তাহার মধ্যে জল নাই এবং মনুষ্যের সমাগমও নাই। বল বাহনাবৃত রাজা দুষ্মন্ত বিবিধ মৃগের প্রাণ বধ করত মৃগ সিংহ ও অন্যান্য ভয়ানক বনচরে আবৃত সেই বনকে এক কালে আলোড়িত করিয়া ফেলিলেন। দূরস্থ পশুগণকে বাণ দ্বারা এবং নিকটস্থকে খড়্গ দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ভূমিশায়ী করিলেন। শক্তিমান্ দুষ্মন্ত শক্তি অস্ত্র দ্বারা কত গুলি পশু বিনষ্ট করত গদা তোমর মুষলাদির আঘাতে অন্য মৃগ পক্ষী বধ করিতে করিতে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অদ্ভুত বীর্য্যশালী রাজা ও সমরপ্রিয় যোদ্ধাগণ কর্ত্তৃক আলোড়িত অরণ্য পরিত্যাগ করিয়া মৃগযূথ সকল ভয়ে চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন করত শুষ্ক হৃদয়ে জলাভাবে হতচেতন হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইতে লাগিল। যোদ্ধারা দাবাগ্নি উৎপাদন করিয়া ঐ সকল পশুর মাংস দগ্ধ করত ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। বলবান্ মত্ত হস্তি যূথ সকল অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া ভয়েতে করাগ্র সঙ্কোচ করত বেগে পলায়ন করিতে লাগিল। কোন কোন গজ এ বরাঙ্গ মুখ শোণিতাক্ত কলেবরে শকৃন্মূত্র পরিত্যাগ করিতে করিতে গমন করত শতশত মনুষ্যের প্রাণ নাশ করিতে লাগিল। এই রূপে রাজা দুষ্মন্ত বল দ্বারা সেই বন ছিন্ন ভিন্ন করত এক কালে পশুশূন্য করিয়া ফেলিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম

দ্বিতীয়খণ্ড

দশম অধ্যায়।

যিনি ভক্ষ্য ভোজ্য এবং বিভবাদি দ্বারা অন্যের সহিত সমে ভোজন করেন এবং দানশীল, তেজস্বী, প্রজ্ঞাবান্ ও শান্তিসম্পন্ন হয়েন, তিনি পরম আনন্দ সম্ভোগ করেন।

দাতা আপনার শ্রদ্ধা অনুসারে এবং পাত্রের যোগ্যতা অনুসারে দান ক্রিয়ার অল্প বা বহু ফল লোকান্তরে ভোগ্য হয়।

হে তাত! ভূমণ্ডলে দান অপেক্ষা দুষ্কর কর্ম্ম আর কিছুই নাই, যেহেতু অর্থেতেই লোকের মহতী তৃষ্ণা, এবং সেই অর্থ অতি দুঃখেতে লাভ হয়।

অন্যায়োপার্জ্জিত ধন দ্বারা যে দান ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সেই দাতাকে পাপ জনিত মহদ্ভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে না।

ন্যায়োপার্জ্জিত ধন দ্বারা জীবন রক্ষা করিবেক। অন্যায় আচরণ করিয়া যে জীবিকা লাভ করে, সে সর্ব্ব ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হয়।

যথাশক্তি সতত অন্ন দান করিবেক, তিতিক্ষা করিবেক, ও নিত্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেক, এবং সর্ব্বদা সর্ব্ব প্রাণিতে যথোচিত সমাদর করিবেক।

রোগীকে শয্যা, শ্রান্তকে আসন, তৃষ্ণার্ত্তকে পানীয়, এবং ক্ষুধিতকে ভোজ্য বস্তু প্রদান করিবেক।

অন্নদাতা সর্ব্ব বস্তুতে সুতৃপ্ত হইয়া সুখ

দান করেন। ভূমি দানের পর আর নাই; বিদ্যা দান তদপেক্ষাও উৎকৃষ্ট।

শীত [illegible] প্রভৃতি রূপ পাত্রদিগকে ঔষধ, শয্যা, আহার, রক্ষণীয় স্নেহ দ্রব্য, ও ভূমি, এই সকল দান এবং অন্য অন্য দানও দিবেক।

যে ধনসক্ষম ব্যক্তি দুঃখজীবী স্ত্রী পুত্র স্বজনকে অবহেলা করিয়া পরজনকে দান করে, তাহার সে দান কিন্তু ধর্ম্মের প্রতিরূপ মাত্র, বাস্তব সে ধর্ম্ম নহে; তাহা আপাততঃ মধু সমান সুস্বাদু হয় বটে, কিন্তু পরিণামে তাহার গরল সমান আস্বাদ হয়।

দশম অধ্যায়

জ্ঞান দ্বারা মানসিক দুঃখ এবং ঔষধ দ্বারা শারীরিক দুঃখ হনন করিবেক। কৃতবুদ্ধি ব্যক্তিরা পরম গতিকে প্রতীতি করিয়া পুনঃ শোক করেন না।

অভিমান পরিত্যাগ করিয়া প্রিয় হইবেক, ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া শোচনা শূন্য হইবেক, কামনা পরিত্যাগ করিয়া অর্থবান্ হইবেক, লোভ পরিত্যাগ করিয়া সুখী হইবেক।

ক্রোধ অতি দুর্জয় শত্রু, লোভ অনন্ত ব্যাধি। যিনি সর্ব্বভূতের হিতৈষী তিনি সাধু, আর যে নির্দ্দয় সেই অসাধু বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

যিনি ইন্দ্রিয় ও মনঃ সংযম করিয়াছেন, তিনি আর আপদবস্থার ক্লেশ প্রাপ্ত হয়েন না। শান্তচিত্ত ব্যক্তি পর-শ্রী দেখিয়া কখন কাতর হয়েন না।

অন্যের ধনে, রূপে, বীর্য্যে, কুলে, সম্মানে, সুখে, সৌভাগ্যে, সৎক্রিয়াতে যে ব্যক্তি ঈর্ষ্যা করে, তাহার ব্যাধির আর অন্ত নাই।

মিত্রদ্রোহী, দুষ্টস্বভাব, নাস্তিক, ক্রূর, শঠ, এবং গুণবানের যে দ্বেষী, তাহাকে পণ্ডিতেরা নরাধম করিয়া বলিয়াছেন।

যে ব্যক্তি কার্য্যকে অকার্য্য এবং অকার্য্যকে কার্য্য রূপে জ্ঞান করে, সে ইন্দ্রিয় সংযমশূন্য বালক স্বরূপ। সে অত্যন্ত দুঃখকে সুখ বোধ করে।

একাদশ অধ্যায়

ধৈর্য্য, ক্ষমা, মনঃসংযম, অচৌর্য্য, দেহ ও অন্তর শুদ্ধি, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, শাস্ত্র জ্ঞান, ব্রহ্মবিদ্যা, সত্যকথন ও অক্রোধ; ধর্ম্মের এই দশ প্রকার লক্ষণ।

শ্রীবিশিষ্ট ব্যক্তি পাপের দ্বেষ করেন, তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি হয়; শ্রী নষ্ট হইলে ধর্ম্মে বাধা জন্মে, এবং ধর্ম্ম হানি হইলে শ্রীভ্রংশ হয়।

যিনি অসূয়া-শূন্য ও কৃতজ্ঞ হয়েন এবং শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি সুখ, ধর্ম্ম, অর্থ ও স্বর্গ লাভ করেন।

সকল লোকই দণ্ড দ্বারা শাসিত হয়; শুদ্ধ-চরিত্র মনুষ্য অতি দুর্লভ। দণ্ড ভয়েই সকল ভুবন প্রতিপালিত হইতেছে।

অন্যায় দণ্ড করিলে ইহলোকে যশ ও কীর্ত্তি নাশ হয়, এবং পরলোকে স্বর্গ হানি হয়; অতএব তাহা পরিত্যাগ করিবেক।

ক্ষমা দ্বারা লোক বশীভূত হয়, ক্ষমা পরম ধন; ক্ষমা অশক্তদিগের গুণ, শক্তদিগের ভূষণ।

শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি যেমন আপনাকে তদ্রূপ পরকে দেখিবেন, কারণ আত্মপর সকলেতেই সুখ দুঃখ সমান।

যিনি পরস্ত্রীদিগকে মাতৃবৎ, পরদ্রব্য সমূহকে লোষ্ট্রবৎ ও সর্ব্ব প্রাণিকে আত্মবৎ দেখেন, তিনিই যথার্থ দেখেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

অন্যের পরিবাদ দিয়া সাধু ব্যক্তি যেমন সন্তপ্ত হয়েন, দুর্জ্জন ব্যক্তি তদ্রূপ অন্যের পরিবাদ দিয়া তুষ্ট হয়।

যিনি বিপৎকালে ব্যথিত হয়েন না, যিনি কর্ম্ম দক্ষ, সদা উদ্যোগী, প্রমাদ রহিত ও বিনীত-স্বভাব, তিনি সর্ব্বদা কুশল দর্শন করেন।

অবিনয় দোষে অশ্বরথাদি বহু পরিচ্ছদ বিশিষ্ট অনেক রাজাও নষ্ট হইয়াছেন। অনেকে বনবাসি হইয়াও বিনয় গুণে রাজ্য লাভ করিয়াছেন।

যে কর্ম্ম করিলে আত্মতুষ্টি লাভ হয়,

তাহা অতি যত্ন পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিবেক; তদ্বিপরীত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেক।

মনুষ্য স্বসাধ্যমত কোন ধর্ম্ম-কার্য্য সাধনে যত্ন করিয়াও যদি কৃতকার্য্য না হয়েন; তথাপি তিনি তজ্জন্য পুণ্য লাভ করেন; ইহাতে আমার সংশয় নাই।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সারথি যেমন অশ্ব সকলের সংযম করেন, তদ্রূপ অপহরণশীল বিষয়ে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয় সকলের সংযমে জ্ঞানি ব্যক্তি যত্ন করিবেন।

মন যদি স্বেচ্ছাচারি ইন্দ্রিয় সকলের অনুগামি হয়, তবে বায়ু যেমন নৌকাকে জলেতে মগ্ন করে, ঐ মনও তদ্রূপ পুরুষের বুদ্ধিকে নষ্ট করে।

কাম্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা কামনার কখন নিবৃত্তি হয় না, প্রত্যুত ঘৃত প্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় আরও বৃদ্ধিই হইতে থাকে।

সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যদি [illegible] ইন্দ্রিয়ের স্খলন হয়, তবে তাহাতেই লোকের বুদ্ধি ভ্রংশ হয়; যেমন চর্ম্মময় পাত্রের এক মাত্র ছিদ্র দ্বারা সমুদয় জল নিঃসৃত হইয়া যায়।

যেমন জ্ঞান অবলম্বন দ্বারা বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয় সকলকে নিত্য বশে রাখা যায়, নিতান্ত ভোগ পরিত্যাগ দ্বারা সেরূপ পারা যায় না।

এসংসারে কাম ক্রোধের বশীভূত ব্যক্তি অবিদ্বান্ হউক বা বিদ্বানই হউক, কামিনী গণ তাহাকে বিপথ-গামি করিতে সমর্থ হয়।

যাহাতে শরীর ক্ষীণ না হয়, এমত উপায় দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত করিয়া সর্ব্বার্থ সাধন করিবেক।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

যখন মনুষ্য কোন প্রাণির প্রতি কর্ম্ম, কি মন, কি বাক্য দ্বারা কদাপি পাপাচরণ না করেন, তখন তিনি ব্রহ্ম লাভ করেন।

মনুষ্য পুণ্য কর্ম্ম করিলে পবিত্র কীর্ত্তি লাভ করেন এবং পুণ্য লোকে গমন করেন, পুণ্য জীবের প্রাণ ধারণ করেন, পুণ্য প্রাণদাতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

যে ব্যক্তি অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া পাপ চিন্তা করে, পাপ আলাপ করে, পাপ অনুষ্ঠান করে, তাহার সমুদায় সকল নষ্ট হয়।

যাঁহারা মন, বাক্য, ও কর্ম্ম ও বুদ্ধি দ্বারা পাপাচরণ না করেন, সেই মহাত্মারাই তপস্যা করেন; যাঁহারা শরীর শোষণ করেন, তাঁহারা তপস্যা করেন না।

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ধর্ম্মেতে [illegible] এবং ধর্ম্ম পথে জীবিকা লাভ করেন। [illegible] সেই মনুষ্য ধর্ম্মাত্মা হয় এবং [illegible] প্রসাদ লাভ করে।

যাঁহার আত্মা পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে, এবং শুভকার্য্যে রত হইয়াছে, তিনি জানেন যে কি স্বভাব [illegible] কি [illegible] বিরুদ্ধ।

যে মনুষ্য জ্ঞান [illegible] লাভ করিয়াছেন, তিনি অন্য ইহলোকে [illegible] [illegible] হয়েন না। তিনি স্বেচ্ছানুসারে বাক্য [illegible] করেন কিন্তু সত্য পরিত্যাগ করেন না।

পুণ্যাত্মা ব্যক্তি পাপ হইতে নিবারিত হইলেও [illegible] ইচ্ছা করে। ধর্ম্মশীল ব্যক্তিকে পাপ কার্য্যে প্রবৃত্তি দিলেও তিনি কল্যাণ ইচ্ছা করেন।

যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে অতিক্রম করে, ধর্ম্ম তাহাকে নষ্ট করেন, আর যিনি ধর্ম্মকে রক্ষা করেন, ধর্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করেন, অতএব ধর্ম্মকে নষ্ট করিবেক না, ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া আমারদিগকে নষ্ট না করেন।

ধর্ম্ম কেবল একই মিত্র, যিনি মরণ কালেও অনুগামী হয়েন, আর সমুদায়ই শরীরের সহিত বিনাশ পায়।

ধর্ম্ম নাই মনে করিয়া যাহারা [illegible] ব্যক্তিদিগকে উপহাস করে, এবং [illegible] পরীক্ষা করে, তাহারা [illegible] [illegible] পায়।

অপমানিত ব্যক্তি সুখে নিদ্রা যায়, সুখেতে জাগ্রত হয় এবং সুখেতে লোক যাত্রা নির্ব্বাহ করে, কিন্তু যে অপমান করে সে বিনাশ পায়।

মনুষ্য পাপাচরণ করিলে অপকীর্ত্তি প্রাপ্ত হয় এবং অশুভ ফল ভোগ করে, পুণ্যানুষ্ঠান করিলে সৎকীর্ত্তি প্রাপ্ত হয় এবং অত্যন্ত শুভ ফল ভোগ করে।

[illegible] প্রতিজ্ঞ হইয়া পাপ করি-[illegible] পুনঃ পুনঃ পাপ করিলে বুদ্ধি [illegible]

পঞ্চদশ অধ্যায়

যিনি [illegible] কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, [illegible] নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন এবং [illegible] আস্তিক হয়েন, তাঁহার এই [illegible] লক্ষণ।

সত্যই এক [illegible], সত্যই এক উত্তম শান্তি, বিদ্যাই এক পরম তৃপ্তি, এবং অহিংসাই [illegible] সুখের কারণ।

মানসিক, বাচনিক, এবং শারীরিক এই তিন প্রকার কর্ম্মেই [illegible] শুভাশুভ ফল [illegible]। [illegible] উত্তম, মধ্যম, অধম, [illegible] কর্ম্ম [illegible] হয়।

[illegible] আলোচনা, [illegible] পরকালেতে [illegible], এই [illegible] মানসিক কুকর্ম্ম।

[illegible], [illegible] অসম্বদ্ধ প্রলাপ বাক্য; এই [illegible] বাচনিক কুকর্ম্ম।

[illegible] প্রাণি হিংসা, পর-[illegible] শারীরিক কু-কর্ম্ম।

[illegible] এই [illegible] দমন করিয়া এবং কাম ক্রোধকে সংযম করিয়া মনুষ্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন।

পাপ করিয়া [illegible] সন্তাপ করিলে সেই পাপ হইতে সে মুক্ত হয়। এমন কর্ম্ম আর করিব না এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে সে পবিত্র হয়।

ষোড়শ অধ্যায়

যে মনুষ্য অধার্ম্মিক, ও মিথ্যা কথন যাহার ধন লাভের উপায় এবং যে ব্যক্তি সর্ব্বদা পরহিংসায় রত, সে ব্যক্তি ইহ লোকে সুখ প্রাপ্ত হয় না।

ধর্ম্মপথে থাকিয়া নিতান্ত অবসন্ন হইলেও অধার্ম্মিক পাপিদিগের আশু বিপর্য্যয় দৃষ্টে অধর্ম্মে মনোনিবেশ করিবেক না।

অধর্ম্ম দ্বারা আপাততঃ বর্দ্ধিত হয় ও কুশল লাভ করে, এবং শত্রু জয় করে; পরে সমূলে বিনাশ পায়।

কোন প্রাণিকে পীড়া না দিয়া পরলোকে সাহায্য লাভার্থে, পুত্তিকেরা যেরূপ বল্মীক প্রস্তুত করে, তদ্রূপ অল্পে অল্পে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবেক।

পরলোকে সহায়ের নিমিত্তে পিতা মাতা; স্ত্রী পুত্র, জ্ঞাতি বন্ধু কেহই থাকেন না; কেবল ধর্ম্মই থাকেন।

একাকী মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করে, একাকীই মৃত হয়, একাকীই স্বীয় পুণ্য ফল ভোগ করে, এবং একাকীই স্বীয় দুষ্কৃতি ফল ভোগ করে।

বান্ধবেরা ভূমিতলে মৃত শরীরকে কাষ্ঠ লোষ্টবৎ পরিত্যাগ করিয়া বিমুখ হইয়া গমন করেন; ধর্ম্ম তাহার অনুগামী হয়েন।

অতএব আপনার সহায়ার্থে অল্পে অল্পে ধর্ম্ম নিত্য সঞ্চয় করিবেক; [illegible] ধর্ম্মের সহায় দ্বারা দুস্তর সংসার অন্ধকার হইতে উত্তীর্ণ হয়।

এই আদেশ, এই উপদেশ, এই শাস্ত্র, এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিবেক, এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিবেক।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরিঃ ওঁ।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

THE SIN OF DRUNKENNESS.

The sin of Drunkenness expels Reason, [illegible] memory, distempers the Body, defaces Beauty, [illegible] nishes Strength, corrupts the Blood, inflames the Liver, weakens the Brain, turns Men into walking hospitals, causes internal, external, and incurable wounds; is a Witch to the Senses, a Traitor to the Soul, a Thief to the Purse, the beggars' Companion, a Wife's woe, and Childrens' sorrow; makes Man become a Beast and a self-murderer, who drinks to others good health and robs himself of his own!

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা ১ আশ্বিন বুধবার সম্বৎ ১৯০৩ কলিগতাব্দঃ ৪৯৪৭
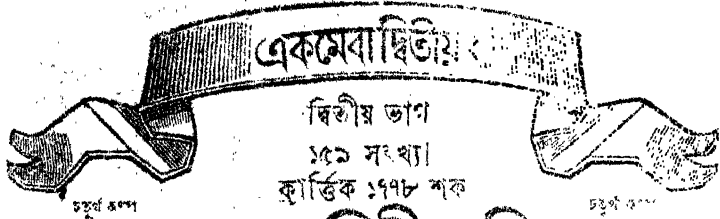
১ ভাদ্রপদ মাস হইতে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতি সভ্য প্রতি মাসে এই পত্রিকার এক খণ্ড বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হয়েন।

তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় [illegible]
[illegible] সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

স্তোত্র।

হে পূর্ণপরিশুদ্ধ পরাৎপর পরমেশ্বর! হে অনাদ্য অব্যয় অতীন্দ্রিয় পরমাত্মন্! তুমি আমাদিগের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অতীত ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য হইয়াও স্বীয় অনির্ব্বচনীয় শক্তি সহকারে অসংখ্য ব্যক্তির চিত্ত আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছ এবং তাহাদিগকে অসংখ্য প্রকার বিষয় ভোগে বিরত করিয়া তোমার অপূর্ব্ব অনাস্বাদিত প্রীতি রস পানের নিমিত্ত তৃষ্ণাতুর করিতেছ। যে সমস্ত পবিত্র হৃদয় সাধু পুরুষ আশু প্রমোদকর শত শত বিষয় সুখকে তুচ্ছ করিয়া একান্ত মনে তোমাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য ব্যাকুলিত হয়, তাহারা তোমাকে না নেত্রেতে দেখিতে পায়, না কর্ণেতে শুনিতে পায়, না অপর কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য করিতে পারে, অথচ তোমার জন্য রূপ রস গন্ধাদি সকল প্রকার বিষয় ভোগকেই পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করে। ভ্রমর যেমন সরোবরশায়ী বিকশিত পদ্ম পুষ্পের সৌন্দর্য্য সন্দর্শন না করিয়াও তাহার গন্ধ প্রাপ্তি মাত্র তন্মধু আস্বাদন করিবার জন্য অস্থির হয়, পৃথিবী মধ্যে অসংখ্য ব্যক্তি সেই রূপ তোমার অনির্ব্বচনীয় স্বরূপের ঈষৎ আভাস মাত্র প্রাপ্ত হইয়া তোমার অনুপম প্রীতি রস পান করণার্থে আকুলিত হইয়া থাকে, অথবা তৃষ্ণাতুর [illegible] সন্দর্শন না করিয়াও [illegible] প্রকাশ [illegible] পৃথিবী মধ্যে অনেক মনুষ্যও সেই রূপ তোমার প্রীতি তৃষ্ণায় কাতর হইয়া ঐকান্তিক মনে দিবা রাত্র তোমাকে অন্বেষণ করিয়া থাকে। হে প্রেমময় [illegible] অখিল নাথ! তুমি যে মনুষ্য মধ্যে কি অদ্ভুত প্রেম বিস্তার করিয়াছ ইহা আমাদিগের বোধগম্য হইবার শক্তি নাই, তোমার সেই প্রেম [illegible] যে সময় জগৎ [illegible] হইয়াছে [illegible] না। দুর্লভ জ্ঞান নেত্রের অভাবে যাহারা প্রকৃত তত্ত্বের কিছু মাত্র অবগত হইতে পারে নাই, তাহারাও তোমাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য ব্যাকুলিত হইতেছে। তৃষ্ণার্ত্ত মৃগ যেমন পিপাসায় কাতর হইয়া জলের প্রান্তির উদ্দেশে মরীচিকার প্রতি ধাবমান হয়, অনেক অজ্ঞান ব্যক্তিও সেই রূপ তোমার প্রীতি তৃষ্ণায় [illegible] তাহার শান্তির প্রকৃত পথ প্রাপ্ত না হইয়া নানা প্রকার ভ্রম পথে ভ্রমণ করে। তোমাকে প্রাপ্ত হইবার স্পৃহা তৃপ্তি করণার্থে কখন কোন ব্যক্তি নানা প্রকার কল্পিত দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দেবালয় মধ্যে তাহার অর্চ্চনা করে, কখন বা কোন ধর্ম্মাবলম্বী কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিয়া

বিস্মৃত হইয়া থাকে, যৌবনের প্রারম্ভে সে ইচ্ছাও আপনা হইতে দিনে দিনে অন্তর্হিত হইয়া যায়। বালককে কোটি স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিলে ও স্বর্ণময় উৎকৃষ্ট অট্টালিকাতে বাস করাইলে, তাহার মনে যাদৃশ আহ্লাদ না জন্মে, অতি স্বল্প সামান্য ক্রীড়া পদার্থ প্রদান করিলে ও সামান্য ক্রীড়া সময়ে আপন সহচর বালক বৃন্দের সহিত বাস করিতে দিলে তাহার মনে তাদৃশ আহ্লাদের উদয় হয়, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে অবস্থা ভেদে সে প্রাণসম প্রিয়তম ক্রীড়াতেও তাহার অবহেলা হয়। শৈশবাবস্থায় আপনার গ্রাম ভবন ও পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি অমাত্য গণকে পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তর গমন করিতে মনে যাদৃশ ক্লেশ জন্মে এবং অপরিচিত দূর দেশ যাত্রা করিতে যে প্রকার ত্রাস উপস্থিত হয়, যৌবনাবস্থায় আর সে রূপ হয় না। যৌবন কালের প্রয়োজনানুসারে মনুষ্যের মনসহিত অর্জনস্পৃহা ও কৌতুহল প্রভৃতি নানা প্রকার বৃত্তি উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং তন্নিমিত্ত যুবা পুরুষ অক্লেশে সহস্র প্রতিবন্ধককে তুচ্ছ করিয়া বহু দূর দেশ পর্যটন পূর্ব্বক জ্ঞান ধন প্রভৃতি নানা বিষয় উপার্জন করিয়া আপনার প্রয়োজন সিদ্ধ করে। প্রাপ্ত বয়স্ক যুবা পুরুষ যদি বালকের ন্যায় স্বদেশ ও স্বজন বর্গকে পরিত্যাগ করিয়া দূর দেশ যাত্রা করিতে শঙ্কিত ও ক্ষুব্ধ হইত, তাহা হইলে আর পৃথিবী কখন এতাদৃশ শ্রী সম্পন্ন হইতে পারিত না এবং মনুষ্য কুলও কখন ক্রমোন্নতি লাভে সক্ষম হইত না। শৈশবাবস্থায় যে সমস্ত ভাব কখন স্বপ্নেও অবলোকন করা যায় না, জগদীশ্বরের উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত যৌবন কালে সেই সমস্ত অননুভূত, অপূর্ব্ব ভাব আসিয়া সর্ব্বদাই মনোমধ্যে উদিত হয়। কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে যে সাংসারিক বহু প্রকার কার্য্য নিষ্পাদন করিবার জন্য যৌবনাবস্থায় যেমন শারীরিক বল বৃদ্ধি হয়, সেই রূপ তাহার উপযোগী অনেক আন্তরিক ভাবের-ও প্রাদুর্ভাব হয়। বালকের অপেক্ষা যুবা পুরুষের অধ্যবসায় ও তিতিক্ষা প্রভৃতি অন্যান্য বৃত্তি শত গুণে বলবতী হয়, এবং যুবা ব্যক্তি ঐ সমস্ত উত্তেজিত বৃত্তি সম্পন্ন হইয়া নানা সময় নানা বিপদ অতিক্রম ও নানা কষ্ট সহ্য করিতে সক্ষম হয়। বাল্য কালে যে বাৎসল্য ভাব ও স্নেহ ভাবের কিছু মাত্র অনুভবও থাকে না, কালান্তরে মনুষ্য এক কালে সেই ভাবে মুগ্ধ হইয়া যায়। মনুষ্য যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পুত্র কন্যা প্রভৃতি পরিবারে বেষ্টিত হয়, তখন তাহার মনের ভাব আর এক প্রকার হইয়া উঠে। তখন তাহার আপনার শরীরের প্রতিও যত্ন থাকে না এবং আপনার সময়ে ভোজনেরও কোন নিয়ম থাকে না। তখন তাহার ঐ সমস্ত সন্তান সন্ততির সুখেতেই সুখ বোধ হয়, এবং দুঃখেতে দুঃখ বোধ হয়। তখন সে ব্যক্তি যে স্থানে ও যে অবস্থায় অবস্থান করে, তাহার মনে সর্ব্বদাই কেবল সেই সমস্ত স্নেহাস্পদ পুত্রাদির প্রতিমূর্ত্তি জাগ্রত থাকে। সন্তান জন্মের পর যে মনুষ্য কি প্রকার অচ্ছেদ্য স্নেহ পাশে বদ্ধ হয়, তাহা প্রায় সকল পিতা মাতারই বিদিত আছে। প্রথম বয়সে যে ব্যক্তি অতি অল্পমাত্র ক্লেশে ক্লিষ্ট হয়, এবং কোন রূপেই দুঃখের ভার সহ্য করিতে না পারে, সন্তান হইলে পর তাহাদিগের লালন পালন করণার্থে সেই ব্যক্তিকে আহ্লাদ পূর্ব্বক এপ্রকার ক্লেশ স্বীকার করিতে দেখা যায় যে সন্তানাদির প্রতিপালন জন্য সে উৎকট উৎকট ক্লেশকেও সুখ জ্ঞান করে। হা জগদীশ! কি তোমার আশ্চর্য্য মহিমা, তুমি জগতের হিতের জন্য কত প্রকার অনির্ব্বচনীয় কৌশলই প্রকাশ করিয়াছ, তুমি সময়ে সময়ে মনুষ্যের সুখ ভোগের প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তন করিয়া দিতেছ। মনুষ্য জাতির যে অবস্থায় যে সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে, তখন সেই সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিতেই তাহার সুখ জ্ঞান হয়, এবং যখন যে বিষয় নিষ্পাদন করিবার কোন আবশ্যক না থাকে, তখন তাহার মনোমধ্যে সে বিষয়ের অনুভবও হয় না।

ষট্পদ নাই এমন পুষ্পই নাই। রাজা দুষ্মন্ত পক্ষিগণ নিনাদিত, নানাবিধ পুষ্পে অলঙ্কৃত, সুখ চ্ছায়া সমাবৃত, অত্যুত্তম সেই মনোহর বনে প্রবেশ করিবামাত্র বিচিত্র কুসুমশালী বৃক্ষ সকল বায়ু দ্বারা আন্দোলিত হইয়া পুনঃ পুনঃ পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিল। উচ্চ উচ্চ বৃক্ষ সকল বিচিত্র কুসুমে ও পক্ষীদিগের মধুর গানে বিরাজিত হইতে লাগিল। বৃক্ষ সকলের পুষ্প ভারাবনত পল্লবেতে ভ্রমণ করতঃ মধুলিপ্সু ভ্রমর গণ সুমধুর গুন গুন ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। সেই বন মধ্যে কুসুম মণ্ডিত, বীথি বর্দ্ধন, লতাগৃহ সংকুল স্থান সকল সন্দর্শন করিয়া রাজা অত্যন্ত পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন এবং দেখিলেন, ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষের [illegible] কুসুমান্বিত শাখা সকল পরস্পর সংলগ্ন হইয়া সেই বনকে শোভিত করিতেছে। সিদ্ধ চারণ সমূহ, গন্ধর্ব্ব অপ্সরা গণ এবং মত্ত বানর কিন্নর কর্তৃক সর্ব্বদা আবৃত রহিয়াছে। পুষ্প-রেণু বাহী, শীতল, সুগন্ধি বায়ু সর্ব্বদা বৃক্ষে বৃক্ষে গমন করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। এই রূপে নানা স্রোতোযুক্ত নদী কচ্ছস্থ অতি রমণীয় সেই বনের শোভা দেখিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে রাজা এক মনোরম পবিত্র আশ্রম দেখিতে পাইলেন। আশ্রমের চতুর্দ্দিক্ নানা বৃক্ষে আবৃত ও নানা স্থলে আহবনীয় অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে। বালখিল্য প্রভৃতি মুনি গণ চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট রহিয়াছেন, পুষ্পাস্তরণ বিশিষ্ট অগ্নি গৃহ সকল শোভা পাইতেছে। হে রাজন্! নানাবিধ পক্ষি গণ সমাকীর্ণা, তপোবন-মনোহারিণী, সুখ স্পর্শা মালিনী নদী তাহার নিকটে শোভা পাইতেছে। তথায় হিংস্র জন্তু গণের শান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া রাজা দুষ্মন্ত অত্যন্ত প্রীতি যুক্ত হইলেন। মহারথ দুষ্মন্ত দেব লোক সদৃশ মনোহর সেই আশ্রমে গিয়া প্রবেশ করিলেন এবং সেখানে সর্ব্ব প্রাণির জননী স্বরূপ আশ্রমের নিকট বর্ত্তিনী, পুণ্যোদকা সেই মালিনী নদীর শোভা দেখিতে দেখিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাহার পুলিনে চক্রবাক সকল ক্রীড়া করিতেছে, কিন্নর গণ বিচরণ করিতেছে, বানর ভল্লুকাদি জন্তু সকল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে, ঋষিরা বেদধ্বনি করিতেছেন, জলে নানা পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইতেছে, এবং মত্ত হস্তী গণ ক্রীড়া করিতেছে।

সেই মালিনী তীরে ঋষিগণ সেবিত মহাত্মা কাশ্যপের রমণীয় আশ্রম দেখিয়া রাজা দুষ্মন্ত তন্মধ্যে প্রবেশ [illegible] মানস করিয়া, [illegible] বৈকুণ্ঠ ধামের ন্যায়, রমণীয় [illegible] তীরবর্ত্তী মালিনী নদী [illegible] ও মত্ত ময়ূর নিনাদিত সেই বনের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইলেন। [illegible] তুল্য সেই অরণ্য [illegible] রাজা অতীব শুভ সম্পন্ন মহর্ষি [illegible] দর্শনার্থ তথায় চতুরঙ্গ বল [illegible] তাহাদিগকে কহিলেন, তপোধন [illegible] দর্শনার্থ আমি বন মধ্যে প্রবেশ করিতেছি, যাবৎ আগমন না করি, তাবৎ তোমরা এই স্থানে অবস্থান কর। ইহা বলিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করতঃ নানা প্রকার আশ্চর্য্য দর্শনে ক্ষুৎ পিপাসা বিস্মৃত হইয়া অত্যন্ত কৌতূহল প্রাপ্ত হইলেন, এবং রাজচিহ্ন সকল পরিত্যাগ করিয়া কেবল মন্ত্রী ও পুরোহিত সমভিব্যাহারে তপোধনকে দর্শনার্থ আশ্রমে গমন করিলেন। [illegible] গমন করিয়া ব্রহ্ম লোক সদৃশ, ভ্রমর গুঞ্জরিত, নানা পক্ষি গণাকীর্ণ আশ্রমের শোভা সন্দর্শন করতঃ দ্বিজগণ [illegible] জ্যাদি কর্ম্মে নিহিত, পদক্রমের সহিত বেদ মন্ত্র সকল শ্রবণ করিলেন। [illegible] যজ্ঞবেত্তা, বেদবেত্তা, সুমধুর সাম গানে নিরত, নিয়ম ব্রতধারী ঋষিগণ কর্তৃক এই আশ্রমের চতুর্দ্দিক্ শোভা পাইতেছে। অথর্ব্ব বেদী ও সাম বেদ গায়কেরা পদক্রমাদি সহিত সংহিতা উচ্চারণ করিতেছেন। শব্দ সংস্কার যুক্ত অপর দ্বিজ কর্তৃক নিনাদিত সেই আশ্রম ব্রহ্ম লোকের ন্যায় শোভা পাইতেছে। যজ্ঞের অনুষ্ঠান বেত্তা, ক্রম শিক্ষাবিশারদ, ন্যায় তত্ত্বজ্ঞ, আত্ম জ্ঞান সম্পন্ন, বেদ পারগ নানা বাক্য সমাহার বাদী, বিশেষ কার্য্যবেত্তা, মোক্ষ

[illegible] সিদ্ধান্ত-নির্ণ-
[illegible] জ্ঞান
[illegible] কার্য্য
[illegible] প্রভৃতির বাক্যার্থ
[illegible] এবং নানা শাস্ত্র পার-
[illegible] দিগের উচ্চারিত মধুর ধ্বনি এবং
[illegible] দিগের নিনাদ চতুর্দ্দিকে
[illegible] লাগিলেন; [illegible] বিতান
[illegible] জপ
হোম [illegible] বিপ্রবর্গকে সন্দর্শন করিয়া
আনন্দিত হইলেন। আশ্রম [illegible]
[illegible] মনোহর বিচিত্র [illegible]
ঋষিগণ কর্ত্তৃক [illegible] সহিত [illegible]
দেখিয়া রাজা [illegible] বিস্ময়াপন্ন হইলেন।
[illegible] ব্রহ্ম [illegible] তুল্য সম্মান প্রাপ্ত
[illegible] আপনাকে [illegible] ক-
[illegible] এবং কাশ্যপের তপ-
[illegible] সেই সু-
[illegible] দর্শন করিয়া অত্যন্ত পরি-
[illegible] হইলেন। অনন্তর অমাত্য
[illegible] সহিত রাজা মহাব্রতধারী
[illegible] কাশ্যপের ম
[illegible] প্রবেশ ক-
রিলেন।

[illegible] অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজা অমা-
ত্য ও পুরোহিতকে বাহিরে রাখিয়া একাকী
আশ্রমের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে-
ন, মহর্ষি কণ্ব তথায় উপস্থিত নাই। ঋ-
ষিকে না দেখিয়া এবং আশ্রম শূন্য দে-
খিয়া উচ্চৈঃ স্বরে কহিলেন, কুটীর মধ্যে
কে আছ, বহির্গত হও। ইহা শুনিয়া তাপসী-
বেশধারিণী লক্ষ্মীসম রূপিণী মনোহারিণী
এক কন্যা তথা হইতে বহির্গত হইলেন
এবং রাজাকে দেখিয়া বহু সম্মান পূর্ব্বক
পাদ্য অর্ঘ্য আসনাদি প্রদান করিয়া কুশ-
লাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে যথাসম্ভ-
ব অতিথি-সৎকার প্রদান করিয়া অতি নম্র
ভাবে কহিলেন, মহারাজ, কি উদ্দেশে এই
আশ্রমে আগমন হইয়াছে এবং কি কার্য্য
আমাকে সম্পন্ন করিতে হইবে অনুমতি
করুন। ইহা শুনিয়া রাজা সেই মধুর ভা-
ষিণী কন্যাকে অদোষস্পর্শিতা দেখিয়া
কহিলেন, হে ভদ্রে! আমি মহাভাগ কণ্ব
ঋষির উপাসনা করিতে আসিয়াছি। হে
শোভনে, ভগবান্ কণ্ব কোথায় গিয়াছেন,
তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। কন্যা কহি-
লেন, আমার পিতা ভগবান্ কণ্ব ফলাহ-
রণার্থে বনান্তরে গমন করিয়াছেন। তিনি
আগত প্রায়, আপনি মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা
করিলেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে
পারিবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন; রাজা দুষ্মন্ত ঋষিকে
আশ্রমে অনুপস্থিত দেখিয়া ও শকুন্তলার
মুখে ঋষির বনান্তরে গমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া
এবং রূপ যৌবন সম্পন্না, চারুহাসিনী ও ত-
পঃপ্রভাবে [illegible] সেই ললনার রূপ লা-
বণ্য দর্শনে মোহিত হইয়া জিজ্ঞাসা করি-
লেন, হে শোভনে, তুমি কে! কাহার কন্যা,
কিনিমিত্তেই বা বনে আগমন করিয়াছ;
তুমি এপ্রকার রূপ গুণ সম্পন্নাই বা কি প্র-
কারে হইলে? যে হেতু তুমি দর্শন মাত্র
আমার মন হরণ করিয়াছ, অতএব আমি
তোমাকে জানিতে ইচ্ছা করি, তুমি সত্য
করিয়া বল। এই রূপ রাজার বাক্য শ্র-
বণ করিয়া শকুন্তলা সতী সুমধুর স্বরে ক-
হিলেন, মহারাজ! আমি ধৃতিমান্, ধর্ম্মজ্ঞ,
তপস্বী, মহাত্মা কণ্বের দুহিতা। ইহাতে
সন্দিহান হইয়া রাজা দুষ্মন্ত পুনর্ব্বার জি-
জ্ঞাসা করিলেন, লোকপূজিত, মহাভাগ,
ভগবান্ কণ্ব ঋষি ঊর্দ্ধরেতা। ধর্ম্ম যদিও
কখন বিচলিত হয়, তথাপি ঊর্দ্ধরেতা
তপস্বীর অন্তঃকরণ কখনই বিচলিত হইবার
নহে, অতএব হে বরবর্ণিনি! তুমি কিরূপে
তাঁহার কন্যা হইলে, আমার এই সংশয়
ছেদন করিয়া আমাকে কৃতার্থ কর। শ-
কুন্তলা কহিলেন, হে রাজন্! যে রূপে আমি
এস্থানে আসিয়াছি, এবং যে প্রকারে মুনির
কন্যা হইয়াছি, তৎ সমুদায় যথাভূত বর্ণন
করিতেছি শ্রবণ করুন। একদা এক ঋষি
আসিয়া কণ্ব ঋষিকে আমার জন্ম বৃত্তান্ত
জিজ্ঞাসা করেন, তৎকালে ভগবান্ কণ্ব
তাঁহাকে যাহা কহেন তাহা শ্রবণ করুন।
ঋষি কহিলেন, পূর্ব্বকালে বিশ্বামিত্র একদা

ঘোরতর তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। তাহাতে দেবরাজ ইন্দ্র "দীপ্তবীর্য্য বিশ্বামিত্র তপস্যা দ্বারা আমাকে পদচ্যুত করিয়া ইন্দ্রত্ব লইবেন" এই ভয়ে মেনকা অপ্সরাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন। মেনকে! অসাধারণ গুণ দ্বারা সকল অপ্সরা হইতে তুমিই প্রধানা, অতএব তুমি আমার কিছু উপকার কর। সূর্য্য সদৃশ প্রতাপশালী মহাতপা বিশ্বামিত্র ঘোরতর তপস্যা করাতে আমার মন বিচলিত হইতেছে। হে মেনকে! তোমার প্রতি আমি এই ভার অর্পণ করিব, যে দুর্দ্ধর্ষ বিশ্বামিত্র উগ্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি যাহাতে আমাকে পদচ্যুত করিতে না পারেন তুমি তাহার উপায় কর। তুমি গিয়া তাঁহার প্রলোভন জন্মাইয়া তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন করিয়া আমার মঙ্গল রক্ষা কর। হে বরারোহে! রূপ, যৌবন, মধুরালাপ, অঙ্গভঙ্গী, কটাক্ষ ও হাস্যাদি দ্বারা তাঁহাকে তপস্যা হইতে নিবৃত্ত কর। মেনকা কহিলেন ভগবান্ বিশ্বামিত্র মহাতেজস্বী, মহাতপস্বী এবং অতি কোপন স্বভাব, ইহা আপনিও জানেন, এবং তাঁহার তপস্যা, তেজ ও কোপে আপনিও উদ্বিগ্ন হইয়াছেন, অতএব আমি কি প্রকারে তাঁহার তেজ সহ্য করিব। যে বিশ্বামিত্র, মহাভাগ বশিষ্ঠকে প্রিয় পুত্রগণের সহিত বিযুক্ত করিয়া ছিলেন। যিনি ক্ষত্রিয় কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া পরে বল দ্বারা ব্রাহ্মণ হইয়া ছিলেন। যিনি স্বীয় শৌচ ক্রিয়া সমাধানার্থ আশ্রম সন্নিধানে পুণ্যতমা বহু জলা নদীকে আনয়ন করিয়াছিলেন, যাহা অদ্যাপি কৌশিকী বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, এবং মহাত্মা বিশ্বামিত্র ঋষি তপস্যার্থ গমন করিলে যাহার তটে ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষি মতঙ্গ ব্যাধ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া তাঁহার ভার্য্যাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া ছিলেন। অনন্তর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, মুনি পুনর্ব্বার আশ্রমে আসিয়া পারা বলিয়া সেই নদীর নাম রাখিয়াছিলেন। পরে মুনি প্রীত হইয়া সেই নদী তটে স্বয়ং মতঙ্গের যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন. হে সুরেশ্বর! তুমিই যাঁহার ভয়ে সেই যজ্ঞে সোম পানার্থ গমন করিয়া ছিলে। যিনি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক নক্ষত্র সমূহ সহিত অন্য এক লোক এবং নক্ষত্র গণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যিনি গুরুশাপগ্রস্ত ত্রিশঙ্কুকে অভয় প্রদান করিয়াছিলেন। যে মহর্ষি এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, আমি কি প্রকারে তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন জন্মাইব, অতএব যাহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে [illegible] না করেন [illegible]। যিনি তেজোদ্বারা লোক সকল দগ্ধ করিতে ও পাদ দ্বারা পৃথিবীকে কম্পিত করিতে পারেন [illegible] কে আক্রমণ করিতে [illegible] তপস্যা পূত [illegible] ঋষিকে কি প্রকারে আমি স্পর্শ করিতে পারিব। [illegible] অগ্নি, [illegible] জিহ্বা, আমি কি প্রকারে [illegible] স্পর্শ করিব। যম, সোম, মহর্ষিগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ এবং বালখিল্য প্রভৃতি ঋষি সকল ইহাঁরাও [illegible] হয়েন, তাঁহার নিকটে স্ত্রী জাতি কি প্রকারে স্থির থাকিতে পারে। [illegible] দেবেন্দ্র! আপনি কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া আমি কি প্রকারে সেই ঋষির নিকট গমন না করিব। অতএব হে দেবরাজ! যে রূপে আমি আপনার কার্য্য সিদ্ধি [illegible] তথায় নির্ভয়ে বিচরণ করিতে [illegible] ও রক্ষা পাই এমন কোন উপায় [illegible] ন করে দেন। সম্প্রতি ইহা [illegible] আমি সেই ঋষির সম্মুখে গিয়া ক্রীড়া [illegible] আরম্ভ করিলে বায়ু আমার আবরণ বস্ত্র উড্ডীন করিয়া লয়েন এবং তোমার প্রসাদে মন্মথও ঐ কার্য্যে আমার [illegible] যখন আমি ঋষির আশ্রমে [illegible] বন হইতে সুরভি বায়ু প্রবাহিত হয় [illegible] ইন্দ্র তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলে মেনকা কৌশিক ঋষির আশ্রমে প্রস্থান করিলেন।

তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ [illegible]
[illegible]বিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমিতি

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঈশ্বরের মহিমা।

বৃদ্ধাবস্থা।

জগদীশ্বর জীব মাত্রেকে জন্ম স্থিতি ও লয় এই ত্রিবিধ অবস্থার অধীন করিয়াছেন, তাঁহার কল্যাণকর প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে জীব সকল উৎপন্ন হইয়া ক্রমে উন্নতি প্রাপ্ত হয় এবং তাঁহারই নিয়মানুসারে তাহারদিগের আবার কালেতে হ্রাস হইতে থাকে। বৃক্ষ, লতা, তৃণ, গুল্ম, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, প্রভৃতি সমস্ত শরীরী পদার্থই তাঁহার প্রণীত এই নিয়মের অধীন। ওষধি ও বনস্পতি প্রভৃতি উদ্ভিদ পদার্থ যেমন বীজ গর্ভ হইতে অঙ্কুরিত হইয়া পূর্ণাবস্থায় পরিণত হইলে পর ক্রমে শীর্ণ ও শুষ্ক হইয়া হ্রাস হইতে আরম্ভ করে, মনুষ্যাদি জীব শরীরও সেই রূপ গর্ভাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে যৌবনাবস্থার নির্দ্দিষ্ট সীমায় উপনীত হইলে পর দিনে দিনে জরাগ্রস্ত হইতে থাকে। জল, বায়ু, ও তেজ, প্রভৃতি যে সকল ভৌতিক পদার্থ দ্বারা এক সময় মনুষ্য শরীর দিন দিন দ্রাঢিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হইয়া বর্দ্ধিত হয়, সময়ান্তরে সেই সমস্ত পদার্থই আবার মানব দেহের ক্ষয়ের কারণ হয়। যদিও কোন কোন মনুষ্য যথাবিধি আহার নিদ্রাদি নিষ্পাদন করিয়া সুচারু রূপে শারীরিক নিয়ম পালন পূর্ব্বক অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ দিন শরীরকে সবল ও সুস্থকায় রক্ষা করিতে সমর্থ হন, কিন্তু আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি যে জীবের দেহক্ষয় হওয়া জগদীশ্বরের একটি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম। শারীর স্থান ও শারীর বিধান বিদ্যা বিশারদ পণ্ডিত গণ বারম্বার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে মানব দেহের [illegible] তাহার ক্ষয়ের কারণের উপলব্ধি হয়। যৌবনাবস্থার নির্দ্দিষ্ট সীমা অতীত [illegible] পর মনুষ্যশরীর আর এক [illegible] রে, তখন নিত্য নিয়মিত অন্ন [illegible] অস্থি সকল [illegible] নিয়মাতিরিক্ত কঠিন হইয়া ক্রমে [illegible] অকর্ম্মণ্য হইতে থাকে। অস্থির [illegible] হাস্থগত শিরা ও মাংসপেশী সকল [illegible] নে দিনে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, কিন্তু [illegible] ক্রমে অধিক পুরু ও কঠিন হওয়াতে তাহার মধ্যদিয়া শোণিতাদি রস সকল সম্যক রূপে সঞ্চালিত হইতে পারে না। মাংসপেশী সকল এত কঠিন হয়, যে তাহাদিগের সঞ্চালন ক্রিয়া সমাধা হওয়া কঠিন হইয়া উঠে, শরীরস্থ সমুদায় অস্থি সন্ধি স্থানে যে তৈলবৎ পদার্থ বিদ্যমান থাকাতে যৌবনাবস্থায় অস্থি এন্থি সকল সঞ্চালন করা আমাদিগের পক্ষে সহজ থাকে, কাল ক্রমে সে পদার্থের পরিমাণ অল্প হইয়া যায় এবং তাহা এত ঘন হইয়া উঠে যে তদ্দ্বারা আর

কোন রূপে সঞ্চালন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। এই রূপে শরীরের সকল অংশই কালেতে ক্রমে ক্রমে রূপান্তরিত হয় ও মনুষ্যের দৌর্বল্য হইয়া উঠে এবং বার্দ্ধক্য ও আলস্য সহকারে উপস্থিত হয়। জীব মাত্রে কেহই এ নিয়ম বর্জিত নহে, সুতরাং মনুষ্যও কালেতে জরিয়া জরা মরণগ্রস্ত হয়। কিন্তু করুণানিধান পরমেশ্বর যে কি মহৎ কল্যাণের উদ্দেশে মানব জাতিকে অজর অমর না করিয়া এতাদৃশ বার্দ্ধক্যাদির অধীন করিয়াছেন যদিও আমরা তাহা সম্পূর্ণ রূপে জ্ঞানগোচর করিতে সক্ষম না হই, কিন্তু তিনি যে রূপ আশ্চর্য্য নিয়মে মনুষ্যকে বাল্য যৌবনাদি অবস্থা ত্রয়ের অধীন করিয়াছেন তাহার মধ্যে আমরা তাঁহার অনুপম কৌশল দেখিতে পাই এবং বাল্য যৌবন ও বার্দ্ধক্য সকল অবস্থাতেই তাঁহার করুণা সন্দর্শন করি।

নিত্য আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যে বৃদ্ধাবস্থায় মনুষ্য আপনার দেহ রক্ষা ও জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে নিতান্ত অশক্ত হয়, যৌবনাবস্থায় যে ব্যক্তি স্বোপার্জ্জন দ্বারা সহস্র জনের ভরণ পোষণ করে, বৃদ্ধাবস্থায় আপনার উদর পূর্ত্তি করাও তাহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠে। কিন্তু করুণাকর জগদীশ্বর একপ নিরুপায় বৃদ্ধাবস্থারও উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, যে ব্যক্তি বাল্য কাল ও যৌবন কালে সুচারুরূপে জগদীশ্বরের নিয়মানুগত হইয়া কার্য্য করে, বৃদ্ধাবস্থায় তাহাকে কিছুমাত্র কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। বাল্য ও যৌবন বিদ্যা ও ধনাদি উপার্জনের কাল। যে ব্যক্তি বাল্যাবস্থায় বিদ্যোপার্জন করিয়া যাবৎ যৌবন ধন সঞ্চয় করে, অশক্ত বৃদ্ধ কালে তাহার ক্লেশ ভোগ করিবার সম্ভাবনা নাই। বৃদ্ধাবস্থায় মনুষ্য যেমন আপনার নিত্য প্রয়োজন সিদ্ধ করণে অশক্ত হয়, বাল্য ও যৌবনের উপার্জ্জিত জ্ঞান ধনাদি তেমনি তাহার সহায় হইয়া তৎকালে তাহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করে। বিশেষত সহায়হীন শিশু সন্তানের রক্ষার জন্য জগদীশ্বর মনুষ্যের মনে যেমন আশ্চর্য্য বাৎসল্য ভাবের সৃজন করিয়াছেন, সেই রূপ উপায় রহিত বৃদ্ধ ব্যক্তির জীবন রক্ষার জন্যও করুণানিধান বিশ্বপিতা মর্ত্ত্য লোকে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা ভাবের সৃষ্টি করিয়াছেন। ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা ভাব যে কি প্রকার করিয়া জরাগ্রস্ত উপায় রহিত অতীত বয়স্ক বৃদ্ধ লোকদিগকে রক্ষা করে তাহার এক একটি উদাহরণ শুনিলে অবাক হইতে হয়। কত স্থানে কত সন্তান আপনার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া বৃদ্ধ পিতা মাতাকে আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছে এবং কত সন্তান প্রগাঢ় ভক্তি ভাবে আবদ্ধ হইয়া নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে পর্যটন পূর্ব্বক ভিক্ষান্ন আহরণ করিয়া আপনার উদরকে বঞ্চনা করিয়াও জরাগ্রস্ত পিতা মাতার ভরণ পোষণ করে। জগদীশ্বরদত্ত স্বাভাবিক ভক্তি ভাবের এই রূপ সহস্র সহস্র অসাধারণ উদাহরণ সন্দর্শন করিয়া গ্রন্থকারেরা কুল পাবন সৎ পুত্রকে বৃদ্ধ পিতা মাতার যষ্টি স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন। করুণানিধান বিশ্ব পিতার এমনি অদ্ভুত কৌশল যে যে ব্যক্তি যৌবনাবস্থায় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নিয়মের প্রতি দৃষ্টি পাত করিয়া যথাবিধি দার পরিগ্রহ করে এবং নিয়মিত রূপে আপনার সন্তানদিগকে লালন পালন করিয়া জ্ঞান ধর্ম্মের শিক্ষা দেয়, সে ব্যক্তি জরাগ্রস্ত হইবার পূর্ব্বেই তাহার বৃদ্ধাবস্থার জীবন ধারণের সম্যক্ উপায় নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। জগদীশ্বর আমাদিগকে পরোপকার করিবার যে এক শক্তি প্রদান করিয়াছেন তদ্দ্বারাও আমরা বৃদ্ধাবস্থায় রক্ষা পাইতে পারি। আমরা যদি যৌবন কালে আমাদিগের ক্ষমতা থাকিতে লোকদিগকে উপকার ঋণে বদ্ধ করি, তাহা হইলে আমরা ক্ষমতাশূন্য বৃদ্ধাবস্থায় তাহার পরিশোধ স্বরূপ কৃতজ্ঞতা লাভ করিয়া অনায়াসে জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হই। বিশেষত বার্দ্ধক্য কখন সহসা এক দিনে হঠাৎ উপস্থিত হয় না। আমাদিগের বৃদ্ধাবস্থা সমাগত হইবার বহু কাল পূর্ব্বে জগদীশ্বর আমাদিগকে নানা চিহ্ন দ্বারা সতর্ক করেন, আমাদিগের শরীর বিলক্ষণ স-

বল থাকিতে অগ্রে আমাদিগের কেশ পক্ক ও দন্ত স্খলিত হয় এবং আমরা অনায়াসে সন্নিহিত বার্দ্ধক্যের আগমন জানিতে পারিয়া সর্ব্ব প্রকারে সাবধান হইতে পারি।

প্রকৃত স্থূলদর্শী অবিবেকী লোকে বৃদ্ধাবস্থাকে যেমন নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন ও নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশের কারণ মনে করে বাস্তবিক উহা সে রূপ নহে। বৃদ্ধাবস্থা আমাদিগের অনেক প্রকার উৎকৃষ্টতর ও মহত্তর সুখ ভোগের সময় এবং অনেক শ্রেষ্ঠতর কার্য্য সাধন করিবার মুখ্য কাল। কিঞ্চিৎ বয়োধিক হইলে পর যখন যৌবনের প্রবল তরঙ্গ সকল নিবৃত্ত হয় এবং উত্তেজিত নিকৃষ্ট বৃত্তি সকল ক্রমে ক্রমে বলহীনা হয়, তখন আমাদিগের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সকল অবাধে আপনাদিগের শক্তি প্রকাশ করিতে পারে, তখন আমরা নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মজনিত বিশুদ্ধ সুখের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া মানব জন্মকে সফল করিতে সমর্থ হই। অতীত বয়স্ক প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তির মানস পটে যেমন সর্ব্বদা অনুপম ঈশ্বরতত্ত্বের প্রকাশ হয়, প্রবল তরঙ্গ বিশিষ্ট যুবা ব্যক্তির চঞ্চল চিত্তে কদাপি সে প্রকার হওয়া সম্ভব বোধ হয় না, বৃদ্ধাবস্থা পরমার্থ রস পান করিবার চরম কাল, উক্তাবস্থায় যে রূপ নির্ব্বিঘ্নে জগদীশ্বরের তত্ত্বরস পান করিয়া সুখী হওয়া যায় আর কোন অবস্থাতেই সে রূপ হইবার উপায় হয় না। বিশেষতঃ জ্ঞান পরিপক্ক প্রাচীন লোকের অতুল্য ও অমূল্য উপদেশ সকল সংসারের অশেষ কল্যাণের কারণ। যে ব্যক্তি বহুদর্শী ও বহুশ্রুত প্রবীণ ব্যক্তির দুর্লভ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া কখন তাহার মর্ম্মাবধারণে সমর্থ হইয়াছে, সেই জানিয়াছে, যে বৃদ্ধাবস্থাতেও মনুষ্য কত দূর পর্য্যন্ত সংসারের কল্যাণকর ব্যাপার সাধন করিতে পারে। অতএব বৃদ্ধাবস্থা যে আমাদিগের নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন ও নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশের অবস্থা নহে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। জগদীশ্বর আমাদিগের সকল অবস্থাকেই এক এক প্রকার সুখ সাধন ও কল্যাণ বর্দ্ধনের উপযোগী করিয়াছেন, আমরা তাঁহার কল্যাণকর নিয়মের অনুগত থাকিলে কোন অবস্থাতেই তাঁহার করুণা ও তাঁহার প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হই না, আমরা যদি তাঁহার প্রদর্শিত পথে গমন করি, তাহা হইলে সকল অবস্থাই আমাদিগের মঙ্গলের কারণ হয়। বৃদ্ধাবস্থা কেন? আমরা যে মৃত্যুকে প্রধান অমঙ্গলের হেতু মনে করি, যাহার নাম শ্রবণে আমাদিগের হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায় এবং কলেবর কম্পিত হইয়া উঠে, তত্ত্বদর্শী বিবেকী ব্যক্তি সে মৃত্যুকেও মঙ্গলের কারণ জানিয়া জগদীশ্বরের মহিমা ঘোষণা করেন। মৃত্যু সমস্ত চরাচর শাসন করিয়া সংসারের অশেষ অনর্থ নিবারণ করিয়া রাখিয়াছে। সংসারে মৃত্যু না থাকিলে যে ইহার কি পর্য্যন্ত অমঙ্গল উদ্ভব হইত তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না, পৃথিবীতে মৃত্যু বিচরণ না করিলে এক দিন জীব সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি হইয়া পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিত; আর কোন প্রাণীই এখানে স্থান প্রাপ্ত হইত না এবং কোন জীবই উপযুক্ত রূপে অন্ন পানাদি প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুৎ পিপাসার কষ্ট হইতে ত্রাণ পাইতে পারিত না, ভূমণ্ডল হইতে অনবরত হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইত। অসাধ্য ও উৎকট রোগের কষ্ট হইতে এক মৃত্যুই আমাদিগকে পরিত্রাণ করে এবং নানাবিধ অনিবার্য্য সাংসারিক যন্ত্রণা হইতে মৃত্যুই আমাদিগকে মুক্তি দেয়। যখন আমরা নানা কারণ বশতঃ পৃথিবীর সকল সুখে নিরাশ হই তখন মৃত্যু আমাদিগের দুঃখাপহারী পরম বন্ধু স্বরূপ হইয়া ইহ লোক হইতে অবসৃত করে। অতএব যে ব্যক্তি যথার্থ রূপে মৃত্যুর স্বরূপ বিবেচনা করিয়া দেখে সে ব্যক্তি তাহা হইতে কিছুমাত্র ভয় প্রাপ্ত না হইয়া তাহাকে আহ্লাদ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হয় "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন"।

হা জগদীশ! তুমি কোন অবস্থাকেই আমাদিগের অকল্যাণকর কর নাই এবং কোন কালেই আমাদিগের প্রতি করুণা বর্ষণ করিতে ত্রুটি কর নাই। ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে তুমি যেমন আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত

তাহার মনেতে স্নেহ ও স্তনেতে দুগ্ধ প্রেরণ করে, সেই রূপ আমাদিগের বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তৎকালের জীবন রক্ষণোপযোগী নানা উপায় নির্দ্ধারিত করিয়াছ। হে পরমেশ্বর তোমার করুণা কখন পিতা মাতা প্রভৃতি স্বজনের নিকট হইতে অন্ন, জল প্রদান করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করে, কখন পুত্র কন্যা প্রভৃতি স্নেহাস্পদদিগের নিকট হইতে ভক্তি রূপে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগের জীবন ধারণের হেতু হয়। তোমার সুগভীর কৌশল সকলের মধ্যে বুদ্ধি নিমগ্ন করা কাহার সাধ্য? আমাদিগের রক্ষার নিমিত্তে তুমি যে কত প্রকার কৌশল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছ তাহা কে বলিতে পারে, আমরা যখন আপনাদিগকে নিরাশ্রয় সহায়হীন মনে করি তখনও তোমার সুকুমার করুণা আমাদিগের সহায় হইয়া নানা দুঃখ নিবারণ করে এবং যে অবস্থাকে আমরা নিতান্ত অমঙ্গলের হেতু মনে করি সেই অবস্থাতে তুমি গূঢ় রূপে আমাদিগের নানা মঙ্গলের বীজ রক্ষা কর অতএব তোমার সমান করুণা সাগর আর আমরা কোথায় প্রাপ্ত হইব

উপকার।

“নোপকারাৎ পরোধর্ম্মঃ।”

যেদেশীয় লোকের বুদ্ধি বৃত্তি কিঞ্চিৎ মার্জ্জিত হইয়াছে এবং যে দেশের লোক ধর্ম্মাধর্ম্মের কিঞ্চিন্মাত্র বিচার করিয়া দেখিয়াছে, তাহারাই পরোপকার সাধনকে পরম ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। জগদীশ্বর মনুষ্য মাত্রেরই মনোভূমিতে উক্ত পরম ধর্ম্মের বীজ বপন করিয়াছেন এবং মনুষ্য মাত্রকেই উহা সংসাধন করিবার শক্তি প্রদান করিয়াছেন। কেবল যে ধনবান্ ব্যক্তি নির্দ্ধনের উপকার করিতে পারে বলিষ্ঠ হইতে দুর্ব্বলের উপকার হয় এবং জ্ঞানবান্ লোক কর্ত্তৃক অজ্ঞানী মনুষ্য উপকৃত হইতে সমর্থ হয় এমন নহে, সকল প্রকার লোকই স্বীয় স্বীয় শক্তি ও অবস্থানুসারে অন্যের উপকার করিতে সমর্থ হয়। ধনী যেমন স্বীয় ধন দ্বারা নির্দ্ধন ব্যক্তির দারিদ্র্য দুঃখ দূর করিতে সমর্থ হয়, সেই রূপ নির্দ্ধন ব্যক্তিও কখন আপন বুদ্ধি কৌশল ও কায়িক বল দ্বারা ধনবানের অন্য প্রকার ক্লেশ অন্তরিত করিতে পারে। এই রূপ মনুষ্য জাতির মধ্যে পরস্পর সকলেই সকলের দুঃখ মোচন ও সুখ বর্দ্ধন করিয়া পরস্পর পরস্পরের উপকার সাধন করিতে সমর্থ হয় এবং এই প্রকার পরস্পর উপকার সাধন দ্বারাই সমস্ত লৌকিক ব্যাপার সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। জগদীশ্বর মানব জাতির মহৎ কল্যাণের উদ্দেশেই তাহাদিগের মনে পরোপকার সাধনের প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে পরমেশ্বর যে উদ্দেশে মনুষ্য জাতিকে উক্ত প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, কখন কখন অতি সামান্য কারণের নিমিত্ত তাহা সম্যক সিদ্ধ হয় না এবং তাহার সম্ভাবিত সকল ফল ফলিতে পায় না। অতএব যাহাতে উল্লিখিত পরোপকার সাধন রূপ পরম ধর্ম্মের উদ্দেশ্য ভঙ্গ না হইয়া তাহা সম্পূর্ণ রূপে সফল হইতে পারে আমাদিগের উচিত যে আমরা সর্ব্বদা তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উক্ত ধর্ম্ম সাধন করি।

আপাততঃ আমাদিগের এই রূপ বোধ হয়, যে কোন ব্যক্তির দুঃখ মোচন ও সুখ বর্দ্ধন করিতে পারিলেই তাহার উপকার করা হয়, কিন্তু কেবল দুঃখ মোচন ও সুখ বর্দ্ধন দ্বারা সর্ব্বদা লোকের উপকার সিদ্ধ হয় না, প্রত্যুত উহা দ্বারা অনেক সময় অনেকের অপকার ঘটিবার সম্ভাবনা। প্রবৃত্তি ভেদে অশেষ প্রকার মনুষ্যের অশেষ প্রকার প্রয়োজন উপস্থিত হয় এবং যাহার যখন যে বিষয়ের প্রয়োজন হয় তাহাকে তখন সেই বিষয়ে আনুকূল্য করিলে তাহার সুখোৎপত্তি হয় এবং সে আপনাকে উপকৃত মনে করে। বিদ্যা শিক্ষা যাহার মুখ্য প্রয়োজন তাহাকে বিদ্যা বিষয়ক কোন উপদেশ প্রদান করিলে সে যেমন বিশেষ উপকার মনে করে, লোভাসক্ত ব্যক্তিও সেই রূপ আপন অভিলষিত বিষয়ে সাহায্য পাইলে উপকৃত হয়, কিন্তু এতদ্রূপ

প্রয়োজন সাধনাও অপ্রতুল মোচন দ্বারা লোকের উপকার সিদ্ধ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কুপথ গামী অসৎ প্রবৃত্তি বিশিষ্ট মনুষ্য দিগের বাঞ্ছিত বিষয়ে আনুকূল্য করিলে তাহাদিগের উপকার হইবার পরিবর্ত্তে বিশেষ অপকারই ঘটে। অনেক পানাসক্ত পুরুষ অর্থাভাবে সুরাতৃষ্ণা শান্তি করিতে অশক্ত হইয়া বিজাতীয় যন্ত্রণা ভোগ করে এবং অনেক পরদারাভিলাষক্ত কামি ব্যক্তি আপনার শক্তি অভাবে স্বীয় পাপ ইচ্ছা চরিতার্থ করিতে নাপারিয়া মহা মনঃপীড়ায় পীড়িত হয়। যখন কোন ক্রোধন ব্যক্তি সামান্য কারণে কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে নির্যাতন করিতে নাপারে বা কোন পরদ্রোহী দুরাত্মা পরের অনিষ্ট করিতে অসমর্থ হয় তখন তাহাদিগের সামান্য ক্লেশ উপস্থিত হয় না তৎকালে তাহাদিগের মন যে বিষম যন্ত্রানলে জ্বলিতে থাকে তাহাদিগের কার্য্য দ্বারাই তাহা প্রকাশ পায়। কত কোপন স্বভাব কদর্য্য মনুষ্য ইচ্ছামত বৈরনির্যাতন করিতে না পাইয়া মনস্তাপে জীবন ত্যাগ করিতে উদ্যত হয়, কত লোভী মনুষ্য আপনার অসঙ্গত লোভ তৃষ্ণা চরিতার্থ করিতে অসমর্থ হইয়া দুঃখেতে আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে এবং ঐ প্রকার অপরাপর কুক্রিয়াসক্ত কত লোকে স্ব স্ব প্রবৃত্তি অনুসারে কার্য্য করিতে অশক্ত হইয়া সহস্র প্রকার বাহ্য লক্ষণ দ্বারা আন্তরিক বেদনা ব্যক্ত করে। কিন্তু ঐ সমস্ত দুশ্চরিত্র দুরাত্মাদিগের দুঃখ সন্দর্শন করিয়া অর্থ সামর্থ্যাদির দ্বারা তাহা দূর করিলে উহাদিগের উপকার না দর্শাইয়া অশেষ প্রকার অপকার ঘটে, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব বিলক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে, যে কেবল দুঃখ মোচন ও সুখ সাধন দ্বারা লোকের হিত সাধন হয় না, কখন কখন কিঞ্চিৎ ক্লেশ প্রদান করিয়াও লোকের উপকার করিতে হয়। কুকর্ম্মী লোকদিগকে দণ্ড প্রদান করিলে আপাততঃ তাহাদিগের কিঞ্চিৎ ক্লেশ হয় বটে কিন্তু সেই দণ্ডই তাহাদিগের মহোপকারের কারণ হয়। ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যে দুরাচারি ও পাপকারি লোকে যত কুক্রিয়ানুষ্ঠানে নিবারিত হইয়া পুনঃ পুনঃ দুঃখ ভোগ করে, ততই তাহাদিগের কুপ্রবৃত্তি সকল দূরীভূত হয়। চিকিৎসক যখন কোন রোগী ব্যক্তির রোগ শান্তি উদ্দেশে তাহাকে তিক্ত বা কষায় ঔষধ সেবন করায় অথবা তাহার কোন বিকৃত অঙ্গ ছেদন করে তখন সেই রোগির যে বিশেষ যন্ত্রণা বোধ হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাকে উক্ত প্রকার ক্ষণিক ক্লেশ প্রদান না করিলে কোন ক্রমেই তাহার রোগ শান্তি হইতে পারে না। পরম করুণাকর পরমেশ্বরও আমাদিগকে অনেক সময় দুঃখ প্রদান করিয়া আমাদিগের অশেষ উপকার সাধন করেন। আমরা যখন তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ভৌতিক শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি কোন প্রকার নিয়ম লঙ্ঘন করি তখন তন্নিমিত্ত আমাদিগকে নিশ্চয়ই বিশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় কিন্তু সেই যন্ত্রণা ভোগ দ্বারাই আমাদিগের বিশেষ হিত হয়। আমরা তাঁহার যে নিয়ম হেলন করিয়া ক্লেশ প্রাপ্ত হই, সে নিয়ম পালন জন্য প্রাণ পণে সতর্ক থাকি, পরিণামে আর আমাদিগকে কখন সে নিয়ম ভঙ্গ জনিত দুঃখ ভোগ করিতে হয় না, অতএব আমাদিগের চির কল্যাণের উদ্দেশ করিয়া যদি কেহ ক্ষণিক ক্লেশ প্রদান করে, তাহাকে ক্লেশ দাতা অপকারী না মনে করিয়া পরমোপকারী বলিয়া স্বীকার করাই উচিত। চির কল্যাণের সাধনই যথার্থ উপকার সাধন। ক্ষণিক সুখ সাধনের জন্য যেন মনুষ্যের নিত্য মঙ্গলের প্রতি কোন ব্যাঘাত উপস্থিত না হয়, উপকারী ব্যক্তিকে এবিষয়ে সর্ব্বদা সাবধান থাকা কর্ত্তব্য।

উপকার সাধন স্থলে আর একটি বিষয় বিবেচনা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। পরোপকার সাধনার্থে পরমপিতা পরমেশ্বর আমাদিগের মনে যে স্বাভাবিক ইচ্ছা প্রবৃত্তি করিয়াছেন, সেই ইচ্ছাই সকল উপকারের মূল। সেই নিরপেক্ষ ও নিরবলম্ব শুভকরী ইচ্ছা হইতে যে কার্য্যের উৎপত্তি হয় তাহাই যথার্থ উপকার বলিয়া গণ্য হ-

উৎকৃষ্ট রূপেতে, এবং সেই উপকারই বিশিষ্ট রূপে নিষ্পন্ন হয়। উপকারী ব্যক্তির শুভ ইচ্ছাই যে উপকারকে উৎকৃষ্ট রূপে সম্পন্ন করে তাহা প্রমাণ করিবার কোন প্রয়োজন করে না। ইহা আমরা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি যে মনেতে সম্পূর্ণ রূপে হিত সাধনের ইচ্ছুক হইয়া যদি কোন ব্যক্তি কার্য্য দ্বারা অতি অল্পমাত্র উপকার করিতে পারে তাহা হইলেও সে ব্যক্তিকে পরমোপকারী বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যে ব্যক্তির মনেতে কিছুমাত্র উপকারের ইচ্ছা নাই অকস্মাৎ তাহার দ্বারা কোন রূপে উপকৃত হইলেও তাহার প্রতি তাদৃশ কৃতজ্ঞতা ভাবের উদয় হয় না। কোন ব্যক্তি কোন ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে অন্ন প্রদান করিতে যদি তাহার অঙ্গে কোন প্রকারে আঘাত লাগে, তাহা হইলে সে অন্ন দাতাকে কদাপি ঐ ক্ষুধিতের অপকারী বলিয়া গণ্য করা উচিত হয় না এবং কোন দস্যু কোন দস্যুতাতে কাহারও প্রাণ বধ করিতে উদ্যত হইলে যদি অকস্মাৎ সেই অস্ত্রাঘাত দ্বারা ঐ ব্যক্তির শরীরস্থ কোন সাংঘাতিক রোগের শান্তি হয়, তাহা হইলেও সে দস্যু কখন উক্ত ব্যক্তির উপকারী হইতে পারে না। অতএব শুভ সাধনের ইচ্ছাই যে উপকারের প্রাণ স্বরূপ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। উপকারী ব্যক্তির শুভ ইচ্ছা ব্যতিরেকে যেমন উপকারের গৌরব থাকে না সেই রূপ উপকার সাধন বিষয়ে তাহার অপর কোন অভিসন্ধি প্রকাশ পাইলেও সে উপকারের মর্য্যাদা রক্ষা পায় না। কোন ধনী লোকের প্রসন্নতা লাভের নিমিত্ত যদি কোন ব্যক্তি তাহার কোন হিত জনক কার্য্য করে তাহা হইলে সে ধনী কখন তাহাকে আপন উপকারী বলিয়া মনে করে না সে তাহাকে আপন প্রত্যাশাপন্ন সামান্য ব্যক্তি বলিয়া নীচ দৃষ্টিতেই দেখে এবং কোন প্রবঞ্চক যদি প্রচুর অর্থ লাভের প্রত্যাশায় কোন ক্ষুধার্ত্ত পথিককে আপন গৃহে উপনীত করিয়া অন্ন পানাদি দান দ্বারা তাহার ক্ষুৎ পিপাসাদির বিজাতীয় যন্ত্রণা দূর করে, তাহা হইলেই বা কি প্রকারে ঐ অর্থ লোভী প্রবঞ্চককে পথিকের উপকারী বলা সঙ্গত হয়। সে উহার শত্রু মধ্যেই পরিগণিত হইতে পারে। এই রূপ সকল প্রকার স্বার্থ-পরতা ও অসৎ অভিসন্ধিই উপকারকে নষ্ট করে। যদিও উপকার সাধন দ্বারা উপকারী ব্যক্তি আপনা হইতেই কৃতজ্ঞতা ও আত্ম সন্তোষ রূপ নানা প্রকার প্রত্যুপকার প্রাপ্ত হয়, তথাপি উপকার সাধন কালে কখনই স্বার্থপর হওয়া কর্ত্তব্য নহে, তদ্দ্বারা কোন রূপেই পরোপকার রূপ পরম ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা পায় না। উপকার দয়ার কার্য্য এবং সেই দয়া স্বার্থ পরতার সম্পূর্ণ বিপরীত বৃত্তি অতএব যাহার সহিত কোন প্রকার স্বার্থ পরতার যোগ থাকে তাহাকে উপকার বলিয়া গ্রাহ্য করা সঙ্গত হয় না। স্বার্থ পরতাশূন্য হইয়া পরোপকার সাধন করণের জন্য জগদীশ্বর আমাদিগকে নানা প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার সূর্য্য প্রতি নিয়ত পূর্ব্ব দিকে উদিত হইয়া সমস্ত পৃথিবীতে স্বকীয় কিরণ বিতরণ করিতেছে, তাঁহার বায়ু নিরন্তর প্রবাহিত হইয়া সকল জীবকে প্রাণ দান করিতেছে এবং তাঁহার সৃষ্ট তরু সমস্ত স্বীয় মস্তকে প্রখর সূর্য্য কিরণ সহ্য করিয়া ছায়া দ্বারা আশ্রিত জনগণকে শীতল করিতেছে এবং প্রচুর ফল পুষ্পাদি প্রসব করিয়া অসংখ্য জীবের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। অতএব আমরাও তাঁহার সৃষ্ট জীব হইয়া তাঁহার প্রদর্শিত দৃষ্টান্তানুসারেই পরোপকার সাধন করিব ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। উপকার সাধন বিষয়ে যেমন লোকের চির কল্যাণ উদ্দেশ করা ও সম্পূর্ণ রূপে স্বার্থ পরতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল অন্যের শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য, সেই রূপ দেশ কাল পাত্রেরও নিতান্ত বিবেচনা করা আবশ্যক, দেশ কালাদির বিবেচনা না করিলেও কখন উপকারের সম্পূর্ণ ফল দর্শে না।

দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া স্বল্প সামান্য অর্থ ব্যয় করিলে মনুষ্যের [illegible] উপকার জন্মে [illegible] বিবেচনা না করিলে এ-

প্রচুর অর্থ ব্যয় করিলেও তাদৃশ ফল দর্শে না। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে অন্ন প্রদান করিলে তাহার যে প্রকার উপকার বোধ হয় তাহাকে সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা দান করিলেও তাদৃশ উপকার বোধ হয় না এবং শীতার্ত্ত ব্যক্তি প্রচুর সুখাদ্য উপাদেয় দ্রব্য প্রাপ্তির অপেক্ষা শীত নিবারকানুযায়ী সামান্য স্থূল বস্ত্র প্রাপ্ত হইলেই অধিক লাভ মনে করে। এই রূপ বর্ষাকালে কোন ব্যক্তিকে গ্রীষ্ম ঋতুর ব্যবহার উপযোগী কোন উপহার প্রদান করাও নিরর্থক এবং শীত প্রধান দেশে উষ্ণ দেশের প্রয়োজনীয় কোন পদার্থ দান করাও বিফল। যে দেশে ও যে সময়ে মনুষ্যের যে প্রকার প্রয়োজন উপস্থিত হয় তাহা বিবেচনা করিয়া উপকার করিলেই উপকারী ব্যক্তির কার্য্য সফল হয় এবং সে উপকারেরও সম্যক গৌরব রক্ষা পায়। যাঁহাদিগের পরোপকার সাধন করিবার বিশেষ শক্তি আছে এবং যাঁহারা উক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানে সতত অনুরাগী আছেন, তাঁহাদিগের ইহা বিবেচনা করা নিতান্ত আবশ্যক, যে কি প্রকারে অর্থ ব্যয় করিলে তদ্দ্বারা লোকের বিশেষ কল্যাণ উদ্ভব হইতে পারে। এই বিবেচনাই উপকারকে সফল করিবার প্রধান কারণ। পরহিত সাধনে অনেক ব্যক্তির শক্তি ও প্রবৃত্তি সত্ত্বেও কেবল এক বিবেচনার ত্রুটি জন্য সংস্কারের সম্ভাবিত মঙ্গল হইতে পারে না। লোকের উপকার সাধন উদ্দেশ করিয়া অনেক সকরুণ ব্যক্তি অনেক সময় প্রচুর অর্থ ব্যয় ও যথেষ্ট কায়িক শ্রম স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু তন্মধ্যে অনেকের বিবেচনার ত্রুটিতে সর্ব্বদা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। উপকার উদ্দেশে যে অর্থ ব্যয় হয় তাহার মধ্যে অনেক সময় অনেক অর্থ নিরর্থক নষ্ট হয়। অনেক উপকার শীল ধনাঢ্য ব্যক্তি দুঃখি লোকের দুঃখ হরণ উদ্দেশ করিয়া কোন কোন সময় সমধিক অর্থ ব্যয় পূর্ব্বক এক স্থানে বহু লোক সমারোহ করিয়া তাহাদিগকে ভোজন করাইয়া থাকেন এবং কেহ কেহ কোন ক্রিয়া কাণ্ড উপলক্ষে বহু সংখ্যক দরিদ্র লোককে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ দান করিয়া থাকেন। এই রূপ ভুরি ভোজন ও দানাদি ব্যাপারে ধনীদিগের এক এক ব্যক্তির প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়, কিন্তু তাঁহারা যে সকল দুঃখি দিগের দারিদ্র্য দুঃখ দূর করণার্থে এত অর্থ ব্যয় করেন তাহাদিগের কিছু মাত্র দুঃখ দূর হয় না, তাহারা যেমন নিস্ব তেমনিই থাকে অধিকন্তু কখন কখন উক্ত প্রকার দানাদির আড়ম্বরে কোন কোন অনাথ দুঃখি লোকের অনেক অপকার ঘটে। শুনা যায় যে এদেশে কোন কোন ধনবান্ ব্যক্তির পিতা মাতার আদ্য শ্রাদ্ধেতে কাঙ্গালী ভোজন ও কাঙ্গালী বিদায় উপলক্ষে শত সহস্র মুদ্রারও অধিক ব্যয় হইয়া গিয়াছে এবং কোন কোন ধনবান কাঙ্গালিদিগের ভোজনার্থে বাঙ্গলা দেশের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বিপণি ও হট্টাদির বহু মূল্য ভোজ্য দ্রব্য লুট দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সে অর্থব্যয়াদি দ্বারা এদেশীয় দরিদ্র লোকের কিছু মাত্র উপকার দর্শে নাই বরং ঐ সমস্ত ক্রিয়া সমারোহে অনেক ধনার্থী দরিদ্র লোকের জীবন নষ্ট হইয়াছে তাঁহারা উল্লিখিত প্রকারে যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, তাহা বিবেচনা পূর্ব্বক প্রকারান্তরে ব্যয় করিলে এদেশীয় দরিদ্র লোকের বিশেষ উপকার দর্শিত, সন্দেহ নাই। এ কাল পর্য্যন্ত এদেশে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া কাণ্ড উপলক্ষে কাঙ্গালী বিদায় পর্ব্বে যে অর্থ ব্যয় হইয়া গিয়াছে এবং অদ্যাপি হইতেছে, যদি সেই সমস্ত অর্থ দ্বারা এদেশের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নগরে ও প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রামে সর্ব্ব সাধারণের জন্য নানা প্রকার জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্প শাস্ত্রাদি শিক্ষা উপযোগী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইত তাহা হইলে এদেশীয় অক্ষম ও নিস্ব লোক দিগের সন্তান গণ সেই সমস্ত বিদ্যালয় হইতে বহু প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়া অনায়াসে আপনা দিগের প্রয়োজনীয় জিতা জীবিকা লাভ করিতে সমর্থ হইত, এবং সর্ব্ব প্রকার অজ্ঞান রাশি নষ্ট করিয়া মনুষ্য জন্মকে সার্থক করিতে পারিত, অথবা ঐ সকল অর্থ যদি দুঃখি লোক দিগের কষ্ট হরণের জন্য এক স্থানে

সুখময় আর কিছুই নাই। যে ব্যক্তি জগদীশ্বরের নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে এই উপকারী রূপ সুখ তরুকে রোপণ করে সে তাঁহার প্রসাদে অবশ্যই সেই অমৃত ফল ভোগ করে।

বিজ্ঞানবার্ত্তা।

জ্যোতিষ

১—১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ নবম্বর দিবসে বরলিন নগরস্থ পণ্ডিতবর ব্রুন্স সাহেব কর্তৃক একটি ধূমকেতু আবিষ্কৃত হইয়াছে। উক্ত ধূমকেতু দেখিতে বড় উজ্জ্বল নহে। উহার আকার শুভ্রবর্ণ মেঘের ন্যায়। আমেরিকার অন্তর্বর্ত্তী নেনটকেট নামক উপদ্বীপ হইতে উইলিএম মিচেল সাহেব [illegible] ডিসেম্বর দিবসে আর একটি ধূমকেতু আবিষ্কৃত হইবার বিষয় অনুমান করেন। উক্ত পণ্ডিত ব্যক্ত করেন যে ১১ ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৮ ঘণ্টার সময় উল্লিখিত ধূমকেতু দুরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দৃষ্ট হয়।

২।—পেরিস নগরস্থ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত চেম্বর-নর্ক সাহেব দুইটি গ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে উক্ত পণ্ডিত বর্ত্তমান খ্রীষ্টীয় শকের ১২ জানুয়ারি দিবসে যে গ্রহটিকে প্রকাশ করেন, তাহার আকার বড় উজ্জ্বল নহে এবং ৮ ফেব্রুয়ারি দিবসে যেটিকে আবিষ্কৃত করেন, সে গ্রহটি দেখিতে উহার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উজ্জ্বল। পেরিস নগরস্থ প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ে উক্ত গ্রহ দ্বয়ের আবিষ্ক্রিয়া বিষয়ক সম্বাদ উপস্থিত হওয়াতে তত্রস্থ পণ্ডিত লিবরিয়র সাহেব কহিয়াছেন, যে মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মধ্যবর্ত্তী পথে অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ বিদ্যমান আছে, আগামী ৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আর একশত গ্রহ প্রকাশিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

পদার্থবিদ্যা

১—পদার্থবিদ্যাবেত্তা পণ্ডিতগণ প্রকাশ করিয়াছেন, যে বৃক্ষ, লতা, ও তৃণ, গুল্ম, [illegible] উদ্ভিদ পদার্থ যেমন উত্তাপের আ[illegible] [illegible] ক্রমে শুষ্ক হইয়া নষ্ট হয় এবং [illegible] হইলে [illegible] হইয়া ক্রমে ক্ষয় হইয়া যায়, সেই রূপ আলোকেরও আতিশয্য ও অল্পতা দ্বারা উহাদিগের তেজের হানি হইয়া ক্রমে নাশ হয়। পণ্ডিতগণ বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে কেবল উপযুক্ত রূপ উত্তাপ বিধান দ্বারা উদ্ভিদ পদার্থ সজীব থাকিতে পারে না। যে স্থান এক কালে অন্ধকারময় সেস্থানে কোন কৌশলে উত্তাপ বিধান করিতে পারিলেও কদাপি সে স্থানে শস্যাদি জন্মায় না। আলোক হীন অন্ধকারময় স্থানে জীব জন্তুর শরীরও প্রকৃতাবস্থায় থাকে না, উহাদিগেরও শারীরিক প্রকৃতি [illegible] দূষিত হইয়া নাশের হেতু হয়। [illegible] জীব জন্তুর শরীরে যথা উপযুক্ত [illegible] লাগিলে তাহাদিগের ক্ষীণ [illegible] অনাথা হইয়া যায়। দীর্ঘ কাল অন্ধকার ভোগ দ্বারা অনেক জন্তুকে বিবর্ণ হই[illegible] দেখা গিয়াছে।

ভূতত্ত্ববিদ্যা

১।—আমিরিকায় অন্তঃপাতী [illegible] প্রদেশে সম্প্রতি এক ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। ডাক্তর ট্রাস সাহেব ব্যক্ত করেন, যে ১৫ ফেব্রুয়ারি অপরাহ্ণ ৫ ঘণ্টার পর উক্ত ভূমিকম্প আরম্ভ হইয়া অতি প্রকাণ্ড বেগে ভয়ঙ্কর সকল ভূমিকে তরঙ্গিত ভাবে আন্দোলিত [illegible] [illegible] তখন উক্ত ভূমিকম্পের [illegible] প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ ভূমিকম্পের অসাধারণ প্রবল বেগে বৃক্ষময় [illegible] ও বাষ্প প্রভৃতি [illegible] [illegible] ও [illegible] বৃহৎ বৃহৎ দ্রব্যাদি এক স্থান হইতে স্থানান্তরে উপনীত হইয়াছিল এবং ভূতলস্থ অপরাপর অনেক দ্রব্যাদিও প্রবল বেগে কম্পিত হইয়াছিল। উল্লিখিত [illegible] প্রদেশের কোন কোন স্থানে উক্ত ভূকম্পের তেজে [illegible] [illegible] [illegible] হ্রদের [illegible] হইতে একেবারে বাহিরে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ডাক্তর ট্রাস সাহেব ব্যক্ত করিয়াছেন যে উক্ত প্রদেশে বর্ত্তমান দুই রূপ ভয়ানক ভূকম্প উপস্থিত হয়। ২ জানুয়ারি অবধি ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত এই [illegible] মধ্যে পাঁচবার ভূমিকম্প হইল এবং ইহার পূর্ব্বেও উক্ত প্রদেশে অ-

[illegible] জাহাজে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়া [illegible]।

উদ্ভিদবিদ্যা

১।—[illegible] ইংলণ্ডীয় কৃষিতত্ত্ববিদ্যা [illegible] পত্রিকায় সম্প্রতি এক প্রকার মূলজ [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন। [illegible] চীন দেশে এক প্র[illegible] এবং চীন দেশীয় লোকে [illegible] ভক্ষণ করিয়া থাকে। সম্প্রতি ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতগণ উক্ত মূলের [illegible] পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে উক্ত [illegible] গোল আলুর গুণের কিছুমাত্র [illegible] নাই বরং কোন কোন অংশে উক্ত আলু গোল আলু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে। গোল আলু যেমন পুষ্টিকর ও স্বাদু, উক্ত আলুও তেমনি পুষ্টিকর ও [illegible]। কেহ কেহ উহাকে গোল আলু অপেক্ষা অধিক পোষক ও স্বাদু ম[illegible] গোল আলু অপেক্ষা উক্ত আলু [illegible] সহজে উৎপন্ন হইতে পারে। গোল আলুর চাস করিতে যে পরিমাণে পরিশ্রম [illegible] হয় এবং উহার প্রতি যত বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে, চীন দেশীয় উক্ত আলু উৎপন্ন করিতে সে পরিমাণে পরিশ্রম করিতে হয় না এবং উহার প্রতি [illegible] বিঘ্নও উপস্থিত হয় না। উক্ত আলু [illegible] বালুকা ক্ষেত্রে ও অতি অনুর্বরা ভূমিতেও জন্মে এবং এক কালে অধিক উৎপন্ন হয়। বিশেষত উহার মূল বহুকাল পর্যন্ত মৃত্তিকার মধ্যে সজীব থাকে এবং যত পুরাতন হয় ততই উহা স্বাদু ও পুষ্টিকর হইতে থাকে। উক্ত আলু তুলিয়া রাখিলে দীর্ঘ কালেও নষ্ট হয় না এবং উহা অতি শীঘ্র সিদ্ধ হয়, উহাকে কাঁচাও ভক্ষণ করা যায়। চীন দেশীয় লোকে উহাকে [illegible] বলে; এক্ষণে ফরাস দেশেও উহার চাষ আরম্ভ হইয়াছে। চীন দেশের আর এক প্রকার উদ্ভিদ হইতে [illegible] ইক্ষু দণ্ডের গুণ প্রকাশ পাইয়াছে। উহার নাম হলকস্। উহার রসে শতকরা ১৬। [illegible] চিনি প্রস্তুত হইতে পারে এবং উৎকৃষ্ট দ্রাক্ষা রসের অপেক্ষা উহার রস হইতে অধিক মাত্রা সুরাসার নির্গত হয়। [illegible] নামক এক জন সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে উক্ত উদ্ভিদের রসে শর্করা প্রস্তুত না করিয়া সুরাসার প্রস্তুত করিলে বিশেষ লাভ হইতে পারে। উক্ত সাহেব উহাকে শ্রেষ্ঠ উদ্ভিদ বলিয়াই নির্দিষ্ট করিয়াছেন। পরন্তু উহার ত্বকে কাগজ প্রস্তুত হয় এবং স্থান বিশেষে উহা তৃণাবস্থাতেও অনেকানেক জীবের উপজীব্য হইয়া থাকে¶।

প্রাণীবিদ্যা

১।—প্রাণীবিদ্যা বিশারদ সার ডেবিড ব্রুষ্টর নামক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মাইকা নামক এক প্রকার প্রস্তর মধ্যে অনুবীক্ষণ দ্বারা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক প্রকার কীটাণুর মৃত শরীর অবলোকন করিয়াছেন, উক্ত কীটাণুদিগের আকার এত ক্ষুদ্র, যে কোন এক ঘুরুলের ১৫০ ভাগের এক ভাগ [illegible] এবং কোন কীটের শরীর একাঙ্গুলের এক ঘুরুলের ৭০ ভাগের এক ভাগ হইবে। ঐ সমস্ত কীটশরীর প্রস্তর পরমাণুমধ্যে এক কালে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। অনেক প্রকার অনুসন্ধান করিয়া ব্রুষ্টর সাহেব স্থির করিয়াছেন, যে ঐ সমস্ত কীট প্রস্তরীভূত হইয়া উক্ত প্রকার আকারে পরিণত হয় নাই, উহারা আক্রমণ প্রস্তর ভেদ করিয়া তাহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে*।

শিল্পবিদ্যা

১।—ইংলণ্ডদেশে মর্শী নামক নদীর মধ্য দিয়া লিবরপুল নগর হইতে বর্কেনহেড নামক নগর পর্যন্ত বাষ্পীয় রথ গমনোপযোগী এক লৌহবর্ত্ম প্রস্তুত হইবার প্রস্তাব হইয়াছে। নদীতলস্থ উক্ত লৌহ বর্ত্মের পৃথক্ পৃথক্ দুই অংশ থাকিবে এবং তদ্দ্বারা অনায়াসে এক কালে দুই দিক হইতে বাষ্পীয় রথ গতায়াত করিতে পারিবে। ঐ লৌহ বর্ত্মের পার্শ্বে সামান্য শকটাদি গমনাগমন করিবার পৃথক পথ থাকিবে, অর্থাৎ নদী জলের যে স্থান দিয়া উক্ত লৌহবর্ত্ম প্রস্তুত হইবে সে স্থানে পৃথক্ পৃথক্ তিন খিলান প্রস্তুত হইবে। [illegible]

¶ Chambers's Journal.

* American Journal of Science and Arts, No. 98.

* American Journal of Science and Arts, No. [illegible]

নিম্নে লৌহ বর্ম্ম চালিত হইবে এবং উভয় পার্শ্বের দুই খিলানের নিম্ন দেশ দিয়া সামান্য যান বাহন ও নিত্য যাতায়াতের শকটাদি গমনাগমন করিবার পথ প্রস্তুত হইবে। ঐ প্রস্তাবিত পথ প্রস্তুত হইলে কেবল যে উল্লিখিত মর্সী নদীর উভয় তীরস্থ লিবরপুল ও বর্কেনহেড নগরের উপকার হইবে এমন নহে উহাদ্বারা ইংলণ্ডের অনেক স্থানের কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারিবে। উক্ত নদী তলস্থ পথ দীর্ঘে প্রায় এক ক্রোশ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইবে এবং প্রায় পথের তিন ভাগ জলের মধ্যে স্থিত থাকিবে। ইতিপূর্ব্বে সমুদ্র মধ্য দিয়া কেলিস হইতে ডোবর নগর পর্য্যন্ত যে সুড়ঙ্গ প্রস্তুত হইবার প্রস্তাব হইয়াছিল, তাহারই পরিবর্ত্তে সম্প্রতি উক্ত নদী তলস্থ পথ প্রস্তুত হইতেছে।

৩। এক্ষণে এদেশের অনেক ধনি লোকে জর্ম্মন দেশীয় কৃত্রিম রৌপ্যের বাসন ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু ব্যবহার দোষে তাহা অতি শীঘ্রই বিবর্ণ হইয়া যায়। সম্প্রতি উক্ত রৌপ্যময় বাসনাদি সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবার এক উপায় প্রকাশ পাইয়াছে। এক জন সাহেব বিলক্ষণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে উক্ত প্রকার তৈজসাদি দীর্ঘ কাল অব্যবহার্য্য না রাখিয়া শীতল জলে যৎকিঞ্চিৎ সাবান মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা মধ্যে মধ্যে ধৌত করিলে বিলক্ষণ পরিষ্কার ও উজ্জ্বল থাকে। যদি অকস্মাৎ কদাপি কোন তৈজসে কিঞ্চিৎ দাগ পড়ে তাহা হইলে উহাকে জলে সিক্ত করিয়া কিঞ্চিৎ লবণ দ্বারা মাজিলে পর তৎক্ষণাৎ উহার দাগ উঠিয়া যায় এবং উহা পূর্ব্বের ন্যায় পরিষ্কার হয়।

ত্রিপুরা সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

৩০ শ্রাবণ ১৭৭৮ শক।

এই ত্রিপুরা ব্রাহ্মসমাজ দুই বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া অদ্য তৃতীয় সম্বৎসরে প্রবৃত্ত হইলেন। গত দুই বৎসর কাল মধ্যে সভার কার্য্য যে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া ক্রমেই সভার উন্নতি হইয়াছে ইহাই ব্রাহ্মদিগের মহৎ সৌভাগ্যের বিষয়, কিন্তু গত বৎসরে যে সকল বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল তদ্দ্বারা এক কালে এমত বোধ হয় যে সভার কার্য্যের গতি অনেক রুদ্ধ হইবেক এবং অনেকে হতাশ ও উদ্যম ভঙ্গ হইয়াছিলেন। কিন্তু জগদীশ্বরের কৃপায় সভার কার্য্য এক দিনের জন্যও স্থগিত থাকে নাই। [illegible] ভক্তির সহিত জগদীশ্বরের উপাসনায় [illegible] ক মনোযোগী হইয়াছিলেন [illegible] ধর্ম্মবিদ্বেষী পাপাত্মারা একদা [illegible] গোলযোগ উপস্থিত করিয়া [illegible] যে, যে সকল ব্যক্তি ত্রিপুরা ব্রা[illegible] অধিষ্ঠান পূর্ব্বক জগদীশ্বরের উপাসনা [illegible] রিবেন তাঁহাদিগকে [illegible] বহিষ্কৃত করা যাইবেক। [illegible] অনেকেই ভীত হইলেন [illegible] ব্রাহ্মেরা সভায় উপস্থিত হইতে ক্ষান্ত থাকিলেন। ত্রিপুরা [illegible] দ্বারা এক ষড়যন্ত্র করিয়া [illegible] এক সমাজ সংস্থাপনের চেষ্টা [illegible] [illegible] পৌত্তলিক [illegible] গের সম্মতিক্রমে [illegible] সভা করে, তাহার এই মাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে ত্রিপুরা ব্রাহ্মসমাজের [illegible] কিন্তু কি আশ্চর্য্য! [illegible] টিয়াছে। [illegible] হইতেছে [illegible] তেছে [illegible] পুন রায় [illegible] হয় নাই সকলেই [illegible] হইয়াছে অবশ্যই [illegible] তিত হইবে। [illegible] পুরাণাদি শ্রবণ করিতে [illegible] অনেকেই বিরক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং [illegible] [illegible] পুরাণ [illegible] উপকারে আর কাহারও ভক্তি হয় না, [illegible] এই প্রকার বিপদ সত্ত্বেও সমাজের সভ্যের যথার্থ [illegible] ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য [illegible] হয়েন নাই [illegible] অধিক আগ্রহ পূর্ব্বক [illegible] উপাসনা কার্য্যাদি সম্পন্ন

[illegible] June [illegible]

তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ [illegible]
[illegible] সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমিতি

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঈশ্বরের মহিমা!

বৃদ্ধাবস্থা।

জগদীশ্বর জীব মাত্রেকে জন্ম স্থিতি ও লয় এই ত্রিবিধাবস্থার অধীন করিয়াছেন, তাঁহার কল্যাণকর প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে জীব সকল উৎপন্ন হইয়া ক্রমে উন্নতি প্রাপ্ত হয় এবং তাঁহারই নিয়মানুসারে তাহারদিগের আবার কালেতে হ্রাস হইতে থাকে। বৃক্ষ, লতা, তৃণ, গুল্ম, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, প্রভৃতি সমস্ত শরীরী পদার্থই তাঁহার প্রণীত এই নিয়মের অধীন। ওষধি ও বনস্পতি প্রভৃতি উদ্ভিদ পদার্থ যেমন বীজ গর্ভ হইতে অঙ্কুরিত হইয়া পূর্ণাবস্থায় পরিণত হইলে পর ক্রমে শীর্ণ ও শুষ্ক হইয়া হ্রাস হইতে আরম্ভ করে, মনুষ্যাদি জীব শরীরও সেই রূপ গর্ভাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে যৌবনাবস্থার নির্দ্দিষ্ট সীমায় উপনীত হইলে পর দিনে দিনে জরাগ্রস্ত হইতে থাকে। জল, বায়ু, ও তেজ, প্রভৃতি যে সকল ভৌতিক পদার্থ দ্বারা এক সময় মনুষ্য শরীর দিন দিন ত্রাণ্টিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হইয়া বর্দ্ধিত হয়, সময়ান্তরে সেই সমস্ত পদার্থই আবার মানব দেহের ক্ষয়ের কারণ হয়। যদিও কোন কোন মনুষ্য যথাবিধি আহার নিদ্রাদি নিষ্পাদন করিয়া সুচারু রূপে শারীরিক নিয়ম পালন পূর্ব্বক অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ দিন, শরীরকে সবল ও [illegible] অবস্থায় রক্ষা করিতে সমর্থ হন, কিন্তু আমরা সুস্পষ্ট দেখিতেছি যে জীবের [illegible] হওয়া জগদীশ্বরের একটি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম। শারীর স্থান ও শারীর বিধান বিষয়ে বিশারদ পণ্ডিত গণ বারম্বার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে মানব দেহের [illegible] তাহার ক্ষয়ের কারণের উৎপত্তি হয়। যৌবনাবস্থার নির্দ্দিষ্ট সীমা অতীত [illegible] পর মনুষ্যশরীর আর এক ধর্ম্ম [illegible] রে, তখন নিত্য নিয়মিত [illegible] অস্থি সকল যত [illegible] [illegible] নিয়মাতিরিক্ত কঠিন হইয়া [illegible] অকর্ম্মণ্য হইতে থাকে। [illegible] হাস্তুগত শিরা ও মাংসপেশী সকল [illegible] দিনে দিনে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, কিন্তু [illegible] ক্রমে অধিক পুষ্ট ও কঠিন হওয়াতে [illegible] মধ্যদিয়া শোণিতাদি দ্রব পদার্থ সকল সহজে সঞ্চালিত হইতে পারে না। [illegible] সকল এত কঠিন হয়, যে [illegible] সঞ্চালন ক্রিয়া সমাধা হওয়া কঠিন হইয়া উঠে, শরীরস্থ সমুদায় অস্থি সন্ধি স্থানে যে তৈলবৎ পদার্থ বিদ্যমান থাকাতে [illegible] অস্থি এবং সকল সঞ্চালন [illegible] আমাদিগের পক্ষে সহজ থাকে, কাল ক্রমে সে পদার্থের পরিমাণ অল্প হইয়া যায় এবং তাহা এত ঘন হইয়া উঠে যে তদ্দ্বারা আর

কোন রূপে অন্যান্য ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। এই রূপে শরীরের সকল অংশই কালেতে [illegible] রূপান্তরিত হয় ও মনুষ্যের [illegible] হইয়া উঠে এবং বার্দ্ধক্য ও আ-[illegible] উপস্থিত হয়। জীব মাত্রে কে-[illegible] বর্জিত নহে, সুতরাং মনুষ্য [illegible] কালেতে [illegible] জরা মরণগ্রস্ত হয়। অতএব করুণাময় পরমেশ্বর যে কি মহৎ কল্যাণের উদ্দেশে মানব জাতিকে অজর অমর না করিয়া এতাদৃশ বার্দ্ধক্যাদির অধীন করিয়াছেন যদিও আমরা তাহা সম্পূর্ণ রূপে জ্ঞানগোচর করিতে সক্ষম না হই, কিন্তু তিনি যে রূপ আশ্চর্য্য নিয়মে মনুষ্যকে বাল্য যৌবনাদি অবস্থা ত্রয়ের অধীন করিয়াছেন তাহার মধ্যে আমরা তাঁহার অনুপম কৌশল দেখিতে পাই এবং বাল্য যৌবন ও বার্দ্ধক্য সকল অবস্থাতেই তাঁহার করুণা সন্দর্শন করি।

কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যে বৃদ্ধাবস্থায় মনুষ্য আপনার দেহ রক্ষা ও জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে নিতান্ত অশক্ত হয়, যৌবনাবস্থায় যে ব্যক্তি স্বোপার্জ্জন দ্বারা সহস্র জনের ভরণ পোষণ করে, বৃদ্ধাবস্থায় আপনার উদর পূর্ত্তি করাও তাহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠে। কিন্তু করুণাকর জগদীশ্বর একপ নিরুপায় বৃদ্ধাবস্থারও উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, যে ব্যক্তি বাল্য কাল ও যৌবন কালে সুচারুরূপে জগদীশ্বরের নিয়মানুগত হইয়া কার্য্য করে, বৃদ্ধাবস্থায় তাহাকে কিছুমাত্র কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। বাল্য ও যৌবন বিদ্যা ও ধনাদি উপার্জনের কাল। যে ব্যক্তি বাল্যাবস্থায় বিদ্যোপার্জন করিয়া যাবৎ যৌবন ধন সঞ্চয় করে, অশক্ত বৃদ্ধ কালে তাহার ক্লেশ ভোগ করিবার সম্ভাবনা নাই। বৃদ্ধাবস্থায় মনুষ্য যেমন আপনার নিত্য প্রয়োজন সিদ্ধ করণে অশক্ত হয়, বাল্য ও যৌবনের উপার্জিত জ্ঞান ধনাদি তেমনি তাহার সহায় হইয়া তৎকালে তাহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করে। বিশেষত সহায়হীন শিশু সন্তানের রক্ষার জন্য জগদীশ্বর মনুষ্যের মনে যেমন আশ্চর্য্য বাৎসল্য ভাবের সৃজন করিয়াছেন, সেই রূপ উপায় রহিত বৃদ্ধ ব্যক্তির জীবন রক্ষার জন্যও করুণানিধান বিশ্বপিতা মর্ত্ত্য লোকে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা ভাবের সৃষ্টি করিয়াছেন। ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা ভাব যে কি প্রকার করিয়া জরাগ্রস্ত উপায় রহিত অতীত বয়স্ক বৃদ্ধ লোকদিগকে রক্ষা করে তাহার এক একটি উদাহরণ শুনিলে অবাক হইতে হয়। কত স্থানে কত সন্তান আপনার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া বৃদ্ধ পিতা মাতাকে আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছে এবং কত সন্তান প্রগাঢ় ভক্তি ভাবে আবদ্ধ হইয়া নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে পর্য্যটন পূর্ব্বক ভিক্ষান্ন আহরণ করিয়া আপনার উদরকে বঞ্চনা করিয়াও জরাগ্রস্ত পিতা মাতার ভরণ পোষণ করে। জগদীশ্বরদত্ত স্বাভাবিক ভক্তি ভাবের এই রূপ সহস্র সহস্র অসাধারণ উদাহরণ সন্দর্শন করিয়া গ্রন্থকারেরা কুল পাবন সৎ পুত্রকে বৃদ্ধ পিতা মাতার যষ্টি স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন। করুণা নিধান বিশ্ব পিতার এমনি অদ্ভুত কৌশল যে যে ব্যক্তি যৌবনাবস্থায় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নিয়মের প্রতি দৃষ্টি পাত করিয়া যথা বিধি দার পরিগ্রহ করে এবং নিয়মিত রূপে আপনার সন্তানদিগকে লালন পালন করিয়া জ্ঞান ধর্ম্মের শিক্ষা দেয়, সে ব্যক্তি জরাগ্রস্ত হইবার পূর্ব্বেই তাহার বৃদ্ধাবস্থার জীবন ধারণের সম্যক্ উপায় নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। জগদীশ্বর আমাদিগকে পরোপকার করিবার যে এক শক্তি প্রদান করিয়াছেন তদ্দ্বারাও আমরা বৃদ্ধাবস্থায় রক্ষা পাইতে পারি। আমরা যদি যৌবন কালে আমাদিগের ক্ষমতা থাকিতে লোকদিগকে উপকার ঋণে বদ্ধ করি, তাহা হইলে আমরা ক্ষমতাশূন্য বৃদ্ধাবস্থায় তাহার পরিশোধ স্বরূপ কৃতজ্ঞতা লাভ করিয়া অনায়াসে জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হই। বিশেষত বার্দ্ধক্য কখন সহসা এক দিনে হঠাৎ উপস্থিত হয় না। আমাদিগের বৃদ্ধাবস্থা সমাগত হইবার বহু কাল পূর্ব্বে জগদীশ্বর আমাদিগকে নানা চিহ্ন দ্বারা সতর্ক করেন, আমাদিগের শরীর বিলক্ষণ স-

বল থাকিতে অগ্রে আমাদিগের কেশ পক্ক ও দন্ত স্খলিত হয় এবং আমরা অনায়াসে সন্নিহিত বার্দ্ধক্যের আগমন জানিতে পারিয়া সর্ব্ব প্রকারে সাবধান হইতে পারি। অল্পজ্ঞ স্থূলদর্শী অবিবেকী লোকে বৃদ্ধাবস্থাকে যেমন নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন ও নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশের কারণ মনে করে বাস্তবিকতঃ উহা সে রূপ নহে। বৃদ্ধাবস্থা আমাদিগের অনেক প্রকার উৎকৃষ্টতর ও মহত্তর সুখ ভোগের সময় এবং অনেক শ্রেষ্ঠতর কার্য্য সাধন করিবার মুখ্য কাল। কিঞ্চিৎ বয়োধিক হইলে পর যখন যৌবনের প্রবল তরঙ্গ সকল নিবৃত্ত হয় এবং উত্তেজিত নিকৃষ্ট বৃত্তি সকল ক্রমে ক্রমে বলহীনা হয়, তখন আমাদিগের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সকল অবাধে আপনাদিগের শক্তি প্রকাশ করিতে পারে, তখন আমরা নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মজনিত বিশুদ্ধ সুখের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া মানব জন্মকে সফল করিতে সমর্থ হই। অতীত বয়স্ক প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তির মানস পটে যেমন সর্ব্বদা অনুপম ঈশ্বরতত্ত্বের প্রকাশ হয়, প্রবল তরঙ্গ বিশিষ্ট যুবা ব্যক্তির চঞ্চল চিত্তে কদাপি সে প্রকার হওয়া সম্ভব বোধ হয় না, বৃদ্ধাবস্থা পরমার্থ রস পান করিবার চরম কাল, উক্তাবস্থায় যে রূপ নির্ব্বিঘ্নে জগদীশ্বরের তত্ত্বরস পান করিয়া সুখী হওয়া যায় আর কোন অবস্থাতেই সে রূপ হইবার উপায় হয় না। বিশেষতঃ জ্ঞান পরিপক্ক প্রাচীন লোকের অতুল্য ও অমূল্য উপদেশ সকল সংসারের অশেষ কল্যাণের কারণ। যে ব্যক্তি বহুদর্শী ও বহুশ্রুত প্রবীণ ব্যক্তির দুর্লভ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া কখন তাহার মর্ম্মাবধারণে সমর্থ হইয়াছে, সেই জানিয়াছে, যে বৃদ্ধাবস্থাতেও মনুষ্য কত দূর পর্য্যন্ত সংসারের কল্যাণকর ব্যাপার সাধন করিতে পারে। অতএব বৃদ্ধাবস্থা যে আমাদিগের নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন ও নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশের অবস্থা নহে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। জগদীশ্বর আমাদিগের সকল অবস্থাকেই এক এক প্রকার সুখ সাধন ও কল্যাণ বর্দ্ধনের উপযোগী করিয়াছেন, আমরা তাঁহার কল্যাণকর নিয়মের অনুগত থাকিলে কোন অবস্থাতেই তাঁহার করুণা ও তাঁহার প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হই না, আমরা যদি তাঁহার প্রদর্শিত পথে গমন করি, তাহা হইলে সকল অবস্থাই আমাদিগের মঙ্গলের কারণ হয়। বৃদ্ধাবস্থা কেন? আমরা যে মৃত্যুকে প্রধান অমঙ্গলের হেতু মনে করি, যাহার নাম শ্রবণে আমাদিগের হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায় এবং কলেবর কম্পিত হইয়া উঠে, তত্ত্বদর্শী বিবেকী ব্যক্তি সে মৃত্যুকেও মঙ্গলের কারণ জানিয়া জগদীশ্বরের মহিমা ঘোষণা করেন। মৃত্যু সমস্ত চরাচর শাসন করিয়া সংসারের অশেষ অমঙ্গল নিবারণ করিয়া রাখিয়াছে। সংসারে মৃত্যু না থাকিলে যে ইহার কি পর্য্যন্ত অমঙ্গল উদ্ভব হইত তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না, পৃথিবীতে মৃত্যু বিচরণ না করিলে এক দিন জীব সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি হইয়া পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিত; আর কোন প্রাণীই এখানে স্থান প্রাপ্ত হইত না এবং কোন জীবই উপযুক্ত রূপে অন্ন পানাদি প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুৎ পিপাসার কষ্ট হইতে ত্রাণ পাইতে পারিত না, ভূমণ্ডল হইতে অনবরত হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইত। অসাধ্য ও উৎকট রোগের কষ্ট হইতে এক মৃত্যুই আমাদিগকে পরিত্রাণ করে এবং নানাবিধ অনিবার্য্য সাংসারিক যন্ত্রণা হইতে মৃত্যুই আমাদিগকে মুক্তি দেয়। যখন আমরা নানা কারণ বশতঃ পৃথিবীর সকল সুখে নিরাশ হই তখন মৃত্যু আমাদিগের দুঃখাপহারী পরম বন্ধু স্বরূপ হইয়া ইহ লোক হইতে অবসৃত করে। অতএব যে ব্যক্তি যথার্থ রূপে মৃত্যুর স্বরূপ বিবেচনা করিয়া দেখে সে ব্যক্তি তাহা হইতে কিছুমাত্র ভয় প্রাপ্ত না হইয়া তাহাকে আহ্লাদ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হয় "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন"।

হা জগদীশ! তুমি কোন অবস্থাকেই আমাদিগের অকল্যাণকর কর নাই এবং কোন কালেই আমাদিগের প্রতি করুণা বর্ষণ করিতে ত্রুটি কর নাই। ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে তুমি যেমন আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত

[illegible] মনেতে স্নেহ ও স্তনেতে দুগ্ধ প্রেরণ করে, সেই রূপ আমাদিগের বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেও তৎকালের জীবন ধারণোপযোগী নানা উপায় নির্দ্ধারিত করিয়া রাখে। [illegible] করুণা কখন পিতা [illegible] গুরুজনের নিকট হইতে স্বা- [illegible] করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করে, কখন পুত্র কন্যা প্রভৃতি স্নেহাস্পদদিগের নিকট হইতে ভক্তি রূপে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগের জীবন ধারণের হেতু হয়। তোমার সুগভীর কৌশল সকলের মধ্যে বুদ্ধি নিমগ্ন করা কাহার সাধ্য? আমাদিগের রক্ষার নিমিত্তে তুমি যে কত প্রকার কৌশল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছ তাহা কে বলিতে পারে? আমরা যখন আমাদিগকে নিতান্ত সহায়হীন মনে করি তখনও তোমার সুকুমার করুণা আমাদিগের সহায় হইয়া নানা দুঃখ নিবারণ করে এবং যে অবস্থাকে আমরা নিতান্ত অমঙ্গলের হেতু মনে করি তাহাতেও তুমি গূঢ় রূপে আমাদিগের নানা মঙ্গলের বীজ রক্ষা কর অতএব তোমার সমান করুণা সাগর আর আমরা কোথায় প্রাপ্ত হইব

উপকার।

"নোপকারাৎ পরোধর্ম্মঃ।"

যেদেশীয় লোকের বুদ্ধি বৃত্তি কিঞ্চিৎ মার্জ্জিত হইয়াছে এবং যে দেশের লোক ধর্ম্মাধর্ম্মের কিঞ্চিৎমাত্র বিচার করিয়া দেখিয়াছে, তাহারাই পরোপকার সাধনকে পরম ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। জগদীশ্বর মনুষ্য মাত্রেরই মনোভূমিতে উক্ত পরম ধর্ম্মের বীজ বপন করিয়াছেন এবং মনুষ্য মাত্রকেই উহা সংসাধন করিবার শক্তি প্রদান করিয়াছেন। কেবল যে ধনবান্ ব্যক্তি নির্দ্ধনের উপকার করিতে পারে বলিষ্ঠ হইতে দুর্ব্বলের উপকার হয় এবং জ্ঞানবান্ লোক কর্ত্তৃক অজ্ঞানী মনুষ্য উপকৃত হইতে সমর্থ হয় এমন নহে, সকল প্রকার লোকই স্বীয় স্বীয় শক্তি ও অবস্থানুসারে অন্যের উপকার করিতে সমর্থ হয়। ধনী যেমন স্বীয় ধন দ্বারা নির্দ্ধন ব্যক্তির দারিদ্র্য দুঃখ দূর করিতে সমর্থ হয়, সেই রূপ নির্দ্ধন ব্যক্তিও কখন আপন বুদ্ধি কৌশল ও কায়িক বল দ্বারা ধনবানের অন্য প্রকার ক্লেশ অন্তরিত করিতে পারে। এই রূপ মনুষ্য জাতির মধ্যে পরস্পর সকলেই সকলের দুঃখ মোচন ও সুখ বর্দ্ধন করিয়া পরস্পর পরস্পরের উপকার সাধন করিতে সমর্থ হয় এবং এই প্রকার পরস্পর উপকার সাধন দ্বারাই সমস্ত লৌকিক ব্যাপার সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। জগদীশ্বর মানব জাতির মহৎ কল্যাণের উদ্দেশেই তাহাদিগের মনে পরোপকার সাধনের প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে পরমেশ্বর যে উদ্দেশে মনুষ্য জাতিকে উক্ত প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, কখন কখন অতি সামান্য কারণের নিমিত্ত তাহা সম্যক সিদ্ধ হয় না এবং তাহার সম্ভাবিত সকল ফল ফলিতে পায় না। অতএব যাহাতে উল্লিখিত পরোপকার সাধন রূপ পরম ধর্ম্মের উদ্দেশ্য ভঙ্গ না হইয়া তাহা সম্পূর্ণ রূপে সফল হইতে পারে আমাদিগের উচিত যে আমরা সর্ব্বদা তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উক্ত ধর্ম্ম সাধন করি।

আপাততঃ আমাদিগের এই রূপ বোধ হয়, যে কোন ব্যক্তির দুঃখ মোচন ও সুখ বর্দ্ধন করিতে পারিলেই তাহার উপকার করা হয়, কিন্তু কেবল দুঃখ মোচন ও সুখ বর্দ্ধন দ্বারা সর্ব্বদা লোকের উপকার সিদ্ধ হয় না, প্রত্যুত উহা দ্বারা অনেক সময় অনেকের অপকার ঘটিবার সম্ভাবনা। প্রবৃত্তি ভেদে অশেষ প্রকার মনুষ্যের অশেষ প্রকার প্রয়োজন উপস্থিত হয় এবং যাহার যখন যে বিষয়ের প্রয়োজন হয় তাহাকে তখন সেই বিষয়ে আনুকূল্য করিলে তাহার সুখোৎপত্তি হয় এবং সে আপনাকে উপকৃত মনে করে। বিদ্যা শিক্ষা যাহার মুখ্য প্রয়োজন তাহাকে বিদ্যা বিষয়ক কোন উপদেশ প্রদান করিলে সে যেমন বিশেষ উপকার মনে করে, লোভাসক্ত ব্যক্তিও সেই রূপ আপন অভিলষিত বিষয়ে সহায়তা পাইলে উপকৃত হয়, কিন্তু এতদ্রূপ

প্রয়োজন সাধন ও অপ্রতুল মোচন দ্বারা লোকের উপকার সিদ্ধ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কুপথ গামী অসৎ প্রবৃত্তি বিশিষ্ট মনুষ্য দিগের বাঞ্ছিত বিষয়ে আনুকূল্য করিলে তাহাদিগের উপকার হইবার পরিবর্ত্তে বিশেষ অপকারই ঘটে। অনেক পানাসক্ত পুরুষ অর্থাভাবে সুরাতৃষ্ণা শান্তি করিতে অশক্ত হইয়া বিজাতীয় যন্ত্রণা ভোগ করে এবং অনেক পরদারাভিলাসক্ত কামি ব্যক্তি আপনার শক্তি অভাবে স্বীয় পাপ ইচ্ছা চরিতার্থ করিতে নাপারিয়া মহা মনঃপীড়ায় পীড়িত হয়। যখন কোন ক্রোধন ব্যক্তি সামান্য কারণে কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে নির্য্যাতন করিতে নাপারে বা কোন পরদ্রোহী দুরাত্মা পরের অনিষ্ট করিতে অসমর্থ হয় তখন তাহাদিগের সামান্য ক্লেশ উপস্থিত হয় না তৎকালে তাহাদিগের মন যে বিষম যন্ত্রানলে জ্বলিতে থাকে তাহাদিগের কার্য্য দ্বারাই তাহা প্রকাশ পায়। কত কোপন স্বভাব কদর্য্য মনুষ্য ইচ্ছামত বৈরনির্য্যাতন করিতে না পাইয়া মনস্তাপে জীবন ত্যাগ করিতে উদ্যত হয়, কত লোভী মনুষ্য আপনার অসঙ্গত লোভ তৃষ্ণা চরিতার্থ করিতে অসমর্থ হইয়া দুঃখেতে আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে এবং ঐ প্রকার অপরাপর কুক্রিয়াসক্ত কত লোকে স্ব স্ব প্রবৃত্তি অনুসারে কার্য্য করিতে অশক্ত হইয়া সহস্র প্রকার বাহ্য লক্ষণ দ্বারা আন্তরিক বেদনা ব্যক্ত করে। কিন্তু ঐ সমস্ত দুষ্প্রবৃত্ত দুরাত্মাদিগের দুঃখ সন্দর্শন করিয়া অর্থ সামর্থ্যাদির দ্বারা তাহা দূর করিলে উহাদিগের উপকার না দর্শাইয়া অশেষ প্রকার অপকার ঘটে, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব বিলক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে, যে কেবল দুঃখ মোচন ও সুখ সাধন দ্বারা লোকের হিত সাধন হয় না, কখন কখন কিঞ্চিৎ ক্লেশ প্রদান করিয়াও লোকের উপকার করিতে হয়। কুকর্ম্মী লোকদিগকে দণ্ড প্রদান করিলে আপাতত তাহাদিগের কিঞ্চিৎ ক্লেশ হয় বটে কিন্তু সেই দণ্ডই তাহাদিগের মহোপকারের কারণ হয়। ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যে দুরাচারি ও পাপকারি লোকে যত কুক্রিয়ানুষ্ঠানে নিবারিত হইয়া পুনঃ পুনঃ দুঃখ ভোগ করে, ততই তাহাদিগের কুপ্রবৃত্তি সকল দূরীভূত হয়। চিকিৎসক যখন কোন রোগী ব্যক্তির রোগ শান্তি উদ্দেশে তাহাকে তিক্ত বা কষায় ঔষধ সেবন করায় অথবা তাহার কোন বিকৃত অঙ্গ ছেদন করে তখন সেই রোগির যে বিশেষ যন্ত্রণা বোধ হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাকে উক্ত প্রকার ক্ষণিক ক্লেশ প্রদান না করিলে কোন ক্রমেই তাহার রোগ শান্তি হইতে পারে না। পরম করুণাকর পরমেশ্বরও আমাদিগকে অনেক সময় দুঃখ প্রদান করিয়া আমাদিগের অশেষ উপকার সাধন করেন। আমরা যখন তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ভৌতিক শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি কোন প্রকার নিয়ম লঙ্ঘন করি তখন তন্নিমিত্ত আমাদিগকে নিশ্চয়ই বিশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় কিন্তু সেই যন্ত্রণা ভোগ দ্বারাই আমাদিগের বিশেষ হিত হয়। আমরা তাঁহার যে নিয়ম হেলন করিয়া ক্লেশ প্রাপ্ত হই, সে নিয়ম পালন জন্য প্রাণ পণে সতর্ক থাকি, পরিণামে আর আমাদিগকে কখন সে নিয়ম ভঙ্গ জনিত দুঃখ ভোগ করিতে হয় না, অতএব আমাদিগের চির কল্যাণের উদ্দেশ করিয়া যদি কেহ ক্ষণিক ক্লেশ প্রদান করে, তাহাকে ক্লেশ দাতা অপকারী না মনে করিয়া পরমোপকারী বলিয়া স্বীকার করাই উচিত। চির কল্যাণের সাধনই যথার্থ উপকার সাধন। ক্ষণিক সুখ সাধনের জন্য যেন মনুষ্যের নিত্য মঙ্গলের প্রতি কোন ব্যাঘাত উপস্থিত না হয়, উপকারী ব্যক্তিকে এবিষয়ে সর্ব্বদা সাবধান থাকা কর্ত্তব্য।

উপকার সাধন স্থলে আর একটি বিষয় বিবেচনা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। পরোপকার সাধনার্থে পরমপিতা পরমেশ্বর আমাদিগের মনে যে স্বাভাবিক ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন, সেই ইচ্ছাই সকল উপকারের মূল। সেই নিরপেক্ষ ও নিরবলম্ব শুভকরী ইচ্ছা হইতে যে কার্য্যের উৎপত্তি হয় তাহাই যথার্থ উপকার বলিয়া গণ্য হ-

উৎকৃষ্ট রূপে, এবং সেই উপকারই বিশিষ্ট রূপে পরিগণিত হয়। উপকারী ব্যক্তির শুভ ইচ্ছাই যে উপকারকে উৎকৃষ্ট রূপে প্রকাশ করে তাহা প্রমাণ করিবার কোন প্রয়োজন করে না। ইহা আমরা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি যে মনেতে সম্পূর্ণ রূপে হিত সাধনের ইচ্ছুক হইয়া যদি কোন ব্যক্তি কার্য্য দ্বারা অতি অল্পমাত্র উপকার করিতে পারে তাহা হইলেও সে ব্যক্তিকে পরমোপকারী বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যে ব্যক্তির মনেতে কিছুমাত্র উপকারের ইচ্ছা নাই অকস্মাৎ তাহার দ্বারা কোন রূপে উপকৃত হইলেও তাহার প্রতি তাদৃশ কৃতজ্ঞতা ভাবের উদয় হয় না। কোন ব্যক্তি কোন ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে অন্ন প্রদান করিতে যদি তাহার অঙ্গে কোন প্রকারে আঘাত লাগে, তাহা হইলে সে অন্ন দাতাকে কদাপি ঐ ক্ষুধিতের অপকারী বলিয়া গণ্য করা উচিত হয় না এবং কোন দস্যু কোন দস্যুপাতে কাহারও প্রাণ বধ করিতে উদ্যত হইলে যদি অকস্মাৎ সেই অস্ত্রাঘাত দ্বারা ঐ ব্যক্তির শরীরস্থ কোন সাংঘাতিক রোগের শান্তি হয়, তাহা হইলেও সে দস্যু কখন উক্ত ব্যক্তির উপকারী হইতে পারে না। অতএব শুভ সাধনের ইচ্ছাই যে উপকারের প্রাণ স্বরূপ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। উপকারী ব্যক্তির শুভ ইচ্ছা ব্যতিরেকে যেমন উপকারের গৌরব থাকে না সেই রূপ উপকার সাধন বিষয়ে তাহার অপর কোন অভিসন্ধি প্রকাশ পাইলেও সে উপকারের মর্য্যাদা রক্ষা পায় না। কোন ধনী লোকের প্রসন্নতা লাভের নিমিত্ত যদি কোন ব্যক্তি তাহার কোন হিত জনক কার্য্য করে তাহা হইলে সে ধনী কখন তাহাকে আপন উপকারী বলিয়া মনে করে না সে তাহাকে আপন প্রত্যাশাপন্ন সামান্য ব্যক্তি বলিয়া নীচ দৃষ্টিতেই দেখে এবং কোন প্রবঞ্চক যদি প্রচুর অর্থ লাভের প্রত্যাশায় কোন ক্ষুধার্ত্ত পথিককে আপন গৃহে উপনীত করিয়া অন্ন পানাদি দান দ্বারা তাহার ক্ষুৎ পিপাসাদির বিজাতীয় যন্ত্রণা দূর করে, তাহা হইলেই বা কি প্রকারে ঐ অর্থ লোভী প্রবঞ্চককে পথিকের উপকারী বলা সঙ্গত হয়। সে উহার শত্রু মধ্যেই পরিগণিত হইতে পারে। এই রূপ সকল প্রকার স্বার্থ-পরতা ও অসৎ অভিসন্ধিই উপকারকে নষ্ট করে। যদিও উপকার সাধন দ্বারা উপকারী ব্যক্তি আপনা হইতেই কৃতজ্ঞতা ও আত্ম সন্তোষ রূপ নানা প্রকার প্রত্যুপকার প্রাপ্ত হয়, তথাপি উপকার সাধন কালে কখনই স্বার্থপর হওয়া কর্ত্তব্য নহে, তদ্দ্বারা কোন রূপেই পরোপকার রূপ পরম ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা পায় না। উপকার দয়ার কার্য্য এবং সেই দয়া স্বার্থ পরতার সম্পূর্ণ বিপরীত বৃত্তি অতএব যাহার সহিত কোন প্রকার স্বার্থ পরতার যোগ থাকে তাহাকে উপকার বলিয়া গ্রাহ্য করা সঙ্গত হয় না। স্বার্থ পরতাশূন্য হইয়া পরোপকার সাধন করণের জন্য জগদীশ্বর আমাদিগকে নানা প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার সূর্য্য প্রতি নিয়ত পূর্ব্ব দিকে উদিত হইয়া সমস্ত পৃথিবীতে স্বকীয় কিরণ বিতরণ করিতেছে, তাঁহার বায়ু নিরন্তর প্রবাহিত হইয়া সকল জীবকে প্রাণ দান করিতেছে এবং তাঁহার সৃষ্ট তরু সমস্ত স্বীয় মস্তকে প্রখর সূর্য্য কিরণ সহ্য করিয়া ছায়া দ্বারা আশ্রিত জনগণকে শীতল করিতেছে এবং প্রচুর ফল পুষ্পাদি প্রসব করিয়া অসংখ্য জীবের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। অতএব আমরাও তাঁহার সৃষ্ট জীব হইয়া তাহার প্রদর্শিত দৃষ্টান্তানুসারেই পরোপকার সাধন করিব ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। উপকার সাধন বিষয়ে যেমন লোকের চির কল্যাণ উদ্দেশ করা ও সম্পূর্ণ রূপে স্বার্থ পরতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল অন্যের শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য, সেই রূপ দেশ কাল পাত্রেরও নিতান্ত বিবেচনা করা আবশ্যক, দেশ কালাদির বিবেচনা না করিলেও কখন উপকারের সম্পূর্ণ ফল দর্শে না।

দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া স্বল্প সামান্য অর্থ ব্যয় করিলে মনুষ্যের [illegible] উপকার [illegible] বিবেচনা না করি[illegible]

প্রচুর অর্থ ব্যয় করিলেও তাদৃশ ফল দর্শে না। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে অন্ন প্রদান করিলে তাহার যে প্রকার উপকার বোধ হয় তাহাকে সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা দান করিলেও তাদৃশ উপকার বোধ হয় না এবং শীতার্ত্ত ব্যক্তি প্রচুর সুখাদ্য উপাদেয় দ্রব্য প্রাপ্তির অপেক্ষা শীত নিবারকানুযায়ী সামান্য স্থূল বস্ত্র প্রাপ্ত হইলেই অধিক লাভ মনে করে। এই রূপ বর্ষাকালে কোন ব্যক্তিকে গ্রীষ্ম ঋতুর ব্যবহারের উপযোগী কোন উপহার প্রদান করাও নিরর্থক এবং শীত প্রধান দেশে উষ্ণ দেশের প্রয়োজনীয় কোন পদার্থ দান করাও বিফল। যে দেশে ও যে সময়ে মনুষ্যের যে প্রকার প্রয়োজন উপস্থিত হয় তাহা বিবেচনা করিয়া উপকার করিলেই উপকারী ব্যক্তির কার্য্য সফল হয় এবং সে উপকারেরও সম্যক গৌরব রক্ষা পায়। যাঁহাদিগের পরোপকার সাধন করিবার বিশেষ শক্তি আছে এবং যাঁহারা উক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানে সতত অনুরাগী আছেন, তাঁহাদিগের ইহা বিবেচনা করা নিতান্ত আবশ্যক, যে কি প্রকারে অর্থ ব্যয় করিলে তদ্দ্বারা লোকের বিশেষ কল্যাণ উদ্ভব হইতে পারে। এই বিবেচনাই উপকারকে সফল করিবার প্রধান কারণ। পরহিত সাধনে অনেক ব্যক্তির শক্তি ও প্রবৃত্তি সত্ত্বেও কেবল এক বিবেচনার ত্রুটি জন্য সংস্কারের সম্ভাবিত মঙ্গল হইতে পারে না। লোকের উপকার সাধন উদ্দেশ করিয়া অনেক সকরুণ ব্যক্তি অনেক সময় প্রচুর অর্থ ব্যয় ও যথেষ্ট কায়িক শ্রম স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু তন্মধ্যে অনেকের বিবেচনার ত্রুটিতে সর্ব্বদা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। উপকার উদ্দেশে যে অর্থ ব্যয় হয় তাহার মধ্যে অনেক সময় অনেক অর্থ নিরর্থক নষ্ট হয়। অনেক উপকার শীল ধনাঢ্য ব্যক্তি দুঃখি লোকের দুঃখ হরণ উদ্দেশ করিয়া কোন কোন সময় সমধিক অর্থ ব্যয় পূর্ব্বক এক স্থানে বহু লোক সমারোহ করিয়া তাহাদিগকে ভোজন করাইয়া থাকেন এবং কেহ কেহ কোন ক্রিয়া কাণ্ড উপলক্ষে বহু সংখ্যক দরিদ্র লোককে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ দান করিয়া থাকেন। এই রূপ ভূরি ভোজন ও দানাদি ব্যাপারে ধনী দিগের এক এক ব্যক্তির প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়, কিন্তু তাঁহারা যে সকল দুঃখি দিগের দারিদ্র্য দুঃখ দূর করণার্থে এত অর্থ ব্যয় করেন তাহাদিগের কিছু মাত্র দুঃখ দূর হয় না, তাহারা যেমন নিঃস্ব তেমনিই থাকে অধিকন্তু কখন কখন উক্ত প্রকার দানাদির আড়ম্বরে কোন কোন অনাথ দুঃখি লোকের অনেক অপকার ঘটে। শুনা যায় যে এদেশে কোন কোন ধনবান্ ব্যক্তির পিতা মাতার আদ্য শ্রাদ্ধেতে কাঙ্গালী ভোজন ও কাঙ্গালী বিদায় উপলক্ষে শত সহস্র মুদ্রারও অধিক ব্যয় হইয়া গিয়াছে এবং কোন কোন ধনবান কাঙ্গালিদিগের ভোজনার্থে বাঙ্গলা দেশের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বিপণি ও হট্টাদির বহু মূল্য ভোজ্য দ্রব্য লুট দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সে অর্থব্যয়াদি দ্বারা এদেশীয় দরিদ্র লোকের কিছু মাত্র উপকার দর্শে নাই বরং ঐ সমস্ত ক্রিয়া সমারোহে অনেক ধনার্থী দরিদ্র লোকের জীবন নষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা উল্লিখিত প্রকারে যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, তাহা বিবেচনা পূর্ব্বক প্রকারান্তরে ব্যয় করিলে এদেশীয় দরিদ্র লোকের বিশেষ উপকার দর্শিত, সন্দেহ নাই। এ কাল পর্য্যন্ত এদেশে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া কাণ্ড উপলক্ষে কাঙ্গালী বিদায় পর্ব্বে যে অর্থ ব্যয় হইয়া গিয়াছে এবং অদ্যাপি হইতেছে, যদি সেই সমস্ত অর্থ দ্বারা এদেশের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নগরে ও প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রামে সর্ব্ব সাধারণের জন্য নানা প্রকার জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্প শাস্ত্রাদি শিক্ষা উপযোগী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইত তাহা হইলে এদেশীয় অক্ষম ও নিঃস্ব লোক দিগের সন্তান গণ সেই সমস্ত বিদ্যালয় হইতে বহু প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়া অনায়াসে আপনা দিগের প্রয়োজনীয় জীবিকা লাভ করিতে সমর্থ হইত, এবং সর্ব্ব প্রকার অজ্ঞান রাশি নষ্ট করিয়া মনুষ্য জন্মকে সার্থক করিতে পারিত, অথবা ঐ সকল অর্থ যদি দুঃখি লোক দিগের কষ্ট হরণের জন্য এক স্থানে

স[illegible] ব্যক্তির কি অথবা কোন সাধারণ স্থানে [illegible] অর্পিত হইত, তাহা হইলেও [illegible] বৃদ্ধি কারণ বা ঐ ব্যক্তিকোষ-[illegible] অনেকানেক দরিদ্র লোকের স-ন্তান উপযুক্ত রূপে শিক্ষিত ও প্রতিপালিত হইতে পারিত। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে এদেশের অধিকাংশ মনুষ্য সতত অন্ন চিন্তায় নিমগ্ন থাকাতে এবং বিদ্যা শিক্ষার উপযুক্ত ব্যয় সঙ্কুলন করিতে অশক্ত হওয়া-তে যথাযোগ্য পদে আরোহণ করিতে পা-রিতেছে না, অতি সামান্য কারণে উহারা চির দিন দরিদ্রদশায় কালযাপন করিয়া মনুষ্য জন্মের উৎকৃষ্ট সুখে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। উহারা যদি উপযুক্ত রূপে অ-ন্নাচ্ছাদনের ও বিদ্যা সাধনের আনুকূল্য প্রাপ্ত হইত তাহা হইলে অল্প দিনে উহারা দারিদ্র্য দশা হইতে পরিত্রাণ করিয়া স্ব-চ্ছন্দ মনে স্বাধীন রূপে আপনাদিগের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত, আর উহাদিগের অন্নের জন্য লালায়িত হইতে হইত না, সামান্য বস্ত্রের জন্য ধনীদিগের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে হইত না এবং উহাদিগের সর্ব্বদা [illegible] ভোগ করি-তেও হইত না। এইরূপ এক দিনে অনেক শ্রীসম্পন্ন হইতে পারিত। অতএব বি-বেচনা করা হইতেছে, যে বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যয় করিতে না পারিলে প্রচুর অর্থাদি দান দ্বারাও কখন লোকের উপকার সিদ্ধ হয় না। কিন্তু এদেশে অদ্যাপি উক্ত প্রকার বিবেচনার কিছু মাত্র চিহ্ন দৃষ্ট হয় না, অ-নেকানেক এদেশীয় অধিকাংশ ধনবান্ ব্যক্তি পূ-র্ব্বোক্ত প্রকার ভূরি ভোজনাদি অনর্থক ব্যা-পারে অর্থ ব্যয় করিতে রত রহিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন যে উক্ত প্র-কার অর্থ ব্যয় করিলে লোকের কিছু মাত্র উপকার দর্শে না বরং উদ্ধার। অনেক অ-পকার[illegible] সম্ভাবনা তথাপি তাঁহারা দেশ বা-বহার রূপ দুশ্ছেদ্য পাশ ছেদন করিয়া উক্ত প্রকারে অর্থাদি নষ্ট করিতে বিরত হই-তে সাহসী হয়েন না। তাঁহারা কোন বিদ্যা-লয় স্থাপন বা কোন অন্নাগার ও চিকিৎ-সালয় প্রতিষ্ঠাদি সাধারণ উপকার বিষয়ে সামান্য অর্থ ব্যয় করিতে মহাকাতর হয়েন, কিন্তু কোন শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে উল্লিখিত রূপ অনর্থক ব্যাপারে অকাতরে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। তাঁহাদি-গের এরূপ দেশ ব্যবহারের দাস হই-য়া উক্ত প্রকারে অর্থ নষ্ট করা কোন ক্র-মেই উচিত হয় না, তাঁহারা আপনাদিগের বুদ্ধি দ্বারা উপকারের যথার্থ মর্ম্ম বিবেচনা করিয়া দেখুন, তাহা হইলেই তাঁহাদিগের আপনা হইতে বোধ জন্মিবেক।

যে পথে অর্থ ব্যয় করিলে দুঃখী লো-কের দুঃখের মূল এক কালে উন্মূলিত হ-ইতে পারে উপকারী ব্যক্তির সেই পথেই অর্থ ব্যয় করিয়া পরোপকার সাধন করা উচিত। মানব জাতির মহৎ কল্যাণ সাধন উদ্দেশেই জগদীশ্বর তাহাদিগকে পরোপ-কার করিবার শক্তি ও প্রবৃত্তি প্রদান ক-রিয়াছেন। অতএব যাহাতে সেই পরম পিতা পরমেশ্বরের পরমোদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমাদিগের কর্ম্ম করা উচিত। উপকার করিতে যেন কদা-পি মনুষ্যের অপকার না ঘটে, কোন আত্ম সুখের জন্য যেন কখন কোন লোকের নি-ত্য কল্যাণের প্রতি বাধা না জন্মে, যেন প-রোপকার সাধন রূপ পরম ধর্ম্মের সহিত ক-দাপি কোন স্বার্থ পরতা সংযুক্ত হইয়া তা-হার গৌরবকে নষ্ট না করে এবং কটু ও ক-র্কশ বাক্য অথবা শুষ্ক ও বিরস ভাব দ্বারা যেন কখন সুধাময় উপকারের অমৃতত্ব নষ্ট না হয়। উপকার সাধন স্থলে এই রূপ কতিপয় নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। মনুষ্য স্বার্থ পরতা শূন্য হইয়া উপকার করিলে উপকারের গৌরব বৃদ্ধি হয়, অথচ মনুষ্যেরও উপকার সাধন বি-ফল হয় না, তাহার ফল তাহার সঙ্গে স-ঙ্গেই উপস্থিত হয়। যথার্থ রূপে উপকার করিলেই উপকৃত ব্যক্তির হৃদয় হইতে কৃতজ্ঞতা আপনা হইতে উত্থান করিয়া উ-পকারী ব্যক্তিকে আলিঙ্গন করে। তদ্ভিন্ন করুণাকর জগদীশ্বর তাঁহার সাধন রূপ অপূর্ব্ব তরুতে [illegible] সন্তোষ রূপ যে [illegible] অমৃত [illegible]

সুধাময় আর কিছুই নাই। যে ব্যক্তি জগদীশ্বরের নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে ঐ উপকারী রূপ সুধা তরুকে রোপণ করে সে তাঁহার প্রসাদে অবশ্যই সেই অমৃত ফল ভোগ করে।

বিজ্ঞানবার্ত্তা।

জ্যোতিষ

১—১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ নবম্বর দিবসে বরলিন নগরস্থ পণ্ডিতবর ব্রুক্স সাহেব কর্ত্তৃক একটি ধূমকেতু আবিষ্কৃত হইয়াছে। উক্ত ধূমকেতু দেখিতে বড় উজ্জ্বল নহে। উহার আকার শুভ্রবর্ণ মেঘের ন্যায়। আমেরিকার অন্তর্বর্ত্তী নেনটকেট নামক উপদ্বীপ হইতে উইলিএম মিচেল সাহেব গত [illegible] ডিসেম্বর দিবসে আর একটি ধূমকেতু আবিষ্কৃত হইবার বিষয় অনুমান করেন। উক্ত পণ্ডিত ব্যক্ত করেন যে ১১ ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৮ ঘণ্টার সময় উল্লিখিত ধূমকেতু দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দৃষ্ট হয়।

২।—পেরিস নগরস্থ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত চেম্বর-নক সাহেব দুইটি গ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে উক্ত পণ্ডিত বর্ত্তমান খ্রীষ্টীয় শকের ১২ জানুয়ারি দিবসে যে গ্রহটিকে প্রকাশ করেন, তাহার আকার বড় উজ্জ্বল নহে এবং ৮ ফেব্রুয়ারি দিবসে যেটিকে আবিষ্কৃত করেন, সে গ্রহটি দেখিতে উহার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উজ্জ্বল। পেরিস নগরস্থ প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ে উক্ত গ্রহ দ্বয়ের আবিষ্ক্রিয়া বিষয়ক সম্বাদ উপস্থিত হওয়াতে তত্রস্থ পণ্ডিত লিবরিয়র সাহেব কহিয়াছেন, যে মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মধ্যবর্ত্তী পথে অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ বিদ্যমান আছে, আগামী ৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আরো একশত গ্রহ প্রকাশিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

পদার্থবিদ্যা

১—পদার্থবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ প্রকাশ করিয়াছেন, যে বৃক্ষ, লতা, ও গুল্ম, তৃণ, প্রভৃতি উদ্ভিদ পদার্থ যেমন উত্তাপের আ- [illegible] ক্রমে শুষ্ক হইয়া নষ্ট হয় এবং উত্তাপের অল্পতা হইলে বিবর্ণ হইয়া ক্রমে ক্ষয় হইয়া যায়, সেই রূপ আলোকেরও আতিশয্য ও অল্পতা দ্বারা উহাদিগের তেজের হানি হইয়া ক্রমে নাশ হয়। পণ্ডিতগণ বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে কেবল উপযুক্ত রূপ উত্তাপ বিধান দ্বারা উদ্ভিদ পদার্থ সজীব থাকিতে পারে না। যে স্থান এক কালে অন্ধকারময় সেস্থানে কোন কৌশলে উত্তাপ বিধান করিতে পারিলেও কদাপি সে স্থানে বৃক্ষাদি জন্মায় না। আলোক হীন অন্ধকারময় স্থানে জীব জন্তুর শরীরও প্রকৃতাবস্থায় থাকে না, উহাদিগেরও শারীরিক প্রকৃতি ক্রমে দূষিত হইয়া নাশের হেতু হয়। [illegible] জীব জন্তুর শরীরে যথা উপযুক্ত আলোক না লাগিলে তাহাদিগের স্বীয় স্বাভাবিক বর্ণের অন্যথা হইয়া যায়। দীর্ঘ কাল অন্ধকার ভোগ দ্বারা অনেক জন্তুকে বিবর্ণ হইতে দেখা গিয়াছে।

ভূতত্ত্ববিদ্যা

১—আমিরিকার অন্তঃপাতী ক্যালিফর্নিয়া প্রদেশে সম্প্রতি এক ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। ডাক্তর ট্রাস্ক সাহেব ব্যক্ত করেন, যে ১৬ ফেব্রুয়ারি অপরাহ্ণ ৫ ঘণ্টার পর উক্ত ভূমিকম্প আরম্ভ হইয়া অতি প্রকাণ্ড বেগে তরঙ্গ সকল ভূমিকে তরঙ্গিত ভাবে আন্দোলিত করে। [illegible] কখন উক্ত ভূমিকম্পের গতি উর্দ্ধোর্দ্ধে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ ভূমিকম্পের অসাধারণ প্রবল বেগে পুস্তক [illegible] বাক্স প্রভৃতি [illegible] ও [illegible] বৃহৎ বৃহৎ দ্রব্যাদি এক স্থান হইতে স্থানান্তরে উপনীত হইয়াছিল এবং ভূতলস্থ অপরাপর অনেক দ্রব্যাদিও প্রবল বেগে কম্পিত হইয়াছিল। উল্লিখিত ক্যালিফর্নিয়া প্রদেশের কোন কোন স্থানে উক্ত ভূকম্পের তেজে সামান্য সামান্য বস্তু [illegible] স্থানের মধ্য হইতে একেবারে বাহিরে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ডাক্তর ট্রাস্ক সাহেব ব্যক্ত করিয়াছেন যে উক্ত প্রদেশে বর্ষমধ্যে দুই বার ভয়ানক ভূমিকম্প উপস্থিত হয়। ২ জানুয়ারি অবধি ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত এই সময়ের মধ্যে পাঁচবার ভূমিকম্প হইল এবং ইহার পূর্ব্বেও উক্ত প্রদেশে অ-

[illegible] নানা প্রকার [illegible] উৎপত্তি [illegible] শিল্প, জ্ঞান সংযোগে [illegible] নানা প্রকার [illegible] করিয়া [illegible] বস্ত্র প্রস্তুত করিতেছে এবং [illegible] প্রচার করিয়া চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় প্রভৃতি নানা বিধ উপাদেয় দ্রব্য [illegible] ভক্ষণ করিতেছে। [illegible] যেমন সর্ব্বদা আ- [illegible] থাকিতে হয়, মনুষ্যকে সে [illegible] থাকিতে হয় না। মনুষ্য অল্পকাল [illegible] আপনার জীবিকার উ- [illegible] সংস্থান করিতে পারে এবং [illegible] উত্তম সামগ্রী উৎকৃষ্ট বিশ- [illegible] করিয়া, মনুষ্য অন্যকে [illegible] সমর্থ হয়। বিশেষতঃ জগদীশ্বর [illegible] এমনি পরস্পর সম্বন্ধ [illegible] দিয়াছেন যে এক জন মনুষ্য [illegible] পরিশ্রম করিলে [illegible] উৎপাদন করিতে পারে [illegible] উপভোগ করিয়া বহু সংখ্যক [illegible] জীবন ধারণ করিতে [illegible] জগদীশ্বরের এই অপূর্ব্ব মঙ্গল- [illegible] সংসারের যে পর্য্যন্ত অ- [illegible] হয় এবং মনুষ্য জাতির যে [illegible] তাহা বর্ণনের অতীত। [illegible] অনাবৃষ্টি প্রভৃতি [illegible] শস্যের হানি হওয়া [illegible] নানা প্রকার দৈব দুর্ঘট- [illegible] হইবার সম্ভাবনা এবং বাল, বৃদ্ধ, অন্ধ, পঙ্গু, প্রভৃতি নানা প্রকার অশক্ত [illegible] শক্তি দ্বারা আপন উদর পূর্ত্তি [illegible] অক্ষম, অতএব যদি এক জন মনুষ্যের পরিশ্রম দ্বারা তাহার প্রয়োজনাতিরিক্ত অন্ন উৎপন্ন না হইত, তাহা হইলে দুর্ভিক্ষাদি দৈব উৎপাতে মনুষ্য কুল আহারাভাবে নষ্ট হইত এবং বাল, বৃদ্ধ, ক্ষীণ, জীর্ণ ও রোগোপহত শক্তি হীন লোকেরা অন্ন প্রাপ্ত হইত না।

পরম কৌশলকারি পরম পুরুষ মনুষ্যের অন্ন প্রাপ্তি যদি এপ্রকার শ্রম সাধ্য [illegible] সাপেক্ষ না করিয়া ইতর জীব জন্তুর ন্যায় সুলভ ও সুসাধ্য করিতেন, তাহা হইলে যে আমাদিগের সুখের অনেক হানি হইত এবং সংসারের বিস্তর শোভা নষ্ট হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। শ্রমলব্ধ দ্রব্য যত সুখজনক বোধ হয়, যে দ্রব্যকে অনায়াসে উপার্জ্জন করা যায় তাহাকে তত সুখদায়ক বোধ হয় না। মনুষ্য ভূমি কর্ষণ করিয়া পরিশ্রম পূর্ব্বক অন্ন উৎপন্ন করে বলিয়াই সেই অন্ন তাহাকে এত সুখদায়ক বোধ হয়। মনুষ্য যদি ইতর পশ্বাদির ন্যায় স্বভাব জাত খাদ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া শরীর ধারণ করিতে পারিত, তাহা হইলে কোথায় বা কৃষি বিদ্যার প্রচার ও স্বর্ণক্রিয়া প্রভৃতি নানা প্রকার শিল্প বিদ্যার বিস্তার থাকিত এবং তাহা হইলে পৃথিবীও অনেক বহু অংশে শ্রীহীন হইত। মনুষ্য গিরি কন্দর ও বন বিবরে বাস করিতে অশক্ত বলিয়া নানা প্রকার গৃহ মন্দির অট্টালিকাময় নগর গ্রাম ও দেশের সৃষ্টি হইয়াছে, পশু লোম প্রভৃতি স্বাভাবিক আবরণ বর্জ্জিত বলিয়াই বিচিত্র প্রকার লোমজ ও উর্ণজ বস্ত্রের প্রচার হইয়াছে, এবং তাহার অন্ন প্রাপ্তির সুলভ উপায় না থাকাতেই পৃথিবীতে এত প্রকার উপাদেয় খাদ্য দ্রব্যের প্রচার হইয়াছে। বিশেষতঃ জগদীশ্বর আমাদিগকে এক ক্ষুধা প্রদান করিয়া আরও আপনার অপার মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে ক্ষুধা প্রদান করাতে আমাদিগের ভোজন ব্যাপার এত সুখের কারণ হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা অনায়াসে আমাদিগের দেহ রক্ষা পাইতেছে। প্রাত্যহিক পরিশ্রম দ্বারা এবং দেহ নিঃসৃত ঘর্ম্মাদি দ্বারা প্রতিদিন আমাদিগের শরীরের কিয়দংশ ক্ষয় হইয়া যায় এবং আমরা প্রত্যহ যে অন্ন পান গ্রহণ করি তদ্দ্বারা সেই অংশের পূরণ হয়। আমরা যদি আহার পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে ক্রমে আমাদিগের শরীর ক্ষয় হইয়া দেহ ভঙ্গের সম্ভাবনা হয়। কিন্তু জগদীশ্বর আমাদিগকে এক ক্ষুধা প্রদান করাতে কোন রূপেই তাদৃশ বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। শরীর রক্ষার জন্য যে সময় আমাদিগের অন্ন পান গ্রহণ ক-

রিবার আবশ্যক হয়, সেই সময়েতেই ক্ষুধা আমাদিগের উদ্বোধক স্বরূপ হইয়া আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ তাড়না করিতে থাকে এবং আমরাও উদ্যোগী হইয়া আহারাদি করিয়া শরীরকে রক্ষা করি। পরম করুণাকর পরমেশ্বর ক্ষুধাকে এমনি আশ্চর্য্য শক্তি সম্পন্ন করিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন, যে আমরা কোন ক্রমেই তাহার অনুরোধ পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হই না। আমরা যদিও একবার কোন কারণে তাহার উপদেশকে অবজ্ঞা করি কিন্তু পরিণামে অবশ্যই আমাদিগকে তাহার আজ্ঞার অনুগত হইয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে হয়, এবং আমরা যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার উপদেশ গ্রাহ্য করিয়া আহারাদি গ্রহণ না করি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেও উত্তেজক না করিতে ক্ষান্ত হয় না। হা জগদীশ! তুমি যে কত উপকারের জন্য আমাদিগকে ক্ষুৎপিপাসা প্রদান করিয়াছ, তাহা কি বলিব। আমরা যদি তোমার প্রদত্ত ক্ষুধা তৃষ্ণা দ্বারা সময়ে সময়ে উত্তেজিত না হইতাম, তাহা হইলে কোন ক্রমেই আমরা আবশ্যক মত অন্ন পান গ্রহণ করিয়া শরীর ধারণ করিতে পারিতাম না। আমরা খাদ্য ভোজন পানাদি সমাধা করিতে বিরক্ত হইয়া কত সময় অনশনে ক্ষেপণ করিতাম এবং কত সময় ক্রীড়া কৌতুক হাস্যালাপ অথবা শোক মোহ ও রাগ দ্বেষ প্রভৃতি অসংখ্য বিষয়ে অন্যচিত্ত হইয়া আহারাদি করিতে বিরত থাকিতাম, এবং ক্রমে আমাদিগের শরীর শুষ্ক ও শীর্ণ হইয়া বিনষ্ট হইত। কেবল তোমার প্রসাদে আমাদিগের এ সমস্ত বিপত্তি উপস্থিত হইতে পারে না। মনুষ্য সহস্র প্রকার আমোদেই আমোদিত থাকুক, আর পুত্র শোকেই শোকাকুল হউক, তোমার নিয়োজিত প্রহরী স্বরূপ তাহাকে সচেতন করিতে ত্রুটি করে না এবং আপন আদেশ প্রতিপালন করাইতে ক্ষান্ত থাকে না। কিন্তু ইহা কি আক্ষেপের বিষয় যে অনেক কৃতঘ্ন অবিবেকী লোকে তোমার কৌশলের প্রতি কিছু মাত্র দৃষ্টি পাত না করিয়া আপনার অদৃষ্টকে নিন্দা করে। অনেক মূঢ় লোক এমন উপকারী ক্ষুৎপিপাসাকে মনুষ্যের বন্ধু স্বরূপ বিবেচনা না করিয়া পরম শত্রু মধ্যেই গণ্য করে এবং অনেক অবোধ মনুষ্য বহু প্রকার যত্ন করিয়া এমন মিত্রকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা পায়। তাহারা ব্যক্ত করে যে পরমেশ্বর যদি মনুষ্যকে ক্ষুৎপিপাসার অধীন না করিতেন এবং তাহাদিগকে অপরাপর কোন প্রয়োজনের অধীন না করিতেন, তাহা হইলে আর তাহাদের সুখের সীমা থাকিত না, মনুষ্য কেবল এই সমস্ত প্রয়োজনের অধীন হওয়াতেই এতাদৃশ দুঃখভাগী হইয়াছে। কিন্তু তাহারা একবার ইহা বিবেচনা করিয়া দেখে না যে, পরমেশ্বর কেবল মনুষ্য জাতির [illegible] জন্যই তাহাকে এতাদৃশ নানা প্রকার প্রয়োজন প্রদান করিয়াছেন, তিনি আমাদিগকে ক্ষুধা প্রদান করিয়াছেন বলিয়াই আমরা আহার করিয়া সুখী হইতেছি এবং তৃষ্ণা প্রদান করিয়াছেন বলিয়াই আমরা জল পান করিয়া আনন্দ লাভ করিতেছি, তিনি আমাদিগকে শীতাতপাদি নিবারণের প্রয়োজন প্রদান করাতেই বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া আমাদিগের সুখ জ্ঞান হইতেছে এবং গৃহে বাসের ইচ্ছা দেওয়াতেই আমরা গৃহস্থ হইয়া সুখী হইতেছি। জগদীশ্বর যদি আমাদিগকে মানের ইচ্ছা প্রদান না করিতেন এবং যশো লাভের প্রবৃত্তি না দিতেন তাহা হইলে আমরা অনায়াসে [illegible] কোটি [illegible] করিতাম? তিনি যদি আমাদিগকে [illegible] অধীন [illegible] তাহা হইলেই [illegible] প্রাণাধিক বন্ধু [illegible] সুখী করিতে [illegible] বিলক্ষণ দেখিতেছি, যে তিনি [illegible] ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রয়োজনের [illegible] হাছেন, তদ্ধেতুই তাহা [illegible] সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি আমাদিগকে এই সমস্ত নিত্য প্রয়োজনের অধীন না করিলে আমরা আর কি হইয়া সুখী হইতাম? অতএব আমরা চেষ্টা করিয়া যাহাতে অক্ষ-

সীমা লঙ্ঘন করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। অনিদ্রাতে যেমন মনুষ্য শরীর অবিলম্বে নষ্ট হয় অতিশয় নিদ্রা দ্বারাও সেই রূপ তাহার অশেষ প্রকার অনর্থ ঘটে। অপরিমিত রূপে নিদ্রা ভোগ করিলে, শীঘ্রই শরীর অবসাদগ্রস্ত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠে, বুদ্ধি জড়ীভূত হইয়া যায় এবং স্মৃতি শক্তির অন্যথা হইতে থাকে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন যে নিদ্রালু লোকের জীবন ধারণ [illegible] গণ্য হইতে পারে না, তাঁহার সহিত অচেতন জড় বস্তুর অরে বিন্দুমাত্র প্রভেদ থাকে না। কি জানি মনুষ্য যদি অতিশয় নিদ্রাসক্ত হইয়া বিফলে জীবনকে ক্ষয় করে, এই জন্য জগদীশ্বর অতিনিদ্রার সহিত নানা প্রকার দুঃখের সংযোগ করিয়া রাখিয়াছেন, মনুষ্য যেমন তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া অপরিমিত রূপে নিদ্রার বশীভূত হয় অমনি সে অনানুসাঙ্গিক দুঃখ রাশি ভোগ করিয়া শিক্ষা পাইতে থাকে। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত গণ জগদীশ্বরের এই নিয়ম সন্দর্শন করিয়া ব্যক্তি বিশেষের ও ব্যবসায়ী বিশেষের জন্য নিদ্রা ভোগের পরিমাণ স্থির করিয়াছেন; তাঁহারা দেখিয়াছেন, যে যে সমস্ত লোককে দৈহিক পরিশ্রম ব্যতীত কোন প্রকার মানসিক পরিশ্রম করিতে না হয় তাহারা অল্পক্ষণ নিদ্রা যাইলেই তাহাদিগের শরীর সুস্থ থাকিতে পারে, কিন্তু যে সমস্ত লোক অধিক কাল মানসিক পরিশ্রম করিয়া থাকে, তাহাদিগের অধিক কাল নিদ্রিত থাকা উচিত; গ্রন্থকার ও অপরাপর বিদ্যা ব্যবসায়ী লোকে যে পরিমাণে আপন আপন মনোবৃত্তি সঞ্চালন করে, সেই পরিমাণে তাহাদিগকে বিশ্রাম প্রদান না করিলে অবিলম্বেই তাহারা অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়; এই রূপ নির্দ্দিষ্ট নিয়মে আপনার নিদ্রা ভোগ করিলে সকল মনুষ্যই সুখী ও স্বচ্ছন্দ হইতে পারে। জগদীশ্বর আমাদিগকে সুখ বিতরণ করিবার উদ্দেশেই সংসারের সমস্ত বিষয় সৃজন করিয়াছেন, আমরা তাঁহার নির্দ্দিষ্ট নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যে বিষয় ভোগ করি তাহাতেই সুখী হইতে পারি। তাঁহার অনুজ্ঞা লঙ্ঘনই আমাদিগের দুঃখের হেতু এবং তাঁহার আজ্ঞাপালনই সকল সুখের মূলাধার।

ঐক্য।

যে কোন ভাষায় যে কোন গ্রন্থকার নীতি বা রাজকীয় বিষয়ক প্রস্তাব [illegible] করিয়াছেন, প্রায় তাঁহারা সকলেই ঐক্যের [illegible] উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কি প্রাচীন কি [illegible], কোন প্রকার নীতি সম্পর্কীয় গ্রন্থ অবলোকন করিলে সেই তাহার কোন না কোন অংশে [illegible] বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রস্তাব পাঠ করিয়া পাঠক গণ ঐক্য বিষয়ক কোন নূতন ভাব অবগত হইবেন, অথবা [illegible] দ্বারা কোন প্রকারে তাঁহাদিগের [illegible] জন্মিবে, আমাদিগের [illegible] আশা নাই এবং আমাদিগের প্রস্তাব লিখিবারও এরূপ উদ্দেশ্য নহে। ইহা সর্ব্বদাই দৃষ্ট হইতেছে যে, যে সমস্ত কারণে আমাদিগের এদেশ নানা রূপে দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া [illegible]ছে তন্মধ্যে অনৈক্য এক প্রধান কারণ এবং যে যে প্রতিবন্ধকে এদেশের উন্নতির পথে বিঘ্নরাশি পতিত হইবার উপায় হয় না, অনৈক্য তাহার মধ্যে এক প্রধান [illegible]। এক্ষণে ঐক্য বিষয়ক কোন প্রস্তাব লিখিত পাঠে যদি পাঠক গণের মধ্যে [illegible] ও মনে উদ্যোগ হইয়া দেশের উন্নতি [illegible] হইবার কোন [illegible] হইতে পারে, এবং কোন ব্যক্তি কোন উপায় স্থির করিতে মনোযোগী হয়েন এই প্রত্যাশায় [illegible] লিখিতে অগ্রসর হইলাম। [illegible] কোন সৎ প্রসঙ্গ [illegible] [illegible] মানে, মনে এই বিশ্বাস স্থির থাকাতেই আমরা উপস্থিত বিষয় লিখিতে আরম্ভ করিতেছি।

সমবেতক্রিয়াকে জগদীশ্বর সংসার নির্ব্বাহের প্রধান উপায় করিয়াছেন, [illegible] সৃষ্টি প্রক্রিয়া পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই বিলক্ষণ প্রতীত হইতে পারে, [illegible]

কোন কোন লোক তাহার জলীয় ব্যাপার সম্পাদনার্থে কোন জলাশয় হইতে জল আনিয়া প্রদান করে। এই রূপে শত শত ব্যক্তি একত্রিত হইয়া শত শত প্রকার কার্য্য সাধন করিলে পর একটি অট্টালিকা প্রস্তুত হয়। কোন গ্রন্থ কারকে কোন গ্রন্থ মুদ্রিত বা প্রচারিত করিতে হইলেও তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত প্রকার বহু লোকের সাহায্য লইতে হয়। মুদ্রা যন্ত্রকার যদি যন্ত্র প্রস্তুত না করে, কাগজ প্রস্তুতকারী যদি কাগজ প্রস্তুত না করে, অক্ষরকার যদি অক্ষর প্রস্তুত করিতে ত্রুটি করে এবং বর্ণ যোজক যদি বর্ণ যোজনা করিতে বিরত হয় ও মুদ্রাকার প্রভৃতি অন্যান্য লোকে যদি স্ব স্ব বৃত্তি অনুষ্ঠানে ক্ষান্ত থাকে, তাহা হইলে কোন মতেই কোন প্রকার গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইতে পায় না। এপ্রকার দশ জনের সমবেত চেষ্টা ও সংযোগ ক্রিয়া ভিন্ন সংসার যাত্রা কোন রূপেই নির্ব্বাহ পাইতে পারে না। কৃষি শস্য উৎপাদন না করিলে বণিকের বাণিজ্য প্রচলিত থাকে না এবং বণিক্ জনে বাণিজ্য না করিলেও কৃষকের শ্রম সফল হয় না। কৃষকের কৃষি কার্য্য ও বণিকের বাণিজ্য, রাজার রাজ নিয়ম ও পরিশ্রমীর শ্রমাচরণ, ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম শিক্ষা ও জ্ঞানির জ্ঞানোপদেশ, বীরের বীরতা ও ধীর ব্যক্তির সুধীরতা, ধনবানের ধন দান ও বিষয়দক্ষ লোকের কার্য্য কৌশল এই রূপ সহস্র প্রকার বিষয়ের সামঞ্জস্য দ্বারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে। অতএব জগদীশ্বর যখন কোন একটী পদার্থকেই কটি রক্ষার সম্পূর্ণ উপযোগিতা প্রদান না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পদার্থকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার গুণ সম্পন্ন করিয়াছেন এবং কোন মনুষ্যকেই তাহার সকল প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার সমাক শক্তি সম্পন্ন না করিয়া পৃথক্ মনুষ্যকে পৃথক্ পৃথক্ প্রবৃত্তির অধীন করিয়াছেন, তখন ইহা সহজেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে আমরা সকলে একমত ও এক হৃদয় হইয়া সমবেত চেষ্টা দ্বারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিব ইহাই তাঁহার সম্পূর্ণ অভিপ্রায় এবং নির্দ্দিষ্ট নিয়ম। তিনি জীবের পরম কল্যাণ সাধনের জন্যই এনিয়ম স্থাপন করিয়াছেন এবং ইহা দ্বারা তাহাদিগের অসংখ্য প্রকার উপকার দর্শিতেছে। মনুষ্য যে পরিমাণে তাঁহার প্রণীত এই নিয়ম প্রতিপালন করিতে পারে, সেই পরিমাণেই সুখ ভাগী হয় এবং যে পরিমাণে ইহা উল্লঙ্ঘন করে সেই পরিমাণেই দুঃখ ভোগ করে। পৃথিবীর সকল দেশের লৌকিক কার্য্যই এবিষয়ের প্রমাণ [illegible] করিতেছে এবং সর্ব্বকালীন লোকেরা [illegible] যয়ের সাক্ষী দিতেছে।

যাঁহারা পৃথিবীর কোন দেশীয় [illegible] পাঠ করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা [illegible] গত হইয়াছেন, যে, অনেক রাজ্য সম্পূর্ণ রূপে ধন বল ও জন [illegible] কেবল এক ঐক্য বলের অভাবে এক কালে উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং অনেক দেশীয় লোকে উপযুক্ত মত অর্থ সামর্থ্য বিহীন হইয়াও কেবল ঐক্য বলে [illegible] পরাক্রম বিশিষ্ট রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাহার আধিপত্য গ্রহণ করিয়াছে। [illegible] দ্বারা যে অনেক প্রধান প্রধান [illegible] পাত হইয়াছে এবং সামান্য [illegible] লোকে ঐক্য হইয়া সমবেত চেষ্টা [illegible] উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিপদ হইতে [illegible] হে পৃথিবীর সকল দেশীয় পুরা বৃত্ত [illegible] তেই ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় [illegible] কীর্ত্তন প্রসিদ্ধ গ্রীশ রাজ্য [illegible] ধ্বংশ হয়। [illegible] গ্রীশ রাজ্য প্রথমতঃ [illegible] গ্রীশ দেশীয় [illegible] প্রধান প্রধান ব্যক্তি [illegible] পরতা ও পরস্পর বিরোধ [illegible] নিদান ভূত হইয়াছিল। [illegible] কালে [illegible] রূপ প্রকারে উপায় অবলম্বন [illegible] উহারা উক্ত রাজ্যের প্রধান [illegible] ব্যক্তি দিগের ঐক্য ভঙ্গ করিয়া দিয়াই [illegible] ক্রমে কৃত কার্য্য হয়। [illegible] বাদশাহের পিতা ফিলিপ গ্রীশ রাজ্যান্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মধ্যে নানা সূত্রে নানা প্রকার বিরোধ উপস্থিত করিয়া দিয়াই উক্ত রাজ্যের

দ্বিতীয় ভাগ
১৬২ সংখ্যা।
মাঘ ১৭৭৮ শক
চতুর্থ কল্প

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববি-
ৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঈশ্বরের সহিত সহবাস।

যখন ইহা সর্ব্ব প্রকার তর্কদ্বারা মীমাংসা হইতেছে এবং সমস্ত যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, যে জগদীশ্বর চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ কোন প্রকার জড় বা চেতন পদার্থের ন্যায় নহেন। তিনি কেবল প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কারণ ও কর্ত্তা রূপে প্রতীয়মান হয়েন এবং আমরা তাঁহার রচিত এই বিচিত্র বিশ্বকার্য্য সন্দর্শন করিয়া কেবল মনেতে তাঁহার অনুপম সত্তা প্রতীতি করিতে পারি; তখন তাঁহার সহবাস যে উক্ত প্রকার ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য আকার বিশিষ্ট পদার্থের সহবাসের তুল্য নহে, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য কোন তর্ক বিতর্ক ও যুক্তি প্রদর্শন করিবার আবশ্যক করে না। যাঁহাদিগের কিঞ্চিন্মাত্র বুদ্ধি আছে, তাঁহারা ক্ষণকালের জন্য বিবেচনা করিয়া দেখিলেই ইহা বিলক্ষণ বোধগম্য করিতে পারিবেন, যে কোন শরীর বিশিষ্ট জড় বা চেতন পদার্থের সহিত যে রূপে একত্রিত হইয়া তাহার সহবাসী হইতে হয়, পরমেশ্বরের সহিত সে রূপে একত্রিত হইয়া তাঁহার সংসর্গ ভোগ করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। কোন স্থানের সন্নিকর্ষ [illegible] তাহার নিকটস্থ হইবার আবশ্যক করে না এবং কোন কালের বিশেষ অপেক্ষা করি-তে [illegible] হয় না। তিনি দেশ কালের অতীত [illegible] তিনি আমাদিগের চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অবিষয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগোচর [illegible] মনুষ্য এক কালে তাঁহার সংসর্গ লাভে অনধিকারী, [illegible] কোন মতে প্রতিপন্ন হইতে পারে না। যখন তিনি কৃপা করিয়া মনুষ্যকে তাঁহার অনুপম সত্তা প্রতীতি করিবার ও অনির্ব্বচনীয় মহিমা আলোচনা করিবার শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তখন তিনি তাহাকে তাঁহার সংসর্গ লাভের অধিকারী করিয়াছেন। মনুষ্য যে মন দ্বারা তাঁহার অনুপম স্বরূপের উপলব্ধি করে সেই মন দ্বারাই তাঁহার সহবাসী হইয়া অপার আনন্দ লাভ করিতে পারে। [illegible] মনুষ্যের মন যখন ঈশ্বরের [illegible] মঙ্গল স্বরূপে নিমগ্ন হয়, তখনই [illegible] তাঁহার সহবাসী বলা যায় এবং [illegible] মন সেই প্রেম দাতা পরম গুরু [illegible] সাগরে সন্তরণ করে, তখনই সে তাঁহার অনুপম সুখ জনক অনুপম সংসর্গ লাভ করে। মনুষ্যের মন যখন যে বিষয়ে [illegible] তখন দেখ যে তাহাতেই [illegible] তাহার আর সন্দেহ নাই। মনই মনুষ্যের [illegible] এবং মন দ্বারাই তাহার সমস্ত বিষয় ভোগ হয়। মনুষ্য চক্ষু দ্বারা দর্শন করে, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করে এবং হস্ত দ্বারা স্পর্শ করে, কিন্তু ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দে-

স্থিতেছি [illegible] মনের সংযোগ ব্যতিরেকে কর্ণের দ্বারা [illegible] শব্দাদি কোন ব্যাপারই সম্পন্ন হয় না [illegible] অতএব সকল প্রকার বিষয় বোধের মূল মন। যদি মনুষ্যের মন হইতে [illegible] যেটি তাহার সম্বন্ধে দূরস্থ [illegible] মনের সন্নিকট তাহাই তা- [illegible] নিকট [illegible] যেমত শরীরের দূরা- [illegible] দ্বারা [illegible] মনুষ্যের দূর নিকট [illegible] যখন একান্ত চিত্তে [illegible] নিবিষ্ট থাকে, ত- খন তাহার সম্মুখে অতিকায় হস্তী উপস্থিত হইলেও সে তাহা জানিতে পারে না, কিন্তু যে ব্যক্তির সহসা কোন কারণবশতঃ স্বদেশ- ত্যাগ উপস্থিত হইয়া [illegible] তাহার প্রিয়তম জন্ম ভূমিকে স্মরণ করিতে থাকে, তখন সেই নিকট ভূমির সমুদায় পদার্থ তাহার স- ম্মুখে [illegible] প্রকাশ পাইয়া উঠে এবং [illegible] ঐ ব্যক্তির মনে জাগ্রৎ হইয়া [illegible] যখন কোন বিদেশস্থ ব্যক্তির [illegible] পুত্রাদির বাৎসল্য [illegible] হয় তখন তাহার আর অন্য কোন বিষয় জ্ঞান থাকে না, তৎকালে [illegible] সেই স্নেহাস্পদ পুত্রাদি আ- সিয়া বিরাজ করিতে থাকে। ইহা আমরা [illegible] দেখিতেছি, যে [illegible] দূরে থাকিলেও [illegible] নি- কটতর বোধ হয় [illegible] চক্ষু মুদ্রিত করিলেও [illegible] রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, কর্ণ কুহর রুদ্ধ থাকিলেও প্রিয় [illegible] হইতে থা- কে, প্রিয় রস রসনায় [illegible] না হইলেও [illegible] আস্বাদ অনুভূত হয় এবং প্রিয় বাস বায়ু [illegible] না করিলেও মন তাহাতে বাসিত হইতে থাকে। কখন মন কোন রূপে প্রিয় পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র [illegible] হতে পারে না এবং মনুষ্যের মন যখন যে বিষয় দ্বারা অধিকৃত হয়, তখন সেও তাহাতেই অবস্থিতি করে। অতএব তত্ত্বদর্শী মহাজন [illegible] কার্য্যে পরমেশ্বরের অমূল্য তত্ত্বের অনুশীলন করত স্বীয় মনকে তাঁহার প্রীতি রসে নিমগ্ন করেন, তখন যে তাঁহারা পৃ- থিবীর ক্ষুদ্র বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঈশ্বরের সহবাসী হইয়া অনির্ব্বচনীয় অপূর্ব্ব সুখ আ- স্বাদন করিতে থাকেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তখন তাঁহারা মর্ত্ত্য লোকের সকল বিষয় বিস্মৃত হয়েন এবং সংসারের সকল ভাব ভুলিয়া যান। তখন তাঁহারা শোক দুঃ- খের অতীত হয়েন এবং লোভ ক্রোধের অধিকার ত্যাগ করেন। তখন তাঁহারা নি- শ্চয়ই ইহ লোক হইতে লোকান্তরের অ- বস্থায় অবস্থিত হয়েন।

করুণাকর পরমেশ্বর সর্ব্বত্র ব্যাপী; তাঁহার জ্ঞান শক্তি ও করুণা সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি নক্ষত্র মণ্ডলে প্রকাশ পা- ইতেছেন এবং চন্দ্রকলায় শোভিত রহিয়া- ছেন। তিনি সূর্য্য কিরণ সহিত স্বীয় ছটা বিকীর্ণ করিতেছেন এবং অন্ধকার মধ্যেও গূঢ় রূপে স্থিতি করিতেছেন। তিনি গ- ভীর সাগর গর্ভেও বিরাজ করিতেছেন এবং উচ্চতর পর্ব্বত শিখরেও বিদ্যমান রহিয়াছেন। স্থাবর, জঙ্গম, কীট, পতঙ্গ প্র ভৃতি সমুদায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার ই- চ্ছায় উৎপন্ন হইয়াছে এবং সকলই তাঁ- হাতে ব্যাপ্ত হইয়া তাঁহার মহিমার সাক্ষ্য দিতেছে। অতএব যে তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি তাঁ- হার প্রণীত পদার্থের মধ্যে তাঁহার সত্তা প্রতীতি করিতে সমর্থ হয় এবং তাঁহাতে আপন মন সন্নিবিষ্ট করিতে পারে, যে অনবরত তাঁহার অমৃতময় সংসর্গে বাস করিয়া মনুষ্য জন্মকে সফল করিতে সমর্থ হয়, সে সর্ব্বত্রই তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্বদাই তাঁহার নিকটস্থ থাকে। সে ব্য- ক্তি যখন চক্ষু উন্মীলন করিয়া বাহিরে দৃষ্টি পাত করে, তখন সর্ব্বত্র হইতে আপন প্রিয় তর পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া পুলকিত হয় এবং যখন চক্ষু নিমীলন করিয়া তাঁহার তত্ত্বরসের বিষয় চিন্তন করে তখনও সে আপন হৃদয় মধ্যে তাঁহাকে সন্দর্শন ক- রিয়া সুখী হয়। সে আপন [illegible], সংসার কণ্ঠস্থ হারকে বরং তাহা হইতে দূর মনে করে, কিন্তু পরমাত্মাকে সর্ব্বদা আপনার সন্নিকট দেখিয়া আনন্দ সাগরে ভাসিতে থাকে। মনুষ্য যদি চেষ্টা করে, তাহা হ- ইলে অক্লেশে জগদীশ্বরের সহবাস করিয়া অপার সুখে সুখী হইতে পারে। তিনি

কৃপা করিয়া মনুষ্য জাতিকে ইহ শরীরেই তাঁহার সংসর্গ লাভের অধিকারী করিয়াছেন।

পরমপরাৎপর পরমেশ্বরের মহিমা সাগরে চিত্ত নিমগ্ন করিয়া—জ্ঞান চক্ষু দ্বারা আপনার অন্তর্বাহ্যে সর্ব্বত্র তাঁহাকে বিদ্যমান দেখিয়া এবং সর্ব্বদা সৎক্রিয়া সাধন পূর্ব্বক চিত্ত শুদ্ধি করিয়া মনুষ্য যে আপনাকে তাঁহার সমীপবর্ত্তী করিতে সমর্থ হয়, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সে প্রকার মনুষ্য [illegible] আপনাকে পরমেশ্বরের নিকটবর্ত্তী করিতে পারে, সে প্রকার লোক অতি দুর্লভ। যে পথে গমন করিলে পৃথিবীর অপবিত্র ভাব পরিত্যাগ করিয়া সেই পবিত্র পুরুষের সংসর্গ লাভে অধিকারী হওয়া যায়, সে পথের পথিক অতি বিরল। যত দিন পর্য্যন্ত মনুষ্যের মন সর্ব্ব প্রকার পর্য্যালোচনে দ্বারা এবং সকল প্রকার সাধু চিন্তা দ্বারা সুচারু রূপে সংস্কৃত না হয়, তত দিন কখনই তাহাতে পরমাত্ম তত্ত্ব প্রতিভাত হয় না। যাহার মনে রাগ দ্বেষ মোহ মাৎসর্য্য প্রভৃতি অপবিত্র ভাব সকল সর্ব্বদা বিচরণ করে, সে কি কখন ঐহিক ভাব আশ্রয় করিয়া জগদীশ্বরের সমীপবর্ত্তী হইতে পারে? অনেক মনুষ্য পার্থিব সুখের লঘুত্ব ও অনিত্যত্ব সন্দর্শন করিয়া এবং তন্মধ্যস্থিত রাশি রাশি দুঃখ রূপ তীক্ষ্ণ কণ্টকের বিষজ্বালায় জর্জরিত হইয়া তৎ সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক জগদীশ্বরের সহবাস জনিত নিষ্কণ্টক ও নিত্য সুখ ভোগে অভিলাষী হইয়া থাকেন, কিন্তু সে উৎকৃষ্টতর ও পরম পবিত্র সুখ ভোগের উপযুক্ত সাধন না করাতে সকলে তাহা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। যাঁহারা পৃথিবীর পরিমিত সুখে পরিতৃপ্ত না হইয়া ঈশ্বরের সহবাসী হইয়া অপরিমেয় সুখ সাগরে সন্তরণ করিতে ইচ্ছুক হয়েন, তাঁহাদিগের ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক, যে তাঁহারা যে সুখ ভোগের নিমিত্ত ইচ্ছুক হইয়াছেন তাহা লাভ করিবার জন্য কতদূর পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইতে পারিয়াছেন এবং কি পর্য্যন্ত তাহার আয়োজন করিয়াছেন, তাঁহারা যথার্থ রূপে পৃথিবীর নীচ ভাব পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিয়াছেন কি না? তাঁহাদিগের মন রাগ দ্বেষাদি অপবিত্র ভাব ত্যাগ করিয়া দয়া ও প্রীতি প্রভৃতি পবিত্র ভাবের আধার হইয়াছে কি না, এবং তাঁহাদিগের মন পূর্ব্ববৎ পৃথিবীর মোহে মুগ্ধ হয় কি না? বিনা সাধনে ও বিনা যত্নে কেবল অভিলাষ দ্বারা মনুষ্য কোন বিষয়েতেই কৃতকার্য্য হইতে পারে না, সকল বিষয়ই যত্ন সাপেক্ষ। জগদীশ্বর কৃপা করিয়া মনুষ্যকে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখ ভোগের অধিকারী করিয়াছেন, কিন্তু মনুষ্য তদনুরূপ সাধন না করিলে কখনই তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারে না। যে ব্যক্তি পরমার্থ রস তৎপর হইয়া শিক্ষা ও উপদেশাদি উপযুক্ত উপায় দ্বারা আপনার জ্ঞান নেত্রকে উজ্জ্বল করিয়া সকল প্রকার সৃষ্ট বস্তু মধ্যে তাঁহার অনন্ত শক্তি ও অপার করুণা সন্দর্শন করিতে সমর্থ হয়, যে তাঁহাকে সকল সুখের মূল কর্ত্তা ও সমস্ত সৌন্দর্য্যের রচয়িতা প্রতীতি করিয়া একান্ত ভাবে তাঁহার সুগম্ভীর প্রেম সাগরে আপন মনকে নিমগ্ন করিয়া রাখিতে পারে, যে ব্যক্তি সেই সর্ব্বমঙ্গল পরম পুরুষকে সকলেরই পিতৃ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া সকল মনুষ্যকে এক পরিবার সহোদর স্বরূপ ভাবিতে পারে, যাহার মন হইতে দ্বেষ মদ ক্রোধ লোভাদি সমুদায় অপবিত্র ভাব একেবারে অন্তর্হিত হয় এবং যে সম্যক্ রূপে স্বার্থপরতা শূন্য হইয়া লোকের হিত উদ্দেশে—জগদীশ্বরের প্রীতি কামনায় লোক যাত্রা নির্ব্বাহ করে, সেই ব্যক্তিই ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহার সহবাস জনিত সুখ ভোগে সক্ষম হয়, সেই ব্যক্তিই মনুষ্য নামকে ধন্য করিতে পারে। যাহার মন অসাধু কর্ম্ম ও অপবিত্র চিন্তা দ্বারা সতত মলিন থাকে, তাহার ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হওয়া দূরে থাকুক, সে মনেতে তাঁহাকে স্মরণ করিতেও লজ্জিত হয়। দুর্গন্ধময় পঙ্কিল জলে যেমন চন্দ্রাদি

[illegible] কোন [illegible] প্রতিভাত হয় না, [illegible] সেই রূপ ক-মাদি, [illegible] পবিত্র সত্তা প্রতিভাত [illegible] সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠান [illegible] সংস্কৃত হয় এবং মনো [illegible] বুদ্ধি বিমার্জ্জিত হয়, তখনি [illegible] পবিত্র পুরুষকে [illegible] তাঁহার সহবাসী হইতে পারে। [illegible] সর্ব্বত্র বিরাজমান থাকিয়াও [illegible] অজ্ঞানী জনের নিকট হইতে [illegible] দূরে রহিয়াছেন পুণ্যশীল সাধু জনেরা কেবল ধর্ম্ম পথের পথিক হইয়া ক্রমে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হয়েন। ধর্ম্ম সাধন ও জ্ঞানোপার্জ্জন ব্যতিরেকে তাঁহার নিকটস্থ হইবার আর অন্য পথ নাই। যে ব্যক্তি আপনার [illegible] আনন্দ শূন্য [illegible] অবস্থা অতিক্রম করিয়া ক্রমে জগদীশ্বরের নিকটবর্ত্তী হয়, সে ব্যক্তি এই জগতেই অমৃত [illegible] হয় এবং এই দেহ [illegible] একটি নূতন [illegible] লাভ করে। ধর্ম্ম তাহার শ্রী স্বরূপ হয় [illegible] তাহাকে শোভালঙ্কারে বিভূষিত করে। তাহার বাক্য সকল মধুময় হইয়া [illegible] সুধারসে অমৃতাভিষিক্ত করে এবং তাহার প্রেমপূর্ণ হৃদয় হইতে অনবরত [illegible] ও প্রীতি ও করুণা [illegible] হইয়া সমস্ত ব্যক্তির হৃদয়কে [illegible] করে। ক্ষমা তাহাকে এক কালের জন্যও পরিত্যাগ করে না এবং দয়া তাহার নিকট হইতে একবারও স্থানান্তরে অন্তরিত হয় না। হিংসা ও দ্বেষ [illegible] তাহার নিকট অপরিচিত হয় এবং ক্রোধ ও মোহাদিও ক্রমে ক্রমে তাহার নিকট হইতে বিদায় হইতে থাকে। সেই [illegible] পবিত্র পুরুষকে কোন মোহ মুগ্ধ করিতে পারে না এবং কোন রিপুই বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। তাহার প্রেমময় [illegible] মন হইতে কখন কোন ব্যক্তির অহিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না, এবং কোন ব্যক্তির কটু বাক্য বা কুটিল ব্যবহার দ্বারা সেও কখন উত্তপ্ত হইয়া তাহার প্রতি হিংসা করিতে ইচ্ছা করে না। তিতিক্ষা তাহার দুর্গ স্বরূপ হইয়া নিয়ত কাল যাপন করে এবং ধৈর্য্য তাহার গাত্র বর্ম্ম স্বরূপ হইয়া সর্ব্বদাই তাহাকে রক্ষা করিতে থাকে।

এই প্রকার সাধু মনুষ্য আপনার সাধন হেতু যাদৃশ অনুপম আনন্দ ভোগ করে, তাহার সহিত সংসারের কোন সুখেরই তুলনা হইতে পারে না। তাহার মনের যেমন পরিবর্ত্তন হয় সেই রূপ সুখেরও প্রকার ভেদ হইতে থাকে। তাহার সুখ ক্ষণিক পার্থিব সুখের ন্যায় সত্বরেই শেষ হয় না এবং তাহার সে সুখের সহিত কোন প্রকার দুঃখ কষ্ট ও মিশ্রিত থাকে না। সে ব্যক্তি নিয়তই অনুপম আনন্দ সাগরে ভাসিতে থাকে, সর্ব্বত্রেই আপনার সুখের বিষয় প্রাপ্ত হয় এবং এই মর্ত্ত্য লোকে বাস করিয়াই স্বর্গের সুখ ভোগ করে।

সুমতি নামক সন্ন্যাসির উপাখ্যান।

সমুন্নত শিখর শোভিত বিন্ধ্যাচলের প্রান্তভাগে দেবদারু মহাদ্রুম পরিপূরিত জন শূন্য নিভৃত স্থানে সুমতি নামে এক সন্ন্যাসী, মনুষ্য সমাজ পরিত্যাগ করিয়া একাকী বাস করিতেন। এই সুমতি অতি গৌরবান্বিত ভদ্রবংশীয় এক ধনবানের সন্তান এবং জ্ঞান ধর্ম্মাদি সর্ব্ব প্রকার সদ্গুণ সম্পন্ন। জন্মাবধি যৌবনাবস্থা পর্য্যন্ত ইনি লোকালয়ে বাস করিয়াছিলেন। ইঁহার এমনি সৎ স্বভাব ও সরল মন ছিল, যে আপনার পরিচিত লোকের মধ্যে সকলেরই সুখেতে সুখ জ্ঞান করিতেন এবং দুঃখে দুঃখী হইতেন। ইনি আপন বন্ধু বান্ধব গণের মধ্যে কাহারও দুঃখ সহ্য করিতে পারিতেন না, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াও লোকের উপকার সাধন করিতেন, এবং সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও অন্যের দুঃখ মোচন করিবার চেষ্টা করিতেন। ভিক্ষুক গণ কখন ইঁহার নিকট নিরাশ হইত না এবং অতিথি গণ কখন ইঁহার ভবন হইতে বিমুখ হইয়া যাইত না। সুমতির এই রূপ অসাধারণ দয়া ও অবিদ্বেষীর সরলতা জন্য অচিরেই তাঁহার [illegible] প্র-

আনন্দে মগ্ন হইয়া রজনীতে তোমার গুণ কীর্ত্তন করিয়া মনুষ্য জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিবে এই আশাতে উৎসাহান্বিত ছিল, এক্ষণে সেই পুণ্য নিশা উপস্থিত, অতএব এক্ষণে সকলে ঐক্য হইয়া তোমার অসীম গুণ কীর্ত্তন করত মানব জন্ম সফল করি। যিনি আমারদিগের স্রষ্টা পাতা, তাঁহারি উপাসনার্থে—তাঁহারি গুণ কীর্ত্তন করিবার নিমিত্তে এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যিনি জ্ঞান ও ধর্ম্মের বীজ মনুষ্য মনে রোপণ করিয়াছেন, তাঁহার উপাসনা করিতে—তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতে মনুষ্যের মন স্বভাবতই ব্যগ্র হয়। মনুষ্য শারীরিক ও সামাজিক সুখ লাভ করিলে বা বহুবিধ বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনার দ্বারা স্বীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করিলে সেরূপ তৃপ্তি লাভ করেন না ঈশ্বরে প্রীতি করিলে যে রূপ তিনি তৃপ্তি ও শান্তি অনুভব করেন। ঈশ্বরের অভাব মনুষ্যের সকল অভাব হইতে গুরুতর, এ অভাব মোচন হইলে তিনি আর কোন অভাবকে অভাব জ্ঞান করেন না। ধর্ম্মজীবী মনুষ্যের কি মহোচ্চ ভাব! তিনি নানাবিধ সুখ সাধনোপযোগী সুরম্য অট্টালিকা, বিচারালয়, বিদ্যালয়, যন্ত্র ও যন্ত্রালয়, নির্ম্মাণ করিয়া আপনার মহত্ত্ব ও গৌরব মনে করেন না। তিনি অমৃত পুরুষের পুত্র, ধর্ম্ম তাঁহার জীবন স্বরূপ, ঈশ্বরের সহিত তাঁহার নিত্য সম্বন্ধ ও তাঁহার অবিনশ্বর আত্মা অনন্ত কাল পর্য্যন্ত সেই প্রিয়তমের সহবাসের উপযুক্ত, ইহাতেই তিনি আপনাকে মহৎ ও গৌরবান্বিত করিয়া জানেন। আর তিনি এই রূপ মনে করেন যে যে জ্যোতির্ম্ময় দিবাকরের উদয়ে এই জগন্মণ্ডল তিমিরাবরণ হইতে মুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়, সেই সর্ব্ব প্রকাশক সূর্য্যের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ কর্ত্তা এক অদ্বিতীয় অচিন্তনীয় পুরুষের সঙ্কল্পাবলম্বিনী ইচ্ছা মাত্রে এক সময়ে এই স্থাবর জঙ্গম বিশিষ্ট বিশ্বসংসার উৎপন্ন হইয়াছে, অদ্যাপি তাঁহার মঙ্গলময়ী ইচ্ছার অধীনে বিদ্যমান রহিয়াছে, তিনি জ্ঞানেতে অনন্ত, শক্তিতে অনন্ত, করুণাবিতরণে অবিশ্রান্ত ও স্বভাবে পূর্ণ করেন। যিনি জন্মদাতা পিতা, অন্নদাতা বিধাতা, পাপ পুণ্যের বিচারক একাধিপতি রাজা। যাঁহার প্রসাদাৎ আমরা অশেষবিধ অযাচিত সুখে সুখী হইয়াছি, কত বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি, অসংখ্য দুর্জ্ঞেয় বিষয়ও জ্ঞাত হইয়াছি এবং কত বার যাঁহার স্মরণ প্রভাবে অনিবার্য্য দুষ্ট লোভ হইতে পরাঙ্মুখ করিয়া শুদ্ধ ও মঙ্গল লাভ করিয়াছি তাঁহার প্রতি সকল প্রকার কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করা কি আমাদিগের অবশ্য উচিত নহে? বিশেষত যখন আমাদিগের অদৃষ্ট সকল বিষয় যাঁহার সম্পূর্ণ ইচ্ছার অধীন, যিনি মনে করিলে বর্ত্তমান অপেক্ষাও অধিকতর ভয়ঙ্কর দুরবস্থায় আমাদিগকে রাখিতে পারিতেন, কিন্তু তা না করিয়া বরং আমাদিগকে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর অবস্থা অর্পণের উপযুক্ত করিয়াছেন, এবং যিনি ইহ কালে অক্ষয় আনন্দের উৎস স্বরূপ ও পরকালের অপার শান্তির আলয়, সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের প্রতি আত্ম সমর্পণ করা এবং তাঁহার পরিপূর্ণ জ্ঞান, অনন্ত শক্তি ও উদার করুণার উপর ঐকান্তিক ভাবে নির্ভর করা তাঁহার সন্তান দিগের যে কি পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য তাহা কি বলিব। যখন মানব ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য ইচ্ছা ও যত্ন প্রকাশ করে, তখন সকল অপেক্ষা দুর্ল্লভ পরম আন্তরিক ইচ্ছা ও একাগ্রতা দ্বারা তিনি লব্ধ হইতে পারেন। যে সাধু পুরুষ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সীমা কি? তিনি [illegible], শান্তি, বিবেক, সন্তোষ, দয়া, ক্ষমা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যে সতত পূর্ণ রহিয়াছেন। এতাদৃশ ঐশ্বর্য্যবান্ পুরুষ যে ধন অতিমাত্র ব্যয় করিতে আলস্য ও কৃপণতা করেন না, তিনি জানেন যে তাঁহার সমুদয় কর্ত্তব্যের মধ্যে [illegible] সহিত সেই পরম ধন সমানাংশে উপভোগ করা সর্ব্বোত্তম প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পরমেশ্বর এক মাত্র নিত্য পদার্থ, তিনি সমুদয় সংসারের পরম নিধান, তাঁহার কোন কারণ নাই, সকলই তাঁহার অনুপম রূপ, জ্ঞান তাঁহার আশ্চর্য্য

এ ভাক্ত সূর্য্যের আহিত মূর্ত্তি অন্ত-র্হিত হইয়া [illegible] বৃত্তাকারে পরিণত হইল [illegible] এবং তাহা হইতে ক্রমে [illegible] সূর্য্য [illegible] পরিষ্কার কি-[illegible] জাগিল। পরে প্র-কৃত দিবাকর ক্রমে অধোগামী হইয়া ঐ [illegible] দিবাকরের সহিত একত্রিত হইয়া [illegible] ঐ দুই সূর্য্য এক হইয়া রহিল। [illegible] প্রকৃত সূর্য্য উল্লিখিত প্রকারে [illegible] ভাক্ত সূর্য্যের সহিত ক্রমে মিশ্রিত হয়, [illegible] আকাশ পথে এক অদ্ভুত [illegible] আবির্ভাব হয় তাহা মনন করিলে [illegible] মন মোহিত হইতে পারে। তৎকালে এই রূপ জ্ঞান হয়, [illegible] দিবাকর অন্য কোন দি-বাকরকে সন্দর্শন করিয়া সখ্য ভাবে [illegible] প্রেমালিঙ্গন করণে উদ্যত হ-ইয়াছে এবং ক্রমে প্রীতি ভাবের সহিত [illegible] হইয়া যাইতেছে।

[illegible] খ্রীষ্টাব্দে আগষ্ট মাসের ২৮ [illegible] প্রাতে ছয়টার সময় ইউ-[illegible] অন্তর্বর্ত্তী [illegible] প্রদেশের সড়-বরি নামক স্থানে একবারে দুই ভাক্ত সূ-র্য্যের আবির্ভাব [illegible] একদা তিন দিবাকরের [illegible] হইয়াছিল। এই দুই ভাক্ত সূর্য্য পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উৎপন্ন হয় নাই, ইহারা [illegible] উদ্ভূত হই-য়াছিল। প্রথমতঃ পূর্ব্ব দিকে এক গাঢ় কৃষ্ণ বর্ণ মেঘের আবির্ভাব হয় এবং প্রকৃত সূর্য্য ঐ মেঘের মধ্য ভাগে অবস্থিতি ক-রিয়া এমন প্রখর ভাবে কিরণ বর্ষণ করে যে তাহার প্রতি কাহারো দৃষ্টি পাত করি-তে সক্ষম হয় নাই। ঐ উজ্জ্বল প্রভা বি-শিষ্ট সূর্য্যের কিরণ জাল তাহার উত্তর-দিকে প্রতিফলিত হইয়াছিল এবং সেই উভয় দিকে দুই ভাক্ত সূর্য্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। এই দুই ভাক্ত সূর্য্য অবিকল প্রকৃত সূর্য্যের ন্যায় কিরণ বিস্তার করি-য়াছিল এবং প্রকৃত সূর্য্যের সহিত [illegible] রূপ ধারণ করিয়া আকাশ পথে উদিত হ-ইয়াছিল। দর্শকেরা প্রকৃত সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যেমন তুষ্ট হইয়াছিল

এই দুই ভাক্ত সূর্য্য সন্দর্শন করিয়াও তাদৃশ তুষ্টি লাভ করিয়াছিল। এই ঘ-টনায় আনুসঙ্গিক আকাশ পথে আরও ক-একটি আশ্চর্য্য বিষয় উদ্ভব হয়, উল্লিখিত সূর্য্য ত্রয়েরই চতুর্দ্দিকে শক্র ধনুর উদয় হইয়াছিল এবং উক্ত শক্র ধনু ইতর শক্র ধনু অপেক্ষা দেখিতে অতি চমৎকার বোধ হইয়াছিল, উহাদিগের বর্ণ সামান্য শক্র ধ-নুর ন্যায় হয় নাই, তাহাতে কিঞ্চিৎ শু-ভ্রতার ভাগ অধিক ছিল। এতদ্ভিন্ন ঐ সূর্য্য ত্রয় ও তদন্তর্গত শক্র ধনু হইতে কি-ঞ্চিৎ দূরে ও দক্ষিণ ভাগে এক আশ্চর্য্য অর্দ্ধ চন্দ্রাকার দৃষ্ট হইয়াছিল, ঐ অর্দ্ধ চন্দ্রের উভয় কোটি ইতর অর্দ্ধ চন্দ্রের ন্যায় উর্দ্ধদিকেই অবস্থিত ছিল, কিন্তু দেখিতে ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ স্থূল বোধ হইয়াছিল। উহা ইতর অর্দ্ধ চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র বর্ণ প্রাপ্ত না হইয়া শক্র ধনুর বর্ণ ধারণ করিয়াছিল। এই সমস্ত অদ্ভুত ঘটনা আকাশ পথে দীর্ঘ কাল স্থায়ি হয় নাই, ইহারা প্রায় চারি দণ্ড কাল প্রকাশিত থাকিয়া তিরো-হিত হয়।

১৭২১ খ্রীষ্টাব্দের আক্টোবর মাসের ২৯ দিবসে রুটলণ্ড নামক দেশান্তর্গত সী-নওন নামক স্থানে দিবা ১১ ঘণ্টার সময়, আর দুইটি ভাক্ত সূর্য্য এক শক্র ধনু সংশুমালা সহকারে দৃষ্ট হয়। যে দিবস সীনওন নামক স্থানে এই অদ্ভুত ঘটনার আবির্ভাব হয় তাহার পূর্ব্ব রাত্রিতে উক্ত স্থানে শূন্য পথে এক আশ্চর্য্য আলোকের স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল এবং দক্ষিণ পশ্চিম হই-তে প্রবল বায়ু সঞ্চারিত হইয়াছিল। এই দুই ভাক্ত সূর্য্য পূর্ব্বোল্লিখিত সূর্য্য প্রতি-বিম্বের ন্যায় উজ্জ্বল ও পরিষ্কৃত মূর্ত্তি ধা-রণ করিয়া শূন্য পথে উদিত হইয়াছিল এবং ইহারাও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সূর্য্যের উত্তর দিকে আবির্ভূত হইয়াছিল। বি-শেষত সূর্য্য দ্বয়ের নিম্ন দেশে ধূমকে-তুর ন্যায় পুচ্ছ দৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু ঐ পুচ্ছের বর্ণ ধূমকেতুর পুচ্ছের ন্যায় হয় নাই, উহা দেখিতে [illegible]

হয় উল্লিখিত বৃক্ষ সম্বন্ধীয় অদ্ভুত ব্যাপার তাঁহাদিগের পক্ষে কিঞ্চিৎ কৌতুককর ও আনন্দ জনক হইতে পারে। কোন কোন সময় ঐ বৃক্ষের নিকটে প্রজ্বলিত দীপাদি উপস্থিত করিলেই তৎক্ষণাৎ উহা জ্বলিয়া উঠে, কিন্তু তদ্দ্বারা উক্ত বৃক্ষের কিছু মাত্র বিঘ্ন ঘটে না, উহা যেমন তেমনিই থাকে। প্রথমতঃ উক্ত বৃক্ষ সম্বন্ধীয় এই অসাধারণ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিত গণ উহার কারণানুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কেহ কেহ অনুমান করিলেন, যে ঐ বৃক্ষ হইতে একপ্রকার কোন বাষ্প নির্গত হয়, যাহা পৃথিবীস্থ বায়ুর সহিত মিলিত না হইয়া ঐ বৃক্ষের উপরেতেই সংলগ্ন ভাবে সঞ্চিত হইয়া থাকে।

বক্ নামক এক জন গ্রন্থকার তাঁহার প্রণীত গ্রন্থের এক স্থলে ব্যক্ত করিয়াছেন যে ফ্রাক্সিনেলো বৃক্ষের প্রত্যেক পত্রের ও প্রত্যেক পুষ্প দলের অগ্রভাগে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি ছিদ্র দৃষ্ট হয় এবং সেই সমস্ত ছিদ্রে মধ্যে তৈলবৎ এক প্রকার পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীষ্ম কালে ঐ সকল সূক্ষ্ম ছিদ্র হইতে উৎকট কটু গন্ধ বিশিষ্ট এক বাষ্প নির্গত হইয়া থাকে এবং তাহার নিকট প্রজ্বলিত দীপাদি লইয়া গেলেই সেই বাষ্প অমনি জ্বলিয়া উঠে। অনন্তর বাইয়ট নামক এক জন পণ্ডিত উল্লিখিত বৃক্ষের এই অদ্ভুত গুণ প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং উহার তত্ত্বানুসন্ধানে করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উক্ত বৃক্ষে সর্ব্বদা এক প্রকার দাহ্য বাষ্প পরিবেষ্টিত থাকে, বাইয়ট সাহেব অনেক লোকের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রথমত তিনি ঐ বাষ্পের বিষয় পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অনন্তর অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা ঐ বৃক্ষের শাখা পত্র ও পুষ্পাদি অবলোকন করাতে তিনি দেখিলেন, যে ঐ বৃক্ষের কোমল শাখাতে ও সমুদায় পত্রের অগ্রভাগে এবং সমস্ত পুষ্পবৃন্ত, পুষ্পদল ও পুষ্পের কেশরেতে লোমকূপের ন্যায় কতকগুলিন অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে এবং সেই সমস্ত ছিদ্র তৈলবৎ এক প্রকার পদার্থে পরিপূরিত রহিয়াছে। প্রথমতঃ ঐ ছিদ্রগুলি কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র থাকে, পরে বৃক্ষ যত বড় হয়, ঐ সমস্ত ছিদ্র তাহার সঙ্গে সঙ্গে ততই বড় হইতে থাকে। বাইয়ট সাহেব পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা দ্বারা বিলক্ষণ রূপে স্থির করিয়াছেন, যে উক্ত বৃক্ষ হইতে যে তৈলবৎ পদার্থ নির্গত হয়, তাহাই দীপাদির সংযোগে জ্বলিয়া উঠে এবং [illegible] উক্ত বৃক্ষের নিকট [illegible] লোক কহিয়া [illegible] উহা ঐ প্রকারে [illegible] থাকে, উক্ত বৃক্ষ হইতে [illegible] নির্গত হওয়াতে যে উহা দীপাদির সংযোগে জ্বলিয়া উঠে, [illegible] রূপে বাইয়ট সাহেবের [illegible] প্রকার পরীক্ষা [illegible] [illegible] সিদ্ধ হইয়া [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিঞ্চিৎ [illegible] হইতে [illegible] [illegible] সকল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না। ঐ বৃক্ষের [illegible] [illegible] [illegible] দীপ [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জ্বলে না।

বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক সভা।

১৭৭৮ শক ২৯ পৌষ রবিবার সন্ধ্যা [illegible] ঘণ্টা।

১৪ পৌষ নবমীর মুদ্রিত পত্র দ্বারা এই সভা আহ্বান হয়।

প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত বাবু রমাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের প্রস্তাবে সর্ব্ব সম্মতিতে ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টী শ্রীযুক্ত বাবু রমানাথ ঠাকুর মহাশয় অদ্যকার সভাপতি হইলেন।

১।— [illegible] শ্রীযুক্ত বাবু রমাপ্রসাদ রায় মহাশয় [illegible] অভিপ্রেত বিষয় সকল [illegible] করিলে শ্রীযুক্ত বাবু শ্যা-[illegible] পোষকতায় শ্রীযুক্ত সভা-[illegible] প্রস্তাব করিলেন যে "ব্রাহ্মসমাজের তিন জন ট্রষ্টী ছিলেন, তন্মধ্যে [illegible] রায় ও বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরীর পরলোক হওয়াতে ঐ দুয়ের পরিবর্ত্তে আর দুই জন নূতন ট্রষ্টী নিযুক্ত করা আবশ্যক এবং ট্রষ্ট ডিডের নিয়মানুসারে শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় অন্য ট্রষ্টী নিযুক্ত করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহার অভিপ্রায় এই যে মৃত ট্রষ্টি দ্বয়ের স্থানে শ্রীযুক্ত বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ট্রষ্টী নিযুক্ত হয়েন" ইহাতে সর্ব্ব সম্মতি হইল।

২।— শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পোষকতায় শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ সরকার মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে "তত্ত্ববোধিনী সভার যে মুদ্রা যন্ত্র আছে, তাহার কার্য্য বৃদ্ধি করিয়া তাহার উপস্বত্ব দ্বারা সমাজের ব্যয়ের বিশেষ আনুকূল্য হইতে পারে, এমতে তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষদিগের সম্মতি গ্রহণ করিয়া উক্ত মুদ্রা যন্ত্রের কার্য্য বৃদ্ধি করা যায়" ইহাতে সর্ব্ব সম্মতি হইল।

৩।— শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পোষকতায় শ্রীযুক্ত রাজা কালী-কুমার মল্লিক রায় মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে "দ্বিতীয় প্রস্তাবে উক্ত মুদ্রা যন্ত্রের কার্য্যের তত্ত্বাবধারণার্থ নিম্ন লিখিত চারি জন যন্ত্রাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা যায়। ইহাদিগের কর্ত্তব্য যে ইহারা ট্রষ্টী দিগের অনুমতিক্রমে উক্ত কার্য্যের সৌভাগ্য বৃদ্ধি করিতে যত্নবান থাকেন। শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ সরকার, শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ, শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মিত্র ও শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন, ইহারা যন্ত্রাধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েন" ইহাতে সর্ব্ব সম্মতি হইল।

৪।— শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের পোষকতায় শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] রায় মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে "ব্রাহ্মসমাজের ব্যয়ের আনুকূল্য জন্য পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে যাঁহাদিগের শ্রদ্ধা আছে, তাঁহাদিগের নিকটে চাঁদার পুস্তক প্রেরণ করা যায়। তাহাতে যাঁহার যোগদান করিবার ইচ্ছা হয়, তিনি তাহা স্বাক্ষর করিয়া দেন" ইহাতেও সর্ব্ব সম্মতি হইল।

৫।— শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্র মহাশয়ের পোষকতায় শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ সরকার মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে "শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মিত্র মহাশয় ব্রাহ্মসমাজে একটা লিথোগ্রাফি প্রেস দান করিয়াছেন, এজন্য উপস্থিত সভা সকলে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন" ইহাতে সর্ব্ব সম্মতি হইল।

৬।— শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সরকার মহাশয়ের পোষকতায় শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে "অদ্যকার সভার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন জন্য সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়" ইহাতে সর্ব্ব সম্মতি হইল।

অনন্তর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরমানাথ ঠাকুর।
সভাপতি।

বিজ্ঞাপন

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে উক্ত সমাজের ব্যয়ের আনুকূল্যার্থে একটী লিথোগ্রাফি যন্ত্র সংস্থাপন করা গিয়াছে, তাহাতে [illegible] চিত্র, ম্যাপ, চিঠি, হুণ্ডী প্রভৃতি সমস্ত লিথোগ্রাফি কর্ম উত্তমরূপে ছাপা হইয়া থাকে। অতএব যাঁহাদিগের লিথোগ্রাফি কোন কর্ম্ম করাইবার আবশ্যক হয়, তাঁহারা উক্ত যন্ত্রালয়ে কার্য্য [illegible] নির্দিষ্ট সময়ে উত্তম রূপ কর্ম্ম প্রাপ্ত হইবেন। এবিষয়ে যাঁহার যে কর্ম্মের প্রয়োজন হইবে উক্ত যন্ত্রালয়ে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের নিকট সংবাদ পাঠাইবেন ইতি।

শ্রীশ্যামাচরণ সরকার।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
যন্ত্রাধ্যক্ষ।

[illegible]

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

... তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি ...
... বিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি

... তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঈশ্বরের মহিমা।

দর্শনেন্দ্রিয়।

বিশ্ব কৌশলকারী বিশ্বেশ্বর, আমাদিগের দর্শনেন্দ্রিয় চক্ষুতে এত প্রকার কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন যে তাহা কোন রূপেই বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না এবং তাহা কোন প্রকারেই বাক্য দ্বারা সকল প্রকাশ করিবার সাধ্য হয় না। আমরা চক্ষুর বিষয় যত পর্য্যালোচনা করি, ততই তাঁহার নূতন নূতন কৌশল দেখিতে পাই। বোধ হয় যেন আমাদিগের জ্ঞানোন্নতি সহকারে চক্ষু বিষয়ক কৌশলেরও উন্নতি হইতেছে. দিন দিন যত আমাদিগের জ্ঞান বর্দ্ধিত হইতেছে, ততই আমরা বিশ্ব মধ্যে তাঁহার অনুপম জ্ঞানের আশ্চর্য্য নিদর্শন সকল অধিক প্রত্যক্ষ করিতেছি।

চক্ষু যে আমাদিগের দেহের সার এবং জগদীশ্বর আমাদিগকে চক্ষু প্রদান করিয়া যে অশেষবিধ সুখ [illegible] পূর্ব্বক অনন্ত প্রকার সুখ [illegible] অধিকারী করিয়াছেন, তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। যা- [illegible] বিনাশ হইয়াছে ও কিছু মাত্র জ্ঞান শক্তি নাই সে ব্যক্তি একবারে [illegible] [illegible] [illegible] মর্দিগের [illegible] হইত এবং আমাদিগের হৃদয়ের [illegible] থাকিত না। চক্ষু দ্বারা আমরা বিশ্বান্তর্গত সমুদায় সুন্দর পদার্থ সন্দর্শন করিয়া সুখী হইতেছি, ভক্তি ভাজন পিতা মাতা ও প্রণয়াস্পদ বন্ধু বান্ধব এবং স্নেহাস্পদ পুত্র কন্যাদির আনন্দকর মুখ সন্দর্শন করিয়া তৃপ্ত হইতেছি এবং শত সহস্র মনুষ্যের মধ্য হইতে আপন পরিচিত ব্যক্তিকে বহু দূর হইতে অনায়াসে নির্ণয় করিতে সমর্থ হইতেছি। চক্ষুর সাহায্যে আমরা নানা প্রকার জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়া নানা দেশীয় ও নানা কালীন প্রাচীন পণ্ডিত দিগের প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান ভাণ্ডারের জ্ঞান রত্ন সকল লাভ করিয়া চরিতার্থ হইতেছি এবং মর্ত্ত্য লোকবাসি ক্ষুদ্র কীট হইয়া দূরতর সুদূরস্থিত নভোমণ্ডলের সূর্য্য চন্দ্র ও গ্রহ নক্ষত্রাদির নানা তত্ত্ব অবগত হইয়া মনুষ্য নামের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছি। চক্ষু দ্বারা যে আমরা কত সময় কত প্রকার বিপদ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইতেছি এবং কত সময় কত প্রকার সুখের আস্বাদ গ্রহণ করিতেছি, তাহা বর্ণনের অতীত। করুণাকর জগদীশ্বর আমাদিগকে যদি চক্ষু প্রদান না করিতেন, তাহা হইলে কোথায় বা আকাশের সুনির্ম্মল [illegible]

[illegible] সৌন্দর্য্যশালী বিকশিত শতদলে [illegible] মনোহর শোভা সন্দর্শন [illegible] এবং কোথায় বা সুশোভন [illegible] শস্য ক্ষেত্র পূর্ণ প্রসারিত [illegible] সুদূর [illegible] অবিরত তুষার মণ্ডিত শ্বেত [illegible] শিখর প্রভৃতি চিত্ত বি[illegible] শোভাবলোকনের অনু[illegible] এসমস্ত প্রকার সুখ সম্ভোগ করণেই বঞ্চিত থাকিতাম। আমাদিগের চক্ষু না থাকিলে এতাদৃশ সুখ সম্ভোগ হওয়া দূরে থাকুক আমাদিগকে যাদৃশ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত, তাহা কি বলিব? [illegible] চক্ষুহীন দুর্ভাগ্য অন্ধ ব্যক্তিই বিলক্ষণ অবগত আছে। অতএব পরমেশ্বর মনুষ্য শরীরে চক্ষের রচনা করিয়া যে আপনার অসীম মহিমা বিস্তার করিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি চক্ষু নির্ম্মাণ এই জগৎ সুখকর ব্যাপার সম্পাদনার্থে যে সমস্ত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, যখন আমরা তাহা বিশেষ রূপে আলোচনা করিয়া দেখি তখন আমাদিগকে এক কালে বিমোহিত হইতে হয়, তখন আমাদিগের মন একেবারে তাঁহার অগাধ মহিমা সাগরে মগ্ন হইয়া যায়।

চক্ষু অতি চমৎকার পদার্থ। চক্ষেতে জগদীশ্বর যে সমস্ত অনুপম কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, অতি উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ যন্ত্রেও তাহার সহস্রাংশের একাংশ কৌশল দেখিতে পাওয়া যায় না। শরীর মধ্যে জগদীশ্বর যে প্রকার স্থানে চক্ষু সংস্থাপন করিয়াছেন, যে রূপে তাহার গঠন করিয়াছেন এবং তাহাকে যে নিয়মে রক্ষা করিতেছেন সে সমুদায় ব্যাপারই অতি আশ্চর্য্য। তাহার এক একটি বিষয় ভাবিয়া দেখিলেই বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কোন প্রহরী যেমন কোন দুর্গের উচ্চ স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া অবলীলাক্রমে আপনার চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করে, সেই রূপ চক্ষুও আমাদিগের মুখ মণ্ডলের উপরিভাগে অবস্থিত হইয়া এক দৃষ্টিতে অর্দ্ধ জগৎ অবলোকন করিতেছে, শরীরের মধ্যে আর কোন স্থানেই চক্ষু যোজিত হইলে এপ্রকারে আমাদিগের দৃষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারিত না। আপাদ মস্তক সর্ব্ব শরীর একে একে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে চক্ষুকে এই রূপে নাসা মূলের উভয় পার্শ্বেই স্থাপন করা বিলক্ষণ সঙ্গত ও সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বোধ হয়। কোন দুর্লভ ও উৎকৃষ্টতর রত্নকে কোন মনুষ্য যেমন অতি যত্ন পূর্ব্বক লৌহ সম্পুট মধ্যে সাবধানে রক্ষা করে, চক্ষুকেও জগদীশ্বর সেইরূপ যত্ন সহকারে সাবধানে [illegible]ন করিয়াছেন, সহসা চক্ষেতে কোন প্রকার আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা নাই। আমাদিগের চক্ষু এক আশ্চর্য্য দুর্গ স্বরূপ অস্থিময় কোটর মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে, এবং কতিপয় পক্ষ ও দুই পত্র তাহার আবরণ স্বরূপ হইয়া অনবরত তাহাকে রক্ষা করিতেছে, তাহার প্রতি হঠাৎ অন্য কোন প্রকার আঘাত উপস্থিত হওয়া দূরে থাকুক সহসা তন্মধ্যে এক বিন্দু ধূলি কণাও প্রবিষ্ট হইতে পারে না, অতিশয় অন্য চিন্তু ও অসাবধান না হইলে আর আমাদিগের চক্ষু কোন রূপে আহত হয় না।

পরম কৌশল কর্ত্তা পরমেশ্বর যে সমস্ত পদার্থ একত্রিত করিয়া চক্ষের রচনা করিয়াছেন, শরীর তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত গণ সেই সকল পদার্থের স্বভাব ও সংযোগ সন্দর্শন করিয়া এক কালে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন। চক্ষের উপরি ভাগ ও অভ্যন্তর ভাগে যে সকল পদার্থ বিদ্যমান আছে, তাহার একটিও নিরর্থক ও অনাবশ্যক নহে, তাহার প্রত্যেকেই আমাদিগের [illegible] অনুকূল হইয়া রহিয়াছে, [illegible] একটি পদার্থের অভাব হইলেই আমাদিগের দর্শন কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মে; কতক গুলি শিরা ধমনি ও স্নায়ু প্রভৃতি শারীরিক পদার্থের সংযোগে চক্ষের উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যে আশ্চর্য্য [illegible] প্রয়োজনানুসারে ঐ সমস্ত পদার্থ ভিন্ন [illegible] স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম [illegible] [illegible] দিগের দৃষ্টি [illegible]

রূপ ধারণ করিয়াছে, স্থানান্তরে সেই প-দার্থ আবার স্বচ্ছ রূপে পরিণত হইয়াছে, যে শির এক স্থানে অতি সূক্ষ্ম ও কোমল হইয়া রহিয়াছে, স্থানান্তরে সেই শির পুনর্ব্বার স্থূল ও দৃঢ় ভাবে পরিণত হইয়াছে। চক্ষুর অন্তর্গত শিরাদি পদার্থ সকল এই রূপে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরিণত হইয়া এই অপূর্ব্ব দৃষ্টি যন্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার তুল্য অদ্ভুত কৌশল আর কি হইতে পারে? এই সমস্ত বিষয় স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনুষ্য মাত্রেরই মনে জগদীশ্বরের জ্ঞান শক্তি ও করুণা দেদীপ্যমান প্রকাশিত হইয়া উঠে।

চক্ষুর ন্যায় অপূর্ব্ব দৃষ্টি যন্ত্র কেহ মনেতেও কল্পনা করিতে পারে না। জগদীশ্বর চক্ষুকে দৃষ্টি যন্ত্রের আদর্শ স্বরূপ করিয়াছেন। অনেক পণ্ডিত চক্ষের অনুকরণ করিয়া দূরবীক্ষণাদি দৃষ্টি যন্ত্রের অনেক দোষ পরিহার করিয়াছেন। পূর্ব্বে দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা নানা বর্ণের পদার্থ সকল এক্ষণকার ন্যায় পরিষ্কার রূপে দৃষ্ট হইত না, যন্ত্রের দোষে তদ্দৃষ্ট বস্তু সকলকে বর্ণানুসারে কিছু কিছু অপরিষ্কার বোধ হইত। অনন্তর জেমস্ গোরি নামক এক জন সাহেব চক্ষুর কৌশল অবগত হইয়া তদনুযায়ী যন্ত্র প্রস্তুত করাতে উক্ত দোষের পরিহার হইল, উল্লিখিত সাহেব দেখিয়াছিলেন, যে জগদীশ্বর চক্ষুকে এমনি অপূর্ব্ব কৌশলে রচনা করিয়াছেন যে তাহাতে সর্ব্বদা সকল বর্ণের সর্ব্ব প্রকার পদার্থই সমান পরিষ্কার দেখায়, কোন বস্তুকেই অপরিষ্কার বোধ হয় না।

দূরবীক্ষণ যন্ত্র অপেক্ষা চক্ষুকে আর এক বিষয়েও উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত যন্ত্র দ্বারা যখন যে বস্তুকে দেখিতে হয়, তখন সেই বস্তুর দূরত্বানুসারে যন্ত্রের আকার ছোট করিয়া না লইলে তাহা স্পষ্ট রূপে দৃষ্ট হয় না। দূরবীক্ষণকে যে কালে যত হ্রস্ব করিয়া কোন নিকটস্থ বস্তু দেখিতে হয় তাহাকে সে ভাবে রক্ষা করিলে তদ্দ্বারা কোন দূরস্থ বস্তু পরিষ্কার রূপে দেখিতে পাওয়া যায় না। লক্ষ্য বস্তুর দূরাদূরত্বানুসারে প্রতিবারই যন্ত্রকে হ্রস্ব ও দীর্ঘ করিতে হয়। কিন্তু চক্ষুকে পরমেশ্বর এমনি অপূর্ব্ব কৌশলে রচনা করিয়াছেন, যে তাহা এই রূপ এক ভাবে থাকিয়াই সর্ব্বদা সকল স্থানের ও সকল দিকের বস্তুকে সমান পরিষ্কার দেখে। ছয় অঙ্গুলি স্থান ব্যবহিত বস্তুকেও আমরা চক্ষেতে দেখিতে পাই এবং ছয় শত ক্রোশ দূরের পদার্থকেও সন্দর্শন করি, কিন্তু এত রূপ বিভিন্ন প্রকার দৃষ্টি ক্রিয়া সাধন স্থলে চক্ষু যে কখন কি প্রকারে ভাব ধারণ করে তাহা আমরা জানিতেও পারি না, আমাদিগের অজ্ঞাত সারেই চক্ষু আপনি উপযুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় কার্য্য সাধন করে।

চক্ষুর আকৃতি বিষয় আলোচনা করিলেও আমরা জগদীশ্বরের অতুল মহিমা দেখিতে পাই। জগদীশ্বর আমাদিগের চক্ষু দ্বয়কে [illegible] ন্যায় [illegible] গোলাকার করিয়াছেন, কিন্তু ইহা বিলক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে যে চক্ষুর এই রূপ আকার হওয়াতে তদ্দ্বারা যাদৃশ কর্ম্ম দর্শিতেছে, আর কোন প্রকার আকৃতি হইলে সে রূপ কর্ম্ম দর্শিত না। চক্ষু এই প্রকার [illegible] গোলাকার হওয়াতে তদ্দ্বারা আমরা এক কালে অধিক দূর দৃষ্টি করিতে সক্ষম হইতেছি, তাহাকে অনায়াসে সকল দিকে সঞ্চালন করিতে সক্ষম হইতেছি এবং [illegible] মধ্যে অনায়াসে অসীম পদার্থ [illegible] থাকিয়া তাহাকে [illegible] চক্ষুর উপরিভাগ এই রূপ [illegible] না হইয়া সমান স্থূল হইলে আমরা [illegible] সত্ত্বেই বহু দূর সঞ্চালন করিতে [illegible] না এবং এই সমস্ত দৃশ্য পদার্থ আমাদিগের চক্ষে এপ্রকার সুন্দর বোধ হইত না [illegible] হইলে আমাদিগের দর্শন ক্রিয়া অনেক ব্যাঘাত হইত। [illegible] বিশ্বেশ্বর বিশেষ বিবেচনা করিয়াই আমাদিগের চক্ষুকে এপ্রকার আকারে গঠন করিয়াছেন।

জগদীশ্বর আমাদিগের চক্ষুকে এমন এক অপূর্ব্ব শক্তি প্রদান করিয়াছেন, যে আমরা মনে করিলে এক স্থানে দণ্ডায়মান

কত প্রকার জন্তুর চক্ষুতে যে কত প্রকার কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সমুদায় বর্ণন করা দূরে থাকুক তাহার কিয়দংশ বর্ণন করিতেও মনুষ্যের আয়ুঃশেষ হইয়া যায়; কিন্তু জীবের চক্ষু রচনা বিষয়ে যে সমস্ত অদ্ভুত কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার প্রতি যৎকিঞ্চিৎ কাল মনোযোগ করিলে ঘোরতর নাস্তিকেরও মনে ঈশ্বর প্রত্যয় দৃঢ়ীভূত হইয়া যায়। আমরা যদি কেবল এক চক্ষুর কৌশল ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ড রচনার আর কোন কৌশল অবগত হইতে না পারিতাম, তাহা হইলেও আমাদিগের অন্তরে তাঁহার জ্ঞান শক্তি ও করুণা দেদীপ্যমান প্রকাশিত হইত সন্দেহ নাই। আমরা যাঁহা হইতে এই সম্পূর্ণ কৌশলময় চক্ষুঃ প্রাপ্ত হইয়া নানা প্রকার দৃষ্টি সুখ সম্ভোগ করিতেছি, এই চক্ষু দ্বারা বিশ্ব মধ্যে সর্ব্বত্র সেই দেবতাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া চক্ষু সার্থক করা কর্ত্তব্য। যে চক্ষু সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড সন্দর্শন করিয়া তাঁহার জ্ঞান শক্তির নিদর্শন প্রাপ্ত হইতেছে, সেই চক্ষুই পুনর্ব্বার তাঁহার করুণার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

স্বপ্ন।

স্বপ্ন মনের একটি চমৎকার অবস্থা। মনুষ্য যখন জাগ্রত থাকে, তখন তাহার নিকট শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধাদি কোন প্রকার বাহ্য বিষয় উপস্থিত হইলে সে তত্তৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা ঐ সমস্ত বিষয় ভোগ করে এবং সেই বিষয় ও বিষয় ভোগের প্রতি বিশ্বাস করে, কিন্তু নিদ্রিত হইলে মনুষ্য কখন২ এমনি একটি আশ্চর্য্য অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, যে তৎকালে সে মনেতে যে সমস্ত বিষয় চিন্তা করে তৎ সমুদায়কে প্রত্যক্ষবৎ প্রত্যয় করিতে থাকে। এই অবস্থার নাম স্বপ্নাবস্থা, এ অবস্থায় মনুষ্য আপনার চিন্তাকে আপন বশে রাখিতে পারে না, এসময় মনুষ্যের মন উচ্ছৃঙ্খল মত্ত হস্তির ন্যায় নানা প্রকার বিষয় বিশেষে ভ্রমণ করে। জাগ্রদবস্থার ন্যায় তৎকালে ইচ্ছা পূর্ব্বক মনকে কোন বিষয়ের চিন্তাতে গমন করিতে বা কোন বিষয়ক চিন্তা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারা যায় না।

কি কারণে যে মনের এই রূপ অবস্থা হয় এবং কি কারণে যে মন কোন বিষয়ক স্বপ্ন সন্দর্শন করে, তাহা যদিও সম্পূর্ণ রূপে স্থির করা সুকঠিন বটে, তথাপি [illegible] অনুসন্ধান দ্বারা এক প্রকার [illegible] কারণ অবধারিত করিয়াছেন। [illegible] বৃত্তান্ত [illegible] বিষয়ের [illegible] [illegible] [illegible] তে পারিবেন।

ইহা অনেকেই [illegible] অবগত [illegible] যে বিষয় কিঞ্চিৎ [illegible] রূপে চিন্তা করা [illegible] প্রায় সেই [illegible] দর্শন করিতে হয় এবং কখন [illegible] [illegible] [illegible] অদ্ভুত স্বপ্নের উৎপত্তি হয়। [illegible] যখন কোন স্থানে কোন প্রকার অদ্ভুত [illegible] সম্বাদ শ্রবণ করি এবং [illegible] প্রিয় ব্যক্তির মন্দ সংবাদ [illegible] অথবা কোন কারণ বশতঃ আমাদিগের [illegible] বিশেষ উদ্বেগ জন্মে, তখন নিদ্রিত [illegible] হইবামাত্র অনেক [illegible] আমাদিগের মনে উদয় হইতে থাকে। এমন স্বপ্নেতে আমরা ঐ বন্ধুর কোন বিপদ [illegible] আমাদিগের নিকটে সন্দর্শন করি, এবং সেই বন্ধুর বিপদে আপনাদিগকে সংযুক্ত দেখি এবং উল্লিখিত বিপত্তি কারণ মনুষ্যকেও প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। আমরা জাগ্রদবস্থায় উল্লিখিত বিষয়গুলি মনকে সমান ভাবে সন্নিবিষ্ট করি না [illegible] সমস্ত বিষয়ময় স্বপ্ন যোগে এক শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া মনোমধ্যে উদয় হয়। আমরা যদি ঐ প্রকার পৃথক্ পৃথক্ ঘটনা সকলকে এক কালে সমভাবে চিন্তা না করি এবং উহার জন্য সমান রূপে বিষাদগ্রস্ত বা উৎকণ্ঠিত না হই, তাহা হইলে ঐ ঘটনা ত্রয়

দ্বারা বিবিধ প্রকার স্বপ্নের উৎপত্তি হইতে [illegible] ইহার মধ্যে কোন ঘটনাকে অন্য কোন পূর্ব্ব চিন্তিত বিষয়ের সহিত একত্রিত করিয়া এক অপূর্ব্ব স্বপ্নাবলোকন করি। আমরা ঐ দূর দেশস্থ বন্ধুকে অন্য কোন প্রকার পূর্ব্বানুভূত হর্ষজনক ঘটনার সঙ্গে জড়িত দেখিলেও দেখিতে পারি অথবা যে বন্ধুর বিষয় চিন্তা করাতে স্বপ্নের উৎপত্তি হয়, স্বপ্নাবস্থায় তাহাকে না দেখিয়াও তাহার বিষয় প্রত্যক্ষ না করিয়া তাহার আনুষঙ্গিক অন্য কোন পুরুষকে দেখিতে পাই এবং অপর আর বিষয় প্রত্যক্ষ করি।

ইডেনবরা নগরের এক চিকিৎসালয়ে একটি রোগী স্ত্রীলোক স্বপ্নাবস্থায় এপ্রকার কতক গুলি পীড়িত ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করিল, যে তাহার মধ্যে এক জন [illegible] তৎকালে ঐ চিকিৎসালয়ে বর্ত্তমান ছিল না। কিন্তু পরে অনুসন্ধান দ্বারা প্রকাশ পাইল, যে উহার দুই বৎসর পূর্ব্বে যখন ঐ স্ত্রীলোকটি আর একবার উক্ত চিকিৎসালয়ে আরোগ্য হইতে আসিয়া ছিল, এক্ষণে সে স্বপ্ন যোগে তৎকালীন কতক গুলি রোগি ব্যক্তির নাম করিয়া থাকে এবং তাহাদিগের বিশেষ বিশেষ রোগের নাম উল্লেখ করে।

কোন কোন সময় বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থার সহিত মানসিক ভাব মিশ্রিত হইয়াও স্বপ্নের উৎপত্তি হয়। গ্রন্থাদি হইতে এতদ্রূপ স্বপ্ন ঘটনার অনেক উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ডাক্তর গ্রেগোরি নামক এক জন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক উক্ত করেন, যে একদা তাঁহার শরীর কিঞ্চিৎ অসুস্থ হইলে পর তিনি উষ্ণ জলে স্বীয় পদদ্বয় রক্ষা করিয়া শয়ন করেন। অনন্তর তিনি স্বপ্নেতে এই রূপ অবলোকন করিলেন, যে তিনি যেন এটনা নামক আগ্নেয় গিরির উপরিভাগে ভ্রমণ করিতেছেন এবং তাঁহার পদদ্বয় দ্বারা সেই আগ্নেয় গিরির উষ্ণতা অনুভূত হইতেছে। গ্রে গোরি সাহেব তাঁহার [illegible] একবার বিসুবিয়স নামক আগ্নেয় গিরিতে গমন করিয়াছিলেন এবং তথায় ভ্রমণ করিবার সময় তাঁহার পদ তলে বিলক্ষণ উত্তাপ লাগিয়াছিল, কিন্তু ইহার মধ্যে আশ্চর্য্য এই যে তিনি বিসুবিয়স নামক আগ্নেয় গিরি স্বপ্নেতে অবলোকন না করিয়া এটনা নামক পর্ব্বতকে সন্দর্শন করিলেন। ইহার কারণ এই যে তিনি ঐ স্বপ্নাবলোকন করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে একখানি পুস্তক মধ্যে এটনা পর্ব্বতের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছিলেন, সুতরাং ঐ পর্ব্বতই তাঁহার মনোমধ্যে বিলক্ষণ প্রদীপ্ত ছিল এবং পূর্ব্বোল্লিখিত শারীরিক অবস্থা হেতু স্বপ্নেতে তাহাই আসিয়া উদয় হইল। বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থা হেতু উক্ত সাহেব আর একবার আর এক প্রকার আশ্চর্য্য স্বপ্ন সন্দর্শন করেন। তিনি একদা শীতকালে শয্যায় শয়ন করণানন্তর স্বপ্নেতে দেখিলেন, যে তিনি অতীব শীতকালে হডসন্স নামক সাগরের খাড়িতে বাস করিতেছেন এবং তথায় হিমাধিক্য জন্য তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। অনন্তর নিদ্রা ভঙ্গ হইলে পর দেখেন, যে তাঁহার শরীর হইতে গাত্রাবরণ বস্ত্র স্খলিত হইয়া গিয়াছে এবং তিনি শীতেতে কম্পিত হইতেছেন। এই ঘটনার কিছু দিন পূর্ব্বে গ্রে গোরি সাহেব উল্লিখিত খাড়ির শীতাধিক্যের বিষয় একখানি গ্রন্থ মধ্যে পাঠ করিয়াছিলেন, সেই গ্রন্থ লিখিত বৃত্তান্তের সহিত তাঁহার বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থার সংযোগ হইয়া এই স্বপ্নের উৎপত্তি হয়।

কোন কোন সময় দুই জন লোকে এক প্রকার স্বপ্ন সন্দর্শন করে। ইহার কারণ এই যে যখন দুই ব্যক্তি কোন এক প্রকার অবস্থায় পতিত হইয়া অথবা এক প্রকার ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া এক প্রকার বিষয় চিন্তা করে তখনি নিদ্রাবস্থায় তাহাদিগের মনে এক প্রকার স্বপ্নের আবির্ভাব হয়। কোন সময় ফরাসিদেশীয় সেনা কর্ত্তৃক [illegible]

চতুর্দিকে কামান যোজিত ও প্রহরী রক্ষিত হইয়াছিল এবং যুদ্ধের উপযুক্ত সকল প্রকার উপচার সংগৃহীত হইয়াছিল। এমত অবস্থায় এক জন যোদ্ধা রজনীতে শয়ন করিয়া স্বপ্নাবলোকন করিল, যে ইডনবরা নগর শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, নগরস্থ লোক সঙ্কেতকামান ধ্বনি দ্বারা পরস্পর সকলে সকলকে সাবধান করিতেছে এবং নগরস্থ সকলে শঙ্কিত ও ত্রস্ত হইয়া রহিয়াছে, রাজপথে শত শত যোদ্ধা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে গতায়াত করিতেছে এবং সর্ব্বত্র মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। উক্ত যোদ্ধা এই রূপ স্বপ্ন দর্শন করিতেছে, এমন সময় তাহার পত্নী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাহাকে জাগ্রত করিয়া কহিল, যে "আমি অতি দুঃস্বপ্ন অবলোকন করিয়া ভীত হইয়াছি, আমি দেখিয়াছি, যে আমাদিগের নগর শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, দুর্গ হইতে শত্রু আগমনের সঙ্কেত ধ্বনি হইতেছে, সকল নগর ব্যাপিয়া ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে এবং তোমার এক জন প্রিয় বন্ধু শত্রু হস্তে নিধন হইয়াছে"। রজনী প্রভাত হইলে পর তাহাদিগের উভয়ের এই রূপ এক প্রকার স্বপ্নাবলোকন করণের কারণানুসন্ধান করিলে প্রকাশ পাইল, যে উহারা স্ত্রী পুরুষ উভয়ে যে গৃহে শয়ন করিয়াছিল, তাহার উপরিস্থিত গৃহেতে এক ভারী লৌহময় পদার্থ উচ্চ হইতে পতিত হইয়া এক ভয়ঙ্কর শব্দ হওয়াতে তাহারা উভয়েই নিদ্রাবেশে তাহা শ্রবণ করিয়া ঐ প্রকার স্বপ্ন সন্দর্শন করিয়াছিল। এই রূপ প্রাকৃতিক সামান্য ঘটনা হেতু ভয়ঙ্কর স্বপ্নাবলোকন করা নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ নহে। সুবিখ্যাত দর্শনি কার রিডসাহেব কহিয়াছেন, যে একবার তাঁহার পীড়ার সময় মস্তকে বিষ লেপন করিলে তাহার অতিশয় যন্ত্রণা উপস্থিত হওয়াতে তিনি স্বপ্নাবলোকন করিয়াছিলেন, যে তিনি কতিপয় অসভ্য দস্যু হস্তে পতিত হইয়াছেন এবং তাহারা তাঁহার মস্তকে বিজাতীয় প্রহার করিতেছে। এই প্রকার প্রকৃত ঘটনা দ্বারা স্বপ্ন উৎপন্ন হইবার আরও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন কোন লোকের এরূপ প্রকৃতি থাকে, যে নিদ্রাবস্থায় তাহাদিগের কর্ণেতে যাহা কিছু বলা যায় তাহাকে তাহারা স্বপ্ন জ্ঞান করে। ডাক্তর গ্রে গোরি সাহেব ব্যক্ত করিয়াছেন, যে ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে লুইসবর্গ নামক স্থানে একদল সেনা যাত্রা করিতেছিল, ঐ সেনার মধ্যে এক জন যোদ্ধার এমনি স্বভাব ছিল, যে সে নিদ্রিত হইলে তাহার সঙ্গীগণ তাহার কর্ণে যে কথা বলিত তাহাই সে স্বপ্ন বোধ করিত। একবার তাহার সঙ্গীগণ তাহার হস্তে একটি পিস্তল দিয়া তাহার কর্ণেতে এক ভয়ঙ্কর কলহের কথা কহিতে লাগিল এবং যখন তাহারা সেই কলহের প্রতিপক্ষীয় দলের উপস্থিত হইবার কথা কহিল অমনি সে আপন হস্ত ধৃত পিস্তল সন্ধান করিল। আর একবার তাহার সঙ্গীগণ তাহাকে নিদ্রিত দেখিয়া তাহার কর্ণে কর্ণে কহিল, যে তুমি পোত হইতে সাগর জলে পতিত হইয়াছ, ইহা শুনিয়া সে আপনার হস্ত পদ সঞ্চালন পূর্ব্বক সন্তরণ দিবার ন্যায় অঙ্গ ভঙ্গি করিতে আরম্ভ করিল। পরে তাহারা কহিল, যে তুমি সাবধান হও, তোমাকে হাঙ্গরে দংশন করিতে আগমন করিতেছে, এই কথা বলিবা মাত্র সে তৎক্ষণাৎ জলে মগ্ন হইবার মানসে ঝম্প প্রদান করাতে আপন শয়ন স্থান হইতে পোতোপরি পরিচ্যুত হওয়াতে গুরুতর রূপে আঘাত প্রাপ্ত হইল। এই বিস্ময়কর ব্যাপারের মধ্যে বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে সে ব্যক্তি এই রূপে যাহা কিছু স্বপ্নাবলোকন করিত, জাগ্রত হইলে পর তাহার বিন্দুমাত্রও তাহার স্মরণ থাকিত না, আদ্যোপান্ত সকলই বিস্মৃত হইত।

তৃতীয়তঃ যে সকল বিষয় দীর্ঘ কালের মধ্যে কোন রূপে প্রত্যক্ষ না করা যায় এবং যাহা কোন রূপেই চিন্তা করা যায় না, কোন কোন সময় তদ্বিষয়ক স্বপ্নেরও আবির্ভাব হয়। কি জন্য যে এপ্রকার স্বপ্নের উৎপত্তি হয় তাহা সুন্দর রূপে অবধারিত হয় নাই।

এক ব্যক্তি এক জন প্রসিদ্ধ বণিকের

কার্য্যালয়ে কর্ম্ম করিত, এক দিবস কর্ম্ম কার্য্যের অতিশয় গোল যোগ হওয়াতে সে এক জনকে এক খানি হুণ্ডীর তিনটি টাকা দিয়া তাহা আপন হিসাব পত্রে লিপি বদ্ধ করিতে বিস্মৃত হইয়াছিল। অনন্তর বৎসরের শেষে যখন কার্য্যালয়ের সকল আয় ব্যয় নির্দ্ধারিত ও পরীক্ষাকৃত হয় তখন তিন টাকার অস্থিত হইতে লাগিল। উল্লিখিত কর্ম্মকারক বিস্তর পরিশ্রম পূর্ব্বক সম্বৎসরের সকল কাগজ পত্র অন্বেষণ করিয়া দেখিল, কিন্তু কোন সন্ধান প্রাপ্ত হইল না; পরে নিরুপায় হইয়া অত্যন্ত বিরক্তি সহকারে নিদ্রিত হইলে পর স্বপ্ন যোগে সেই অসংস্থিত টাকার সকল বৃত্তান্ত তাহার স্মরণ হইল। সে যে প্রকারে ও যে লোককে ঐ তিনটি মুদ্রা প্রদান করিয়াছিল, স্বপ্নেতে তাহার আনুপূর্ব্বিক সকল বৃত্তান্ত অবগত হইল¶। আর এক ব্যক্তি তাহার পিতৃক্রীত সম্পত্তির এক খানি লেখ্য পত্র হারাইয়া ঘোর বিপদে পতিত হইয়াছিল, সম্পত্তি বিক্রেতারা রাজ সভায় তাহার নামে অভিযোগ করাতে, সে আর কোন উপায় না পাইয়া পুনর্ব্বার তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিয়া তাহাদিগের সহিত নিষ্পত্তি করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সে যে দিন প্রতিবাদি দিগের সহিত নিষ্পত্তি করিবে তাহার পূর্ব্ব রাত্রিতে সে স্বপ্নযোগে আপনার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার নিকট হইতে ঐ সম্পত্তির ক্রয় পত্র প্রাপ্ত হইবার সকল সন্ধান প্রাপ্ত হইল এবং সেই সন্ধানানুসারেই উল্লিখিত ক্রয় পত্র তাহার হস্তগত হইল¶। কোন মনুষ্য তাহার প্রথম বয়সে গ্রিক ভাষা শিক্ষা করিয়া অনভ্যাস, বশতঃ ক্রমে সকল বিস্মৃত হইয়াছিল, কিন্তু সে নিদ্রিত হইলে স্বপ্নেতে তাহার পূর্ব্ব শিক্ষিত ঐ ভাষা বিলক্ষণ স্মরণ হইত এবং সে নিদ্রিত হইয়া অনেক সময় ঐ ভাষা উচ্চারণ করিত। এই রূপ স্বপ্নের আর এক চমৎকার উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। স্কটলণ্ড প্রদেশে একবার এক ভয়ঙ্কর নরহত্যা ঘটনা হওয়াতে ঐ অত্যাচারকারী দুরাত্মাকে ধৃত করণের জন্য রাজদ্বারে হইতে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অনুসন্ধান হইতে লাগিল। অকস্মাৎ এক জন মনুষ্য রাজার নিকট আসিয়া কহিল, যে যে স্থলে ঐ হত ব্যক্তির ধন রত্ন গুপ্ত আছে, তাহা আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, অনুসন্ধান করিলে এই হত্যার সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ পাইবে, তাহার কথা প্রমাণ অনুসন্ধান করাতে তাহার কথিত স্থানের অতি নিকটে ঐ মৃত ব্যক্তির সমুদায় ধন রত্ন প্রাপ্ত হওয়া গেল। ইহাতে আপামর সাধারণ সকল লোকেই ঐ ব্যক্তিকে উল্লিখিত অত্যাচারের কর্ত্তা মনে করিল। কিন্তু অতি সত্বরেই তাহার ঐ অপবাদ মোচন হইল। যে ব্যক্তি যথার্থ অপরাধি এবং যে ইহার পূর্ব্বে ধৃত হইয়াছিল, সে আপন মুখে স্বীয় দোষ স্বীকার করিল এবং উক্ত স্বপ্নদর্শী নির্দ্দোষীকে সর্ব্ব প্রকারে কলঙ্ক মুক্ত করিল। পণ্ডিত গণ এই অসাধারণ ঘটনার এই প্রকার কারণ স্থির করিয়াছেন, যে উহারা উভয়েই পান দোষে লিপ্ত ছিল এবং সর্ব্বদা একত্রে পান করিত, কোন দিবস উহারা উভয়ে পানোন্মত্ত হইলে হননকারী স্বপ্ন দ্রষ্টার নিকট আপন অত্যাচারের সকল কথা কহিয়া ছিল এবং পানোন্মাদকতা হেতু তাহা উভয়েই বিস্মৃত হইয়া ছিল। অনন্তর নির্দ্দোষী ব্যক্তি কোন দিন স্বপ্নেতে ঐ সমস্ত কথা স্মরণ করিয়া রাজার নিকট অবগত করিয়াছিল¶।

চতুর্থতঃ যাহার যে বিষয়ে অধিক প্রবৃত্তি থাকে এবং যে ব্যক্তি যে বিষয় সর্ব্বদা অধিক চিন্তা করে, তাহার প্রায় সেই রূপ স্বপ্নই অধিক হয় এবং কোন কোন সময় সে প্রকার স্বপ্ন কার্য্যতও ঘটিয়া থাকে। এপ্রকার স্বপ্ন অতি আশ্চর্য্য জনক, অনেকে এই রূপ স্বপ্নের কোন প্রাকৃতিক কারণ স্থির করিতে না পারিয়া ইহাকে আধিদৈবিক ব্যাপার বলিয়া কল্পনা করে। কুম্ব সাহেব ব্যক্ত করিয়াছেন যে এক জন দস্যু কোন এক ব্যক্তিকে হত্যা করিবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঐ হত্যা

¶ Abercrombie's Mental Philosophy.

¶ Abercrombie's Mental Philosophy.

স্বপ্নেতে সন্দর্শন করিয়াছিল। এক জন পাদরি নিকটস্থ কোন গ্রাম হইতে ইডনবরা নগরের এক পান্থশালায় আসিয়া উপনীত হইয়া রজনীতে স্বপ্নাবলোকন করিল্ যে তাহার গৃহে অগ্নি সংলগ্ন হইয়া প্রজ্বলিত রূপে দগ্ধ হইতেছে এবং তাহার একটী সন্তান অসাবধান হেতু ঐ অগ্নি মধ্যে পতিত হইয়াছে। সে ব্যক্তি এই রূপ দুঃস্বপ্ন সন্দর্শন করিয়া স্বত্বরেই গৃহে প্রত্যাগমন করিল এবং আপন ভবনের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখে যে যথার্থই তাহার গৃহেতে অগ্নি লাগিয়াছে, এবং তাহার একটি সন্তান কি প্রকারে সেই অগ্নি বিপদে বিপন্ন হইয়াছে, তিনি স্বীয় স্বপ্নানুগত এই প্রকার দুর্ঘটনা সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং ব্যস্ত সমস্ত হইয়া স্বীয় সন্তানকে সেই অগ্নিভয় হইতে উদ্ধার করিলেন। আপাততঃ অনেকে এই স্বপ্নকে এক আশ্চর্য্য অলৌকিক ঘটনা বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু পণ্ডিত গণ ইহার যথার্থ প্রাকৃতিক কারণ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। উল্লিখিত পাদরির ভৃত্য অগ্নি বিষয়ে অত্যন্ত অসাবধান ছিল, এজন্য পাদরি সর্ব্বদাই আপন গৃহে অগ্নি সংলগ্ন হইবার আশঙ্কা করিত, বিশেষতঃ বিদেশে আসিয়া তাহার ঐ আশঙ্কা আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল এবং সে ব্যক্তি ঐ বিষয় মনে মনে অতিশয় চিন্তা করত নিদ্রিত হইয়া উক্ত প্রকার স্বপ্নাবলোকন করিয়াছিল এবং তাহার ভৃত্য যথার্থতঃ স্বীয় প্রভুর অনবস্থান জন্য অসাবধান হওয়াতে ঐ গৃহদাহের ঘটনা হইয়াছিল¶। ঐ গৃহদাহের চিন্তার সহিত পাদরির শিশুবালকের জন্য দুর্ভাবনা হওয়া কোন রূপেই অসম্ভব নহে, সুতরাং তাহা চিন্তা দ্বারা স্বপ্নেতে উদয় হইয়াছিল। ইডনবরা নগরের একজন স্ত্রীলোক এক ঘটিকাযন্ত্র সংস্কারকের নিকট স্বীয় ঘটিকা সংস্কৃত করিতে দিয়া বহু দিন নাপাওয়াতে মনে মনে অত্যন্ত সংশয়াপন্ন হইয়াছিল এবং স্বপ্নাবলোকন করিয়াছিল, যে ঐ ঘটিকা কারের একটি শিশু সন্তান কি প্রকারে ঐ ঘটিকা ভগ্ন করিয়া ফেলিয়াছে। স্ত্রীলোক এই রূপ স্বপ্ন সন্দর্শন করিয়া তাহার তথ্যানুসন্ধান করাতে জ্ঞাত হইল যে যথার্থই ঐ ঘটিকা কারের সন্তান তাহার ঘটিকা ভগ্ন করিয়া ফেলিয়াছে। স্বপ্নানুসারে এই রূপ কার্য্য ঘটনা হইবার অনেক উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু পণ্ডিত গণ সে সমুদায়েরই প্রাকৃতিক কারণ স্থির করিয়াছেন। এই প্রকার গূঢ় প্রাকৃতিক কারণ বশতঃ অনেক প্রকার আশ্চর্য্য স্বপ্নের ঘটনা হয়। এক ব্যক্তি যে প্রকার স্বপ্ন সন্দর্শন করে, আর এক ব্যক্তি অবিকল তাহার প্রতিরূপ স্বপ্নও দেখে। জোসেফ টেলর সাহেব ব্যক্ত করিয়াছেন, যে কোন বালক আপন ভবন হইতে কিঞ্চিদ্দূরে এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে গিয়া এক দিন রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিল, যে সে আপন ভবনে গমন করিয়াছে এবং বাটীর সম্মুখ দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া অব্যান্তর দ্বার দিয়া গৃহ প্রবেশ করিয়াছে, ও আপন জনক জননীর সহিত সাক্ষাৎ করণাভিলাষে তাহাদিগের শয়নাগারে উপনীত হইয়া আপন মাতাকে দর্শন করত এই রূপে সম্ভাষণ করিতেছে, "জননি আমি অতি দূর দেশে যাত্রা করিব বলিয়া তোমার নিকট বিদায় হইতে আসিয়াছি," এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহার মাতা কহিল। হা বৎস! তোমার মৃত্যু হইয়াছে। এই স্বপ্নের অনতিবিলম্বেই ঐ বালক স্বীয় ভবন হইতে তাহার কুশল জিজ্ঞাসু এক পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়া বিস্ময়াপন্ন হইল, তাহার মাতা ঐ রাত্রিতে তাহার ন্যায় অবিকল ঐ প্রকার দুঃস্বপ্ন সন্দর্শন করিয়া তাহার কুশল বার্ত্তা প্রাপ্ত হইবার জন্য ব্যগ্র হওয়াতে তাহার পিতা তাহাকে ঐ পত্র প্রেরণ করিয়াছে। এ স্বপ্নও সম্পূর্ণ রূপ প্রাকৃতিক কারণানুসারে ঘটিয়াছিল সন্দেহ নাই। জননী ও তাহার পুত্র উভয়েই এক প্রকার চিন্তায় চিন্তিত হইয়া নিদ্রিত হইয়াছিল এবং তদনুসারে উভয়েই এক প্রকার স্বপ্ন অবলোকন করিয়াছিল¶।

¶ Abercrombie's Mental Philosophy.

¶ Abercrombie's Mental Philosophy.

যে কয়েক প্রকার স্বপ্নের কথা উল্লেখ করা গেল প্রায় অধিকাংশ স্বপ্নই সেই প্রকারে ঘটিয়া থাকে এবং স্বপ্ন উৎপত্তির প্রতি যে যে কারণ প্রদর্শিত হইল প্রায় সেই কারণ বশতঃই অধিকাংশ স্বপ্নের ঘটনা হয়। কিন্তু কখন কখন এপ্রকার স্বপ্নেরও উদাহরণ পাওয়া যায়, যে সহজে তাহার কারন স্থির করিতে পারা যায় না, বুদ্ধিমান্ লোকে সেই সমস্ত স্বপ্নের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত অবগত হইলে অবশ্যই তাহার কারণ স্থির করিতে পারেন সন্দেহ নাই। কোন এক জন মনুষ্য পীড়িত হইলেপর তাহার দুইটি ভগিনী তাহার শুশ্রূষার জন্য সর্ব্বদা তাহার নিকট থাকিত, এক দিন রজনীতে উহার মধ্যে একটি ভগিনী এক স্বপ্ন দর্শন পূর্ব্বক ত্রস্ত হইয়া তদ্বৃত্তান্ত তাহার সহোদরাকে কহিতে লাগিল। ভগিনী আমি এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন সন্দর্শন করিয়াছি, আমি অমুকের নিকট হইতে যে ঘড়িটি চাহিয়া আনিয়াছি সেই ঘড়িটি যেন কি প্রকারে বন্ধ হইয়া যাওয়াতে আমি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া তাহা তোমাকে পরিচয় দিতেছি, এমন সময় তুমি আমাকে তদপেক্ষা আরও এক ভয়ঙ্কর বিপদের সম্বাদ কহিতেছ, তুমি কহিলে যে আমাদিগের ভ্রাতার নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়াছে। তাহার ভগিনী এই কদর্য্য স্বপ্নের কথা শ্রবণ করিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ঘড়ি ও তাহাদিগের ভ্রাতাকে সন্দর্শন করিয়া দেখিল, যে সে স্বপ্ন সকলি অলীক কিছুই নষ্ট হয় নাই, না ঘড়িই বন্ধ হইয়াছে না তাহাদিগের ভ্রাতারই নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু তাহার পরদিনেও তাহার ভগিনী পুনর্ব্বার ঐরূপ স্বপ্নাবলোকন করিল এবং সকলি অলীক দেখিয়া পুনর্ব্বার শান্ত হইল। অনন্তর তৎপরদিবসে কার্য্য বশতঃ সে উল্লিখিত ঘটিকা দেখিতে গিয়া দেখে যে ঘড়ি বন্ধ হইয়া রহিয়াছে, সে যে সময় ঘড়িটি বন্ধ দেখিল, সেই সময় অপর গৃহ হইতে তাহার ভগিনীও তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া কহিল, যে আমাদিগের ভ্রাতার প্রাণত্যাগ হইল। এই প্রকার অদ্ভুত স্বপ্নের কারণ স্থির করা নিতান্ত সহজ নহে, কিন্তু ইহা যে প্রাকৃতিক কারণানুসারে উৎপন্ন হয় তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

একদা কর্ণওয়াল হইতে এক ব্যক্তি তাহার ইংলণ্ডস্থিত এক বন্ধুর মৃত্যু স্বপ্ন দেখিয়া তাহার পত্নীকে কহিয়াছিল। পরে সে ব্যক্তি ইংলণ্ডে উপনীত হইয়া দেখিল, যে সে স্বপ্নেতে তাহার বন্ধুকে যে স্থানে যে ব্যক্তি কর্ত্তৃক ও যে প্রকারে নিধন হইতে দেখিয়াছে, কার্য্যত অবিকল তাহাই ঘটিয়াছে এবং তাহার বন্ধুর শরীরে যে স্থানে আঘাত লাগিতে ও যে স্থান হইতে শোণিত পাত হইতে স্বপ্নে দেখিয়াছে বস্তুতঃ তাহাই হইয়াছে¶। এক ব্যক্তি তিন বৎসর বয়সে মান্দ্রাজ রাজ্য হইতে ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিল এবং তথা হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় তাহার মান্দ্রাজস্থিত জনক জননীর আবাস স্থান অবিকল স্বপ্নাবলোকন করিয়াছিল¶। নানা স্থান হইতে এপ্রকার নানা বিধ অদ্ভুত স্বপ্নের উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু সকল স্বপ্নই আমাদিগের আশ্চর্য্য মনোবৃত্তি দ্বারা ঘটিয়া থাকে। আমরা যাহা কিছু দর্শন করি ও যে কোন বিষয় শ্রবণ করি, যদিও সকল সময় অবিকল তাহাই স্বপ্নেতে না দেখিতে পাই, কিন্তু ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে, যে আমাদিগের আশ্চর্য্য কল্পনা শক্তি নানা প্রকার পৃথক্ পৃথক্ দৃষ্ট শ্রুত ও স্পৃষ্টাদি বিষয়কে একত্রিত করিয়া স্বপ্নাবস্থায় ক্রীড়া করে। অনেক স্থল হইতে এরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, যে জন্মান্ধ ব্যক্তি কখন রূপ বিষয়ক কোন স্বপ্ন দেখিতে পায় না এবং জন্মবধিরও স্বপ্নেতে কোন শব্দ শ্রবণ করে না। আমাদিগের অপরাপর জ্ঞানেন্দ্রিয় অপেক্ষা দর্শনেন্দ্রিয় কিঞ্চিৎ সতেজ, দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয় সকল আমাদিগের মনেতে যেমন গাঢ় রূপে সন্নিবিষ্ট হয় আর কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয়ই সে রূপ হয় না। এই জন্য দর্শনেন্দ্রিয় ঘটিত বিষয় সকলই আমাদিগের স্বপ্নেতে সর্ব্বদা উদিত হয়, আমরা স্বপ্নাবস্থায় যত

¶ Abercrombie's Mental Philosophy.

স্পর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয় প্রাপ্ত হই, তত আর কোন বিষয়ই পাই না। কিন্তু স্বপ্নেতে যে শব্দাদি অ.র কোন বিষয়ের জ্ঞান লাভ হয় না এমন নহে, স্বপ্নেতে বাক্যাদি শ্রবণ করা যায় এবং অনেক বস্তুকে স্পর্শও করিতে পারা যায়।

অনেকের বুদ্ধি বৃত্তি জাগ্রদবস্থা অপেক্ষা স্বপ্নাবস্থায় কিছু অধিক তেজস্বিনী হয়, তাহারা জাগ্রৎ কালে যাহা সম্পন্ন করিতে না পারে, স্বপ্নেতে অবলীলাক্রমে তাহা নির্ব্বাহ করে। কনডর্ট নামক এক জন সাহেব ব্যক্ত করিয়াছেন যে তিনি যখন কোন কঠিন অঙ্কাদি সম্পাদন করিতে শ্রান্ত হইতেন, তখন তাহা অমনি অসম্পন্ন রাখিয়া নিদ্রিত হইতেন এবং স্বপ্নাবস্থায় সেই সকল অঙ্ক অক্লেশে সম্পন্ন করিতে পারিতেন। এক জন রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত কোন এক বিষয়ক অভিযোগ লইয়া অত্যন্ত চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল. কিছু দিন পরে তাহার স্ত্রী একদিন রজনীতে দেখিল, যে তাহার পতি অকস্মাৎ নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আপনার লিখিবার স্থানে গমন করিয়া কতকগুলি কাগজ পত্র লিখনানন্তর পুনর্ব্বার শয়ন করিল। পর দিন প্রাতঃকালে ঐ ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে কহিল, যে আমি কল্য স্বপ্ন দেখিয়াছি, যে আমার অধীনস্থ এক কঠিন অভিযোগের বিষয় আমি সুচারু রূপে বোধগম্য করিতে পারিয়াছি, এবং তাহাতে আপনার পরিষ্কার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছি। উহার স্ত্রী এই কথা শ্রবণ করিয়া উহার স্বহস্তের লিখিত পূর্ব্ব রজনীর সেই সমস্ত কাগজ পত্র উহাকে প্রদান করিল. এবং সে ব্যক্তি তাহা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল।

কেহ কেহ স্বপ্নাবস্থাতেই স্বপ্ন দৃষ্ট বিষয়কে অলীক জ্ঞান করে এবং নিদ্রা সত্ত্বেই স্বপ্নকে স্বপ্ন বোধ করিয়া থাকে, কিন্তু যাহাদিগের জ্ঞান শক্তি ও যুক্তি প্রবলা থাকে, তাহারাই ঐ প্রকার করিয়া থাকে এবং নিদ্রারম্ভ হইতে হইতে যে স্বপ্ন উপস্থিত হয়, অথবা নিদ্রা ভঙ্গ হইবার সময় যে স্বপ্নের উৎপত্তি হয়, তাহাকেই ঐ অবস্থাস্থে স্বপ্ন বোধ হয়। অনেক বুদ্ধিমান্ লোকে আপন যুক্তি ও তর্ক শক্তি প্রভাবে স্বপ্ন জনিত ভয় হইতে নিস্তার পাইয়াছে ¶। স্বপ্নাবস্থায় কাহারও বা কোন পূর্ব্ব রোগের আবির্ভাব হয়। অনেক লোক উন্মাদাবস্থা হইতে আরোগ্য হইয়া স্বপ্নেতে আবার উন্মত্তের লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছে। স্বপ্ন সংক্রান্ত এই রূপ অনেক প্রকার অদ্ভুত বিষয় বিদ্যমান্ আছে, যদিও সে সমুদায় লেখা কঠিন, তথাপি যাহা কিঞ্চিৎ লিখিত হইল বুদ্ধিমান্ লোকে তাহার প্রতি মনোযোগ পূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিলে কেবল কৌতূহল নিবৃত্তি না করিয়া স্বপ্নের অনেক ভাব বুঝিতে পারিবেন। বিশেষত এই রূপে দিনে দিনে স্বপ্ন বিষয়ক যত অধিক দৃষ্টান্ত সংগৃহীত হইবে, ততই উহার কারণ নির্দ্ধারিত হইতে থাকিবে।

ত্রিপুরা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

১৫ পৌষ ১৭৭৮ শক

কাম ক্রোধাদি রিপু সকল যখন সুধাময়ী ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সমুদয়কে পরাস্ত করত প্রবল হইয়া উঠে, তখন তাহারা শত্রুবৎ আমাদিগের অনিষ্ট সাধন করিতে থাকে, এই নিমিত্ত অস্মদ্দেশীয় প্রাচীন পণ্ডিত গণ কর্ত্তৃক তাহারা রিপু শব্দে উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে কাম রিপু আবার সমধিক পরাক্রান্ত ও দুর্জ্জয়। এই রিপু মুহুর্মুহুঃ উত্তেজনা করিয়া আমাদিগকে অগাধ পাপ কূপে নিমগ্ন করিতে পারে। কামের বশীভূত হইলে আমাদের হিতাহিত কিছুই জ্ঞান থাকে না, আমরা যদি কামান্ধ হই, তবে কোথায় বা ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার, কোথায় বা সদসদ্বিবেচনা, কোথায় বা ন্যায়ান্যায় জ্ঞান, কোথায় বা মঙ্গলেচ্ছু ধর্ম্মশীল প্রিয় মিত্রের হিত জনক বাক্য শ্রবণ, কোথায় বা উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি সমুদায়ের অমৃতময় উপদেশ আকর্ণন, কোথায় বা জ্ঞানগর্ভ মধুরভাব পূর্ণ গ্রন্থ অধ্যয়ন, আমরা তৎসমুদয় তুচ্ছ করিয়া কেবল কাম হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে পারিলেই কৃতার্থম্মন্য হই। কাষ্ঠাদি

¶ Dr. Reid.

যেমন অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইলে ভস্ম বিশেষ মাত্র থাকে, তদ্রূপ কাম সন্তপ্ত হৃদয় জনের কেবল মানবাকার থাকে, নচেৎ তদীয় ব্যবহারাবলোকনে তাহাকে পিশাচ বলিয়াই প্রতীতি হয়। কামুক ব্যক্তি সর্ব্বারাধ্য পরম ভক্তি ভাজন পিতা মাতার সর্ব্বস্বান্ত করিয়া তাঁহাদিগকে মর্ম্মান্তিক পীড়া প্রদান পুরঃসর পরিশেষে চৌর্য্যবৃত্তি প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া স্বকীয় কুলকে দুরপনেয় কলঙ্কে কলঙ্কিত করে, ভ্রাতৃবৎসল সহোদর ও প্রেমাস্পদ বন্ধুদিগকে মহানিষ্টকারী বৈরীজ্ঞানে তাহাদিগের সহিত শত্রুবৎ আচরণ করে এবং কুমার্গগামী অসচ্চরিত্র অনিষ্টকারী দুরাত্মাদিগের সহিত সৌহৃদ্যাচরণ করিয়া অধঃপতন হয়। স্বকীয় মনোরথ পূরণের কণ্টক জ্ঞানে অতি নিরপরাধিনী সাধ্বী রমণীর কণ্ঠচ্ছেদ করে এবং বলিতেও হৃৎ কম্প হয়, মূর্ত্তিমান্ স্নেহ স্বরূপ পুত্র কন্যাদিগকে বিনষ্ট করিয়া মানব জাতির মহা অপযশ উৎপাদন করে। এই অবনিমণ্ডলে বোধ হয় এমত কুকর্ম্ম নাই যাহা কামাসক্ত মনুষ্য কর্ত্তৃক অকৃত থাকিতে পারে। সংসারে কামের অসাধ্য কার্য্য কিছুই নাই, মর্ত্ত্য লোকে নরহত্যা বালহত্যা প্রভৃতি যত নিন্দনীয় বিগর্হিত ব্যাপার ঘটনা হয়, তাহার অধিকাংশই কেবল কামুক ব্যক্তি দ্বারাই সংঘটিত হইয়া থাকে। অতএব এই দুরন্ত রিপু দ্বারা আমরা যাহাতে পরাভূত না হই, তদ্বিষয়ে আমাদের সাতিশয় যত্ন কর্ত্তব্য। কৃতান্তরূপী বিষধর দর্শনে সম্মুখ হইয়া তাহা হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্তি জন্য আমরা যদ্রূপ সচকিত হই, কন্দর্প স্বরূপ কালসর্পকেও তদ্রূপ ভয় করিয়া তদীয় আক্রমণ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করণে প্রতিনিয়ত সশঙ্ক হইয়া চেষ্টা করা বিধেয়, নচেৎ কামের প্রতি ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা নিতান্ত অযুক্ত। কামেচ্ছা আমাদের অন্তঃকরণে উদয় হইবা মাত্রই আমরা মুগ্ধ হইয়া যাহাতে তদনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত না হই, এজন্য আমাদিগের বিশেষ সাবধান থাকা উচিত। এই দুষ্প্রবৃত্তি নিবৃত্তির একমাত্র মহৌষধ সৎসঙ্গ ও সদালাপ। আমাদের হৃদয়াসনে কামস্পৃহা অধ্যাসীন হইয়া যৎকালীন আমাদিগকে নানাবিধ মোহ জনক কুমন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করে, তখন নির্জ্জনে উপবিষ্ট না থাকিয়া তন্নিবারণার্থ কোন ঈশ্বর পরায়ণ পুণ্যাত্মা মহাজন সমীপে গমন পুর্ব্বক তদীয় সর্ব্বসুখ প্রদায়ক বাক্যাবলিতে কলুষ ধ্বংসকর ঈশ্বরীয় গুণানুবাদ শ্রবণ করা সাতিশয় কর্ত্তব্য, এতদ্ভিন্ন পরিত্রাণের আর উপায়ান্তর নাই। সাধু সঙ্গের গুণ ব্যাখ্যা কি করিব। অপরিষ্কৃত ধাতু যে প্রকার অগ্নি সংযোগে পরিষ্কৃত হয়, নিয়ত সাধুসঙ্গ রূপ বহ্নি সেবন দ্বারা অসচ্চরিত্র লোকও সেই প্রকার পাপ মলহীন হইয়া উৎকৃষ্ট স্বভাব লাভ করে। বাক্‌শক্তি হীন বনবিহারী বিহঙ্গও সঙ্গগুণে ভগবন্নাম ও গুণ গান করিয়া থাকে, আমরা মনুষ্য হইয়া তবে কি কেবল সৎসংসর্গ দ্বারা অনুপকৃত রহিব? সজ্জন সহবাস জনিত অমূল্যধন অবশ্যই উপার্জ্জন করিতে পারিব। অতএব হে ব্রাহ্মগণ! চরিত্র শোধন প্রতিই যদি মানবীয় মহত্ত্ব নির্ভর করে এবং তৎসাধনে আন্তরিক বাসনা প্রকৃতরূপেই থাকে, তবে তদুপযোগী বিষয়ের দর্শন, শ্রবণ, চিন্তন ও আলাপনাদি কর্ত্তব্য। এই প্রকার নানাবিধ সদুপায় অবলম্বন করিয়া নিয়ত যত্ন করিলে অবশ্যই আমরা অভীষ্ট সিদ্ধি অর্থাৎ কামকে পরাজয় করিতে পারিব। হে জগদীশ্বর! আমার আর কিছু প্রার্থয়িতব্য নাই, তোমার কৃপাতে সৎস্বভাব লাভ করিয়া সর্ব্বদা যেন তোমার প্রেমানুরক্ত থাকি এই আমার প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

বিজ্ঞাপন।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার [illegible] যে দিল্লীস্থ শ্রীযুক্ত সুখানন্দ স্বামী ব্রাহ্মসমাজে দান স্বরূপ চারিটী টাকা আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার চতুর্থ কল্পের দ্বিতীয় ভাগের
নির্ঘণ্ট পত্র

আকারাদি বর্ণক্রমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার চতুর্থ কল্পের
দ্বিতীয় ভাগের নির্ঘণ্ট পত্র

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা ৫ চৈত্র মঙ্গলবার সম্বৎ ১৯১৩ শকাব্দাঃ ১৭৭৯

সভাপ্রবেশ মাস হইতে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতি সভ্য প্রতি মাসে এই পত্রিকার এক খণ্ড বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হয়েন।